মধুসূদন গ্রন্থাবলী

প্রথম খণ্ড

(কাব্য সংগ্রহ)

মধুসূদন গ্রন্থাবলী

(কাব্য সংগ্রহ)

সাধারণ সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

সম্পাদক :

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী

কল্লোল প্রকাশনী

কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ

ভাদ্র, ১৩৬৭

প্রকাশিকা :

শ্রীমতী শোভা রায়

কল্লোল প্রকাশনী,

এ ১৩৪, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা-১২

মুদ্রণ সহায়ক :

মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস

৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার

কলিকাতা-১৩

প্রিণ্টস্মিথ

১১৬, বিবেকানন্দ রোড

কলিকাতা-৬

মিলন প্রেস

৫৯এ, বেচু চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৯

নিবেদন

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা সাহিত্যে যাঁরা আধুনিকতার প্রবর্তন করেন দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন দত্ত তাঁদের অগ্রদূত ছিলেন। ছন্দের নিগড় থেকে বাঙলা কাব্যকে মুক্তি দিয়ে তিনি যে শুধু তাতে কবিমনের অবাধ ভাব-স্বাধীনতার পথই প্রস্তুত করে দিলেন তা নয়, তিনিই সর্বপ্রথম আমাদের সাহিত্যকে মানবিকতার বাহন করে তোলেন এবং এই মানবিকতার অনুকূল ভাব প্রকাশের জন্য সাহিত্যকে নানা শাখায় বিস্তৃত করে দিলেন। মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গীতিকাব্য, নাটক-প্রহসন প্রভৃতির উদ্ভাবন করে তিনি 'একতারা' বঙ্গসাহিত্যকে 'বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট' বীণাযন্ত্রে পরিণত করেন। বাঙলা সাহিত্যে শ্রীমধুসূদনের অবদান কখনো বিস্মৃত হবার নয়।

অত্যন্ত আনন্দের কথা এই যে, মধুসূদনের সাহিত্যের নব-মূল্যায়নে অনেক কৃতী সমালোচক আত্মনিয়োগ করেছেন। আমাদের সীমিত যোগ্যতা সম্পর্কে নিঃসংশয় থেকেও আমরা এই কার্যে ব্রতী হয়েছি। এই ব্রতে কতদূর সার্থকতা লাভ করেছি তা আমাদের বিচার্য নয়, তবে এটুকু বলতে দ্বিধা নেই যে, এই গ্রন্থাবলী সম্পাদনা-কালে মধুসূদন সম্পর্কে এ পর্যন্ত প্রকাশিত সমালোচনা গ্রন্থসমূহের কথা আমরা কদাপি বিস্মৃত হইনি। হইনি বলেই এই গ্রন্থাবলীকে আকৃতি ও প্রকৃতির

দিক দিয়ে সাধারণ পাঠকের উপযোগী করে তুলতে সর্বদা প্রযত্ন করেছি। অন্যথায় মধুসূদন সম্পর্কে আমাদের সাহিত্যে এত সব পাণ্ডিত্যমূলক সারগর্ভ আলোচনার পর এই কার্যে আমাদের অগ্রসর হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না।

মধুসূদনের রচনাবলীকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে সমগ্র কাব্য এবং দ্বিতীয় খণ্ডে নাটকাবলী ও অন্যান্য গদ্যরচনা সন্নিবেশিত হলো। পকেট বুক সাইজে মুদ্রিত করে যথাসাধ্য সুলভ মূল্যে প্রচারিত এই গ্রন্থাবলী সাহিত্যানুরাগী পাঠকবৃন্দের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হবে বলেই আমরা আশা রাখি। ইতি—

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ
২৪ পরগণা

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী
কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়
ত্রিপুরা

মঙ্গলাচরণ।

বঙ্গকুলচূড়া

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের

চিরস্মরণীয় নাম

এই অভিনব কাব্যশিরে শিরোমণিরূপে

স্থাপিত করিয়া

কাব্যকার

ইহা

উক্ত মহানুভবের নিকট

যথোচিত সম্মানের সহিত

উৎসর্গ করিল

ইতি।

১২৬৮ সাল, ১৬ই ফাল্গুন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

অদূরে ঘোর তিমির গভীর-গহ্বরে, ২০
কলকল করে জল মহাকোলাহলে,
ভোগবতী স্রোতস্বতী পাতালে যেমতি
কল্লোলিনী, ঘন স্বনে বহেন পবন,
মহাকোপে লয়রূপে তমোগুণান্বিত,
নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্ব্বনাশকারী!
দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, দানবারি,—
দানবী, মানবী, দেবী, কিবা নিশাচরী,
সকলেরি অগম—দুর্গম দুর্গ যেন!
দিবানিশি মেঘরাশি উড়ে চারিদিকে,
ভূতনাথসঙ্গে রঙ্গে নাচে ভূত যেন। ৩০

এ হেন নির্জ্জন স্থানে দেব পুরন্দর
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা
বীণাপাণি! কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে
প্রণমি, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি!
তব কৃপা—মন্দর-দানব-দেব-বল,
শেষের অশেষ দেহ—দেহ এ দাসেরে।
এ বাক্-সাগর আমি মথি সযতনে,
লভি, মা, কবিতামৃত—নিরুপম সুধা।
অকিঞ্চনে কর দয়া বিশ্ববিনোদিনি!
যে শশীর স্থান, মাতঃ, স্থাণুর ললাটে ৪০
তাঁহারি আভায় শোভে ফুলকুলদলে
নিশার শিশির-বিন্দু মুক্তাফলরূপে,—
কহ, সতি, কি না তুমি জান, জ্ঞানময়ি,—
কোথা সে ত্রিদিব, যার ভোগ লভিবারে
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে,

কত শত নরপতি রত অশ্বমেধে—
সাগরবিপুলবংশ যে লোভেতে হত ?
কোথা সে অমরাপুরী কনকনগরী ?
কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম স্থবর্ণ-আলয়,
প্রভায় মলিন যার ইন্দু, প্রভাকর ? ৫০
কোথা সে কনকাসন, রাজছত্র কোথা ?
রবির পরিধি যেন মেরুশৃঙ্গোপরি—
উভয় উজ্জ্বলতর উভয়ের তেজে ?
কোথা সে নন্দনবন স্থখের সদন ?
কোথা পারিজাতফুল, ফুলকুলপতি ?
কোথা সে উর্ব্বশী, রূপে ঋষি-মনোহরা
চিত্রলেখা—জগৎজনের চিত্তে লেখা
মিশ্রকেশী—যার কেশ, কামের নিগড়,
কি অমরে, কিবা নরে, না বাঁধে কাহারে ?
কোথায় কিন্নর ? কোথা বিদ্যাধর-দল ? ৬০
গন্ধর্ব্ব—মদনগর্ব্ব খর্ব্ব যার রূপে ?
চিত্ররথ—কামিনীকুলের মনোরথ—
মহারথী ? কোথা বজ্র ভীম প্রহরণ,
যার দ্রুত ইরম্মদে, গভীর গর্জ্জনে,
দেব-কলেবর কাঁপে করি থরথর ;
ভূধর অধীর সদা, চমকে ভুবন
আতঙ্কে ? কোথা সে ধনুঃ ধনুঃকুলরাজা,
আভাময়, যার চারু-রত্ন-কান্তিচ্ছটা
শোভে গো গগনশিরে (মেঘময় যবে)
শিখিপুচ্ছচূড়া যেন হৃষীকেশকেশে !
কোথায় পুষ্কর, আবর্ত্তক—ঘনেশ্বর ? ৭০

কোথায় মাতলি বলী ? কোথা সে বিমান,
মনোরথ পরাজিত যে রথের বেগে—
গতি, ভাতি—উভয়েতে তড়িৎ লাঞ্ছিত ?
কোথায় গজেন্দ্র ঐরাবত ? উচ্চৈঃশ্রবা
হয়েশ্বর, আশুগতি যথা আশুগতি ?
কোথায় পৌলোমী সতী, অনন্ত-যৌবনা,
দেবেন্দ্র হৃদয়-সরোবর-কমলিনী,
দেব-কুল-লোচন—আনন্দময়ী দেবী
আয়তলোচনা ? কোথা স্বর্ণ কল্পতরু,
কামদ বিধাতা যথা, যার পূত পদ
আনন্দে নন্দনবনে দেবী মন্দাকিনী
ধোন সদা প্রবাহিণী কলকলকলে ?—
হায় রে, কোথায় আজি সে দেব-বিভব !
হায় রে, কোথায় আজি সে দেব-মহিমা !
দুর্দ্দান্ত দানবদল, দৈববলে বলী,
পরাভবি সুরদলে ঘোরতর রণে
পূরিয়াছে স্বর্গপুরী মহাকোলাহলে,
বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি।
যথা প্রলয়ের কালে, রুদ্রের নিশ্বাস
বাতময়, উথলিলে জল সমাকুল,
প্রবল তরঙ্গদল, তীর অতিক্রমি,
বসুধার কুন্তল হইতে লয় কাড়ি
সুবর্ণ-কুসুম-লতা-মণ্ডিত-মুকুট ;—
যে সুচারু শ্যাম অঙ্গ ঋতুকুলপতি
গাঁথি নানা ফুলমালা সাজান আপনি
আদরে, হরে প্লাবন, তার আভরণ।

সহস্রেক বৎসর যুঝিয়া দানবারি,
প্রচণ্ড-দিতিজ-ভুজ-প্রতাপে তাপিত,
ভঙ্গ দিয়া বিমুখ হইলা সবে রণে— ১০০
আকুল! পাবক যথা, বায়ু যাঁর সখা,
সর্ব্বভুক্ প্রবেশিলে নিবিড় কাননে,
মহাত্রাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালায় কেশরী;
মদকল নাগদল, চঞ্চল সভয়ে,
করভ করিণী ছাড়ি পালায় অমনি
আশুগতি; মৃগাদন, শার্দ্দুল, বরাহ,
মহিষ, ভীষণ খড়্গী—অক্ষয় শরীরী,
ভল্লুক বিকটাকার, দুরন্ত হিংসক
পালায় ভৈরব রবে ত্যজি বনরাজী;—
পালায় কুরঙ্গ রঙ্গরসে ভঙ্গ দিয়া ১১০
ভুজঙ্গ, বিহঙ্গ, বেগে ধায় চারিদিকে;—
মহা কোলাহলে চলে জীবন-তরঙ্গ,
জীবন-তরঙ্গ যথা পবন তাড়নে।
অব্যর্থ কুলিশে ব্যর্থ দেখি সে সমরে,
পালাইলা পরিহরি সংগ্রাম কুলিশী
পুরন্দর; পালাইলা পাশী দেখি পাশে
ম্রিয়মাণ, মন্ত্রবলে মহোরগ যেন!
পালাইলা যক্ষনাথ ভীম গদা ফেলি,
করী যেন করহীন! পালাইলা বেগে
বাতাকারে মৃগপৃষ্ঠে বায়ুকুলপতি; ১২০
জর-জর-কলেবর দুষ্টাসুর-শরে
পালাইলা শিখি-পৃষ্ঠে শিখিবরাসন
মহারথী। পালাইলা মহিষ বাহনে

সর্ব্ব-অন্তকারী যম, দন্ত কড়মড়ি,
সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড—ব্যর্থ এবে রণে।
পালাইলা দেবগণ রণভূমি ত্যজি ;
জয় জয় নাদে দৈত্য ভুবন পূরিল।
দৈববলে বলী পাপী মহা অহঙ্কারে
প্রবেশিল স্বর্গপুরী—কনক-নগরী,—
দেবরাজাসনে, মরি, দেবারি বসিল! ১৩০
হায় রে, যে রতির মৃণাল ভুজপাশে
(প্রেমের কুসুম ডোর,) বাঁধিত সতত
মধুসখে, স্মর-হর-কোপানল যেন
বিরহ-অনল-রূপ ধরি, মহাতাপে
দহিতে লাগিল এবে সে রতির হিয়া।
সুন্দ উপসুন্দাসুর সুরে পরাভবি,
লণ্ড ভণ্ড করিল অখিল ভূমণ্ডল ;
ঔর্ব্বঋষি-ক্রোধানল পশি যেন জলে,
জ্বালাইয়া জলেশ্বরে, নাশি জলচরে।
তোমার এ বিধি, বিধি, কে পারে বুঝিতে ১৪০
কিবা নরে, কি অমরে? বোধাগম্য তুমি।
ত্যজি দেববলদলে দেবদলপতি
হিমাচলে মহাবল চলিলা একাকী ;—
যথা পক্ষিরাজ বাজ, নির্দ্দয় কিরাত
লুটিলে কুলায় তার পর্ব্বত-কন্দরে,
শোকে অভিমানে মনে প্রমাদ গণিয়া,
আকুল বিহঙ্গ, তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গোপরি,
কিম্বা উচ্চশাখ বৃক্ষশাখে, বসে উড়ি ;—
ধবল অচলে এবে চলিলা বাসব।

বিপদের কালজাল আসি বেড়ে যবে ১৫০
মহত-জনভরসা মহত যে জন।
এই সুরপতি যবে ভীষণ অশনি
প্রহারে চূর্ণিয়াছিলা শৈল-কুল-পাখা
হৈম, শৈলরাজসুত মৈনাক পশিলা
অতল জলধিতলে—মান বাঁচাইতে!
যথা ঘোরতর বাত্যা, অস্থিরি নির্ঘোষে
গভীর পয়োধি-নীর, ধরি মহাবলে
জলচর-কুলপতি মীনেন্দ্র তিমিরে,
ফেলাইলে তুলে কূলে মৎস্যনাথ তথা
অসহায় মহামতি হয়েন অচল; ১৬০
অভিমানে শিলাসনে বসিলা আসিয়া
জিষ্ণু—অজিষ্ণু গো আজি দানব-সংগ্রামে
দানবারি! মহারথী বসিলা একাকী;—
নিকটে বিকট বজ্র, ব্যর্থ এবে রণে,
কমল-চরণে পড়ি যায় গড়াগড়ি,
প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষতশরীর কেশরী
শিখরি-সমীপে যথা—ব্যথিত হৃদয়ে।
কনক-নির্ম্মিত ধনুঃ—রতন মণ্ডিত,
(কাদম্বিনী ধনী যারে পাইলে অমনি
যতনে সীমন্তদেশে পরয়ে হরষে) ১৭০
অনাদরে শোভে, হায়, পর্ব্বত শিখরে
ধবল ললাট-দেশ উজলি সুতেজে
শশিকলা উমাপতি-ললাটে যেমতি।
শূন্য তূণ—বারিশূন্য সাগর যেমতি,
যবে ঋষি অগস্ত্য শুষিলা জলদলে

ঘোর রোষে ! শঙ্খ, যার নিনাদে আকুল
দৈত্যকুল—করি-অরি নিনাদে যেমতি
করিবৃন্দ—নিরানন্দে নীরব সে এবে।
হায় রে, অনাথ আজি ত্রিদিবের নাথ !
হায় রে, গরিমাহীন গরিমা-নিধান ! ১৮
যে মিহির, তিমিরারি, কর রত্ন-দানে
ভূষেন রজনী-সখা স্বর্ণতারাবলী,
গ্রহরাশি,—রাহু আসি গ্রাসিয়াছে তাঁরে !
এবে দিনমণি দেব, মৃদু মন্দগতি,
অস্তাচলে চালাইলা স্বর্ণ-চক্র রথ,
বিশ্রাম-বিলাস-আশে মহীপতি যথা
সাঙ্গ করি রাজকার্য্য অবনীমণ্ডলে।
শুখাইল নলিনীর প্রফুল্ল আনন,
দুরূহ বিরহকাল কাল যেন দেখি
সম্মুখে ! মুদিলা আঁখি ফুলকুলেশ্বরী। ১৯০
মহাশোকে চক্রবাকী অবাক্ হইয়া,
আইলা তরুর কোলে ভাসি নেত্রনীরে,
একাকিনী—বিরহিণী—বিষণ্ণবদনা,
বিধবা দুহিতা যেন জনকের গৃহে !
মৃদু হাসি শশী সহ নিশি দিলা দেখা,
তারাময় সিঁথি পরি সীমন্তে সুন্দরী ;
বন, উপবন, শৈল, জলাশয়, সরঃ
চন্দ্রিমার রজঃকান্তি কান্তিল সবারে।
শোভিল বিমল জলে বিধুপরায়ণা
কুমুদিনী ; স্থলে শোভে বিশদবসনা ২০০
ধুতুরা চির-যোগিনী, অলি মধুলোভা

কভু না পরশে যারে। উতরিলা ধীরে,
বিরাম-দায়িনী নিদ্রা—রজনীর সখী—
কুহকিনী স্বপ্ন-দেবী স্বজনীর সহ।
বসুমতী সতী তাঁর চরণ কমলে,
জীবকুল লয়ে নমি নীরব হইলা।
আইলা রজনী ধনী ধবল-শিখরে
ধীরভাবে, ভীমা দেবী ভীমপাশে যথা
মন্দগতি। গেলা সতী কৌমুদীবাসনা
শিলাতলে দেবরাজ বিরাজেন যথা। ২১০
ধরি পাদপদ্মযুগ করপদ্মযুগে,
কাঁদিয়া সাষ্টাঙ্গে দেবী প্রণাম করিলা
দেবনাথে। অশ্রু-বিন্দু, ইন্দ্রের চরণে
শোভিল, শিশির যেন শতদল-দলে,
জাগান অরুণে যবে ঊষা সাজাইতে
একচক্র রথ, খুলি সুকমল করে
পূর্ব্বাশার হৈমদ্বার! আইলেন এবে
নিদ্রাদেবী, সহ স্বপ্ন-দেবী সহচরী
পুষ্পদাম সহ, আহা, সৌরভ যেমতি!
মৃদুমন্দ গন্ধবহ বাহনে আরোহি, ২২০
আসি উতরিলা দোঁহে যথা বজ্রপাণি;
কিন্তু শোকাকুল হেরি দেবকুলনাথে,
নিঃশব্দে বিনতভাবে দূরে দাঁড়াইলা,
সুকিঙ্করীবৃন্দ যথা নরেন্দ্র সমীপে
দাঁড়ায়,—উজ্জ্বল স্বর্ণপুতলীর দল;
হেরি অসুরারি দেবে শোকের সাগরে
মগ্ন, মগ্ন বিশ্ব যেন প্রলয়সলিলে,—

কাঁদিতে কাঁদিতে নিশি নিদ্রা-পানে চাহি,
সুমধুর স্বরে শ্যামা কহিতে লাগিলা ;—
"হায়, সখি, এ কি লীলা খেলিলা বিধাতা ? ২৩০
দেব-কুলেশ্বর যিনি, ত্রিদিবের পতি,
এই শিলাময় দেশ—অগম্য বিজন,
ভয়ঙ্কর—মরি ! এ কি সাজে লো তাঁহারে ?
হায় রে, কল্পতরু নন্দনকাননে,
মন্দাকিনী-তটিনীর স্বর্ণতটে শোভে
প্রভাময়, কে ফেলে লো উপাড়ি তাহারে
মরুভূমে ? কার বুক না ফাটে লো দেখি
এ মিহিরে ডুবিতে এ তিমির সাগরে !"
কহিতে কহিতে দেবী শর্ব্বরী সুন্দরী
কাঁদিয়া তারাকুন্তলা ব্যাকুলা হইলা। ২৪০
শোকের তরঙ্গ যবে উথলে হৃদয়ে,
ছিন্ন তার বীণাসম নীরব রসনা ;—
আরে রে দারুণ শোক, এই তোর রীতি !
শুনি যামিনীর বাণী, নিদ্রাদেবী তবে
উত্তর করিলা সতী অমৃতভাষিণী,
মধুপানে মাতি যেন মধুকরীশ্বরী
মধুর-গুঞ্জনে, আহা, নিকুঞ্জ পূরিলা ;—
"যা কহিলে সত্য, সখি, দেখি বুক ফাটে ;
বিধির নির্ব্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডিতে ?
আইস এবে তুমি, আমি, স্বপ্নদেবী সহ, ২৫০
কিঞ্চিৎ কালের তরে হরি, যদি পারি,
এ বিষম শোকশেল, যতন করিয়া।
ডাক তুমি, হে স্বজনি, মলয় পবনে ;

বল তারে সুসৌরভে আশু আনিবারে,
কহ, তবে সুধাংশুরে সুধা বরষিতে।
যাই আমি, যদি পারি, মুদি, প্রিয়সখি,
ও সহস্র আঁখি, মন্ত্রবলে কি কৌশলে।
গড়ুক স্বপনদেবী মায়ার পৌলোমী—
মৃগাক্ষী, পীবরস্তনী, সুবিম্ব-অধরা,
সুশোভিত কবরী মন্দারে কৃশোদরী। ২৬০
বেড়ুক দেবেন্দ্রে সৃজি মায়ার নন্দন ;
মায়ার উর্ব্বশী আসি, স্বর্ণবীণা করে,
গায়ুক মধুর গীত মধু পঞ্চস্বরে ;
রম্ভা উরু রম্ভা আসি নাচুক কৌতুকে।
যে অবধি, নলিনীর বিরহে কাতর,
নলিনীর সখা আসি নাহি দেন দেখা
কনক উদয়াচল-শিখরে, উজলি
দশ দিশ, হে স্বজনি, আইস তোমা দোঁহে,
সাধিতে এ কার্য্য মোরা করি প্রাণপণ।”
তবে নিশি, সহ নিদ্রা, স্বপ্ন, কুহকিনী, ২৭০
হাত ধরাধরি করি, বেড়িলা বাসবে—
সুবর্ণ-চম্পকদাম গাঁথি যেন রতি
দোলাইলা প্রাণপতি মদনের গলে!
ধীরভাবে দেবীদল, বেড়িয়া দেবেশে
যার যত তন্ত্র-মন্ত্র, ছিটা-ফোঁটা ছিল,
একে একে লাগাইলা ; কিন্তু দৈবদোষে,
বিফল হইল সব ; যামিনী অমনি,
চঞ্চল বিস্ময়ে দেবী, মৃদু-কলস্বরে,—
একাকিনী, সুনাদিনী কপোতী যেমতি

কুহরে নিবিড় বনে, কহিতে লাগিলা ;— ২৮০
"কি আশ্চর্য্য, প্রিয়সখি, হেরিলাম আজি !
কেবা জিনে ত্রিভুবনে আমা তিন জনে ?
চিরবিজয়িনী মোরা যাই লো যে স্থলে !
সাগর মাঝারে, কিম্বা গহন বিপিনে,
রাজসভা, রণভূমে, বাসরে, আসরে,
কারাগারে, দুঃখ, সুখ, উভয় সদনে,
করি জয় স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে আমরা ;
কিন্তু সে প্রবল বল, বৃথা হেথা এবে।"
শুনি স্বপ্নদেবী হাসি—হাসে শশী যথা—
কহিলা শ্যামা স্বজনী রজনীর প্রতি ; ২৯০
"মিছে খেদ কেন, সখি, কর গো আপনি ?
দেবেন্দ্র-রমণী ধনী পুলোমদুহিতা
বিনা আর কার সাধ্য নিবাইতে পারে
এ জ্বলন্ত শোকানল ? যদি আজ্ঞা দেহ,
যাই আমি আনি হেথা সে চারুহাসিনী।
হায় সখি, পতিহীনা কপোতী যেমতি,
তরুবর, শৃঙ্গধর সমীপে, বিলাপি
চাহে কান্ত সীমন্তিনী, বিরহ-বিধুরা,
ভ্রান্তি-দূতি-সহ সতী ভ্রমেন জগতে,
শোকে ! শুন মন দিয়া, রজনি স্বজনি, ৩০০
যদি আজ্ঞা কর তবে এখনি যাইব।"
"যাও" বলি আদেশিলা শশাঙ্করঙ্গিণী !
চলিলা স্বপনদেবী নীলাম্বর পথে—
বিমল তরলতর রূপে আলো করি

৩২। শশাঙ্করঙ্গিণী—রজনী।

দশ দিশ; আশুগতি গেলা কুহকিনী,
ভূপতিত তারা যেন উঠিল আকাশে।
গেলা চলি স্বপ্নদেবী মায়াবী সুন্দরী
দ্রুতবেগে, বিভাবরী নিদ্রাদেবী সহ
বসিলা ধবল শৃঙ্গে; আহা, কিবা শোভা!
যুগল কমল যেন জগৎ মোহিতে, ৩১০
ফুটিল এক মৃণালে ক্ষীর-সরোবরে।
ধবল-শিখরে বসি নিদ্রা, বিভাবরী,
আকাশের পানে দোঁহে চাহিতে লাগিলা,
হায় রে, চাতকী যথা সতৃষ্ণ নয়নে
চাহে আকাশের পানে জলধারা-আশে।
আচম্বিতে পূর্ব্ব ভাগে গগনমণ্ডল
উজ্জলিল, যেন দ্রুত পাবকের শিখা,
ঠেলি ফেলি দুই পাশে তিমির-তরঙ্গে
উঠিলা অম্বরপথে; কিংবা ত্বিষাম্পতি
অরুণ সারথিসহ স্বর্ণচক্র-রথে ৩২০
উদয়-অচলে আসি দরশন দিলা।
শতেক যোজন বেড়ি আলোক-মণ্ডল
শোভিল আকাশে, যেন রঞ্জনের ছটা
নীলোৎপল-দলে, কিম্বা নিকষে যেমতি
সুবর্ণের রেখা—লেখা বক্র চক্ররূপে,
এ সুন্দর প্রভাকর-পরিধি-মাঝারে,
মেষাসনে বসি ওগো কোন্ সতী ওই?
কেমনে, কহ, মা, শ্বেতকমলবাসিনি,
কেমনে মানব আমি চাব' ওঁর পানে?
রবিচ্ছবি-পানে, দেবি, কে পারে চাহিতে? ৩৩০

এ দুর্ব্বল দাসে কর তব বলে বলী।
চরণ-যুগল শোভে মেঘবর-শিরে
নীলজলে রক্তোৎপল প্রফুল্লিত যথা
কিম্বা মাধবের বুকে কৌস্তুভ-রতন।
দশচন্দ্র পড়ি রে রাজীব পদতলে
পূজা ছলে বসে তথা—সুখের সদন।
কাঞ্চন-মুকুট শিরে—দিনমণি তাহে
মণিরূপে শোভে ভানু; পৃষ্ঠে মন্দ দোলে
বেণী—কামবধূ রতি যে বেণী লইয়া
গড়েন নিগড় সদা বাঁধিতে বাসবে। ৩৪০
অনন্ত-যৌবন দেব, বসন্ত যেমনি
সাজায় মহীর দেহ সুমধুরবাসে
উল্লাসে ইন্দ্রাণী-পাশে বিরাজে সতত
অনুচর, যোগাইয়া বিবিধ ভূষণ!
অলিপংক্তি—রতিপতি ধনুকের গুণ,—
সে ধনুরাকার ধরি বসিয়াছে সুখে
কমল-নয়ন-যুগোপরি মধু আশে
নীরব।—হায় রে মরি! এ তিন ভুবনে
কে পারে ফিরাতে আঁখি হেরি ও বদন?
পদ্মরাগ-খচিত পদ্মের পর্ণ সম ৩৫০
পট্টবস্ত্র; সু-অঞ্চলে জ্বলে রত্নাবলী,
বিজলীর ঝলা যেন অচঞ্চল সদা!
যে আঁচল ইন্দ্রাণীর পীনস্তনোপরি
ভাতে, কামকেতু যথা যবে কামসখা
বসন্ত, হিমান্তে, তারে উড়ায় কৌতুকে।
ভুবনমোহিনী দেবী, বসি মেঘ সনে,

আইলা অম্বর পথে মৃদুমন্দগতি
নীলাম্বু সাগর মুখে নীলোৎপল দলে
যথা রমা সুকেশিনী কেশববাসনা
সুরাসুর মিলি যবে মথিলা সাগরে ! ৩৬০
হায় ও কি অশ্রু কবি হেরে ও নয়নে ?
আরে রে বিকট কীট নিদারুণ শোক
এ হেন কোমল ফুলে বাসা কি রে তোর—
সর্ব্বভুক্ সম হায় তুই দুরাচার
সর্ব্বভুক্ ? শূন্যমার্গে কাঁদেন বিষাদে
একাকিনী স্বরীশ্বরী ! চল, ঘনপতি !
ঘন-কুলোত্তম তুমি, উড় দ্রুতবেগে।
তুমি হে গন্ধমাদন তোমার শিখরে
ফলে সে দুর্ল্লভ স্বর্ণলতিকা, পরশে
যাহার, শোকের শক্তি-শেলাঘাত হতে ৩৭০
লভিবেন পরিত্রাণ বাসব সুমতি।
আইলা পৌলমী সতী মেঘাসনে বসি,
তেজোরাশি-বেষ্টিতা ; নাদিল জলধর ;
সে গভীর নাদ শুনি আকাশসম্ভবা
প্রতিধ্বনি সপুলকে বিস্তারিলা তারে
চারি দিকে ;—কুঞ্জবন, কন্দর, পর্ব্বত,
নিবিড় কানন, দূর নগর-নগরী,
সে স্বর-তরঙ্গ রঙ্গে পূরিল সবারে।
চাতকিনী জয়ধ্বনি করিয়া উড়িল
শূন্য পথে, হেরি দূরে প্রাণনাথে যথা ৩৮০
বিরহবিধুরা বালা, ধায় তার পানে।
নাচিতে লাগিল মত্ত শিখিনী সুখিনী ;

প্রকাশিল শিখী চারু চন্দ্রক কলাপ ;
বলাকা, মালায় গাঁথা, আইলা ত্বরিতে
যুড়িয়া আকাশপথ ; সুবর্ণ কন্দলী—
ফুলকুলবধূ সতী সদা লজ্জাবতী,
মাথা তুলি শূন্যপানে চাহিয়া হাসিল ;
গোপিনী শুনি যেমনি মুরলীর ধ্বনি,
চাহে গো নিকুঞ্জপানে, যবে ব্রজধামে,
দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে, যমুনার কূলে, ৩৯০
মৃদুস্বরে সুন্দরীরে ডাকেন মুরারি।
ঘনাসন ত্যজি আশু নামিলা ইন্দ্রাণী
ধবলের পাদদেশে। এ কি চমৎকার ?
প্রভাকীর্ণ, তেজোময় কনকমণ্ডিত
সোপান দেখিলা দেবী আপন সম্মুখে—
মণি মুক্তা হীরক খচিত শত সিঁড়ি
গড়ি যেন বিশ্বকর্ম্মা স্থাপিলা সেখানে।
উঠিলেন ইন্দ্রপ্রিয়া মন্দগতি
ধবল শিখরে সতী। আচম্বিতে তথা
নয়ন-রঞ্জন এক নিকুঞ্জ শোভিল। ৪০০
বিবিধ কুসুমজাল, স্তবকে স্তবকে,
বনরত্ন, মধুর সর্ব্বস্ব, স্মরধন,
বিকশিয়া চারি দিকে হাসিতে লাগিল—
নীলনভঃস্থলে হাসে তারাদল যথা।
মধুকর-নিকর আনন্দধ্বনি করি
মকরন্দ-লোভে অন্ধ আসি উতরিলা ;
বসন্তের কলকণ্ঠ গায়ক কোকিল
বরষিলা স্বরসুধা ; মলয় মারুত—

ফুল-কুল-নায়ক-প্রবর সমীরণ—
প্রতি অনুকূল-ফুল-শ্রবণ-কুহরে ৪১০
প্রেমের রহস্য আসি কহিতে লাগিলা ;
ছুটিল সৌরভ যেন রতির নিশ্বাস,
মন্মথের মন যবে মথেন কামিনী
পাতি প্রণয়ের ফাঁদ প্রণয়-কৌতুকে
বিরলে ! বিশাল তরু, ব্রততী রমণ,
মুঞ্জরিত ব্রততীর বাহুপাশে বাঁধা,
দাঁড়াইল চারিদিকে, বীরবৃন্দ যথা ;
শত শত উৎস, রজস্তম্ভের আকারে
উঠিয়া আকাশে, মুক্তা ফল কলরবে
বরষি, আদ্রিল অচলের বক্ষঃস্থল। ৪২০
সে সকল জলবিন্দু একত্র মিশিয়া,
সৃজিল সত্বর এক রম্য সরোবর
বিমল-সলিল-পূর্ণ ; সে সরে হাসিল
নলিনী, ভুলিয়া ধনী তপন-বিরহ
ক্ষণকাল ! কুমুদিনী, শশাঙ্ক-রঙ্গিণী,
সুখের তরঙ্গ-রঙ্গে ফুটিয়া ভাসিল।
সে সরোদর্পণে তারা তারানাথ-সহ,
সুতরল জলদলে কান্তি রজতেজে,
শোভিল পুলকে—যেন নূতন গগনে।
অবিলম্বে শম্বরারি-সখা ঋতুপতি ৪৩০
উতরিলা সম্ভাষিতে ত্রিদিবের দেবী।—
কার সঙ্গে এ কুঞ্জের দিব রে তুলনা ?
প্রাণপতি-সহ রতি ভুঞ্জে রতি যথা,
কি ছার সে কুঞ্জবন এ কুঞ্জের কাছে।

কালিন্দী আনন্দময়ী তটিনীর তটে
শোভে যে নিকুঞ্জবন—যথা প্রতিধ্বনি,
বংশীধ্বনি শুনি ধনী—আকাশতুহিতা
শিখে সদা রাধা নাম মাধবের মুখে,
এ কুঞ্জের সহ তার তুলনা না খাটে।
কি কহিবে কবি তবে এ কুঞ্জের শোভা? ৪৪০
প্রমদার পাদপদ্ম-পরশে অশোক
সুখে প্রসূনের হার পরে তরুবর
কামিনীর বিধুমুখ-সীধু-সিক্ত হলে
বকুল, ব্যাকুল তার মন রঞ্জাইতে
ফুল-আভরণে ভূষে আপনার বপু
হরষে, নাগর যথা প্রেম-লাভ-আশে ;—
কিন্তু আজি ধবলের হের বাজিখেলা ;
অরে রে বিজন, বিন্ধ্য, ভয়ঙ্কর গিরি,
হেরি এ নারীন্দু-পদ-অরবিন্দ-যুগ,
আনন্দ-সাগর-নীরে মজিলি কি তুই? ৪৫০
স্মরহর দিগম্বর, স্মর-প্রহরণে,
হৈমবতী-সতী-রূপ-মাধুরী দেখিয়া
মাতিল কি কামমদে তপ যাগ ছাড়ি?
ত্যজি ভস্ম, চন্দন কি লেপিলা দেহেতে?
ফেলি দূরে হাড়মালা, রত্ন-কণ্ঠমালা,
পরিলা কি নীলকণ্ঠে নীলকণ্ঠ ভব?—
ধন্য রে অঙ্গনাকুল, বলিহারি তোরে।
  প্রবেশিলা কুঞ্জবনে পৌলোমী সুন্দরী ;
অলিকুল ঝঙ্কারিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ি,
মকরন্দ-গন্ধে যেন আকুল হইয়া ৪৬০

বেড়িল বাসব-হৃৎ-সরসী-পদ্মিনী,
স্বর্গের লভিতে সুখ স্বর্গপুরী যথা
বেড়ে আসি দৈত্যদল! অদূরে সুন্দরী
মনোরম পথ এক দেখিলা সম্মুখে।
উভয় পারশে শোভে দীর্ঘ তরুরাজী,
মুকুলিত সুবর্ণ-লতিকা-বিভূষিতা,
বীর-দেহে শোভে যথা কনকের হার
চকমকি! দেবদারু—শৈল-শৃঙ্গ যথা
উচ্চতর; লতা-বধূ-লালসা রসাল,
রসের সাগর তরু: মৌল—মধুদ্রুম; ৪৭০
শোভাঞ্জন—জটাধর যথা জটাধর
কপর্দ্দী; বদরী—যার স্নিগ্ধ তলে বসি,
দ্বৈপায়ন, চিরজীবী যশঃ-সুধাপানে,
কহেন মধুর স্বরে, ভুবন মোহিয়া,
মহাভারতের কথা! কদম্ব সুন্দর—
করি চুরি কামিনীর সুরভি নিশ্বাস
দিয়াছে মদন যার কুসুম-কলাপে,
কেন না মন্মথ-মন মথেন যে ধনী,
তাঁর কুচাকার ধরে সে ফুল-রতন!
অশোক—বৈদেহি, হায়, তবে শোকে, দেবি, ৪৮০
লোহিত বরণ আজি প্রসূন যাহার
যথা বিলাপীর আঁখি! শিমূল— বিশাল
বৃক্ষ, ক্ষতদেহ যেন রণক্ষেত্রে রথী
শোণিতার্দ্র! সু-ইঙ্গুদী, তপোবনবাসী
তাপস; শল্মলী, শাল, তাল, অভ্রভেদী
চূড়াধর; নারিকেল, যার স্তনচয়

মাতৃদুগ্ধসম রসে তোষে তৃষাতুরে !
গুবাক ; চালিতা ; জাম, সুভ্রমররূপী
ফল যার ; ঊর্দ্ধশিরঃ তেঁতুল ; কাঁঠাল,
যার ফলে স্বর্ণকণা শোভে শত শত 890
ধনদের গৃহে যেন ! বংশ, শঙ্খচূড়,
যাহার দুহিতা বংশী, অধর-পরশে,
গায় রে ললিত গীত সুমধুর স্বরে ;
খর্জ্জুর, কুম্ভীরনিভ ভীষণ মূরতি,
তবু মধুরসে পূর্ণ ! সতত থাকে রে
সুগুণ কু-দেহে ভবে বিধির বিধানে !
তমাল—কালিন্দীকূলে যার ছায়াতলে
সরস বসন্তকালে রাধাকান্ত হরি
নাচেন যুবতীসহ ! শমী—বরাঙ্গনা,
ঘন-জ্যোৎস্না ! আমলকী—বনস্থলী-সখী ; ৫০০
গাম্ভারী—রোগান্তকারী যথা ধন্বন্তরি—
দেবতাকুলের বৈদ্য ! আর কব কত ?
চলিলা দেব-কামিনী মরাল-গামিনী
রুণু রুণু ধ্বনি করি কিঙ্কিণী বাজিল,
শুনি সে মধুর বোল তরুদল যত,
রতিভ্রমে পুষ্পাঞ্জলি শত হস্ত হতে
বরষি, পূজিল স্তব্ধে রাঙা পা-দুখানি।
কোকিল কোকিলা-সহ মিলি আরম্ভিল
মদন-কীর্ত্তন-গান ; চলিলা রূপসী—
যেখানে সুরাঙা পদ অর্পিলা ললনা, ৫১০
কোকনদফুল ফুটি শোভিল সেখানে।
অদূরে দেখিলা দেবী অতি মনোহর

হৈম, মরকতময়, চারু সিংহাসন ;
তাহার উপর তরু—শাখাদল মিলি
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে, প্রসাবে কৌতুকে
নবীন পল্লবছত্র, প্রবালে খচিত,
বেষ্টিত মাণিকরূপী মুকুলঝালরে ;
সুপ্ত পীতাম্বর-শিরে অনন্ত যেমতি
(ফণীন্দ্র) অযুত ফণা ধরেন যতনে !
চারিদিকে ফুটে ফুল ; কিশুক, কেতকী, ৫২০
স্মর-প্রহরণ উভে ; কেশর সুন্দর—
রতিপতি করে যারে ধরেন আদরে,
ধরেন কনকদণ্ড মহীপতি যথা।
পাটলি—মদন-তূণ, পূর্ণ ফুল-শরে ;
মাধবিকা—যার পরিমল-মধু-আশে
অনিল উন্মত্ত সদা ; নবীনা মালিকা—
কানন-আনন্দময়ী ; চারু গন্ধরাজ—
গন্ধের আকর, গন্ধ-মাদন যেমতি,
চম্পক—যাহার আভা দেবী কি মানবী,—
কে না লোভে ত্রিভুবনে ? লোহিত-লোচনা ৫৩০
জবা—মহিষমর্দ্দিনী আদরেন যারে ,
বকুল—আকুল অলি যার সুসৌরভে ;
কদম্ব—যাহার কান্তি দেখি, সুখে মজি,
রতির কুচ-যুগল গড়িলা বিধাতা ;
রজনীগন্ধা—রজনী-কুন্তল-শোভিনী,
শ্বেত, তব শ্বেতভুজ যথা, শ্বেতভুজে !
কর্ণিকা—কোমল উরে যাহার বিলাসী
(তপন-তাপেতে তাপী) শিলীমুখ, সুখে

লভে সুবিরাম, যথা বিরাজেন রাজা
সুপট্ট-শয়নে ; হায়, কাণকা অভাগা, ৫৭।
বরবর্ণ বৃথা যার সৌরভ বিহনে,
সতীত্ব বিহনে যথা যুবতী-যৌবন !
কামিনী—যামিনী-সখী, বিশদ-বসনা
ধুতুরা যোগিনী যথা, কিন্তু রতি-দূতী,
রতি-কাম-সেবায় সতত ধনী রত।
পলাশ—প্রবালে গড়া কুণ্ডলের রূপে
ঝলকে যে ফুল বনস্থলী-কর্ণ-মূলে ;
তিলক—ভবানী-ভালে শশি-কলা যথা
সুন্দর ! ঝুমুকা—যার চারু মূর্ত্তি গড়ি
সুবর্ণে প্রমদা কর্ণে পরে মহাদরে— ৫৫।
আর আর ফুল যত কে পারে বর্ণিতে ?

এ সব ফুলের মাঝে দেখিলা রূপসী
শোভিছে অঙ্গনাকুল, ফুলরুচি হরি,
রূপের আভায় আলো করি বনরাজী ,—
পর্ব্বত-দুহিতা সবে কনক-পুতলী,
কমল-বসনা, শিরে কমল কিরীট,
কমল-ভূষণা, কমলায়ত-নয়ন,
কমলময়ী যেমনি কমল-বাসিনী
ইন্দিরা ! কাহার করে হৈম ধূপদান,
তাহে পুড়ি গন্ধরস, কুন্দুরু, অগুরু, ৫৬
গন্ধামোদে আমোদিছে সুনিকুঞ্জবন,
যেন মহাব্রতে ব্রতী বসুন্ধরা-পতি
ধবল, ভুবনেশ্বর ! কার হাতে শোভে
স্বর্ণ-থালে পাদ্য, অর্ঘ্য ; কেহ বা বহিছে

মণিময় পাত্রে ভরি মন্দাকিনী-বারি,
কেহ বা চন্দন, চুয়া, কস্তুরী, কেশর,
কেহ বা মন্দার-দাম—তারাময় মালা।
মৃদঙ্গ বাজায় কেহ রঙ্গরসে ঢলি ;
কোন ধনী, বীণাপাণি-গঞ্জিনী, পুলকে
ধরি বীণা, বরষিছে সুমধুর ধ্বনি ; ৫৭০
কামের কামিনী-সমা কোন বামা ধরে
ররাব, সঙ্গীত-রস-রসিত অর্ণব ;
বাজে কপিনাশ—দুঃখনাশ যার রবে ;
সপ্তস্বরা, সুমন্দিরা, আর যন্ত্র যত ;—
তম্বুরা ! অম্বর-পথে গম্ভীরে যেমতি
গরজে জীমূত, নাচাইয়া ময়ূরীরে।

দেখিয়া সতীরে যত পার্ব্বতী যুবতী,
নৃত্য করি মহানন্দে গাইতে লাগিলা,
যথা যবে, আশ্বিন, হে মাস-বংশ রাজা,
আন তুমি গিরি-গৃহে গিরিশ-দুহিতা ৫৮০
গৌরী, গিরিরাজ-রাণী মেনকা সুন্দরী,
সহ সহচরীগণ, তিতি নেত্রনীরে,
নাচেন গায়েন সুখে ! হেরিয়া শচীরে ;
অচিরে পার্ব্বতীদল গীত আরম্ভিলা।

"স্বাগত, বিধুবদনা, বাসব-বাসনা !
অমরাপুরী-ঈশ্বরি ! এ পর্ব্বত-দেশে
স্বাগত, ললনা তুমি ! তব দরশনে,
ধবল অচল আজি অচল হরষে !
শৈলকুল-শত্রু শত্রু তব, প্রাণপতি ;
কিন্তু যূথনাথ যুঝে যূথনাথ সহ— ৫৯০

কেশরী কেশরি-সঙ্গে যুদ্ধ-রঙ্গে রত।
আইস, হে লাবণ্যবতি, দুহিতা যেমতি,
আইসে নিজে পিত্রালয়ে নির্ভয়-হৃদয়ে,
কিম্বা বিহঙ্গিনী যথা বিপদের কালে,
বহুবাহু-তরু-কোলে!—যাঁর অন্বেষণে
ব্যগ্র তুমি, সে রতনে পাইবে এখনি—
দেখ তব পুরন্দরে ওই সিংহাসনে।"
নীরবিলা নগবালাদল, অরবিন্দ-
ভূষণা। সম্মুখে দেবী কনক-আসনে,
নন্দন-কাননে যেন দেখিলা বাসবে। ৬০০
অমনি রমণী, হেরি হৃদয়-রমণে,
চলিলা দেবেশ-পাশে সত্বর-গামিনী,
প্রেম-কুতূহলে; যথা বরিষার কালে,
শৈবলিনী, বিরহ-বিধুরা, ধায় রড়ে
কলকল কলরবে সাগর-উদ্দেশে,
মজিতে প্রেমতরঙ্গ-রঙ্গে তরঙ্গিণী।
যথা শুনি চিত্ত-বিনোদিনী বীণাধ্বনি,
উল্লাসে ফণীন্দ্র জাগে; শুনিয়া অদূরে
পৌলোমীর পদশব্দ—চির-পরিচিত—
উঠিলেন শচীপতি শচী-সমাগমে! ৬১০
উন্মীলিয়া আখণ্ডল সহস্র-লোচন,
যথা নিশি-অবসানে মানস-সুসরঃ
উন্মীলে কমল-কুল; কিম্বা যথা যবে
রজনী শ্যামাঙ্গী ধনী আইসে মৃদুগতি,
খুলিয়া অযুত আঁখি গগন কৌতুকে
সে শ্যাম বদন হেরে—ভাসি প্রেমরসে!

বাহু পসারিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
বাঁধিল প্রণয়পাশে চারুহাসিনীরে
যতনে, রত্নাকার শশিকলা যথা,
যবে ফুল-কুল-সখী হৈমময়ী ঊষা ৬২০
মুক্তাময় কুণ্ডল পরান ফুল-কুলে।
"কোথা সে ত্রিদিবনাথ ?"—ভাসি নেত্রনীরে
কহিতে লাগিলা শচী,—"দারুণ বিধাতা
হেন বাম মোর প্রতি কিসের কারণে ?
কিন্তু এবে, হে রমণ ! হেরি বিধুমুখ,
পাসরিল দাসী তার পূর্ব্ব-দুঃখ যত !
কি ছার সে স্বর্গ ? ছাই তার সুখভোগে !
এ অধীনী সুখিনী কেবল তব পাশে !
বাঁধিলে শৈবালবৃন্দ সরের শরীর,
নলিনী কি ছাড়ে তারে ? নিদাঘ যগুপি ৬৩০
শুখায় সে জল, নলিনীও তবে মরে !
আমি হে তোমারি, দেব !"—কাঁদিয়া কাঁদিয়া
নীরবিলা চন্দ্রাননা, অশ্রুময়-আঁখি,—
চুম্বিলা সে সাশ্রু আঁখি দেব অসুরারি
সোহাগে,—চুম্বয়ে যথা মলয়-অনিল
উজ্জ্বল শিশির-বিন্দু কমল-লোচনে !
"তোমারে পাইলে, প্রিয়ে, স্বর্গের বিরহ
দুরূহ কি ভাবে কভু তোমার কিঙ্কর ?
তুমি যথা, স্বর্গ তথা !" কহিলা সুস্বরে,
বাসব, হরষে যথা গরজে কেশরী ৬৪০
কৃশোদর, হেরি বীর পর্ব্বত-কন্দরে
কেশরিণী কামিনীরে ;—কহিলা সুমতি,—

"তুমি যথা, স্বর্গ তথা, ত্রিদিবের দেবি!
কিন্তু, প্রিয়ে, কহ এবে কুশল-বারতা!
কোথা জলনাথ? কোথা অলকার পতি?
কোথা হৈমবতীসুত তারকাসূদন,
শমন, পবন, আর যত দেব-নেতা?
কোথা চিত্ররথ? কহ, কেমনে জানিলা
ধবল-আশ্রয়ে আমি আশ্রয়ী, সুন্দরি?"
উত্তর করিলা দেবী পুলোম-দুহিতা— ৬৫০
মৃগাক্ষী, বিম্ব-অধরা পীনপয়োধরা,
কৃশোদরী;—"মম ভাগ্যে, প্রাণসখা, আজি
দেখা মোর শূন্যমার্গে স্বপ্নদেবী-সহ।
পুষ্করের পৃষ্ঠে বসি, সৌদামিনী যেন,
ভ্রমিতেছিনু এ বিশ্বে অনাথা হইয়া,
স্বপ্ন মোরে দিল, নাথ, তোমার বারতা!
সমরে বিমুখ, হায়, অমরের সেনা,
ব্রহ্ম-লোকে স্মরে তো; চল দেবপতি,
অনতিবিলম্বে, নাথ, চল মোর সাথে!"
শুনি ইন্দ্রাণীর বাণী, দেবেন্দ্র অমনি ৬৬০
স্মরিলা বিমানবরে; গম্ভীর-নিনাদ
আইল রথ, তেজঃপুঞ্জ, সে নিকুঞ্জবনে।
বসিলা দেব-দম্পতি পদ্মাসনোপরে!
উঠিল আকাশে গর্জ্জি স্বর্ণ ব্যোমযান,
আলো করি নভঃস্থল, বৈনতেয় যথা
সুধানিধিসহ সুধা বহি সযতনে। ৬৬৬

ইতি শ্রীতিলোত্তমা-সম্ভব-কাব্যে
ধবলশিখরোনাম প্রথমঃ সর্গঃ।

দ্বিতীয় সর্গ

কোথা ব্রহ্মলোক ? কোথা আমি মন্দমতি
অকিঞ্চন ? যে দুর্ল্লভ লোক লভিবারে
যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহা যোগ,
কেমনে, মানব আমি, তব মায়াজালে
আবৃত, পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি,
যাইব সে মোক্ষধামে ? ভেলায় চড়িয়া
কে পারে হইতে পার অপার সাগর ?
কিন্তু, হে সারদে, দেবি বিশ্ববিনোদিনি,
তব বলে বলী যে, মা, কী অসাধ্য তার
এ জগতে ? উর তবে, উর পদ্মালয়া ১০
বীণাপাণি ! কবির হৃদয়-পদ্মাসনে
অধিষ্ঠান কর উরি ! কল্পনা-সুন্দরী—
হৈমবতী কিঙ্করী তোমার, শ্বেতভুজে,
আন সঙ্গে, শশিকলা কৌমুদী যেমতি।
এ দাসেরে বর যদি দেহ গো, বরদে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, এ ভারতভূমি
শুনিবে, আনন্দার্ণবে ভাসি নিরবধি,
এ মম সঙ্গীতধ্বনি মধু হেন মানি।
উঠিল অম্বরপথে হৈম ব্যোমযান
মহাবেগে, ঐরাবত সহ সৌদামিনী ২০
বহি পয়োবাহ যথা ; রথ-চূড়া-শিরে
শোভিল দেব-পতাকা, বিদ্যুত-আকৃতি,

কিন্তু শান্তপ্রভাময় ; ধাইল চৌদিকে—
হেরি সে কেতুর কান্তি, ভ্রান্তি-মদে মাতি,
অচলা চপলা তারে ভাবি দ্রুতগামী
জীমূত, গম্ভীরে গর্জ্জি, লভিবার আশে
হে সুরসুন্দরী,—যথা স্বয়ম্বরস্থলে,
রাজেন্দ্রমণ্ডল স্বয়ম্বরা রূপবতী-
রূপমাধুরীতে অতি মোহিত হইয়া,
বেড়ে তারে—জরজর পঞ্চশর-শরে ! ৩০

এইরূপে মেঘদল আইল ধাইয়া,
হেরি দূরে সে সুকেতু রতনের ভাতি ;
কিন্তু দেখি দেবরথে দেবদম্পতিরে,
শিহরি অম্বরতলে সাষ্টাঙ্গে পড়িল
অমনি ! চলিল রথ মেঘময় পথে—
আনন্দময়-মদন-স্যন্দন যেমনি
অপরাজিতা-কাননে চলে মধুকালে
মন্দগতি, কিম্বা যথা সেতু-বন্ধোপরে
কনক-পুষ্পক, বহি সীতা-সীতানাথে !

এড়াইয়া মেঘমালা, মাতলি সারথি ৪০
চালাইলা দেবযান ভৈরব আরাবে ;
শুনি সে ভৈরবারাব দিগ্বারণ যত—
ভীষণ-মুরতিধর—রুষি হুঙ্কারিল
চারিদিকে ; চমকিল জগৎ ! বাসুকি
অস্থির হইলা ত্রাসে ! চলিল বিমান ;
কত দূরে চন্দ্রলোক অম্বরে শোভিল,
রজদ্বীপ নীলজলে। সে লোকে পুলকে
বসেন রতনাসনে কুমুদ-বাসন,

কামিনী-কুলের সখা যামিনীর সখা,
মদন-রাজার বঁধু, দেব সুধানিধি ৫০
শুধাংশু। বরবর্ণিনী দক্ষের দুহিতা-
বৃন্দ বেড়ে চন্দ্রে, যেন কুমুদের দাম
চির-বিকচিত, পূরি আকাশ সৌরভে—
রূপের আভায়, মোহি রজনীমোহনে।
হেম-হর্ম্ম্য—দিবানিশি, যার চারি পাশে
ফেরে অগ্নিচক্ররাশি মহাভয়ঙ্কর—
বিরাজয়ে সুধা, যথা মেঘবর-কোলে
চপলা, বা অবরোধে যথা কুলবধূ—
ললিতা, ভুবনস্পৃহা, প্রফুল্ল-যৌবনা।
নারী-অরবিন্দ-সহ ইন্দু মহামতি, ৬০
হেরি ত্রিদিবেশ ইন্দ্রে দূরে, প্রণমিলা
নম্রভাবে ; যথা যবে প্রলয়-পবন
নিবিড় কাননে বহে, তরুকুলপতি
ব্রততী-সুন্দরীদল শিখাবলী সহ,
বন্দে নোয়াইয়া শিরঃ অজেয় মারুতে।
এড়াইয়া চন্দ্রলোকে, দেবরথ দ্রুতে
উতরিল বসে যথা রবির মণ্ডলী
গগনে। কনকময় মনোহর পুরী
তার চারিদিকে শোভে,—মেখলা যেমতি
আলিঙ্গয়ে অঙ্গনার চারু কৃশোদরে, ৭০
হরষে পসারি বাহু,—রাশিচক্র ; তাহে
রাশি-রাশির আলয়। নগর-মাঝারে
একচক্ররথে দেব বসেন ভাস্কর।
অরুণ তরুণ সদা, নয়ন-রমণ

যেন মধু কাম-বঁধু— যবে ঋতুপতি
বসন্ত হিমান্তে, শুনি পিককুল-ধ্বনি,
হরষে ভুষেন আসি কামিনী মহীরে,
কাতরা বিরহে তাঁর,—বসেছে সম্মুখে
সারথি। সুন্দরী ছায়া, মলিনবদনী,
নলিনীর সুখ দেখি দুঃখিনী কামিনী ৮০
বসেন পতির পাশে নয়ন মুদিয়া,—
সপত্নীর প্রভা নারী পারে কি সহিতে ?
চারিদিকে গ্রহদল দাঁড়ায়ে সকলে
নতভাবে, নরপতি-সমীপে যেমতি
সচিব। অম্বরতলে তারাবৃন্দ যত
ইন্দীবর-নিকর অদূরে হাসি নাচে,
যথা রে অমরাপুরি, কনক-নগরী,
নাচিত অপ্সরাকুল, যবে শচীপতি
স্বরীশ্বর, শচীসহ দেবসভা মাঝে,
বসিতেন হৈমাসনে। নাচে তারাবলী ৯০
বেড়ি দেব দিবাকরে, মৃদুমন্দ পদে ;
করে পুরস্কারেন হাসিয়া প্রভাকর
তা সবারে, রত্নদানে যথা মহীপতি
সুন্দরী কিঙ্করীদলে তোষে—তুষ্ট ভাবে।
হেরি দূরে দেবরাজে, গ্রহকুলরাজা
সম্ভ্রমে প্রণাম করিলা মহামতি।
এড়াইয়া সূর্য্যলোকে চলিল বিমান।
এবে চন্দ্র সূর্য্য আর নক্ষত্রমণ্ডলী
—রজত-কনক-দীপ অম্বর-সাগরে—
পশ্চাতে রাখিয়া সবে, হৈম ব্যোমযান ১০০

উতরিলা যথা শত দিবাকর জিনি,
প্রভা—স্বয়ম্ভূর পাদপদ্মে স্থান যার—
উজ্জ্বলেন দেশ ধনী প্রকৃতিরূপিণী,
রূপে মোহে অনাদি অনন্ত সনাতনে ?
প্রভা—শক্তিকুলেশ্বরী, যাঁর সেবা করি
তিমিরারি বিভাবসু তোষেন স্বকরে,
শশী তারা গ্রহাবলী, বারিদ যেমতি
অম্বুনিধি সেবি সদা, তোষে বসুধারে
তৃষাতুরা, আর তোষে চাতকিনী-দলে
জলদানে ! ইন্দ্রপ্রিয়া পৌলোমী রূপসী— ১১০
পীনপয়োধরা—হেরি কারণ-কিরণে,
সভয়ে চারুহাসিনী নয়ন মুদিলা,
কুমুদিনী, বিধুপ্রিয়া, তপন উদিলে
মুদয়ে নয়ন যথা ! দেব পুরন্দর,
অসুরারি, তুলি রোষে দম্ভোলি যে করে
বৃত্রাসুরে অনায়াসে নাশেন সংগ্রামে,
সেই কর দিয়া এবে প্রভার বিভাসে
চমকি ঢাকিলা আঁখি ! রথ-চূড়াশিরে
মলিনিল দেবকেতু, ধূমকেতু যেন
দিবাভাগে ; যান-মুখে বিস্ময়ে মাতলি ১২০
সূতেশ্বর অন্ধভাবে রশ্মি দিলা ছাড়ি
হীনবল ; মহাতঙ্কে তুরঙ্গম-দল
মন্দগতি, যথা বহে প্রতীপ গমনে
প্রবাহ ! আইল এবে রথ ব্রহ্মলোকে
মেরু,—কনক-মৃণাল কারণ-সলিলে ;
তাহে শোভে ব্রহ্মলোক কনক-উৎপল ;

তথা বিরাজেন ধাতা—পদতল যাঁর
মুমুক্ষু-কুলের ধ্যেয়—মহামোক্ষধাম।
অদূরে হেরিলা এবে দেবেন্দ্র বাসব
কাঞ্চন-তোরণ রাজ-তোরণ-আকার, ১৩০
আভাময়, তাহে জ্বলে আদিত্য-আকৃতি,
প্রতাপে আদিত্যে জিনি, রতননিকর।
নর-চক্ষু কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা,
কেমনে নর-রসনা বর্ণিবে তাহারে
অতুল ভব-মণ্ডলে ? তোরণ-সম্মুখে
দেখিলা দেবদম্পতী দেব-সৈন্যদল,—
সমুদ্র-তরঙ্গ যথা, যবে জলনিধি
উথলেন কোলাহলি পবন-মিলনে
বীরদর্পে ; কিম্বা যথা সাগরের তীরে
বালিবৃন্দ, কিম্বা যথা গগনমণ্ডলে ১৪০
নক্ষত্র-চয়— অগণ্য। রথ কোটি কোটি
স্বর্ণচক্র, অগ্নিময়, রিপুভস্মকারী,
বিদ্যুত-গঠিত-ধ্বজ-মণ্ডিত ? তুরগ—
বিরাজেন সদাগতি যার পদতলে
সদা, শুভ্র-কলেবর, হিমানী-আবৃত
গিরি যথা, স্কন্ধে কেশরাবলীর শোভা—
ক্ষীরসিন্ধু-ফেনা যেন—অতি মনোহর।
হস্তী, মেঘাকার সবে,—যে সকল মেঘ,
সৃষ্টি বিনাশিতে যবে আদেশেন ধাতা,
আখণ্ডল পাঠান ভাসাতে ভূমণ্ডলে ১৫০
প্রলয়ে ; যে মেঘবৃন্দ মন্দ্রিলে অম্বরে,
শৈলের পাষাণ-হিয়া ফাটে মহাভয়ে,

বসুধা কাঁপিয়া যান সাগরের তলে
তরাসে ! অমরকুল—গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
যক্ষ, রক্ষ, মহাবলী, নানা অস্ত্রধারী—
বারণারি ভীষণ-দশনে, বজ্রনখে
শস্ত্রিত যেমতি, কিম্বা, নাগারি গরুড়,
গরুত্মত-কুলপতি ! হেন সৈন্যদল,
অজেয় জগতে, আজি দানবের রণে
বিমুখ, আশ্রয় আসি লভিয়াছে সবে ১৬০
ব্রহ্ম-লোকে, যথা যবে প্রলয়-প্লাবন
গভীর গরজি গ্রাসে নগর-নগরী
অকালে, নগরবাসী জনগণ যত
নিরাশ্রয়, মহাত্রাসে পালায় সত্বরে
যথায় শৈলেন্দ্র বীরবর ধীর-ভাবে
বজ্রপদ-প্রহরণে তরঙ্গনিচয়
বিমুখয়ে ; কিম্বা যথা, দিবা অবসানে,
(মহতের সাথে যদি নীচের তুলনা
পারি দিতে) তমঃ যবে গ্রাসে বসুধারে,
(রাহু যেন চাঁদেরে) বিহগকুল ভয়ে ১৭০
পূরিয়া গগন ঘন কূজন-নিনাদে,
আসে তরুবর-পাশে আশ্রমের আশে !

এ হেন দুর্ব্বার সেনা, যার কেতুপরি
জয় বিরাজয়ে সদা, খগেন্দ্র যেমতি
বিশ্বম্ভর ধ্বজে, হেরি ভগ্ন দৈত্যরণে,
হায়, শোকাকুল এবে দেবকুলপতি
অসুরারি। মহৎ যে পরদুঃখে দুঃখী,
নিজ দুঃখে কভু নহে কাতর সে জন ;

কুলিশ চূর্ণিলে শৃঙ্গ, শৃঙ্গবর সহে
সে যাতনা, ক্ষণমাত্র অস্থির হইয়া। ১৮০
কিন্তু যবে কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে
ব্যথিত বারণ আসি কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে
পড়ি গিরিবর-পদে, গিরিবর কাঁদে
তার সহ! মহাশোকে শোকাকুল রথী
দেবনাথ, ইন্দ্রাণীর করযুগ ধরি,
(সোহাগে মরাল যথা ধরে রে কমলে!)
কহিলা মধুর স্বরে ;—"হায়, প্রাণেশ্বরি,
বিধির অদ্ভুত বিধি দেখি বুক ফাটে!
শৃগাল-সমরে, দেখ, বিমুখ কেশরি-
বৃন্দ, সুরেশ্বরি, ওই তোরণ-সমীপে, ১৯০
ম্রিয়মাণ অভিমানে। হায়, দেবকুলে
কে না চাহে ত্যজিবারে কলেবর আজি,
যাইতে, শমন, তোর তিমির-ভবনে,
পাসরিতে এ গঞ্জনা? ধিক্, শত ধিক্
এ দেব-মহিমা! অমরতা, ধিক্ তোরে!
হায়, বিধি, কোন্ পাপে মোর প্রতি তুমি
এ হেন দারুণ! পুনঃ পুনঃ এ যাতনা
কেন গো ভোগাও দাসে? হায়, এ জগতে
ত্রিদিবের নাথ ইন্দ্র, তার সম আজি
কে অনাথ? কিন্তু নহি নিজ দুঃখে দুঃখী। ২০০
সৃজন পালন লয় তোমার ইচ্ছায় ;
তুমি গড়, তুমি ভাঙ, বজায় রাখহ
তুমি ; কিন্তু এই যে অগণ্য দেবগণ,
এ সবার দুঃখ, দেব, দেখি প্রাণ কাঁদে।

তপন-তাপেতে তাপি পশু পক্ষী, যদি
বিশ্রাম-বিলাস-আশে, যায় তরু-পাশে,
দিনকর-খরতর-কর সহ্য করি
আপনি সে মহীরুহ, আশ্রিত যে প্রাণী,
ঘুচায় তাহার ক্লেশ ;—হায় রে, দেবেন্দ্র
আমি স্বর্গপতি, মোর রক্ষিত যে জন, ২১০
রক্ষিতে তাহারে মম না হয় ক্ষমতা ?"
এতেক কহিয়া দেব দেবকুলপতি,
নামিলেন রথ হতে সহ সুরেশ্বরী
শূন্যমার্গে। আহা মরি, গগন, পরশি
পৌলোমীর পাদপদ্ম, হাসিল হরষে !
চলিলা দেব-দম্পতী নিলাম্বর-পথে।
হেথা দেবসৈন্য, হেরি দেবেশ বাসবে,
অমনি উঠিল সবে করি জয়ধ্বনি
উল্লাসে, বারণবৃন্দ, আনন্দে যেমতি
হেরি যূথনাথে। লয়ে গন্ধর্ব্বের দল— ২২০
গন্ধর্ব্ব, মদনগর্ব্ব খর্ব্ব যায় রূপে—
গন্ধর্ব্বকুলের পতি চিত্ররথ রথী
বেড়িলা মেঘবাহনে, অগ্নি-চক্ররাশি
বেড়ে যথা অমৃত, বা সুবর্ণ-প্রাচীর
দেবালয় ; নিষ্কোষিয়া অগ্নিময় অসি,
ধরি বাম করে চন্দ্রাকার হৈম-ঢাল,
অভেদ্য সমরে, দ্রুত বেড়িলা বাসবে
বীরবৃন্দ। দেবেন্দ্রের উচ্চ শিরোপরি
ভাতিল, রবিপরিধি উদিলেক যেন
মেরু-শৃঙ্গোপরি,—মণিময় রাজছাতা, ২৩০

বিস্তারি কিরণজাল; চতুরঙ্গ দলে
রঙ্গে বাজে রণবাদ্য, যাহার নিক্কণে—
পবন উথলে যথা সাগরের বারি—
উথলে বীর-হৃদয়, সাহস-অর্ণব।
আইলেন কৃতান্ত, ভীষণ দণ্ড হাতে;
ভালে জ্বলে কোপাগ্নি, ভৈরব-ভালে যথা
বৈশ্বানর, যবে হায়, কুলগ্নে মদন
ঘুচাইয়া রতির মৃণাল-ভুজ-পাশ,
আসি, যথা মগ্ন তপঃসাগরে ভূতেশ,
বিঁধিলা (অবোধ কাম!) মহেশের হিয়া ২৪০
ফুলশরে। আইলেন বরুণ দুর্জ্জয়,
পাশ-হস্তে জলেশ্বর, রাগে আঁখি রাঙা—
তড়িত-জড়িত ভীমাকৃতি মেঘ যেন।
আইলা অলকাপতি সাপটিয়া ধরি
গদাধর; আইলেন হৈমবতী-সুত,
তারকসূদন দেব শিখিবরাসন,
ধনুর্ব্বাণ হাতে দেবসেনানী; আইলা
পবন সর্ব্বদমন;—আর কব কত?
অগণ্য দেবতাগণ বেড়িলা বাসবে,
যথা (নীচ সহ যদি মহতের খাটে ২৫০
তুলনা) নিদ্রাস্বজনী নিশীথিনী যবে,
সুচারুতারা মহিষী, আসি দেন দেখা
মৃদুগতি খদ্যোতের ব্যূহ-প্রতিসরে
ঘোর তরুবরে, রত্ন-কিরীট পরিয়া
শিরে,—উজলিয়া দেশ বিমল কিরণে!
কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর;—

"সহস্রেক বৎসর এ চতুরঙ্গ দল
দুর্ব্বার, দানব সঙ্গে ঘোরতর রণে
নিরন্তর যুঝি, এবে নিরস্ত সমরে
দৈববলে। দৈববল বিনা, হায়, কেবা ২৬০
এ জগতে তোমা সবা পারে পরাজিতে
অজেয়, অমর, বীরকুলশ্রেষ্ঠ? বিনা
অনন্ত, কে ক্ষম, যম, সর্ব্ব-অন্তকারি
বিমুখিতে এ দিক্‌পালগণে তোমা সহ
বিগ্রহে? কেমনে এবে এ দুর্জ্জয় রিপু—
বিধির প্রসাদে দুষ্ট দুর্জ্জয়,—কেমনে
বিনাশিবে, বিবেচনা কর, দেবদল?
যে বিধির বরে বসি দেবরাজাসনে
আমি ইন্দ্র, মোর প্রতি প্রতিকূল তিনি,
না জানি কি দোষে, এবে! হায়, এ কার্ম্মুক ২৭০
বৃথা আজি ধরি আমি এই বাম করে;
এ ভীষণ বজ্র আজি নিস্তেজ-পাবক!"
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, কহিতে লাগিলা
অন্তক, গভীর স্বরে, গরজে যেমতি
মেঘকুলপতি কোপে, কিম্বা বারণারি,
বিদরি মহীর বক্ষঃ তীক্ষ্ণ বজ্র-নখে
রোষী;—"না বুঝিতে পারি, দেবপতি, আমি
বিধির এ লীলা;—যুগে যুগে পিতামহ
এইরূপে বিডম্বেন অমরের কুল;
বাড়ান দানবদর্প, শৃগালের হাতে ২৮০
সিংহের দিয়া লাঞ্ছনা। তুষ্ট তিনি তপেঃ;—
যে তাঁহারে ভক্তিভাবে ভজে, তার তিনি

ভূত ; আমরা দিক্‌পালগণ যত
সতত রত স্বকার্য্যে,—লালনে পালনে
এ ভব-মণ্ডল, তাঁরে খুঁজিতে অক্ষম
যথাবিধি। অতএব যদি আজ্ঞা কর,
ত্রিদিবের পতি, এই দণ্ডে দণ্ডাঘাতে
নাশি এ জগৎ, চূর্ণ করি বিশ্ব, ফেলি
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—অতল জলতলে।
পরে এড়াইয়া সবে সংসারের দায়, ২৯০
যোগধর্ম্ম অবলম্বি, নিশ্চিন্ত হইয়া,
তুষিব চতুরাননে, দৈত্যকুলে ভুলি,
ভুলি এ দুঃখ, এ সুখ। কে পারে সহিতে,—
হায় রে, কহ, দেবেন্দ্র, হেন অপমান ?
এই মতে সৃষ্টি যদি পালিতে ধাতার
ইচ্ছা, তবে বৃথা কেন আমা সবা দিয়া
মথাইলা সাগর ? অমৃতপানে মোরা
অমর ; কিন্তু এ অমরতার কি ফল
এই ? হায়, নীলকণ্ঠ, কিসের লাগিয়া
ধর হলাহল, দেব, নীল কণ্ঠদেশে ? ৩০০
জ্বলুক জগৎ ! ভস্ম কর বিশ্ব ! ফেল
উগরিয়া সে বিষাগ্নি ! কার সাধ হেন
আজি, যে সে ধরে প্রাণ এ অমরকুলে ?”
এতেক কহিয়া দেব সর্ব্ব-অন্তকারী
কৃতান্ত হইলা ক্ষান্ত ; রাগে চক্ষুর্দ্বয়
লোহিত-বরণ ; রাঙা জবাযুগ যেন !
তবে সর্ব্বদমন পবন মহাবলী
কহিতে লাগিলা, যথা পর্ব্বত-গহ্বরে

হুহুঙ্কারে কারাবদ্ধ বারি, বিদরিয়া
অচলের কর্ণ ;—"যাহা কহিলা শমন, ৩১০
অযথার্থ নহে কিছু। নিদারুণ বিধি
আমা সবা প্রতি বাম অকারণে সদা।
নাশিতে এ সৃষ্টি, প্রলয়ের কালে যথা
নাশেন আপনি ধাতা, বিধি মম কেন ?—
কেন, হে ত্রিদশগণ, কিসের কারণে
সহিব এ অপমান আমরা সকলে
অমর ? দিতিজ-কুল প্রতি যদি এত
স্নেহ পিতামহের, নূতন সৃষ্টি সৃজি,
দান তিনি করুন পরম ভক্তদলে।
এ সৃষ্টি, এ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল-আলয় ৩২০
সৌন্দর্য্যের রত্নাগার, সুখের সদন,—
এত দিন বাহুবলে রক্ষা করি এবে
দিব কি দানবে ? গরুড়ের উচ্চ নীড়
মেঘাবৃত,—খঞ্জন-গঞ্জনমাত্র তার।
দেহ আজ্ঞা, দেবেশ্বর ! দাঁড়াইয়া হেথা—
এ ব্রহ্মমণ্ডলে—দেখ সবে মুহূর্ত্তেকে,
নিমিষে নাশি এ সৃষ্টি, বিপুল সুন্দর,
বাহুবলে,—ত্রিজগৎ লণ্ডভণ্ড করি।"
কহিতে কহিতে ভীমাকৃতি প্রভঞ্জন
নিশ্বাস ছাড়িলা রোষে। থর থর থরে ৩৩০
(ধাতার কনক-পদ্ম আসন যে স্থলে,
সে স্থল ব্যতীত) বিশ্ব কাঁপিয়া উঠিল।
ভাঙিল পর্ব্বতচূড়া ; ডুবিল সাগরে
তরী ; ভয়ে মৃগরাজ, গিরি-গুহা ছাড়ি

পালাইল দ্রুতবেগে ; গর্ভিণী রমণী
আতঙ্কে অকালে, মরি, প্রসবি মরিলা।
তবে ষড়ানন স্কন্দ, আহা, অনুপম
রূপে ! হৈমবতী সতী কৃত্তিকা যাঁহারে
পালিলা, সরসী যথা রাজহংস-শিশু,
আদরে ; অমরকুল-সেনানী সুরথী ৩৪০
তারকারি, রণদণ্ডে প্রচণ্ড-প্রহারী,
কিন্তু ধীর, মলয়-সমীর যেন, যবে
স্বর্ণবর্ণা উষা সহ ভ্রমেন মারুত
শিশির-মণ্ডিত ফুলবনে প্রেমামোদে ;—
উত্তর করিলা তবে শিখাবরাসন
মৃদুস্বরে, যথা বাজে মুরারির বাঁশী
গোপিনীর মন হরি, মঞ্জু কুঞ্জবনে ;—
"জয়-পরাজয় রণে বিধির ইচ্ছায়,
তবে যদি যথাসাধ্য যুদ্ধ করি, রথী
রিপুর সম্মুখে হয় বিমুখ সুমতি ৩৫০
রণক্ষেত্রে, কি সরম তার ? দৈববলে
বলী যে অরি, সে যেন অভেদ্য কবচে
ভূষিত ; শতসহস্র তীক্ষ্ণতর শর
পড়ে তার দেহে, পড়ে শৈলদেহে যথা
বরিষার জলাসার। আমরা সকলে
প্রাণপণে যুঝি আজি সমরে বিরত,
এ নিমিত্তে কে ধিক্কার দিবে আমা সবে ?
বিধির নির্ব্বন্ধ, কহ, কে পারে খণ্ডাতে ?
অতএব শুন, যম, শুন সদাগতি,
দুর্জ্জয় সমরে দোঁহে, শুন মোর বাণী, ৩৬০

দূর কর মনস্তাপ। তবে কহ যদি
বিধির এ বিধি কেন? কেন প্রতিকূল
আমা সবা প্রতি হেন দেব পিতামহ?
কি কহিব আমি—দেবকুলের কনিষ্ঠ?
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় যাঁহার ইচ্ছাক্রমে;
অনাদি অনন্ত যিনি, বোধাগম্য, রীতি
তাঁর যে, সেই সুরীতি। কিসের কারণে,
কেন হেন করেন চতুরানন, কহ,
কে পারে বুঝিতে! রাজা, যাহা ইচ্ছা করে;
প্রজার কি উচিত বিবাদ রাজাসহ?" ৩৭০
এতেক কহিয়া দেব স্কন্দ তারকারি
নীরবিলা। অগ্রসরি অম্বুরাশি পতি
(বীর-কম্বুনাদে যথা) উত্তর করিলা;—
"সম্বর, অম্বরচর, বৃথা রোষ আজি!
দেখ বিবেচনা করি, সত্য যা কহিলা
কার্ত্তিকেয় মহারথী। আমরা সকলে
বিধাতার পদাশ্রিত, অধীন তাঁহারি;
অধীন যে জন, কহ স্বাধীনতা কোথা
সে জনের? দাস সদা প্রভু-আজ্ঞাকারী।
দানব-দমন আজ্ঞা আমা সবা প্রতি: ৩৮০
দানব-দমনে এবে অক্ষম আমরা;—
চল যাই ধাতার সমীপে, দেবগণ!
সাগর-আদেশে সদা তরঙ্গ-নিকর
ভীষণ নিনাদে ধায় সংহারিতে বলে
শিলাময় রোধঃ; কিন্তু তার প্রতিঘাতে
ফাঁফর সাগর-পাশে যায় তারা ফিরি

হীনবল! চল মোরা যাই, দেবপতি!
যথা পদ্মযোনি পদ্মাসন পিতামহ।
এ বিপুল বিশ্ব নাশে, সাধ্য কার হেন
তিনি বিনা? হে অন্তক বীরবর, তুমি, ৩৯০
সর্ব্বঅন্তকারী কিন্তু বিধির বিধানে।
এই যে প্রচণ্ড দণ্ড শোভে তব করে,
দণ্ডধর, যাহার প্রহারে ক্ষয় সদা
অমর অক্ষয়দেহ, চূর্ণ নগরাজ,
এ দণ্ডের প্রহরণ, বিধি আদেশিলে,
বাজে দেহে,—সুকোমল ফুলাঘাত যেন,—
কামিনী হানয়ে যবে মৃদুমন্দ হাসি
প্রিয়দেহে প্রণয়িনী, প্রণয়-কৌতুকে,
ফুলশর! তুমি, দেব, ভীম প্রভঞ্জন,
ভগ্ন তরুকুল যার ভীষণ নিশ্বাসে, ৪০০
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, বলী বিরিঞ্চির বলে
তুমি, জলস্রোতঃ যথা পর্ব্বত-প্রসাদে।
অতএব দেখ সবে করি বিবেচনা,
দেবদল। বাড়বাগ্নি সদৃশ জ্বলিছে
কোপানল মোর মনে। এ ঘোর সংগ্রামে
ক্ষত এ শরীর, দেখ দৈত্য-প্রহরণে,
দেবেশ! কিন্তু কি করি? এ ভৈরব পাশ,
ম্রিয়মাণ, মন্ত্রবলে মহোরগ যেন।
তবে অলকার নাথ, এ বিশ্ব যাঁহার
রত্নাগার, উত্তরিলা যক্ষদলপতি;— ৪১০
“নাশিতে ধাতার সৃষ্টি, যেমন কহিলা
প্রচেতা, কাহার সাধ্য? তবে যদি থাকে

এ হেন শকতি কারো, কেমনে সে জন,
দেব কি মানব, পারে এ কর্ম্ম করিতে
নিষ্ঠুর ? কঠিন হিয়া হেন কার আছে ?
কে পারে নাশিতে তোরে, জগৎজননি
বসুধে, রে ঋতুকুলমণি ? যাহার,
প্রেমে সদা মত্ত ভানু, ইন্দু—ইন্দীবর
গগনের ! তারা-দল যার সখীদল !
সাগর যাহারে বাঁধে রজভুজ-পাশে ! ৪২০
সোহাগে বাসুকি নিজ শত শিরোপরি
বসায় ! রে অনন্তে, রে মেদিনি কামিনি,
শ্যামাঙ্গি, অলক যায় ভূষিতে উল্লাসে
সৃজেন সতত ধাতা ফুলরত্নাবলী
বহুবিধ ! আলিঙ্গয়ে ভূধর যাহারে
দিবানিশি ! কে আছয়ে, হে দিক্‌পালগণ,
এ হেন নির্দ্দয় ? রাহু শশী গ্রাসিবারে
ব্যগ্র সদা দুষ্ট, কিন্তু রাহু,—সে দানব।
আমরা দেবতা,—এ কি আমাদের কাজ ?
কে ফেলে অমূল্য মণি সাগরের জলে, ৪৩০
চোরে ডরি ? যদি প্রিয়জন যে, সে জনে,
গ্রাসে রোগে, কাটারীর ধারে গলা কাটি
প্রণয়ি-হৃদয় কি গো নীরোগে তাহারে ?
আর কি কহিব আমি, দেখ ভাবি সবে।
যদিও মতের সহ মতের বিগ্রহে
(শুষ্ক কাষ্ঠ সহ শুষ্ক কাষ্ঠের ঘর্ষণে
যেমন) জনমে অগ্নি, সত্যদেবী যাহে
জ্বালান প্রদীপ ভ্রান্তি-তিমির নাশিতে

কিন্তু বৃথা-বাক্যবৃক্ষে কভু নাহি ফলে
সমুচিত ফল ; এতো অজানিত নহে। ৪৪০
অতএব চল সবে যাই, যথা ধাতা
পিতামহ। কি আজ্ঞা তোমার, দেবপতি ?”
কহিতে লাগিলা পুনঃ সুরেন্দ্র বাসব
অসুরারি ;—“পালিতে এ বিপুল জগৎ,
সৃজন, হে দেবগণ, আমা সবাকার।
অতএব কেমনে, যে রক্ষক, সে জন
হইবে ভক্ষক ? যথা ধর্ম্ম জয় তথা !
অন্যায় করিতে যদি আরম্ভি আমরা,
সুরাসুরে বিভেদ কি থাকিবেক, কহ,
জগতে ? দিতিজ-বৃন্দ অধর্ম্মেতে রত ; ৪৫০
কেমনে, আমরা যত অদিতিনন্দন,
অমর, ত্রিদিব-বাসী, তার সুখভোগী,
আচরিব, নিশাচর আচরে যেমতি
পাপাচার ? চল সবে ব্রহ্মার সদনে—
নিবেদি চরণে তাঁর এ ঘোর বিপদে !
হে কৃতান্ত দণ্ডধর, সর্ব্ব-অন্তকারি,—
হে সর্ব্বদমন বায়ুকুলপতি ! রণে
অজেয়,—হে তারকসূদন ধনুর্দ্ধারি
শিখিধ্বজ,—হে বরুণ, রিপুভস্ম-কর
শরানলে,—হে কুবের, অলকার নাথ, ৪৬০
পুষ্পকবাহন দেব, ভীম গদাধর,
ধনেশ,—আইস সবে যথা পদ্মযোনি
পদ্মাসনে বসেন অনাদি সনাতন।
এ মহা-সঙ্কটে, কহ, কে আর রক্ষিবে

তিনি বিনা ত্রিভুবনে এ সুর সমাজে
তাহারি রক্ষিত ? চল বিরিঞ্চির কাছে !"
এতেক কহিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
বাসব, স্মরিলা চিত্ররথে মহারথী।
অগ্রসরি করযোড়ে নমিলা দেবেশে
চিত্ররথ ; আশীর্ব্বাদি কহিলা সুমতি ৪৭০
বজ্রপাণি,—"এ দিক্‌পালগণ সহ আমি
প্রবেশিব ব্রহ্মপুরে ; রক্ষা কর, রথি,
দেবকুলাঙ্গনা যত দেবেশ্বরী সহ।"
বিদায় মাগিয়া পুরন্দর সুরপতি
শচীর নিকটে, সহ ভীম প্রভঞ্জন,
শমন, তপন-সুত, তিমির-বিলাসী,
ষড়ানন তারকারি, দুর্জ্জয় প্রচেতা;
ধনদ অলকানাথ, প্রবেশ করিলা
ব্রহ্মপুরে—মোক্ষধাম জগত-বাঞ্ছিত।
তবে চিত্ররথ রথী গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর ৪৮০
মহাবলী, দেবদত্ত শঙ্খ ধরি করে,
ধ্বনিলা সে শঙ্খবর। সে গভীর ধ্বনি
শুনিয়া অমনি তেজস্বিনী দেবসেনা
অগণ্য, দুর্ব্বার রণে, গরজি উঠিলা
চারি দিকে। লক্ষ লক্ষ অসি, নাগরাশি,
উদ্‌গিরি পাবক যেন ভাতিল আকাশে !
উড়িল পতাকাচয়, হায় রে, যেমতি
রতনে রঞ্জিত-অঙ্গ বিহঙ্গম-দল !
উঠি রথে রথী দর্পে ধনু টঙ্কারিলা
চাপে পরাইয়া গুণ ; ধরি গদা করে ৪৯০

করি-পৃষ্ঠে চড়ে কেহ, কেশরী যেমতি
চড়ে তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গে ; কেহ আরোহিলা
(গরুড়-বাহনে যথা দেব চক্রপাণি)
অশ্ব, সদাগতি সদা বাঁধা যার পদে।
শূল-হস্তে, যেন শূলী ভীষণ নাশক,
পদাতিক-বৃন্দ উঠে হুহুঙ্কার করি,
মাতি বীরমদে শুনি সে শঙ্খনিনাদ !
বাজিল গম্ভীর বাদ্য, যার ঘোর রোলে
শুনি নাচে বীর-হিয়া, ডমরুর রোলে
নাচে যথা ফণিবর—দুরন্ত দংশক-- ৫০০
বিষাকর ; ভীরু-প্রাণ বিদরে অমনি
মহাভয়ে ! সুর-সৈন্য সাজিল নিমেষে
দানব-বংশের ত্রাস, রক্ষা করিবারে
স্বর্গের ঈশ্বরী দেবী পৌলোমী সুন্দরী,
আর যত সুরনারী ; যথা ঘোর বনে
মহা মহীরুহ-ব্যূহ, বিস্তারিয়া বাহু
অযুত, রক্ষয়ে সবে ব্রততীর কুল,
অলকে ঝলকে যার কুসুম-রতন
অমূল্য জগতে, রাজ-ইন্দ্রাণী-বাঞ্ছিত।
যথা সপ্ত সিন্ধু বেড়ে সতী বসুধারে, ৫১০
জগৎ-জননী, ত্রিদিবের সৈন্যদল
বেড়িলা ত্রিদিবদেবী অনন্ত-যৌবনা
শচীরে, সাপটি করে চন্দ্রাকার ঢাল,
অসি, অগ্নিশিখা যেন ;—শত প্রতিসরে
বেড়িলা সুচন্দ্রাননে চতুস্কন্ধ দল।
তবে চিত্ররথ রথী, সৃজি মায়াবলে

কনক-সিংহ-আসন অতুল, অমূল্য
জগতে, যুড়িয়া কর, কহিলা প্রণমি
পৌলোমীরে, "এ আসনে বস্থন মহিষি,
দেবকুলেশ্বরি ; যথাসাধ্য, আমি দাস, ৫২০
দেবেন্দ্র-অভাবে, রক্ষা করিব তোমারে।"
বসিলা কনকাসনে বাসব-বাসনা
মৃগাক্ষী। হায় রে, মরি, হেরি ও বদন
মলিন, কাহার হিয়া না বিদরে আজি ?
কার রে না কাঁদে প্রাণ, শরতের শশি,
হেরি তোরে রাহু-গ্রাসে ? তোরে রে নলিনি,
বিষণ্ণবদনা, যবে কুমুদিনী-সখী
নিশি আসি, ভানুপ্রিয়ে, নাশে সুখ তোর !
হেরি ইন্দ্রাণীরে যত সুচারুহাসিনী
দেবকামিনী সুন্দরী, আসি উতরিলা ৫৩০
মৃদুগতি। আইলেন ষষ্ঠী মহাদেবী—
বঙ্গকুলবধূ যাঁরে পূজে মহাদরে,
মঙ্গলদায়িনী ; আইলেন মা শীতলা,
দুরন্ত বসন্ততাপে তাপিত শরীর
শীতল প্রসাদে যাঁর—মহাদয়াময়ী
ধাত্রী , আইলেন দেবী মনসা, প্রতাপে
যাঁহার ফণীন্দ্র ভীত ফণিকুলসহ,
পাবক নিস্তেজ যথা বারি-ধারা-বালে ;
আইলেন সুবচনী—মধুর-ভাষিণী ;
আইলেন যক্ষেশ্বরী মুরজা সুন্দরী, ৫৪০
কুঞ্জরগামিনী ; আইলেন কামবধূ
রতি, হায়, কেমনে বর্ণিব অল্পমতি

আমি ও রূপ-মাধুরী, ও স্থির-যৌবন,
যার মধুপানে মত্ত স্মর মধুসখা
নিরবধি ? আইলেন সেনা সুলোচনা
সেনানীর প্রণয়িনী—রূপবতী সতী।
আইলা জাহ্নবীদেবী—ভীষ্মের জননী ;
কালিন্দী আনন্দময়ী, যাঁর চারুকূলে
রাধাপ্রেম-ডোরে-বাঁধা রাধানাথ, সদা
ভ্রমেন, মরাল যথা নলিনী-কাননে ! ৫৫০
আইলা মুরলা সহ তমসা বিমলা—
বৈদেহীর সখা দোঁহে ;—আর কব কত ?
অগণ্য সুরসুন্দরী, ক্ষণপ্রভা-সম
প্রভায়, সতত কিন্তু অচপলা যেন
রত্নকান্তিচ্ছটা, আসি বসিলা চৌদিকে ;
যথা তারাবলী বসে নীলাম্বরতলে
শশীসহ, ভরি ভব কাঞ্চন-বিভাসে !
    বসিলেন দেবীকুল শচীদেবীসহ
রতন-আসনে ; হায় নীরব গো আজি
বিষাদে ? আইলা এবে বিদ্যাধরী-দল। ৫৬০
আইলা উর্ব্বশী দেবী,—ত্রিদিবের শোভা,
ভব-ললাটের শোভা শশিকলা যথা
আভাময়ী। কেমনে বর্ণিব রূপ তব,
হে ললনে, বাসবের প্রহরণ তুমি
অব্যর্থ ! আইলা চারু চিত্রলেখা সখী,
বিশালাক্ষী যথা লক্ষ্মী—মাধব-রমণী।
আইলেন মিশ্রকেশী,—যাঁর কেশ, তব,
হে মদন, নাগপাশ—অজেয় জগতে।

আইলেন রম্ভা,—যাঁর উরুর বর্ত্তুল
প্রতিকৃতি ধরি, বনবধূ বিধুমুখী ৫৭০
কদলীর নাম রম্ভা, বিদিত ভুবনে।
আইলেন অলম্বুষা মহা লজ্জাবতী
যথা লতা লজ্জাবতী, কিন্তু (কে না জানে ?)
অপাঙ্গে গরল,—বিশ্ব দহে গো যাহাতে।
আইলেন মেনকা ; হে গাধির নন্দন
অতিমানি যার প্রেমরস-বরিষণে
নিবারিলা পুরন্দর তপ-অগ্নি তব,
নিবারয়ে মেঘ যথা আসার বরষি,
দাবানল। শত শত আসিয়া অপ্সরী
নতভাবে ইন্দ্রাণীরে নমি, দাঁড়াইলা ৫৮০
চারি দিকে ; যথা যবে,—হায় রে স্মরিলে
ফাটে বুক !—ত্যজি ব্রজ ব্রজ-কুলপতি
অক্রূরের সহ চলি গেলা মধুপুরে,—
শোকিনী গোপিনীদল যমুনা পুলিনে,—
বেড়িল নীরবে সবে রাধা বিলাপিনী। ৫৮৬

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে ব্রহ্মপুরী-
তোরণ নাম দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ

হেথা তুরাসাহ সহ ভীম প্রভঞ্জন—
বায়ুকুল-ঈশ্বর,—প্রচেতাঃ পরন্তপ,
দণ্ডধর মহারথী তপন-তনয—
যক্ষদল-পতি দেব অলকার নাথ,
সুরসেনানী শূরেন্দ্র,—প্রবেশ করিলা
ব্রহ্মপুরী। এড়াইয়া কাঞ্চন তোরণ
হিরণ্ময়, মৃদু গতি চলিলা সকলে,
পদ্মাসনে পদ্মযোনি বিরাজেন যথা
পিতামহ। সুপ্রশস্ত স্বর্ণপথ দিয়া
চলিলা দিক্‌পাল-দল পরম হরষে। ১০
দুই পাশে শোভে হৈম তরুরাজি, তাহে
মরকতময় পাতা, ফুল রত্ন-মালা
ফল,—হায়, কেমনে বর্ণিব ফলছটা?
সে সকল তরুশাখা-উপরে বসিয়া
কলস্বরে গান করে পিকবরকুল
বিনোদি বিধির হিয়া! তরুরাজি-মাঝে
শোভে পদ্মরাগমণি-উৎস শত শত
বরষি অমৃত, যথা রতির অধর
বিম্বময়, বর্ষে, মরি, বাক্য-সুধা, তুষি
কামের কর্ণকুহরে! সুমন্দ সমীর— ২০
সহ গন্ধ,—বিরিঞ্চির চরণ-যুগল
অরবিন্দে জন্ম যার—বহে অনুক্ষণ
আমোদে পূরিয়া পুরী! কি ছার ইহার

কাছে বনস্থলীর নিশ্বাস, যবে আসি
বসন্তবিলাসী আলিঙ্গয়ে কামে মাতি
সে বনসুন্দরী, সাজাইয়া তার তনু
ফুল-আভরণে! চারি দিকে দেবগণ
হেরিলা অযুত হর্ম্ম্য রম্য, প্রভাকর,
সুমেরু নগেন্দ্র যথা—অতুল জগতে!
সে সদনে করে বাস ব্রহ্মপুরবাসী, ৩০
রমার রম-উরসে যথা শ্রীনিবাস
মাধব! কোথায় কেহ কুসুম-কাননে,
কুসুম-আসনে বসি, স্বর্ণবীণা করে,
গাইছে মধুর-গীত; কোথায় বা কেহ
ভ্রমে, সদানন্দসম সদানন্দ মনে
মঞ্জু কুঞ্জে, বহে যথা পীযূষ-সলিলা
নদী, কল কল রব করি নিরবধি,
পরি বক্ষঃস্থলে হেম-কমলের দাম;—
নাচে সে কনক-দাম মলয়-হিল্লোলে,
উর্ব্বশীর বক্ষে যথা মন্দারের মালা, ৪০
যবে নৃত্য-পরিশ্রমে ক্লান্ত সীমন্তিনী
ছাড়েন নিশ্বাস ঘন, পূরি সুসৌরভে
দেব-সভা! কাম—হায়, বিষম অনল
অন্তরিত!—হৃদয় যে দহে, যথা দহে
সাগর বাড়বানল। ক্রোধ বাতময়,
উথলে যে শোণিত-তরঙ্গ ডুবাইয়া
বিবেক! দুরন্ত লোভ—বিরাম-নাশক,
হায় রে, গ্রাসক যথা কাল, তবু সদা
অশনায় পীড়িত! মোহ—কুসুম-ডোর,

কিন্তু তোর শৃঙ্খল, রে ভব-কারাগার, ৫০
দৃঢ়তর! মায়ার অজেয় নাগপাশ!
মদ—পরমত্তকারী, হায়, মায়া-বায়ু,
কাঁপায় যে হৃদয়, কুরস যথা দেহ
রোগীর! মাৎসর্য্য—যার সুখ, পরদুঃখে
গরলকণ্ঠ!—এ সব দুষ্ট রিপু যারা
প্রবেশি জীবনফুলে, কীট যেন, নাশে
সে ফুলের অপরূপ রূপ, এ নগরে
নারে প্রবেশিতে, যথা বিষাক্ত ভুজগ
মহৌষধাগারে। হেথা জিতেন্দ্রিয় সবে,
ব্রহ্মার নিসর্গধারী, নদচয় যথা ৬০
লভয়ে ক্ষীরতা বহি ক্ষীরোদ সাগরে!

হেরি সুনগর-কান্তি, ভ্রান্তিমদে মাতি,
ভুলিলা দেবেশদল মনের বেদনা
মহানন্দে। ফুলবনে প্রবেশিয়া কেহ
তুলিলা সুবর্ণফুল; কেহ ক্ষুধাতুর,
পাড়িয়া অমৃতফল ক্ষুধা নিবারিলা;
কেহ পান করিলা পীযূষ-মধু সুখে;
সঙ্গীত-তরঙ্গে কেহ, কেহ রঙ্গে ঢালি
মনঃ, হৈম-তরুমূলে নাচিলা কৌতুকে।
এইরূপে দেবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে ৭০
উতরিলা বিরিঞ্চির মন্দির-সমীপে
স্বর্ণময়, হীরকের স্তম্ভ সারি সারি
শোভিছে সম্মুখে, দেবচক্ষু-যার আভা
ক্ষণ সহিতে অক্ষম, কে পারে বর্ণিতে
তাঁহার সদন বিশ্বম্ভর সনাতন

যিনি ? কিম্বা কি আছে গো এ ভবমণ্ডলে
যার সহ তাহার তুলনা করি আমি ?
মানব-কল্পনা কভু পারে কি কল্পিতে
ধাতার বৈভব—যিনি বৈভবের নিধি ?
দেখিলেন দেবগণ মন্দির-দুয়ারে ৮০
বসি সুকনকাসনে বিশদ-বসনা
ভক্তি—শক্তি-কুলেশ্বরী, পতিত পাবনী,
মহাদেবী। অমনি দিকপাল-দল নমি
সাষ্টাঙ্গে পূজিলা মা'র রাঙা পা দুখানি !
"হে মাতঃ"—কহিলা ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে—
"হে মাতঃ—তিমিরে যথা বিনাশেন ঊষা,
কলুষনাশিনী তুমি ! এ ভবসাগরে
তুমি না রাখিলে, হায়, ডুবে গো সকলে
অসহায় ! হে জননি কৈবল্যদায়িনি
কৃপা কর আমা সবা প্রতি—দাস তব।" ৯০
শুনি বাসবের স্তুতি, ভক্তি শক্তীশ্বরী
আশীষ করিলা দেবী যত দেবগণে
মৃদু হাসি ; পাইলেন দিব্য-চক্ষু সবে।
অপর আসন পরে দেখিলা সকলে
দেবী আরাধনা,—ভক্তিদেবীর স্বজনী,
একপ্রাণা দোঁহে। পুনঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
কহিতে লাগিলা শচীকান্ত কৃতাঞ্জলি-
পুটে,—"হে জননি, যথা আকাশমণ্ডলী
নিনাদবাহিনী, তথা তুমি শক্তীশ্বরি,
বিধাতার কর্ণমূলে বহ গো সতত ১০০
সেবক-হৃদয়-বাণী, আমা সবা প্রতি

দয়া কর, দয়াময়ি, সদয় হইয়া।”
শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী, দেবী আরাধনা—
প্রসন্নবদনা মাতা—ভক্তি পানে চাহি,—
চাহে যথা সূর্য্যমুখী রবিচ্ছবি-পানে—
কহিলা,—“আইস, ওগো সখি বিধুমুখি,
চল যাই লইয়া দিক্‌পাল-দলে যথা
পদ্মাসনে বিরাজেন ধাতা ; তোমা বিনা
এ হৈমকপাট সখি, কে পারে খুলিতে ?”
“খুলি এ কপাট আমি বটে ; কিন্তু, সখি !” ১১০
(উত্তর করিলা ভক্তি)—“তোমা বিনা বাণী
কার শুনি, কর্ণদান করেন বিধাতা ?
চল যাই, হে স্বজনি, মধুর-ভাষিণি,—
খুলিব দুয়ার আমি ; সদয়-হৃদয়ে,
অবগত করাও ধাতারে, কি কারণে
আসি উপস্থিত হেথা দেবদল, তুমি।”
তবে ভক্তি-দেবীশ্বরী সহ আরাধনা
অমৃত-ভাষিণী, লয়ে দেবপতিদলে
প্রবেশিলা মন্দগতি ধাতার মন্দিরে
নতভাবে। কনক-কমলাসনে তথা ১২০
দেখিলেন দেবগণ স্বয়ম্ভু লোকেশে !
শত শত ব্রহ্ম-ঋষি বসেন চৌদিকে,
মহাতেজা, তেজোগুণে জিনি দিননাথে,
কাঞ্চন-কিরীট শিরে। প্রভা আভাময়ী,—
মহারূপবতী সতী, দাঁড়ান সম্মুখে—
যেন বিধাতার হাস্যাবলী মূর্ত্তিমতী !
তাঁর সহ দাঁড়ান সুবর্ণবীণা-করে

বীণাপাণি, স্বরসুধা-বর্ষণে বিনোদি
ধাতার হৃদয়, যথা দেবী মন্দাকিনী
কলকল-রবে সদা তুষেন অচল- ১৩০
কুল-ইন্দ্র হিমাচলে—মহানন্দময়ী!
শ্বেতভুজা, শ্বেতাব্জে বিরাজে পা-দুখানি,
রক্তোৎপলদল যেন মহেশ-উরসে ;—
জগৎ-পূজিতা দেবী—কবিকুল-মাতা!
হেরি বিরিঞ্চির পাদ-পদ্ম সুরদল,
অমনি শচীরমণ-সহ পঞ্চজন—
নমিলা সাষ্টাঙ্গে। তবে দেবী আরাধনা
যুড়ি কর কলস্বরে কহিতে লাগিলা ;—
"হে ধাতঃ, জগৎ-পিতঃ, দেব সনাতন,
দয়াসিন্ধু! সুন্দ-উপসুন্দাসুর বলী, ১৪০
দলি আদিতেয়-দলে বিষম সংগ্রামে,
বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি,
লণ্ডভণ্ড করি স্বর্গ,—দাবানল যথা
বিনাশে কুসুমে, পশি কুসুম-কাননে
সর্ব্বভুক্! রাজ্যচ্যুত পরাভূত রণে,
তোমার আশ্রয় চায় নিরাশ্রয় এবে
দেবদল,—নিদাঘার্ত্ত পথিক যেমতি
তরুবর-পাশে আসে আশ্রয়-আশায়—
হে বিভো, জগৎ-যোনি, অযোনি আপনি,
জগদন্ত নিরন্তক, জগতের আদি, ১৫০
অনাদি। হে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, কে জানে
মহিমা তোমার ? হায়, কাহার রসনা,—
দেব কি মানব,—গুণকীর্ত্তনে তোমার

পারগ ? হে বিশ্বপতি, বিপদের জালে
বদ্ধ দেবকুলে, দেব, উদ্ধার গো আজি।"
এতেক নিবেদি তবে দেবী আরাধনা
নীরব হইলা, নমি ধাতার চরণে
কৃতাঞ্জলিপুটে। শুনি দেবীর বচন—
কি ছার তাহার কছে কাকলী-লহরী
মধুকালে ?—উত্তর করিলা সনাতন- ১৬০
ধাতা :—"এ বারতা, বৎসে, অবিদিত নহে।
সুন্দ-উপসুন্দাসুর দৈব-বলে বলী ;
কঠোর তপস্যাফলে অজেয় জগতে।
কি অমর কিবা নর সমরে দুর্ব্বার
দোঁহে, ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ নাহি
নিবারিতে এ দানবদ্বয়ে। বায়ু-সখা
সহ বায়ু আক্রমিলে কানন, তাহারে
কে পারে রোধিতে,—কার পরাক্রম হেন !"—
এতেক কহিলা দেব দেব-প্রজাপতি।
অমনি করিয়া পান ধাতার বচন- ১৭০
মধু, ব্রহ্মপুরী সুখতরঙ্গে ভাসিল !
শোভিলা উজ্জ্বলতরে প্রভা আভাময়ী,
বিশাল-নয়না দেবী। অখিল জগৎ
পূরিল সুপরিমলে, কমল-কাননে
অযুত কমল যেন সহসা ফুটিয়া
দিল পরিমল-সুধা সুমন্দ অনিলে !
যথায় সাগর-মাঝে প্রবল পবন
বলে ধরি পোত, হায়, ডুবাইতেছিলা
তারে, শান্তি-দেবী তথা উতরি সত্বরে,

প্রবোধি মধুর ভাষে, শান্তিলা মারুতে। ১৮০
কালের নশ্বর শ্বাস-অনলে যেখানে
ভস্মময় জীবকুল (ফুলকুল যথা
নিদাঘে) জীবনামৃত-প্রবাহ সেখানে
বহিল, জীবনদান করি জীবকুলে,—
নিশির শিশির-বিন্দু সরসে যেমতি
প্রসূন, নীরস, মরি, নিদাঘ জ্বলনে!
প্রবেশিলা প্রতি গৃহে মঙ্গল-দায়িনী
মঙ্গলা। সুশস্যে পূর্ণা হাসিলা বসুধা,—
প্রমোদে মোদিল বিশ্ব বিস্ময় মানিয়া।
তবে ভক্তি শক্তীশ্বরী সহ আরাধনা, ১৯০
প্রফুল্লবদনা, যথা কমলিনী যবে
ত্বিষাম্পতি দিননাথ তাড়াই তিমিরে,
কনক-উদয়াচলে আসি দেন দেখা;—
লইয়া দিক্‌পালদলে, যথাবিধি পূজি
পিতামহে, বাহিরিলা ব্রহ্মালয় হ'তে।
"হে বাসব," কহিলেন ভক্তি মহাদেবী;—
"সুরেন্দ্র! সতত রত থাক ধর্ম্মপথে।
তোমার হৃদয়ে, যথা রাজেন্দ্র-মন্দিরে
রাজলক্ষ্মী, বিরাজিব আমি হে সতত।"
"বিধুমুখা সখী মম ভক্তি শক্তীশ্বরী",— ২০০
কহিলেন আরাধনা মৃদু-মন্দ হাসি—
"বিরাজেন যদি সদা তোমার হৃদয়ে,
শচীকান্ত, নিতান্ত জানিও, আমি তব
বশীভূতা। শশী যথা কৌমুদী সেখানে।
মণি, আভা, একপ্রাণা; লভ এ রতনে,

অযতনে আভা লাভ করিবে, দেবেশ !
কালিন্দীরে পান সিন্ধু গঙ্গার সঙ্গমে।"
বিদায় হইলা তবে সুরদল সেবি
দেবীদ্বয়ে। পরে সবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
উতরিলা পুনঃ যথা পীযুষ-সলিলা ২১০
বহে নিরবধি নদী কল কল-কল—
সুবর্ণ-তটিনী ; যথা অমরা-ব্রততী,
অমর সুতরুকুল ; স্বর্ণকান্তি ধরি
ফুলকুল ফোটে নিত্য সুনিকুঞ্জবনে,
ভরি সুসৌরভে দেশ ! হেম বৃক্ষমূলে,
রঞ্জিত কুসুম-রাগে—বসিলেন সবে।
কহিলা বাসব তবে ঈষৎ হাসিয়া,
"দিতিজ-ভুজ-প্রতাপে, রণ পরিহরি,
আইলাম আমা সবে ধাতার সমীপে।—
ধায়ে রড়ে ;—বিধির বিধান বোধাগম ২২০
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য নাহি পথ ; কহ,
কি বুঝ সঙ্কেত-বাক্যে, কহ, দেবগণ ?
বিচার করহ সবে, সাবধানে দেখ।
কি মর্ম্ম ইহার ! দুধে জল যদি থাকে,
তবু রাজহংসপতি পান করে তারে,
তেয়াগিয়া তোয়ঃ ! কে কি বুঝ, কহ, শুনি"।—
উত্তর করিলা যম ;—"এ বিষয়ে, দেব
দেবেন্দ্র, স্বীকারি আমি নিজ অক্ষমতা।
বাহু-পরাক্রমে কর্ম্ম-নির্ব্বাহ যেথানে,
দেবনাথ, সেথা আমি। তোমার প্রসাদে ২৩০
এই যে প্রচণ্ড দণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডনাশক,

শিখেছি ধরিতে এরে ; কিন্তু নাহি জানি
চালাইতে লেখনী, পশিতে শব্দার্ণবে
অর্থরত্ন লোভে—যেন বিদ্যার ধীবর।”
“আমিও অক্ষম যম-সম”—উত্তরিলা
প্রভঞ্জন ;—“সাধিবারে তোমার এ কাজ,
বাসব ! করীর কর যথা, পারি আমি
উপাড়িতে তরুবর, পাষাণ চূর্ণিতে,
চিরধীর শৃঙ্গবরে বজ্রসম চোটে
অধীরিতে ; কিন্তু নারি তুলিতে বাছিয়া ২৪০
এ সূচি, হে নমুচিসূদন শচীপতি।”
উত্তর করিলা তবে স্কন্দ তারকারি
মৃদুস্বরে ;—“দেহ, ওহে দেবকুলপতি,
দেহ অনুমতি মোরে, যাই আমি যথা
বসে সুন্দ উপসুন্দ,—দুরন্ত অসুর।
যুদ্ধার্থে আহ্বানি গিয়া ভাই দুই জনে।
শুনি মোর শঙ্খধ্বনি, রুষিবে অমনি
উভয় ; কহিব আমি, ‘তোমাদের মাঝে
বীরশ্রেষ্ঠ বীর যে, বিগ্রহ দেহ আসি।’
ভাই ভাই বিরোধ হইবে এ হইলে। ২৫০
সুন্দ কহিবেক আমি বীর-চূড়ামণি ;
উপসুন্দ এ কথায় সায় নাহি দিবে
অভিমানে ! কে আছে গো, কহ দেবপতি,
রথিকুলে, স্বীকারে যে আপন ন্যূনতা ?
ভাই ভাই বিবাদ হইলে, একে একে,
বধিব উভয়ে আমি বিধির প্রসাদে—
বধে যথা বারণারি বারণ-ঈশ্বরে।”

শুনি সেনানীর বাণী, ঈষৎ হাসিয়া
কহিতে লাগিলা দেব যক্ষকুল-রাজা
ধনেশ ;—"যা কহিলেন হৈমবতীসুত, ২৬০
কৃত্তিকাকুলবল্লভ, মনে নাহি লাগে।
কে না জানে ফণী সহ বিষ চিরবাসী ?
দংশিলে ভুজঙ্গ, বিষ-অশনি অমনি
বায়ুগতি পশে অঙ্গে—দুর্ব্বার অনল।
যথায় যুঝিবে সুন্দাসুর, দুষ্টমতি,
নিষ্কোশিবে অসি তথা উপসুন্দ বলী
সহকারী ; উভয়ের বিক্রম উভয়।
বিশেষতঃ কূটযুদ্ধে দৈত্যদল রত।
পাইলে একাকী তোমা, হে উমাকুমার,
অবশ্য অন্যায় যুদ্ধ করিবে দানব ২৭
পাপাচার। বৃথা তুমি পড়িবে সঙ্কটে
বীরবর ! মোর বাণী শুন, দেবপতি
মহেন্দ্র ! আদেশ মোরে, ধনজালে বেড়ি
বধি আমি—যথা ব্যাধ বধয়ে শার্দ্দুল,
আনায়-মাঝারে তারে আনিয়া কৌশলে—
এ দুষ্ট দনুজ দোঁহে ! অবিদিত নহে,
বসুমতী সতী সম বসু-পূর্ণাগার,
যথা পঙ্কজিনী ধনী ধরয়ে যতনে
কেশর,—মদন-অর্থ। বিবিধ রতন—
তেজঃপুঞ্জ, নয়নরঞ্জন, রাশি রাশি, ২৮
দেহ আজ্ঞা, দেব, দান করি দানবেরে।
করি দান সুবর্ণ—উজ্জ্বল বর্ণ, সহ
রজত, সুশ্বেত যথা দেবী শ্বেতভুজা।

ধনলোভে উন্মত্ত উভয় দৈত্যপতি,
অবশ্য বিবাদ করি মরিবে অকালে—
মরিল যেমতি দ্বন্দ্বি, হায়, মন্দমতি,
সহ সুপ্রতীক ভ্রাতা, লোভী বিভাবসু।”—
উত্তর করিলা তবে জলেশ বরুণ
পাশী ;—“যা কহিলে সত্য, যক্ষকুলপতি !
অর্থে লোভ, লোভে পাপ, পাপ নাশকরী। ২৯০
কিন্তু ধন কোথা এবে পাবে, ধনপতি ?
কোথা সে বসুধা শ্যামা, বসুসুধারিণী
তোমার ? ভুলিলে কি গো, আমরা সকলে
দীন, পত্রহীন তরু হিমানীতে যথা,
আজি ! আর আছে কি গো সে সব বিভব ?
আর কি—কি কাজ কিন্তু এ মিছা বিলাপে ?
কহ, দেবকুলনিধি, কি বিধি তোমার ?”
কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর
অসুরারি ;—“ভাসি আমি অজ্ঞাত সলিলে
কর্ণধার, ভাবনায় চিন্তায় আকুল, ৩০০
নাহি দেখি অনুকূল কূল কোন দিকে !
কেমনে চালাব তরী বুঝিতে না পারি ?
কেমনে হইব পার অপার সাগর ?
শূন্যতূণ আমি আজি এ ঘোর সমরে।
বজ্রাপেক্ষা তীক্ষ্ণ মম প্রহরণ যত,
তা সকলে নিবারিল এ কাল-সংগ্রামে
অসুর। যখন দুষ্ট ভাই দুই জন
আরম্ভিলা তপঃ, আমি পাঠানু যতনে
সুকেশিনী উর্ব্বশীরে ; কিন্তু দৈববলে

বিফলবিভ্রমা বামা লজ্জায় ফিরিল,— ৩১০
গিরিদেহে বাজি যথা রাজীব। সতত
অধীর সুধীর ঋষি যে মধুর হাসে,
শোভিল সে বৃথা, হায়, সৌদামিনী যথা
অন্ধজন প্রতি শোভে বৃথা প্রজ্বলনে!
যে কেশে নিগড় সদা গড়ে রতিপতি;
যে অপাঙ্গ-বিষানলে জ্বলে দেব-হিয়া;—
নারিল সে কেশপাশ বাঁধিতে দানবে!
বিফল সে বিষানল, হলাহল যথা
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠদেশে! কি আর কহিব?
বৃথা মোরে জিজ্ঞাসহ, জলদলপতি!" ৩২০
এতেক কহিয়া দেব দেবেন্দ্র বাসব
নীরবিলা, আহা মরি, নিশ্বাস বিষাদে!
বিষাদে নীরব দেখি পৌলোমীরঞ্জনে,
মৌনভাবে বসিলেন পঞ্চদেব রথী।
হেনকালে—বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা;
কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে?—
হেনকালে অকস্মাৎ হইল দৈববাণী;
"আনি বিশ্বকর্ম্মায়, হে দেবগণ, গড়
বামায়,—অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে!
ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর জঙ্গম, ৩৩০
ভূত, তিল তিল সবা হইতে লইয়া,
সৃজ এক প্রমদারে—ভব-প্রমোদিনী।
তা হতে হইবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি।"
তবে দেবপতি, শুনি আকাশ-সম্ভবা
ভারতী, পবন পানে চাহিয়া কহিলা,—

"যাও তুমি, আন হেথা, বায়ুকুল-রাজা,
অবিলম্বে বিশ্বকর্ম্মা, শিল্পিকুলরাজে !"
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, অমনি তখনি
প্রভঞ্জন শূন্যপথে উড়িলা সুমতি
আশুগ ;—কাঁপিলা বিশ্ব থর থর করি ৩৪০
আতঙ্কে, প্রমাদ গণি অস্থির হইলা
জীবকুল, যথা যবে প্রলয়ের কালে,
টঙ্কারি পিনাক রোষে পিনাকী ধূর্জ্জটি
বিশ্বনাশী পাশুপত ছাড়েন হুঙ্কারে !
চলি গেলা পবন, পবনবেগে দেব
শূন্যপথে। হেথা ব্রহ্মপুরে পঞ্চজন
ভাসিলা—মানস-সরে রাজহংস যথা—
আনন্দ-সলিলে সদানন্দের সদনে।
যে যাহা ইচ্ছিলা তাহা পাইলা তখনি।
যে আশা, এ ভবমরুদেশে মরীচিকা, ৩৫০
ফলবতী নিরবধি বিধির আলয়ে !
মাগিলেন সুধা শচীকান্ত শান্তমতি ;
অমনি সুধালহরী বহিল সম্মুখে
কলরবে। চাহিলেন ফল জলপতি ;
রাশি রাশি ফল আসি সুবর্ণ-বরণ
পড়িলা চৌদিকে। যাচিলেন ফুল দেব-
সেনানী ; অযুত ফুল, স্তবকে স্তবকে
বেড়িল সুরেন্দ্রে যথা চন্দ্রে তারাবলী।
রত্নাসন মাগি তাহে বসিলা কুবের—
মণিময় শেষের অশেষ-দেহোপরি ৩৬০
শোভিলেন যেন পীতাম্বর চিন্তামণি।

ভ্রমিতে লাগিলা যম মহাহৃষ্টমতি,
যথা শরদের কালে গগনমণ্ডলে,
পবন-বাহনারোহী, ভ্রমে কুতূহলী
মেঘেন্দ্র, রজনীকান্ত রজঃকান্তি হেরি,—
হেরি রত্নাকারা তারা,—সুখে মন্দগতি।
এড়াইয়া ব্রহ্মপুরী, বায়ুকুল-রাজা
প্রভঞ্জন, বায়ুবেগে চলিলেন বলী
যথায় বসেন বিশ্বোপান্তে মহামতি
বিশ্বকর্ম্মা। বাতাকারে উড়িলা সুরথী ৩৭০
শূন্যপথে, উথলিয়া নীলাম্বর যেন
নীল-অম্বুরাশি। কত দূরে ত্বিষাম্পতি
দিনকান্ত রবিলোকে অস্থির হইলা
ভাবি দুষ্ট রাহু বুঝি আইলা অকালে
মুখ মেলি। চন্দ্রলোকে রোহিণীবিলাসী
সুধানিধি, পাণ্ডুবর্ণ আতঙ্কে স্মরিয়া
দুরন্ত বিনতাসুতে,—সুধা-অভিলাষী!
মুদিয়া নয়ন হৈম তারাকুল ভয়ে,
ভৈরব দানবে হেরি যথা বিদ্যাধরী,
পঙ্কজিনী তমঃপুঞ্জে; বাসুকির শিরে ৩৮০
কাঁপিলা ভীরু বসুধা; উঠিলা গর্জ্জিয়া
সিন্ধু, দ্বন্দ্বে রত সদা চির-বৈরি হেরি;—
সাজিল তরঙ্গ-দল রণ-রঙ্গে মাতি।
এ সবে পশ্চাতে রাখি আঁখির নিমেষে
চলি গেলা আশুগতি। ঘন ঘনাবলী
ধায় আগে রড়ে ঝড়ে, ভূত-দল যথা
ভূতনাথ সহ। একে একে পার হয়ে

সপ্ত অব্ধি, চলিলা মরুৎ-কুলনিধি
অবিশ্রান্ত, ক্লান্তি, শ্রান্তি সবে অবহেলি
চলে যথা কাল। কত দূরে যমপুরী ৩৯০
ভয়ঙ্করী দেখিলেন ভীম সদাগতি।
কোন স্থানে হিমানীতে কাঁপে থরথরি
পাপি-প্রাণ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপি দুর্ম্মতি ;—
কোন স্থানে কালাগ্নেয়-প্রাচীর-বেষ্টিত
কারাগারে জ্বলে কেহ হাহাকার রবে
নিরবধি ; কোথাও বা ভীম-মূর্ত্তি-ধারী
যমদূত প্রহারয়ে চণ্ড দণ্ড শিরে
অদয় ; কোথাও শত শকুনি-মণ্ডলী
বজ্রনখা, বিদারিয়া বক্ষঃ মহাবলে,
ছিন্ন-ভিন্ন করে অন্ত্র ; কোথাও বা কেহ, ৪০০
তৃষায় আকুল, কাঁদে বসি নদী-তীরে,
করিয়া শত মিনতি বৈতরণী-পদে
বৃথা,—না চাহেন দেবী দুরাত্মার পানে,
তপস্বিনী ধনী যথা—নয়নরমণী
কভু নাহি কর্ণদান করে কামাতুরে
জিতেন্দ্রিয়া! কোথাও বা হেরি লক্ষ লক্ষ
উপাদেয় ভক্ষ্যদ্রব্য, ক্ষুধাতুর প্রাণী
মাগে ভিক্ষা ভক্ষণ,—রাজেন্দ্র-দ্বারে যথা
দরিদ্র,—প্রহরি-বেত্র-আঘাতে শরীর
জরজর। সতত অগণ্য প্রাণিগণ ৪১০
আসিতেছে দ্রুতগতি চারিদিক্ হ'তে
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে যথা পতঙ্গের দল
দেখি অগ্নিশিখা,—হায়, পুড়িয়া মরিতে ;

নিস্পৃহ এ লোকে বাস করে লোক যত।
হায় রে, যে আশা আসি তোষে সর্ব্বজনে
জগতে, এ দুরন্ত অন্তকপুরে গতি-
রোধ তার! বিধাতার এই সে বিধান।
মরুস্থলে প্রবাহিণী কভু নাহি বহে।
অবিরামে কাটে কীট; পাবক না নিবে।
শত-সিন্ধু-কোলাহল জিনি, দিবানিশি ৪২০
উঠয়ে ক্রন্দনধ্বনি—কর্ণ বিদারিয়া।
হেরি শমনের পুরী, বিস্ময় মানিয়া
চলিলা জগৎ-প্রাণ পুনঃ দ্রুতগতি
যথায় বসেন দেব-শিল্পী; কতক্ষণে
উত্তরমেরুতে বীর উতরিলা আসি।
অদূরে শোভিল বিশ্বকর্ম্মার সদন।
ঘন ঘনাকারে ধূম উড়ে হর্ম্ম্যোপরি,
তাহার মাঝারে হৈমগৃহাগ্র অযুত
দ্যোতে, বিদ্যুতের রেখা অচঞ্চল যেন
মেঘাবৃত আকাশে, বা বাসরের ধনুঃ ৪৩০
মণিময়! প্রবেশিয়া পুরী বায়ুপতি
দেখিলেন চারিদিকে ধাতু রাশি রাশি
শৈলাকার; মূর্ত্তিমান্ দেব বৈশ্বানরে
পাই সোহাগায়, সোনা গলিছে সোহাগে
প্রেম-রসে; বাহিরিছে রজত গলিয়া
পুটে, বাহিরায় যথা বিমল সলিল-
প্রবাহ, পর্ব্বত-সানু-উপরি যাহারে
পালে কাদম্বিনী ধনী; লৌহ, যার তনু
অক্ষয় তাপিলে অগ্নি, মহারাগে ধাতু

জ্বলে অগ্নিসম তেজঃ,—অগ্নিকুণ্ডে পড়ি ৪৪০
পুড়িছে—বিষম জ্বালা যেন ঘৃণা করি,—
নীরবে শোকাগ্নি যথা সহে বীর-হিয়া।
কাঞ্চন-আসনে বসি বিশ্বকর্ম্মা দেব
দেব-শিল্পী, গড়িছেন অপূর্ব্ব গড়ন,
হেন কালে তথায় আইলা সদাগতি।
হেরি প্রভঞ্জনে দেব অমনি উঠিয়া
নমস্কারি বসাইলা রত্ন-সিংহাসনে।
"আপন কুশল কহ, বায়ুকুলেশ্বর",—
কহিতে লাগিলা বিশ্বকর্ম্মা—"কহ, বলি,
স্বর্গের বারতা। কোথা দেবেন্দ্র কুলিশী? ৪৫০
কি কারণে, সদাগতি, হে তোমার
এ বিজন দেশে? কহ, কোন্ বরাঙ্গনা—
দেবী কি মানবী—এবে ধরিযাছে তোমা,
পাতি পীরিতের ফাঁদ? কহ, যত চাহ,
দিব আমি অলঙ্কার, অতুল জগতে!
এই দেখ নূপুর; ইহার বোল শুনি
বীণাপাণি-বীণা, দেব, ছিন্ন তার, খেদে!
এই দেখ সুমেখলা; দেখি ভাব মনে,
বিশাল নিতম্ববিম্বে কি শোভা ইহার?
এই দেখ মুক্তাহার; হেরিলে ইহারে ৪৬০
উরজ-কমল-যুগ-মাঝারে, মনোজ
মজে গো আপনি। এই দেখ, দেব, সিঁতি;
কি ছার ইহার কাছে, ওরে নিশীথিনি;
তোর তারাময় সিঁতি! এই যে কঙ্কণ
খচিত রতনবৃন্দে, দেখ, গন্ধবহ!—

প্রবাল-কুণ্ডল এই দেখ, বীরমণি ;
কি ছার ইহার কাছে, বনস্থলী-কানে
পলাশ,—রমণী-মনোরমণ ভূষণ !
আর আর আছে যত কি কব তোমারে ?”
হাসিয়া হাসিয়া যদি এতেক কহিলা ৪৭০
বিশ্বকর্ম্মা, উত্তর করিলা মহামতি
শ্বসন, নিশ্বাস বীর ছাড়িয়া বিষাদে :—
“আর কি আছে গো, দেব, সে কাল এখন ?
বিশ্বোপান্তে তিমিরসাগর-তীরে সদা
বস তুমি, নাহি জান স্বর্গের দুর্দ্দশা।
হায়, দৈত্যকুল এবে প্রবল সমরে,
লুটিছে ত্রিদশালয় লণ্ডভণ্ড করি,
পামর ! স্মরিল তোমা দেব অসুরারি,
শিল্পিবর ; তেঁই আমি আইনু সত্বরে।
চল, দেব, অবিলম্বে ; বিলম্ব না সহে। ৪৮০
মহা ব্যগ্র ইন্দ্র আজি তব দরশনে।”
শুনি পবনের বাণী, কহিতে লাগিলা
দেব-শিল্পী ;—“হায়, দেব, একি পরমাদ !
দিতিজকুল উজ্জ্বলি, কোন্ মহারথী
বিমুখিলা দেবরাজে সম্মুখ-সমরে
বলে ? কহ, কার অস্ত্রে রোধগতি তুমি,
সদাগতি ? কে ব্যথিল তীক্ষ্ণ প্রহরণে
যমে ? নিরস্তিল কেবা জলেশ পাশীরে ?
অলকানাথের গদা—শৈল-চূর্ণ-কারী ?
কে বিঁধিল, কহ, হায়, খরতর শরে ৪৯০
ময়ূর-বাহনে ? এ কি অদ্ভুত কাহিনী !

কোথায় হইল রণ? কিসের কারণে?
মরে যবে সমরে তারক মন্দগতি,
তদবধি দৈত্যদল নিস্তেজ পাবক
বিষহীন ফণী; এবে প্রবল কেমনে?
বিশেষ করিয়া কহ, শুনি, শূরমণি।
উত্তরমেরুতে সদা বসতি আমার
বিশ্বোপান্তে। ওই দেখ তিমির-সাগর
অকূল, পর্ব্বতাকার যাহার লহরী
উথলিছে নিরবধি মহাকোলাহলে। ৫০০
কে জানে জল কি স্থল? বুঝি দুই হবে।
লিখিলা এ মেরু, ধাতা, জগতের সীমা
সৃষ্টিকালে; বসে তমঃ, দেখ ঐ পাশে।
নাহি যান প্রভাদেবী তাহার সদনে,
পাপীর সদনে যথা মঙ্গল-দায়িনী,
লক্ষ্মী। এত দূরে আমি কিছু নাহি জানি:
বিশেষ করিয়া কহ সকল বারতা।"
উত্তর করিলা তবে বায়ু-কুলপতি—
"না সহে বিলম্ব হেথা কহিনু তোমারে,
শিল্পিবর! চল, যথা বিরাজেন এবে ৫১০
দেবরাজ: শুনিবে গো সকল বারতা
তাঁর মুখে। কোন্ মুখে কব, হায়, আমি
সিংহ-দল-অপমান শৃগালের হাতে?
স্মরিলে ও কথা, দেহ জলে কোপানলে!
বিধির এ বিধি তেঁই সহি মোরা সবে
এ লাঞ্ছনা। চল, দেব, চল শীঘ্রগতি।
আজি হে তোমার ভার উদ্ধার করিতে

দেব-বংশ,—দেবরিপু ধ্বংসি স্বকৌশলে!"
এতেক কহিয়া দেব বায়ু-কুলপতি
দেব, দেব-শিল্পী সহ উঠিলা আকাশে ৫২০
বায়ুবেগে। ছাড়াইয়া কৃতান্ত-নগরী,
বসুধা বাসুকি-প্রিয়া, চন্দ্র সুধানিধি,
সূর্য্যলোক, চলিলেন মনোরথগতি
দুই জন; কত দূরে শোভিল অম্বরে
স্বর্ণময়ী ব্রহ্মপুরী, শোভেন যেমতি
উমাপতি-কোলে উমা হৈমকিরীটিনী।
শত শত গৃহচূড়া হীরক-মণ্ডিত
শত শত সৌধশিরে ভাতে সারি সারি
কাঞ্চন-নির্ম্মিত। হেরি ধাতার সদন
আনন্দে কহিলা বায়ু দেব-শিল্পী প্রতি;— ৫৩০
"ধন্য তুমি দেবকুলে, দেব-শিল্পী গুণি।
তোমা বিনা আর কার সাধ্য নির্ম্মাইতে
এ হেন সুন্দরী পুরী—নয়ন-রঞ্জিনী?"
"ধাতার প্রসাদে, দেব, এ শক্তি আমার"—
উত্তরিলা বিশ্বকর্ম্মা;—"তাঁর গুণে গুণী,
গড়ি এ নগর আমি তাঁহার আদেশে।
যথা সরোবর-জল, বিমল, তরল,
প্রতিবিম্বে নীলাম্বর তারাময় শোভা
নিশাকালে, এই রমা-প্রতিমা প্রথমে
উদয়ে ধাতার মনে,—তবে পাই আমি।" ৫৪০
এইরূপ কথোপকথনে দেবদ্বয়
প্রবেশিলা ব্রহ্মপুরী—মন্দগতি এবে।
কত দূরে হেরি দেব জীমূতবাহন

বজ্রপাণি, সহ কার্ত্তিকেয় মহারথী,
পাশী, তপনতনয়, মুরজা-বল্লভ
যক্ষরাজ, শীঘ্রগামী দেব-শিল্পী দেব
নিকটিয়া করপুটে প্রণাম করিলা
যথাবিধি। দেখি বিশ্বকর্ম্মায় বাসব-
মহোদয় আশীষিয়া কহিতে লাগিলা—
"স্বাগত, হে দেব-শিল্পী! মরুভূমে যথা ৫৫০
তৃষাকুল জন সুখী সলিল পাইলে,
তব দরশনে আজি আনন্দ আমার
অসীম! স্বাগত, দেব,—শিল্পী-চূড়ামণি!
দৈববলে বলী দুই দানব, দুর্জ্জয়
সমরে, অমরপুরী গ্রাসিয়াছে আসি,
হায়, গ্রাসে রাহু যথা সুধাংশু-মণ্ডলী!
ধাতার আদেশ এই শুন, মহামতি!
'আনি বিশ্বকর্ম্মায়, হে দেবগণ, গড়
বামায়, অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে।
ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম, ৫৬০
ভূত, সবা হইতে লইয়া তিল তিল
সৃজ এক প্রমদারে—ভবপ্রমোদিনী।
তাহা হতে হবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি'।"
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী শিল্পীন্দ্র অমনি
নমিয়া দিক্‌পালদলে বসিলেন ধ্যানে;
নীরবে বেড়িলা দেবে যত দেবপতি!
আরম্ভিলা মহাতপঃ, মহামন্ত্রবলে
আকর্ষিলা স্থাবর, জঙ্গম, ভূত যত
ব্রহ্মপুরে শিল্পিবর। যাহারে স্মরিলা

পাইলা তখনি তারে। পদ্মদ্বয় লয়ে
গড়িলেন বিশ্বকর্ম্মা রাঙা পা-দুখানি ৫৭০
বিদ্যুতের রেখা দেব লিখিলা তাহাতে
যেন লাক্ষারস-রাগ। বনস্থল-বধূ
রম্ভা ঊরুদেশে আসি করিলা বসতি;
সুমধ্যম মৃগরাজ দিলা নিজ মাজা;
খগোল নিতম্ব-বিম্ব; শোভিল তাহাতে
মেখলা, গগনে, মরি, ছায়াপথ যথা!
গড়িলেন বাহু-যুগ লইয়া মৃণালে।
দাড়িম্বে কদম্বে হৈল বিষম বিবাদ;
উভয়ে চাহিল আসি বাস করিবারে
উরস-আনন্দ-বনে; সে বিবাদ দেখি ৫৮০
দেব-শিল্পী গড়িলেন মেরু-শৃঙ্গাকারে
কুচযুগ। তপোবলে শশাঙ্ক সুমতি
হইলা বদন দেব অকলঙ্ক ভাবে;
ধরিল কবরীরূপ কাদম্বিনী ধনী,
ইন্দ্রচাপে বানাইলা মনোহর সিঁথি।
জ্বলে যে তারা-রতন ঊষার ললাটে
তেজঃপুঞ্জ, দুইখান করিয়া তাহারে
গড়াইলা চক্ষুর্দ্বয়, যদিও হরিণী
রাখিলেক দেবপদে আনি নিজ আঁখি।
গড়িলা অধর দেব বিম্বফল দিয়া ৫৯০
মাখিয়া অমৃতরসে; গজ-মুক্তাবলী,
শোভিল রে দন্তরূপে বিশ্ব বিমোহিয়া।
আপনি রতি-রঞ্জন নিজ ধনুঃ ধরি
ভুরুছলে বসাইলা নয়ন উপরে;

তা দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা হাসি কাড়ি নিলা
তূণ তাঁর ; বাছি বাছি সে তূণ হইতে
খরতর ফুল-শর ; নয়নে অর্পিলা
দেব-শিল্পী। বসুন্ধরা নানারত্ন সাজে
সাজাইলা বরবপু, পুষ্পাবলী যথা
সাজায় রাজেন্দ্রবালা কুসুম-ভূষণে ৬০০
চম্পক, পঙ্কজপর্ণ, সুবর্ণ চাহিল
দিতে বর্ণ বরাঙ্গনে ; এ সবারে ত্যজি—
হরিতালে শিল্পিবর রাগিলা সুতনু।
কলরবে মধুদূত কোকিল সাধিল
দিতে নিজ মধু-রব কিন্তু বীণাপাণি,
আনি সঙ্গে রঙ্গে রাগ-রাগিণীর কুল,
রসনায় আসন পাতিলা বাগীশ্বরী!
অমৃত সঞ্চারি তবে দেব-শিল্পি-পতি
জীবাইলা কামিনীরে ;—সুমোহিনী-বেশে
দাঁড়াইলা প্রভা যেন, আহা মূর্ত্তিময়ী! ৬১০
হেরি অপরূপকান্তি আনন্দ সলিলে
ভাসিলেন শচীকান্ত ; পবন অমনি,
প্রফুল্ল কমলে যেন পাইয়া, স্বনিলা
সুস্বনে! মোহিত কামে মুরজামোহন,
মনে মনে ধন-প্রাণ সঁপিলা বামারে!
শান্ত জলনাথ যেন শান্তি-সমাগমে!
মহাসুখী শিখিধ্বজ, শিখিবর যথা
হেরি তোরে, কাদম্বিনী, অনম্বরতলে!
তিমির-বিলাসী যম হাসিয়া উঠিলা,
কৌমুদিনী-প্রমদায় হেরি মেঘ যথা ৬২০

শরদে! সাবাসি, ওহে দেব-শিল্পী গুণি!
ধাতাবরে, দেববর, সাবাসি তোমারে।
হেনকালে—বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা
কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে!—
হেনকালে পুনর্ব্বার হৈল দৈববাণী;—
"পাঠাও, হে দেবপতি, এ রমা বামারে,
(অনুপমা বামাকুলে) যথা অমরারি
সুন্দ-উপসুন্দাসুর; আদেশ অনঙ্গে
যাইতে এ বরাঙ্গনাসহ সঙ্গে মধু,
ঋতুরাজ। এ রূপের মাধুরী হেরিয়া ৬৩০
কামমদে মাতি দৈত্য মরিবে সংগ্রামে।
তিল তিল লইয়া গড়িলা সুন্দরীরে
দেব-শিল্পী, তেঁই, নাম রাখ তিলোত্তমা।"
শুনিয়া দেবেন্দ্রগণ আকাশ-সম্ভবা
সরস্বতী-ভারতী, নমিলা ভক্তিভাবে
সাষ্টাঙ্গে। তৎপরে সবে প্রশংসা করিয়া
বিদায় করিলা বিশ্বকর্ম্মা শিল্পী-দেবে।
প্রণমি দিক্‌পাল-দলে বিশ্বকর্ম্মা দেব
চলি গেলা নিজ-দেশে। সুখে শচীপতি
বাহিরিলা, সঙ্গে ধনী অতুলা জগতে,— ৬৪০
যথা সুরাসুর যবে অমৃতা-ভিলাষে
মথিলা সাগরজল, জলদলপতি
ভুবন-আনন্দময়ী ইন্দিরার সাথী। ৬৪৩

ইতি তিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে তিলোত্তমা-সম্ভবো
নাম তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ

স্ববর্ণ-বিহঙ্গী যথা আদরে বিস্তারি
পাখা,—শক্র-ধনুঃ-কান্তি আভায় যাহার
মলিন—যতনে ধনী শিখায় শাবকে
উড়িতে, হে জগদম্বে, অম্বর-প্রদেশে ;—
দাসেরে করিয়া সঙ্গে রঙ্গে আজি তুমি
ভ্রমিয়াছ নানা স্থানে ; কাতর সে এবে,
কুলায়ে লয়ে তাহারে চল গো জননি !
সফল জনম মম ও পদ-প্রসাদে,
দয়াময়ি !   যথা কুন্তী-নন্দন-পৌরব,
ধীর যুধিষ্ঠির, সশরীরে মহাবলী   ১০
ধর্ম্মবলে প্রবেশিলা স্বর্গ, তব বরে
দীন আমি দেখিনু, মানব-আঁখি কভু
নাহি দেখিয়াছে যাহা ; শুনিনু, ভারতি,
তব বীণা-ধ্বনি, যাহা অতুলা জগতে।
চল ফিরি যাই যথা কুসুম-কুন্তলা
বসুধা।   কল্পনা,—তব হেমাঙ্গী সঙ্গিনী,-
দান করিয়াছে যারে তোমার আদেশে
দিব্যচক্ষু, ভুল না, হে কমল-বাসিনি !
রসিতে রসনা তার তব সুধা-রসে !
বরষি সঙ্গীতামৃত মনীষী তুষিবে,—   ২০
এই ভিক্ষা করে দাস, এই দীক্ষা মাগে।
যদি গুণগ্রাহী যে, নিদাঘ-রূপ ধরি,
আশার মুকুল নাশে এ চিত্তকাননে,

সেও ভাল, অধমে, মা, অধমের গতি!—
ধিক্ সে যাচ্ঞা,—ফলবতী নীচ-কাছে!
মহানন্দে মহেন্দ্র সসৈন্যে মহামতি
উতরিলা যথা বসে বিন্ধ্য-গিরিবর
কামরূপী,—হে অগস্ত্য, তব অনুরোধে
অদ্যাপি অচল। শত শত শৃঙ্গ শিরে,
বীর বীরভদ্র-শিরে জটাজুট যথা ৩০
বিকট; অশেষ-দেহ শেষের যেমনি।
দ্রুতগতি শূন্যপথে দেবরথ, রথী,
মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, যত চতুরঙ্গ-দল
আইলা, কঞ্চুক-তেজঃপুঞ্জে উজ্জ্বলিয়া
চারি দিক্। কাম্য নামে নিবিড় কানন—
খাণ্ডব-সম, (পাণ্ডব ফাল্গুনির গুণে
দহি হবির্ব্বহ যাহে নিরোগী হইলা)—
সে কাননে দেবসেনা প্রবেশিলা বলে
প্রবল। আতঙ্কে পশু, বিহঙ্গম আদি
আশু পলাইল সবে ঘোরতর-রবে, ৪০
যেন দাবানল আসি, গ্রাসিবার আশে
বনরাজী, প্রবেশিল সে গহন-বনে!—
কাতারে কাতারে সেনা প্রবেশিল আসি
অরণ্যে, উপাড়ি তরু, উপাড়ি ব্রততী,
ঝড় যথা, কিংবা করিযূথ মত্ত মদে।
অধীর সত্রাসে ধীর বিন্ধ্য মহীধর,
শীঘ্র আসি শচীকান্ত নমুচিসূদন-
পদতলে নিবেদিলা কৃতাঞ্জলিপুটে,—
"কি কারণে, দেবরাজ, কোন্ অপরাধে

অপরাধী তব পদে কিঙ্কর ? কেমনে ৫০
এ অসহ ভার, প্রভু, সহিবে এ দাস ?
পাঞ্চজন্য-নিনাদক প্রবঞ্চি বলীরে
বামনরূপে যেরূপ, হায়, পাঠাইলা
অতল পাতালে তারে, সেইরূপ বুঝি
ইচ্ছা তব, সুরনাথ, মজাইতে দাসে
রসাতলে ?" উত্তরিলা হাসি দেবপতি
অসুরারি ;—"যাও, বিন্ধ্য, চলি নিজ স্থানে
অভয়ে ; কি অপকার তোমার সম্ভবে
মোর হাতে ? ভুজবলে নাশিয়া দিতিজে
আজি, উপকার, গিরি, তোমার করিব, ৬০
আপনি হইব মুক্ত বিপদ্ হইতে ;—
তেঁই হে আইনু মোরা তোমার সদনে।"
হেন মতে বিদাইয়া বিন্ধ্য-মহাচলে,
দেবসৈন্য-পানে চাহি কহিলা গম্ভীরে
বাসব ;—"হে সুরদল, ত্রিদিব-নিবাসী,
অমর। হে দিতিসুত-গর্ব্ব-খর্ব্বকারি !
বিধির নির্ব্বন্ধে, হায়, নিরানন্দ আজি
তোমা সবে ! রণ-স্থলে বিমুখ যে রথী,
কত যে ব্যথিত সে, তা কে পারে বর্ণিতে ?
কিন্তু দুঃখ দূর এবে কর, বীরগণ ! ৭০
পুনরায় জয় আসি আশু বিরাজিবে
এ দেব-কেতনোপরে। ঘোরতর রণে
অবশ্য হইবে ক্ষয় দৈত্যচয় আজি।
দিয়াছি মদনে আমি, বিধির প্রসাদে,
যে শর,—কে সম্বরিবে সে অব্যর্থ শরে ?

লয়ে তিলোত্তমায়—অতুলা ধনী রূপে—
ঋতুপতি সহ রতিপতি সর্ব্বজয়ী
গেছে চলি যথায় নিবাসে দেব-অরি
দানব! থাকহ সবে সুসজ্জ হইয়া।
সুন্দ উপসুন্দ যবে পড়িবে সমরে, ৮০
অমনি পশিব মোরা সবে দৈত্যদেশে
বায়ুগতি, পশে যথা মদকল করী
নলবনে, নলদলে দলি পদতলে।”

শুনি সুরেন্দ্রের বাণী, সুরসৈন্য যত
হুহুঙ্কারি নিষ্কোষিলা অগ্নিময় অসি
অযুত, আগ্নেয়-তেজে পূরি বনরাজি!
টঙ্কারিলা ধনুঃ ধনুর্দ্ধর-দল বলী
রোষে; লোফে শূল শূলী—হায়, ব্যগ্র সবে
মারিতে মরিতে রণে—যা থাকে কপালে।
ঘোর রবে গরজিলা গজ, হয়ব্যূহ ৯০
মিশাইলা হ্রেষারব সে রবের সহ!
শুনি সে ভীষণ স্বন দনুজ দুর্ম্মতি
হীনবীর্য্য হয়ে ভয়ে প্রমাদ গণিল
অমরারি, যথা শুনি খগেন্দ্রের ধ্বনি,
ম্রিয়মাণ নাগকুল অতল পাতালে!

হেনকালে আচম্বিতে আসি উতরিলা
কাম্যবনে নারদ, দীধিতি-রবি যেন
দ্বিতীয়। হরষে বন্দি দেব-ঋষিবরে,
কহিলেন হাসি ইন্দ্র—দেবকুলপতি ;—

“কি কারণে এ নিবিড়-কাননে, নারদ ১০০
তপোধন, আগমন তোমার হে আজি?

দেখ চারি দিকে, দেব, নিরীক্ষণ করি
ক্ষণকাল, খরতর-করবাল-আভা,
হবির্ব্বহ নহে যাহে উজ্জ্বল এ স্থলী ;—
নহে যজ্ঞধূম ও,—ফলক সারি সারি
সুবর্ণমণ্ডিত, অগ্নিশিখাময় যেন
ধূমপুঞ্জ, কিম্বা মেঘ,—তড়িত-জড়িত !"
আশীষি দেবেশে, হাসি দেব-ঋষিবর
নারদ, উত্তরচ্ছলে কহিলা কৌতুকে ;—
"তোমা সম, শচীপতি, কে আছে গো আজি ১১০
তাপস ? যে কাল-অগ্নি জ্বালি চারি দিকে
বসিয়াছ তপে, দেব, দেখি কাঁপি আমি
চিরতপোবনবাসী ! অবশ্য পাইবে
মনোনীত বর তুমি ; রিপুদ্বয় তব
ক্ষয় আজি, সহস্রাক্ষ, কহিনু তোমারে ।"
সুধিলা সুরসেনানী সুমধুর স্বরে
অগ্রসরি ;—"কৃপা করি কহ, মুনিবর,
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ কি কারণে
রুদ্ধ শমনের পক্ষে নাশিতে দানব-
দল-ইন্দ্র সুন্দ উপসুন্দ মন্দমতি ? ১২০
যে দম্ভোলি তুলি করে নাশিলা সমরে
বৃত্রাসুরে সুরপতি ; যে শরে তারকে
সংহারিনু রণে আমি ;—কিসের কারণে
নিরস্ত সে সব অস্ত্র এ দোঁহার কাছে ?
কার বরবলে, প্রভু, বলী দিতি-সুত ?"
উত্তর করিলা তবে দেবর্ষি নারদ ;—
"ভকত-বৎসল যিনি, তাঁর বলে বলী

দৈত্যদ্বয়। শুন দেব অপূর্ব্ব কাহিনী।
হিরণ্যকশিপু দৈত্য, যাহারে নাশিলা
চক্রপাণি নরসিংহ-রূপে, তার কুলে ১৩০
জন্মিল নিকুম্ভ নামে সুরপুররিপু,
কিন্তু বজ্রি, তব বজ্র-ভয়ে সদা ভীত
যথা গরুত্মান্ শৈল। তার পুত্র দোঁহে
সুন্দ উপসুন্দ—এবে ভুবন-বিজয়ী।
এই বিন্ধ্যাচলে আসি ভাই দুই জন
করিল কঠোর তপঃ ধাতার উদ্দেশে
বহুকাল। তপে তুষ্ট সদা পিতামহ;
"বর মাগ" বলি আসি দরশন দিলা।
যথা সরঃসুপ্ত পদ্ম রবি-দরশনে
প্রফুল্লিত, বিরিঞ্চিরে হেরি দৈত্যদ্বয় ১৪০
করযোড়ে মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলা;—
"হে ধাতঃ, হে বরদ, অমর কর, দেব,
আমা দোঁহে! তব বর-সুধাপান করি,
মৃত্যুঞ্জয় হব, প্রভু, এই ভিক্ষা মাগি।"
হাসি কহিলেন তবে দেব সনাতন
অজ,—"জন্মে মৃত্যু, দৈত্য! দিবস-রজনী—
এক যায় আর আসে, সৃষ্টির বিধান।
অন্য বর মাগ, বীর, যাহা দিতে পারি।"
'তবে যদি'—উত্তর করিল দৈত্যদ্বয়—
'তবে যদি অমর না কর, পিতামহ! ১৫০
আমা দোঁহে ভিক্ষা দেহ, তব বরে যেন
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য কারণে না মরি।'
"ওম্" বলি বর দিলা কমল-আসন।

একপ্রাণ দুই ভাই চলিলা স্বদেশে
মহানন্দে। যে যেখানে আছিল দানব,
মিলিল আসিয়া সবে এ দোঁহার সাথে,
পর্ব্বত-সদন ছাড়ি যথা নদ যবে
বাহিরায় হুহুঙ্কারি সিন্ধু অভিমুখে
বীরদর্পে, শত শত জল-স্রোত আসি
মিশি তার সহ, বীর্য্য বৃদ্ধি তার করে।— ১৬০
এইরূপে মহাবলী নিকুম্ভ-নন্দন-
যুগ বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছে এবে
স্বর্গ কিন্তু ত্বরা নষ্ট হবে দুষ্টমতি।"
এতেক কহিয়া তবে দেবর্ষি নারদ
আশীষিয়া দেবদলে, বিদায় মাগিয়া,
চলি গেলা ব্রহ্মপুরে ধাতার সদনে।
কাম্যবনে সৈন্য সহ দেবেন্দ্র রহিলা,
যথা সিংহ, হেরি দূরে বারণ-ঈশ্বরে,
নিবিড় কানন মাঝে পশি সাবধানে,
একদৃষ্টে চাহে বীর ব্যগ্রচিত্ত হয়ে ১৭০
তার পানে। এই মতে রহিলেন যত
দেববৃন্দ কাম্যবনে বিন্ধ্যের কন্দরে।
হেথা মীনধ্বজ সহ মীনধ্বজ রথে,
বসন্ত-সারথি সঙ্গে চলিলা সুন্দরী
দেবকুল-আশালতা! অতি মন্দগতি,
চলিল বিমান শূন্যপথে, যথা ভাসে
স্বর্ণবর্ণ মেঘবর, অম্বর-সাগরে
যবে অস্তাচল চূড়া উপরে দাঁড়ায়ে
কমলিনী-পানে ফিরে চাহেন ভাস্কর

কমলিনী-সখা। যথা সে ঘনের সনে ১৮০
সৌদামিনী, মীনধ্বজে তেমনি বিরাজে
অনুপমা রূপে বামা—ভুবনমোহিনী।
যথায় অচলদেশে দেব-উপবনে
কেলি করে সুন্দ উপসুন্দ মহাবলী
অমরারি, তিন জন তথায় চলিলা।
হেরি কামকেতু দূরে, বসুধা সুন্দরী,
আইলা বসন্ত জানি, কুসুম-রতনে
সাজিলা; সুবৃক্ষশাখে সুখে পিকদল
আরম্ভিলা কলস্বরে মদন-কীর্ত্তন!
মুঞ্জরিল কুঞ্জবন, গুঞ্জরিল অলি ১৯০
চারি দিকে; স্বনস্বনে মন্দ সমীরণ,
ফুলকুল-উপহার সৌরভ লইয়া
আসি সম্ভাষিল সুখে ঋতুবংশ-রাজে।
"হে সুন্দরি"—মৃদু হাসি মদন কহিলা—
"ভীরু, উন্মীলিয়া আঁখি,—নলিনী যেমন
নিশা-অবসানে মিলে কমল নয়ন—
চেয়ে দেখ চারি দিকে; তব আগমনে
সুখে বসন্তের সখা বসুন্ধরা সতী
নানা আভরণে সাজি হাসেন কামিনী,
নববধূ বরিবারে কুলনারী যথা! ২০০
ত্যজি রথ চল এবে—ওই দৈত্যবন।
যাও চলি, সুহাসিনি, অভয়-হৃদয়ে।
অন্তরীক্ষে রক্ষাহেতু ঋতুরাজ সহ
থাকিব তোমার সঙ্গে; রঙ্গে যাও চলি,
যথায় বিরাজে দৈত্যদ্বয়, মধুমতি।"

প্রবেশিলা কুঞ্জবনে কুঞ্জর-গামিনী
তিলোত্তমা, প্রবেশয়ে বাসরে যেমতি
সরমে, ভয়ে কাতরা নবকুল-বধূ
লজ্জাশীলা। মৃদুগতি চলিলা সুন্দরী
মুহুর্ম্মুহুঃ চাহি চারি দিকে, চাহে, যথা ২১০
অজানিত ফুলবনে কুরঙ্গিণী ; কভু
চমকে রমণী শুনি নূপুরের ধ্বনি ;
কভু মরমর পাতাকুলের মর্ম্মরে ;
মলয়-নিশ্বাসে কভু ; হায় রে, কভু বা
কোকিলের কুহুরবে। গুঞ্জরিলে অলি
মধু-লোভী, কাঁপে বামা, কমলিনী যথা
পবন-হিল্লোলে। এইরূপে একাকিনী
ভ্রমিতে লাগিলা ধনী গহন-কাননে।
শিহরিলা বিন্ধ্যাচল ও পদ-পরশে,
সম্মোহন-বাণাঘাতে যোগীন্দ্র যেমতি ২২০
চন্দ্রচূড়! বনদেবী যথায় বসিয়া
বিরলে, গাঁথিতেছিলা ফুল-রত্ন-মালা,
(বরগুঞ্জমালা যথা গাঁথে ব্রজাঙ্গনা
দোলাইতে কুঞ্জবিহারীর বর-গলে)—
হেরি, সুন্দরীরে, ত্বরা অলকান্ত তুলি,
রহিলেন একদৃষ্টে চাহি তার পানে
তথায়, বিস্ময় সাধ্বী মানি মনে মনে।
বনদেব—তপস্বী—মুদিলা আঁখি, যথা
হেরি সৌদামিনী ঘনপ্রিয়ায় গগনে
দিনমণি। মৃগরাজ কেশরী সুন্দর ২৩০
নিজ পৃষ্ঠাসন বীর সঁপিলা প্রণমি—

যেন জগদ্ধাত্রী আদ্যাশক্তি মহামায়ে !
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দূতী—অতুলা জগতে
রূপে—উতরিলা যথা বনরাজী-মাঝে
শোভে সরঃ, নভঃস্থল বিমল যেমতি।
কলকল-স্বরে জল নিরন্তর ঝরি
পর্ব্বত-বিবর হতে, সৃজে সে বিরলে
জলাশয়। চারি দিকে শ্যাম-তট তার
শত-রঞ্জিত কুসুমে। উজ্জ্বল দর্পণ,
বনদেবীর সে সরঃ—খচিত রতনে ! ২৪০
হাসে তাহে কমলিনী, দর্পণে যেমনি
বনদেবীর বদন ! মৃদু-মন্দ রবে
পবন-হিল্লোলে বারি উছলিছে কূলে।
এই সরোবর-তীরে আসি সীমন্তিনী
(ক্লান্তা এবে) বসিলা বিরামলাভ-লোভে,
রূপের আভায় আলো করি সে কানন।
ক্ষণকাল বসি বামা চাহি সরঃ-পানে,
আপন প্রতিমা হেরি—ভ্রান্তি-মদে মাতি,
একদৃষ্টে তার দিকে চাহিতে লাগিলা
বিবশে ! "এ হেন রূপ"—কহিলা রূপসী ২৫০
মৃদুস্বরে—"কারো আঁখি দেখেছে কি কভু ?
ব্রহ্মপুরে দেখিয়াছি আমি, দেবপতি
বাসব ; দেবসেনানী ; আর দেব যত
বীরশ্রেষ্ঠ ; দেখিয়াছি ইন্দ্রাণী সুন্দরী ;
দেব-কুল-নারী-কুল ; বিদ্যাধরী দলে ;
কিন্তু কার তুলনা এ ললনার সহ
সাজে ? ইচ্ছা করে, মরি, কায়-মন দিয়া

কিঙ্করী হইয়া ওঁর সেবি পাদুখানি !
বুঝি এ বনের দেবী,—মোরে দয়া করি
দয়াময়ী—জল-তলে দরশন দিলা।" ২৬০
এতেক কহিয়া ধনী অমনি উঠিয়া
নোয়াইলা শিরঃ—যেন পূজার বিধানে,
প্রতিমূর্ত্তি প্রতি ; সেও শিরঃ নোয়াইল !
বিস্ময় মানিয়া বামা কৃতাঞ্জলিপুটে
মৃদুস্বরে সুধিলা—"কে তুমি, হে রমণি ?"
আচম্বিতে "কে তুমি ? কে তুমি, হে রমণি—
হে রমণি ?" এই ধ্বনি বাজিল কাননে !
মহাভয়ে ভীতা দূতী চমকি চাহিলা
চারি দিকে। হেন কালে হাসি সকৌতুকে
মধু-সহ রতি-বঁধু আসি দেখা দিলা। ২৭০
"কাহারে ডরাও, তুমি, ভুবনমোহিনি ?"
(কহিলেন পুষ্পধনুঃ)—"এই দেখ, আমি
বসন্ত-সামন্ত-সহ আছি সীমন্তিনি,
তব কাছে। দেখিছ যে বামা-মূর্ত্তি জলে,
তোমার প্রতিমা, ধনি ; ওই মধুধ্বনি,
তব ধ্বনি, প্রতিধ্বনি শিখি নিনাদিছে !
ও রূপ-মাধুরী হেরি, নারী তুমি যদি
বিবশা এত, রূপসি ! ভেবে দেখ মনে
পুরুষকুলের দশা ! যাও ত্বরা করি ;— ২৮০
অদূরে পাইবে এবে দেবারি দানবে !"
ধীরে ধীরে পুনঃ ধনী মরালগামিনী
চলিলা কানন-পথে। কত স্বর্ণ-লতা
সাধিল ধরিয়া, আহা, রাঙা পা-দুখানি,

থাকিতে তাদের সাথে ; কত মহীরুহ,
মোহিত মদন-মদে দিলা পুষ্পাঞ্জলি ;
কত যে মিনতি-স্তুতি করিলা কোকিল
কপোতীর সহ ; কত গুণ্ গুণ্ করি
আরাধিল অলি-দল,—কে পারে কহিতে ?
আপনি ছায়া-সুন্দরী—ভানুবিলাসিনী— ২৯০
তরুমূলে, ফুল-ফল ডালায় সাজায়ে,
দাঁড়াইলা—সখীভাবে বরিতে বামারে ;
নীরবে চলিলা সাথে সাথে প্রতিধ্বনি ;
কলরবে প্রবাহিণী—পর্ব্বত-দুহিতা—
সম্বোধিলা চন্দ্রাননে ; বনচর যত
নাচিল হেরিয়া দূরে বন-শোভিনীরে,
যথা, রে দণ্ডক, তোর নিবিড় কাননে,
(কত যে তপস্যা তোর কে পারে বুঝিতে ?)
হেরি বৈদেহীরে—রঘুরঞ্জন-রঞ্জিনী !
সাহসে সুরভি বায়ু, ত্যজি কুবলয়ে ৩০০
মুহুর্ম্মুহুঃ অলকান্ত উড়াইয়া কামী
চুম্বিলা বদন-শশী। তা দেখি কৌতুকে
অন্তরীক্ষে মধুসহ মদন হাসিলা !—
এইরূপে ধীরে ধীরে চলিলা রূপসী।

আনন্দ-সাগরে মগ্ন দিতিসুত আজি
মহাবলী। দৈববলে দলি দেব-দলে,
বিমুখি অমর-নাথে সম্মুখ-সমরে,
ভ্রমিতেছে দেববনে দৈত্যকুলপতি।
কে পারে আঁটিতে দোঁহে এ তিন ভুবনে ?
লক্ষ লক্ষ রথ, রথী, পদাতিক, গজ, ৩১০

অশ্ব ; শত শত নারী—বিশ্ব-বিনোদিনী,
সঙ্গে রঙ্গে করে কেলি নিকুম্ভ-নন্দন
জয়ী। কোন স্থলে নাচে বীণা বাজাইয়া
তরুমূলে বামাকুল, ব্রজবালা যথা
শুনি মুরলীর ধ্বনি কদম্বের মূলে।
কোথায় গাইছে কেহ মধুর সুস্বরে।
কোথায় বা চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় রসে
ভাসে কেহ! কোথায় বা বীরমদে মাতি,
মল্ল সহ যুঝে মল্ল ক্ষিতি টলমলি!
বারণে বারণে রণ—মহাভয়ঙ্কর, ৩২০
কোন স্থলে। গিরিচূড়া কোথায় উপাড়ি,
হুহুঙ্কারি নভঃস্থলে দানব উড়িছে
ঝড়ময়, উথলিয়া অম্বর-সাগর—
যথা উথলয়ে সিন্ধু দ্বন্দ্বি তিমিঙ্গিল
মীনরাজ—কোলাহলে পূরিয়া গগন।
কোথায় বা কেহ পশি বিমল সলিলে,
প্রমদা সহিত কেলি করে নানামতে
উন্মাদ মদন-শরে। কেহ বা কুটীরে
কমল আসনে বসে প্রাণসখী লয়ে,
অলঙ্কারি কর্ণমূল কুবলয়-দলে। ৩৩০
রাশি রাশি অসি শোভে দিবাকর-করে
উদ্গারি পাবক যেন। ঢালি সারি সারি—
যথা মেঘপুঞ্জ—ঢাকে সে নিকুঞ্জবন।
ধনুঃ, তূণ অগণ্য ; ত্রিশূলাকার শূল
সর্ব্বভেদী। তা সবার নিকটে বসিয়া
কথোপকথনে রত যোধ শত শত।

যে যারে সমরক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাতে
বিমুখিল, তার কথা কহে সেই জন।
কেহ কহে—সেনানীর কাটিনু কবচ ;
কেহ কহে—মারি গদা ভীম যমরাজে ৩৪০
খেদাইনু ; কেহ কহে—ঐরাবত-শুঁড়ে
চোক্ চোক্ হানি শর অস্থিরিনু তারে।
কেহ বা দেখায় দেব-আভরণ ; কেহ
দেব-অস্ত্র ; দেব-বস্ত্র আর কোন জন।
কেহ তুষ্ট তুষ্ট হয়ে পরে নিজ শিরে
দেবরথি শিরঃচূড়।—এইরূপে এবে
বিহরয়ে দৈত্যদল বিজয়ী সমরে।
হে বিভো, জগতযোনি, দয়াসিন্ধু তুমি ;
তেঁই ভবিতব্যে, দেব, রাখ গো গোপনে !
কনক-আসনে বসে নিকুম্ভ-নন্দন ৩৫০
সুন্দ-উপসুন্দাসুর। শিরোপরি শোভে
দেবরাজ-ছত্র, তেজে আদিত্য-আকৃতি।
বীতিহোত্র-মূর্ত্তি বীর বেড়ে শত শত
দৈত্যদ্বয়ে ঝক্‌মকি বীর-আভরণে
বীর-বীর্য্যে পূর্ণ সবে, কালকূটে যথা
মহোরগ ! বসে দোঁহে কনক-আসনে,
পারিজাত-মালা গলে, অনুপম রূপে,
হায় রে, দেবেন্দ্র যথা দেবকুল-মাঝে !
চারি দিকে শত শত দৈত্য-কুলপতি
নানা উপহার-সহ দাঁড়ায় বিনত- ৩৬০
ভাবে, সুপ্রসন্ন-মুখে প্রশংসি দুজনে,
দৈত্যকুল-অবতংস। দূরে নৃত্য-করী

নাচে, নাচে তারাবলী যথা নভস্তলে
স্বর্ণময়ী। বন্দে বন্দী মহানন্দ-মনে,—
"জয়, জয় অমরারি, যার ভুজবলে
পরাজিত আদিত্যেয় দিতিসুত-রিপু
বজ্রী! জয়, জয়, বীর, বীর-চূড়ামণি,
দানবকুল-শেখর! যার প্রহরণে,—
করী যথা কেশরীর প্রচণ্ড-আঘাতে
ত্যজি বন যায় দূরে,—স্বরীশ্বর আজি, ৩৭০
ত্যজি স্বর, বিশ্বধামে ভ্রমিছে একাকী
নাথ! হে দৈত্য-কুল, উজ্জ্বল গো এবে
তুমি! হে দানববালা, হে দানব-বধূ,
কর গো মঙ্গলধ্বনি দানবভবনে!
হে মহী, হে মহীতল, তুমিও, হে দিব,
আনন্দ-সাগরে আজি মজ, ত্রিভুবন!
বাজাও মৃদঙ্গ রঙ্গে, বীণা সপ্তস্বরা—
দুন্দুভি, দাদামা, শৃঙ্গ, ভেরী, তূরী, বাঁশী,
শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁঝরী। বরিষ ফুল-ধারা।
কস্তুরী, চন্দন, আন, কেশর, কুম্‌কুম্! ৩৮০
কে না জানে দেব-বংশ পরিহিংসা-কারী?
কে না জানে দুষ্টমতি ইন্দ্র সুরপতি
অসুরারি? নাচ সবে তার পরাভবে,
মড়ক ছাড়িলে পুরী পৌরজন যথা।"
মহানন্দে সুন্দ-উপসুন্দাসুর বলী
অমরারি, তুষি যত দৈত্যকুলেশ্বরে
মধুর সম্ভাষে, এবে সিংহাসন ত্যজি,
উঠিলা,—কুসুমবনে ভ্রমণ প্রয়াসে,

একপ্রাণ দুই ভাই—বাগর্থ যেমতি !
"হে দানব", আরম্ভিলা নিকুম্ভ-কুমার ৩৯০
সুন্দ,—"বীরদলশ্রেষ্ঠ, অমর-মর্দ্দন,
যার বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছি আমি
ত্রিদিব-বিভব ; শুন, হে সুরারি রথি-
বূ্যহ, যার যাহা ইচ্ছা, সেই তাহা কর।
চিরবাদী রিপু এবে জিনিয়া বিবাদে
ঘোরতর পরিশ্রমে, আরাম সাধনে
মন রত কর সবে।" উল্লাসে দনুজ,
শুনি দনুজেন্দ্র-বাণী অমনি নাদিল।
সে ভৈরব-রবে ভীত আকাশ-সম্ভবা
প্রতিধ্বনি পলাইলা রড়ে ; মূর্চ্ছা পেয়ে ৪০০
খেচর, ভূচর-সহ পড়িল ভূতলে ;
থরথরি গিরিবর বিন্ধ্য মহামতি
কাঁপিলা, কাঁপিলা ভয়ে বসুধা সুন্দরী।
দূর কাম্যবনে যথা বসেন বাসব,
শুনি সে ঘোর ঘর্ঘর, ত্রস্ত হয়ে সবে,
নীরবে এ ওর পানে লাগিলা চাহিতে।
চারি দিকে দৈত্যদল চলিলা কৌতুকে,
যথা শিলীমুখ-বৃন্দ, ছাড়ি মধুমতী
পুরী, উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আনন্দে গুঞ্জরি
মধুকালে, মধুতৃষ্ণা তুষিতে কুসুমে। ৪১০
মঞ্জু কুঞ্জে বামাব্রজরঞ্জন দুজন
ভ্রমিলা, অশ্বিনী-পুত্র-যুগ-সম রূপে।
অনুপম, কিম্বা যথা পঞ্চবটী-বনে
রাম-রামানুজ,—যবে মোহিনী রাক্ষসী

শূর্পণখা, হেরি দোঁহে মাতিল মদনে !
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দৈত্য আসি উতরিলা
যেথায় ফুলের মাঝে বসি একাকিনী
তিলোত্তমা। সুন্দপানে চাহিয়া সহসা
কহে উপাসুন্দাসুর,—"কি আশ্চর্য্য, দেখ—
দেখ, ভাই, পূর্ণ আজি অপূর্ব্ব-সৌরভে
বনরাজী ! বসন্ত কি আবার আইল ?
আইস দেখি কোন্ ফুল ফুটি আমোদিছে
কানন ?" উত্তরে হাসি সুন্দাসুর বলী,—
"রাজ-সুখে সুখী প্রজা। তুমি, আমি, সুখী।
সসাগরা বসুধারে দেবালয় সহ
ভুজবলে জিনি, রাজা ; আমাদের সুখে
কেন না সুখিনী হবে বনরাজী আজি ?"
এইরূপে দুই জন ভ্রমিলা কৌতুকে,
না জানি কালরূপিণী ভুজঙ্গিনীরূপে
ফুটিছে বনে সে ফুল, যার পরিমলে ৪৩০
মত্ত এবে দুই ভাই, হায় রে যেমতি
বকুলের বাসে অলি মত্ত মধুলোভে।
বিরাজিছে ফুল-কুল-মাঝে একাকিনী
দেবদূতী, ফুল-কুল ইন্দ্রাণী যেমতি
নলিনী। কমলকরে আদরে রূপসী
ধরে যে কুসুম, তার কমনীয় শোভা
বাড়ে শত গুণ, যথা রবির কিরণে
মণি-আভা ! একাকিনী বসিয়া ভাবিনী,
হেনকালে উতরিলা দৈত্যদ্বয় তথা।
চমকিলা বিধুমুখী দেখিয়া সম্মুখে ৪৪০

দৈত্যদ্বয়ে, যথা যবে ভোজরাজবালা
কুন্তী, দুর্ব্বাসার মন্ত্র জপি সুবদনা,
হেরিলা নিকটে হৈম-কিরীটি ভাস্করে !
বীরকুল-চূড়ামণি নিকুম্ভ-নন্দন
উভে ইন্দ্রসম রূপ—অতুল ভুবনে।
হেরি বীরদ্বয়ে ধনী বিস্ময় মানিয়া
এক দৃষ্টে দোঁহা পানে লাগিলা চাহিতে,
চাহে যথা সূর্য্যমুখী সে সূর্য্যের পানে।
"কি আশ্চর্য্য ? দেখ, ভাই," কহিলা শূরেন্দ্র
সুন্দ ; "দেখ চাহি, ওই নিকুঞ্জ মাঝারে। ৪৫০
উজ্জ্বল এ বন বুঝি দাবাগ্নিশিখাতে
আজি ; কিম্বা ভগবতী আইলা আপনি
গৌরী ! চল, যাই ত্বরা, পূজি পদ-যুগ।
দেবীর চরণ-পদ্ম-সদ্মে যে সৌরভ
বিরাজে, তাহাতে পূর্ণ আজি বনরাজী।"
মহাবেগে দুই ভাই ধাইল আকাশে
বিবশ। অমনি মধু মন্মথে সম্ভাষি
মৃদুস্বরে ঋতুবর কহিলা সত্বরে ;—
"হান তব ফুল-শর, ফুল-ধনুঃ ধরি,
ধনুর্দ্ধর ! যথা বনে নিষাদ পাইলে ৪৬০
মৃগরাজে।" অন্তরীক্ষে থাকি রতিপতি,
শরবৃষ্টি করি দোঁহে অস্থির করিলা,
মেঘের আড়ালে পশি মেঘনাদ যথা
প্রহারয়ে সীতাকান্ত-উর্ম্মিলাবল্লভে।
জর জর ফুল-শরে, উভয়ে ধরিলা
রূপসীরে ! আচ্ছাদিল গগন সহসা

জীমূত! শোণিত-বিন্দু পড়িল চৌদিকে!
ঘোষিল নির্ঘোষে ঘন কালমেঘ দূরে;
কাঁপিলা বসুধা; দৈত্য-কুল-রাজলক্ষ্মী,
হায়রে, পূরিলা দেশ হাহাকার রবে! ৪৭০
কামমদে মত্ত এবে উপসুন্দাসুর
বলী, সুন্দাসুর পানে চাহিয়া কহিলা
রোষে;—"কি কারণে তুমি স্পর্শ এ বামারে,
ভ্রাতৃবধূ তব, বীর?" সুন্দ উত্তরিলা,—
"বরিনু কন্যায় আমি তোমার সম্মুখে
এখনি। আমার ভার্য্যা গুরুজন তব,
দেবর বামার তুমি; দেহ হাত ছাড়ি।"
যথা প্রজ্বলিত অগ্নি আহুতি পাইলে
আরো জ্বলে, উপসুন্দ,—হায়, মন্দমতি—
মহাকোপে কহিল;—"রে অধর্ম্ম-আচারি! ৪৮০
কুলাঙ্গার! ভ্রাতৃবধূ মাতৃসম মানি;
তার অঙ্গ পরশিস্ অনঙ্গ-পীড়নে?"
"কি কহিলি, পামর? অধর্ম্মাচারী আমি?
কুলাঙ্গার? ধিক্ তোরে, ধিক্ দুষ্টমতি।
পাপি! শৃগালের আশা কেশরিকামিনী
সহ কেলি করিবার,—ওরে রে বর্ব্বর!"
এতেক কহিয়া রোষে নিষ্কোষিলা অসি
সুন্দাসুর, তা দেখিয়া বীরমদে মাতি,
হুহুঙ্কারি নিজ অস্ত্র ধরিলা অমনি
উপসুন্দ,—গ্রহদোষে বিগ্রহ-প্রয়াসী। ৪৯০
মাতঙ্গিনী-প্রেমলোভে কামার্ত্ত যেমতি
মাতঙ্গ যুঝয়ে, হায়, গহন-কাননে

রোষাবেশে, ঘোর রণে কুক্ষণে রণিলা
উভয়, ভুলিয়া মরি পূর্ব্বকথা যত।
তমঃসম জ্ঞান-রবি সতত আবরে
বিপত্তি! দোঁহার অস্ত্রে ক্ষত দুই জন,
তিতি ক্ষিতি রক্তস্রোতঃ পড়িল ভূতলে!
কতক্ষণে সুন্দাসুর চেতন পাইয়া,
কাতরে কহিলা চাহি উপসুন্দ পানে;
"কি কর্ম্ম করিনু, ভাই, পূর্ব্বকথা ভুলি? ৫০০
এত যে করিনু তপঃ ধাতায় তুষিতে,
এত যে যুঝিনু দোঁহে বাসবের সহ,
এই কি তাহার ফল ফলিল হে শেষে?
বালি-বন্ধে সৌধ, হায়, কেন নির্ম্মাইনু,
এত যত্নে? কাম-মদে রত যে দুর্ম্মতি,
সতত এ গতি তার বিদিত জগতে।
কিন্তু এই দুঃখ, ভাই, রহিল হে মনে—
রণক্ষেত্রে শত্রু জিনি মরিনু অকালে,
মরে যথা মৃগরাজ পড়ি ব্যাধ-ফাঁদে।"
এতেক কহিয়া, হায়, সুন্দাসুর বলী, ৫১০
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, শরীর ত্যজিলা
অমরারি, যথা, মরি গান্ধারীনন্দন,
নরশ্রেষ্ঠ, কুরুবংশ-ধ্বংস গণি মনে,
যবে ঘোর নিশাকালে অশ্বত্থামা রথী
পাণ্ডব-শিশুর শিরঃ দিলা রাজহাতে!
মহাশোকে শোকী তবে উপসুন্দ বলী
কহিলা;—"হে দৈত্যপতি, কিসের কারণে
লুটায় শরীর তব ধরণীর তলে?

উঠ, বীর, চল, পুনঃ দলিগে সমরে
অমর! হে শূরমণি, কে রাখিবে আজি ৫২০
দানব-কুলের মান, তুমি না উঠিলে?
হে অগ্রজ, ডাকে দাস চির অনুগত
উপসুন্দ; অল্পদোষে দোষী তব পদে
কিঙ্কর; ক্ষমিয়া তারে হে বাসবজয়ি,
লয়ে এ বামারে, ভাই, কেলি কর উঠি।'
এইরূপে বিলাপিয়া উপসুন্দ রথী,
অকালে কালের হস্তে প্রাণ সমর্পিলা
কর্ম্মদোষে। শৈলাকারে রহিলা দুজনে
ভূমিতলে, যথা শৈল—নীরব, অচল।
সমরে পড়িল দৈত্য। কন্দর্প অমনি ৫৩০
দর্পে শঙ্খ ধরি ধীর নাদিলা গম্ভীরে।
বহি সে বিজয়-নাদ আকাশ-সম্ভবা
প্রতিধ্বনি রড়ে ধনী ধাইল আশুগা
মহারঙ্গে। তুঙ্গ শৃঙ্গে, পর্ব্বতকন্দরে,
পশিল সুর-তরঙ্গ, যথা কাম্যবনে
দেব-দল। কতক্ষণে উতরিলা তথা
নিরাকারা দূতী। "উঠ", কহিলা সুন্দরী
"শীঘ্র করি উঠ, ওহে দেবকুলপতি!
ভ্রাতৃভেদে ক্ষয় আজি দানব দুর্জ্জয়।"
যথা অগ্নি-কণা-স্পর্শে বারুদ-কণিকা- ৫৪০
রাশি ইরম্মদরূপে উঠয়ে নিমেষে
গরজি পবন-মার্গে, উঠিলা তেমতি
দেবসৈন্য শূন্যপথে! রতনে খচিত
ধ্বজদণ্ড ধরি করে, চিত্ররথ রথী

উন্মীলিলা দেবকেতু কৌতুকে আকাশে।
শোভিল সে কেতু, শোভে ধূমকেতু যথা
তারাশিরঃ—তেজে ভস্ম কার সুররিপু!
বাজাইলা রণবাদ্য বাদ্যকর-দল
নিক্কণে। চলিলা সবে জয়ধ্বনি করি।
চলিলেন বায়ুপতি, খগপতি যথা ৫৫০
হেরি দূরে নাগবৃন্দ—ভয়ঙ্কর গতি,
সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড চলিলা হরষে
সমন; চলিলা ধনু টঙ্কারিয়া রথী
সেনানী; চলিলা পাশী, অলকার পতি,
গদা হস্তে; স্বর্ণরথে চলিলা বাসব,
ত্বিষায় জিনিয়া ত্বিষাম্পতি দিনমণি।
চলে বাসবীয় চমূ, জীমূত যেমতি
ঝড় সহ মহারড়ে; কিম্বা চলে যথা,
প্রমথনাথের সাথে প্রমথের কুল
নাশিতে প্রলয়কালে, ববম্বম রবে— ৫৬০
ববম্বম্ রবে যবে রবে শিঙ্গাধ্বনি!
ঘোর-নাদে দেবসৈন্য প্রবেশিলা আসি
দৈত্যদেশে। যে যেখানে আছিল দানব,
হতাশ তরাসে কেহ, কেহ ঘোর রণে
মরিল। মুহূর্ত্তে, আহা, যত নদ নদী
প্রস্রবণ, রক্তময় হইয়া বহিল!
শৈলাকার শবরাশি গগন পরশে।
শকুনি গৃধিনী যত—বিকট-মূরতি—
যুড়িয়া আকাশদেশ, উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
মাংসলোভে। বায়ুসখা সুখে বায়ু সহ ৫৭০

শত শত দৈত্যপুরী লাগিলা দহিতে।
মরিল দানব-শিশু, দানব-বনিতা,
হায় রে, যে ঘোর বাত্যা দলে তরু-দলে
বিপিনে, নাশে সে মৃদু মুকুলিতা লতা
কুসুম-কাঞ্চন-কান্তি! বিধির এ লীলা।
বিলাপি বিলাপধ্বনি জয়নাদ সহ
মিশিয়া, পূরিল বিশ্ব ভৈরব-আরাবে!
কত যে মারিলা যম কে পারে বর্ণিতে?
কত যে চূর্ণিলা, ভাঙ্গি তুঙ্গ শৃঙ্গ, বলী
প্রভঞ্জন;—তীক্ষ্ণ শরে কত যে কাটিলা ৫৮০
সেনানী; কত যে যূথনাথ গদাঘাতে
নাশিলা অলকানাথ; কত যে প্রচেতা
পাশী; হায়, কে বর্ণিবে, কার সাধ্য হেন?
দানব-কুল-নিধনে দেব-কুল-নিধি
শচীকান্ত নিতান্ত কাতর হয়ে মনে
দয়াময়, ঘোররবে শঙ্খ নিনাদিলা
রণভূমে। দেবসেনা, ক্ষান্ত দিয়া রণে
অমনি, বিনতভাবে বেড়িলা বাসবে।
কহিলেন সুনাসীর গম্ভীরবচনে;—
"সুন্দ-উপসুন্দ শূর, হে শূরেন্দ্র রথি, ৫৯০
অরি মম, যমালয়ে গেছে দোঁহে চলি
অকালে কপালদোষে। আর কারে ডরি?
তবে বৃথা প্রাণিহত্যা কর কি কারণে?
নীচের শরীরে বীর কভু কি প্রহারে
অস্ত্র? উচ্চ তরু—সেই ভস্ম ইরম্মদে!
যাক্ চলি নিজালয়ে দিতিসুত যত।

বিষহীন ফণী দেখি কে মারে তাহারে ?
আনহ চন্দনকাষ্ঠ কেহ, কেহ ঘৃত ;
আইস সবে দানবের প্রেতকর্ম্ম করি
যথাবিধি। বীর-কুলে সামান্য সে নহে, ৬০০
তোমা সবা যার শরে কাতর সমরে !
বিশ্বনাশী বজ্রাগ্নিরে অবহেলা করি,
জিনিল সে বাহু-বলে দেব-কুলরাজে,
কেমনে তাহার দেহ দিবে সবে আজি
খেচর ভূচর জীবে ? বীরশ্রেষ্ঠ যারা,
বীরারি পূজিতে রত সতত জগতে !”
এতেক কহিলা যদি বাসব, অমনি
সাজাইলা চিতা চিত্ররথ মহারথী।
রাশি রাশি আনি কাষ্ঠ সুরভি, ঢালিলা
ঘৃত তাহে। আসি শুচি—সর্ব্বশুচিকারী— ৬১০
দহিলা দানব-দেহ। অনুমৃতা হয়ে,
সুন্দ-উপসুন্দাসুর-মহিষী রূপসী
গেলা ব্রহ্মলোকে,—দোঁহে পতিপরায়ণা।
তবে তিলোত্তমা-পানে চাহি সুরপতি
জিষ্ণু, কহিলেন দেব মৃদুমন্দ স্বরে ;—
“তারিলে দেবতাকুলে অকূলপাথারে
তুমি ; দলি দানবেন্দ্রে, তোমার কল্যাণে,
হে কল্যাণি, স্বর্গলাভ আবার করিনু।
এ সুখ্যাতি তব, সতি, ঘুষিবে জগতে
চিরদিন। যাও এবে (বিধির এ বিধি) ৬২০
সূর্য্যলোকে, সুখে পশি আলোক-সাগরে
কর বাস, যথা দেবী কেশব-বাসনা,

ইন্দুবদনা ইন্দিরা—জলধির তলে।"
　　চলি গেলা তিলোত্তমা—তারাকারা ধনী—
সূর্য্যলোকে। সুরসৈন্য সহ সুরপতি
অমরাপুরীতে হর্ষে পুনঃ প্রবেশিলা। ৬২৬

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে বাসব-বিজয়ো নাম চতুর্থ স্বর্গ।

শব্দার্থ ও টীকা

প্রথম সর্গ

হিমাদ্রি—হিম পর্বত অর্থাৎ হিমালয়।

শূলী—শিব।

যোগীকুলধ্যেয়—যোগীকুলপূজ্য।

নিকুঞ্জ—লতাগৃহ।

অচলভালে—পর্বতভালে। মধুসূদন পর্বত অর্থে 'অচল' কথাটি অনেকক্ষেত্রেই ব্যবহার করেছেন।

মরকত—একরকম বিশেষ প্রকারের মণি, যার রঙ হলুদ।

জিতেন্দ্রিয়—যিনি ইন্দ্রিয়সকলকে জয় করেছেন।

সুনাদিনী—মিষ্ট কণ্ঠী।

বিহঙ্গিনী দল—বহুবচনের দ্বিত্বপ্রয়োগ। স্ত্রীজাতীয় পক্ষী।

অলি—ভ্রমর।

মৃগেন্দ্র—সিংহ।

কেশরী—সিংহী।

করী—হস্তী।

শার্দূল—ব্যাঘ্র।

সুলোচনা—সুন্দর চোখ যার।

শেখর—চূড়া।

তিমির—অন্ধকার।

স্বনে—স্বরে।

মহাকোপে—ভীষণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে।

ভূতনাথ—শিব।

পুরন্দর—ইন্দ্র।

পদাম্বুজ—পাদপদ্ম।

মন্দর—একটি পর্বতের নাম। পুরাণে এই পর্বতের উল্লেখ আছে। সমুদ্রমন্থনকালে এই পর্বতকে মন্থনদণ্ডরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল।

অকিঞ্চন—সামান্য, নগণ্য।

ত্রিদিব—স্বর্গ।

বৈজয়ন্তধাম—ইন্দ্রের প্রাসাদ। এর অন্য নাম অমরাবতী।

ইন্দু—চন্দ্র।

প্রভাকর—সূর্য।

পারিজাত—স্বর্গের নন্দনকাননে একরকমের সুন্দর ফুল ফোটে। তার নাম পারিজাত।

চিত্রলেখা—এক অপ্সরার নাম। অসুররাজ বাণের দুহিতা উষার সখী। পিতা কুষ্মাণ্ড।

মিশ্রকেশী—এক সুন্দরী অপ্সরার নাম।

কিন্নর—একপ্রকার জাতির উল্লেখ পুরাণে আছে—তাদের বলা হয় কিন্নর। তারা দেবসভায় গান করে বেড়াত। এই বিশিষ্ট জাতির পুরুষশাখাভুক্তরা কিম্পুরুষ নামে অভিহিত হয়। আর স্ত্রীদের বলা হয় কিন্নরী।

ইরম্মদ—বজ্রাগ্নি, বিদ্যুৎ।

চারু—সুন্দর।

শিখি—ময়ূর।

হৃষীকেশ—শিব।

পুষ্কর—জল।

মাতলি—ইন্দ্রের সারথি।

বিমান—আকাশমার্গে যে রথ চলে।

ঐরাবত—বৃহৎ হস্তী।
উচ্চৈঃশ্রবা—ইন্দ্রের অশ্ব।
আশুগতি—দ্রুতগতি।
পৌলোমী—পুলুমার কন্যা ইন্দ্রপত্নী শচী।
বিভব—ঐশ্বর্য।
পরাভবি—পরাজিত করে।
পামর—পাপী।
দেবারি—দেবশত্রু অর্থাৎ দানব।
বসুধা—ধরিত্রী, পৃথিবী।
কুন্তল—কেশপাশ।
আভরণ—অলংকার।
দিতিজ—দৈত্য-জননী যাদের জন্ম দিয়েছেন সেই সব দৈত্যবৃন্দ।
পাবক—অগ্নি।
মদকল—মত্ততাহেতু অস্ফুটশব্দকারী।
করভ—হস্তিশাবক।
বরাহ—শূকর।
ভৈরব রব—ভয়ংকর রব।
কুরঙ্গ—হরিণ।
ভুজঙ্গ—সর্প।
কুলিশ—বজ্র।
পাশী—পাশধারী। বরুণের অস্ত্রের নাম পাশ।
যক্ষনাথ—কুবের।
বাতাকারে—বায়ুরূপে।
শিখিবরাসন মহারথী—কার্তিক।
রতি—মদনের পত্নী।

সুর—দেবতা।

জলেশ্বর—বরুণদেব।

অমর—দেবতা। দেবতারাই মৃত্যুহীন।

কিরাত—ব্যাধ।

কুলায়—নীড়ে।

বাসব—ইন্দ্র। তাকেই 'মহাবল' বলা হয়েছে।

সুরপতি—ইন্দ্র।

অশনি—বজ্র।

মৈনাক—মেনকার জ্যেষ্ঠপুত্র। পুরাণে কথিত আছে যে পূর্বকালে পর্বতসকলের পক্ষ ছিল। সেই পাখায় ভর করে তারা উড়তে পারত। পরে ইন্দ্র বজ্রাঘাতে তাদের পক্ষচ্ছেদন করেন। সেই থেকে তারা পক্ষবিহীন হয়ে পড়ে—এই সময় মৈনাকেরও পক্ষচ্ছেদ ঘটে। তখন সে নিজের সম্মান বাঁচাবার জন্য সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করেন।

জিষ্ণু—বিজয়ী। কৃষ্ণ, বিষ্ণু।

মিহির—সূর্য।

নলিনী—পদ্ম।

কুমুদিনী—চন্দ্র।

শতদল—পদ্ম।

পূর্বাশা—পূর্বদিক্।

সৌরভ—গন্ধ।

বজ্রপাণি—ইন্দ্র। স্মরীশ্বর এর অন্য নাম।

তটিনী—নদী।

শর্বরী—রাত্রি যামিনী।

স্বজনি—সখী।

মলয়—দক্ষিণ ভারতের পর্বতমালা। সেইখান থেকে দক্ষিণা-
বায়ু প্রবাহিত হয়।

মলয় পবন—স্নিগ্ধ দক্ষিণাবাতাস।

সুধাংশু—চন্দ্র।

পীবরস্তনী—বলিষ্ঠ স্তন।

কবরী—খোঁপা।

মন্দার—এক প্রকার ফুল।

রম্ভা ঊরু—যে স্ত্রীর ঊরু কদলীকাণ্ডের সংগে তুলনীয়।

রম্ভা—এক অপ্সরীর নাম। ইনি শুধু সুন্দরী নয়, সুকণ্ঠীও ছিলেন। ক্ষীরোদসাগর মন্থনের সময় রম্ভা, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণ আবির্ভূত হন। একবার রম্ভা যখন কুবেরের পুত্র নলকূবেরর কাছে অভিসারে যাচ্ছিলেন, তখন কামমোহিত হ'য়ে রাবণরাজা তাকে বলপূর্বক ধর্ষণ করেন। নলকূবর এই সংবাদ জানতে পেরে রাবণকে অভিশাপ দেন যে, কোন স্ত্রীলোকের অনিচ্ছায় তার সংগে যৌন আনন্দে লিপ্ত হ'লে রাবণের মস্তক খণ্ড খণ্ড হয়ে ভগ্ন হ'বে। এইজন্যই সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হয়েও নিজের সতীত্ব রক্ষা করতে পেরেছিলেন। আর একবার ইন্দ্র ঋষিকুলচূড়ামণি বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করার জন্য রম্ভাকে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর শাপে রম্ভা হাজার বছরের জন্য শিলারূপ প্রাপ্ত হন।

মদন—ব্রহ্মা যখন সৃষ্টিকার্যে মেতেছিলেন, তখন তার মন থেকে এক অপূর্ব লাবণ্যবতী নারীর সৃষ্টি হয়। নাম তার সন্ধ্যা। কিন্তু ব্রহ্মা, দক্ষ, মরীচি প্রভৃতিরা ভাবতে লাগলেন, এই সৃষ্টির মধ্যে নারী কি কাজে

লাগবে ; কেই বা একে গ্রহণ করবে। তখন ব্রহ্মা এক সুন্দর পুরুষকে সৃষ্টি করলেন যাকে দেখে সবাই মুগ্ধ হলেন। এই পুরুষের গ্রীবা শংখের মত তিনটে রেখাযুক্ত, ইনি মীনকেতু ও মকরবাহন। পুষ্পময় শর ও কুসুমকানুকে ইনি শোভিত হলেন। তার সৌন্দর্যের পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে তিনি ব্রহ্মার কাছে জানতে চাইলেন তার কাজ কি। কিই বা তার নাম, কেই বা তার স্ত্রী। ব্রহ্মা তখন বললেন, তোমার সৌন্দর্য এবং পুষ্পময় পঞ্চশর সবাইকে মোহিত করবে—এমনকি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও তার বশীভূত হ'বে। সে দেবতাদের চিত্ত মথিত করবে বলেই সে মন্মথ। অসাধারণ কামরূপী বলেই তার নাম কাম। সমস্ত লোককে সে উন্মত্ত করবে বলেই সে হ'বে মদন। মহাদেবের দর্পচূর্ণ করবে বলেই তার নাম হ'বে কন্দর্প। এরপর ব্রহ্মাকে সে কামমোহিত করলে পর, মহাদেবের তিরস্কারে দুঃখিত হ'য়ে ব্রহ্মা তাকে অভিশাপ দিলেন যে মহাদেবের অগ্নিবাণে সে দগ্ধ হ'বে। কিন্তু মহাদেবের যখন বিবাহ হ'বে তখন মদন তার পূর্ব দেহ ফিরে পাবেন। এর পর মদন যক্ষের অনুরোধে তাঁর দেহজাত কন্যা রতিকে বিবাহ করলেন।

পুলোমা—পৌরাণিক একজন ঋষির নাম। ইনি কশ্যপের পুত্র এবং ইন্দ্রের স্ত্রী শচীর পিতা। পুলোমদুহিতা বলতে শচীকেই বোঝায়। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে যে যৌন আবেদনে আকৃষ্ট হয়ে ইন্দ্র অন্যান্য সুন্দরীদের প্রত্যাখ্যান করে শচীকেই বিবাহ করেন।

বিভাবরী—রাত্রি।

অম্বর—আকাশ।
ত্বিষাম্পতি—সূর্য।
নিকষ—কষ্টিপাথর।
মাধব—কৃষ্ণ।
কৌস্তুভ-রতন—সমুদ্রমন্থনের সময় উত্থিত উজ্জ্বল মণি। বিষ্ণু ও কৃষ্ণ এই মণি বক্ষে ধারণ করতেন।
রাজীব—পদ্ম।
ভানু—সূর্য।
ইন্দ্রানী—ইন্দ্রের পত্নী ইন্দ্রানী।
রমা—লক্ষ্মী। পুরাণ থেকে জানা যায় যে, মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে দক্ষকন্যা খ্যাতির গর্ভে লক্ষ্মীর জন্ম হয়। ইনি নারায়ণের স্ত্রীরূপে অঙ্কশায়িনী হন। সাধারণতঃ ইনি সম্পদ এবং শ্রী-র অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দুর্বাশার অভিশাপে ইন্দ্র যখন ত্রিভুবনজয়ে বিফল হলেন, তখন সর্বসম্পদের ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী সমুদ্রে প্রবেশ করে বরুণ-পত্নীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। তার পর সমুদ্র-মন্থনের সময় ঘৃত থেকে লক্ষ্মী উদ্ভূত হ'লে দেবতা ও দানবেরা তাকে লাভ করবার জন্য পরস্পর বিবাদ করতে থাকেন। সেই অবসরে বিষ্ণু মায়া বিস্তার করে আপন স্ত্রীকে গ্রহণ করেন।
ঘনপতি—মেঘ।
কন্দর—পর্বতগুহা।
চন্দ্রক—ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রাকার চিহ্ন।
কলাপ—ময়ূরপুচ্ছ।
বলাকা—স্ত্রী বক। পুং—বলাক।
মুরলী—বংশী।

মুরারী—কৃষ্ণ।
সোপান—সিঁড়ি।
বিশ্বকর্মা—দেবশিল্পী। বৈদিক মতে, পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বকর্মা বলা হয়। এর মাতা হলেন বৃহস্পতি—ভগিনী যোগসিদ্ধা। মৎসপুরাণ মতে ইনি অষ্টবসুর অন্যতম প্রভাসের পুত্র। বিষ্ণুপুরাণের মতে প্রভাসের ঔরসে যোগসিদ্ধার গর্ভে এর জন্ম। ইনি শুধু দেবশিল্পী নয়, আগ্নেয়াস্ত্রও নির্মাণ করেন।
মধুকর-নিকর—মৌমাছিসমূহ।
মকরন্দ—ফুলের মধু।
মারুৎ—কশ্যপ পত্নী দিতির পুত্র। গর্ভধারিণী দিতিকে অশুচি মনে করে ইন্দ্র তার শরীরে প্রবেশ করে বজ্রাঘাতে তার গর্ভ সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করেন। তখন গর্ভস্থ শিশু কেঁদে উঠলে ইন্দ্র 'মা রুদ' (কেঁদোনা) বলে কাটতে থাকেন। অবশেষে দিতির অনুরোধে তিনি হত্যাকাণ্ডে বিরত হন। ইন্দ্র 'মা রুদ' বলেছিলেন বলেই দিতির সপ্তপুত্রদের নাম হ'ল মারুৎ।
ব্রততী—লতা।
ধনী—কন্যা।
প্রসূন—ফুল।
কামিনী—রমণী।
বিধুমুখ—চন্দ্রের মত মুখ যার।
সীধু, শীধু—মধু। ইক্ষুরসজাত মদ্য।
বপু—দেহ।
আকাশদুহিতা—আকাশসম্ভবা প্রতিধ্বনিকে সম্বোধন।
হরষে—আনন্দে।

নাগর—প্রণয়ী।
বিজন—নির্জন।
অরবিন্দ—পদ্ম।
স্মরহর—শিব। অন্যনাম স্মরারি।
স্মর—মদন।
সরসী—সরোবর (স্ত্রী)।
মধুদ্রুম—মধুবৃক্ষ।
কপর্দী—শিব।
বদরী—ফুল।
দ্বৈপায়ন—মহর্ষি ব্যাসদেবের অন্য নাম। যমুনার কোন এক দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে এই নামে পরিচিত হন। মূল সংস্কৃত মহাভারতের রচয়িতা।
বৈদেহি—বিদেহ রাজ্যের কন্যা সীতা।
লোহিত—রক্তবর্ণ।
শোণিতার্দ্র—রক্তাক্ত।
ইঙ্গুদী—বৃক্ষ।
ধনদ—কুবের।
বরাঙ্গনা—সুন্দর তনু বিশিষ্ট নারী। সাধারণতঃ নারী অর্থেই ব্যবহৃত হয়।
কিংশুক—পলাশ ফুল।
কেতকী—কেয়া ফুল। কেয়া গাছের পাতায় মনসার জন্ম ব'লে তার অন্য নাম কেতকা।
উভে—উর্ধে।
পাটলি—পারুল ফুল। মতান্তরে গোলাপ ফুল।
অনিল—বায়ু।
মহিষমর্দিনী—উমা।

কুচযুগল—স্তনযুগল।
শিলীমুখ—যার মুখে শিলী অর্থাৎ শল্য আছে—ভ্রমর।
কুণ্ডল—কবচ।
চুয়া—ধুনা।
কেশর—ফুলের ভেতর কেশের মত অঙ্গ।
মৃদঙ্গ—পাখোয়াজ।
রবাব—বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র।
তম্বুরা—তানপুরা।
যূথনাথ—গজরাজ।
রড়—দৌড়।
আখণ্ডল—ইন্দ্র।
রমণ—প্রিয়।
নিদাঘ—গ্রীষ্মকাল।
সমন—যম।

চিত্ররথ—একজন গন্ধর্ব। কুবেরের সখীও বটে। এর বাহন জ্বলন্ত অঙ্গার বলে ইনি অঙ্গারপর্ণ নামে খ্যাত। চিত্র বিচিত্র রথ ছিল বলে এঁর অন্য নাম চিত্ররথ। এঁরই পরামর্শে পাণ্ডবেরা দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উৎকোচতীর্থে তপস্যাকারী ধৌম্যকে পৌরহিত্যে বরণ করেন।

পুষ্কর—নিষধরাজ নলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অন্যমতে ইনি দশরথের পৌত্র এবং ভরতের পুত্র। ভরতের পুত্রদ্বয় তক্ষ ও পুষ্কর।

বৈনতেয়—দক্ষপ্রজাপতির অন্যতম কন্যা ও মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী বিনতা। তার পুত্র গরুড়।

দ্বিতীয় সর্গ

অকিঞ্চন—দুঃখী।

উর—অবতীর্ণ হও ; দেখা দাও।

বরদে—বরদান করেন যিনি, তিনি বরদা। সম্বোধনে বরদে।

ব্যোমযান—আকাশযান।

সৌদামিনী—বিদ্যুৎ।

পয়োবাহ—জল।

কেতু—পতাকা, নিশান।

চপলা—বিদ্যুৎ।

জীমূত—মেঘ।

স্যন্দন—রথ।

মাতলি—ইন্দ্রের রথের সারথি।

আরব—শব্দ, গর্জন।

দিগ্বারণ—দিক্ + বারণ। বারণ অর্থ হস্তী।

বাসুকি—নাগরাজ। পিতা মহর্ষি কশ্যপ, মাতা দক্ষকন্যা কদ্রু। শেষনাগ-বা অনন্তনাগ নামেও ইনি অভিহিত। ভগিনী জরৎকারু বা মনসা। সমুদ্রমন্থনের সময়ে দেবতারা এঁকে মন্থন রজ্জুরূপে ব্যবহার করেছিলেন। দুরাত্মা ভ্রাতাদের সংসর্গ এড়াবার জন্য বাসুকি ব্রহ্মার উপদেশে পাতালে গিয়ে বসুধাকে ধারণ করেন।

বঁধু—প্রিয়।

সুধাংশু—চন্দ্র।

কুমুদ—পদ্ম।

অরবিন্দ—পদ্ম।

ব্রততী—লতা।
ভাস্কর—সূর্য, অরুণ।
ইন্দীবর—নীলপদ্ম।
স্মরীশ্বর—ইন্দ্র।
স্বয়ম্ভু—ব্রহ্মা।
পুরন্দর—ইন্দ্র।
দম্ভোলি—বজ্রাস্ত্র!
তুরঙ্গম—অশ্ব। তুরগ।
প্রতীপ—বিপরীত।
আদিত্য—সূর্য।
জিনি—জয়লাভ করে।
আখণ্ডল—ইন্দ্র।
খগেন্দ্র—খগ + ইন্দ্র। খগ অর্থে পক্ষী। খগেন্দ্র অর্থে গরুড়।
অসুরারি—ইন্দ্র।
কুলিশ—বজ্র।
নিষ্কোষিয়া—কোষ ত্যাগ করে।
চতুরঙ্গ—হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিকযুক্ত সেনাবাহিনী।
কৃতান্ত—যম। "পুরাণ মতে ইনি দক্ষিণের দিকপাল।" সূর্যের ঔরসে এবং তাঁর স্ত্রী সংজ্ঞার গর্ভে এর জন্ম হয়। বৈবস্বত মনু এর ভাই। "দক্ষ প্রজাপতির ত্রয়োদশটি কন্যাকে যম বিবাহ করেন। যমের ঔরসে এঁদের গর্ভে ত্রয়োদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শ্রদ্ধার গর্ভে সত্য, মৈত্রীর গর্ভে প্রসাদ, দয়ার গর্ভে অভয়, শান্তির গর্ভে গর্ব, ক্রিয়ার গর্ভে যোগ, উন্নতির গর্ভে দর্প, বুদ্ধির গর্ভে অর্থ, মেধার গর্ভে স্মৃতি, তিতিক্ষার গর্ভে মঙ্গল, লজ্জার গর্ভে বিনয়, মূর্তির গর্ভে নরনারায়ণ, কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়।

যমের পুরীর নাম সংযমণী। ··এর সম্মুখে বিরাজ করেন পাপমুদ্গরধারী ত্রিলোকসংহারক মৃত্যু, পার্শ্বে জ্বলদগ্নিতুল্য মূর্তিমান কালদণ্ড, তাই তিনি দণ্ডধর নামে খ্যাত। দেবগণের মধ্যে যম সর্বাপেক্ষা পুণ্যবান বলে এঁর নাম ধর্ম বা ধর্মরাজ। শান্তি বা নিবৃত্তি এনে দেন, তাই শমন; অন্ত আনেন বলে ইনি কৃতান্ত বা অন্তক; পিতৃপুরুষের উপর এঁর প্রাধান্য বলে ইনি পিতৃপতি।" ইনি মানুষের পাপপুণ্যের বিচার করেন—এই কাজে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য আছেন মন্ত্রী চিত্রগুপ্ত। যমের গায়ের রং সবুজ। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের তিনটি সুক্ত যমকে উদ্দেশ্য করে রচিত এবং সেখানে তাকে বরুণ ও অগ্নির সঙ্গে একত্র বর্ণিত হ'তে দেখা যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেখা যায়, বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞার সাথে রবির বিবাহ হলে, স্বামী-স্ত্রীর ভুলবোঝাবুঝি হেতু রবি অভিশাপ দেন যে সংজ্ঞার গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা হ'বে। সেই পুত্রই যম ও কন্যা যমুনা।

বৈশ্বানর—অগ্নি।

স্কন্দ—সপ্তর্ষিরা যখন যজ্ঞ করছিলেন সেইসময় অগ্নি হোমকুণ্ড থেকে উত্থিত হ'য়ে সপ্তর্ষিদের স্ত্রীদের দেখে আসক্ত হন। কিন্তু তাদের পাওয়া অসম্ভব জেনে তিনি দেহত্যাগ করতে মনস্থ করেন। এই সময় দক্ষকন্যা স্বাহা অগ্নিকে দেখে কামাবিষ্ট হ'য়ে ছয়জন সপ্তর্ষির স্ত্রীদের রূপ ধারণ করে অগ্নির সংগে ছ'বার সংগম করেন। শুধুমাত্র বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতীর তপস্যার জোরে, স্বাহা তাঁর রূপ ধারণ করতে পারেন নি। যাই হোক, স্বাহা

সংগম-প্রাপ্ত অগ্নি-শুক্র কৈলাসে এক কাঞ্চনকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। সেই স্কন্ন অর্থাৎ স্খলিত শুক্র থেকে স্কন্দ বা কার্তিকেয় জন্মলাভ করে। তাঁর ছয় মাথা, এক গ্রীবা ও এক উদর।

কৃত্তিকা—বশিষ্ঠের ধর্মপত্নী অরুন্ধতী ছাড়া সপ্তর্ষির অবশিষ্ট ছ'জন ঋষির স্ত্রীদের বলা হয় কৃত্তিকা। কৃত্তিকারা প্রাতে গঙ্গাস্নানে গিয়ে একদিন অগ্নি সেবন করেন এবং তাঁরই তেজে তাঁরা গর্ভবতী হন। সেই মিলিত তেজ থেকে যে কুমারের জন্ম হয়, তাঁর নাম কার্তিক। ইনি দেব সেনাপতি।

তারকারি—তারকা অসুরের শত্রু, অর্থাৎ কার্তিক। শিখী এঁর বাহন; তাই তাঁর অন্যনাম শিখীবরাসন।

মুরারী—কৃষ্ণ।

মঞ্জু—সুন্দর, রমণীয়।

অম্বুরাশি-পতি—বরুণ।

কম্বুনাদ—শঙ্খনাদ অর্থাৎ উচ্চনাদে।

রোধঃ—তীর, কূল।

বিরিঞ্চি—ব্রহ্মা।

বাড়বাগ্নি—সমুদ্রাগ্নি।

সুর-সৈন্য—দেবসৈন্য!

ধনেশ—কুবের।

প্রচেতা—বরুণ।

পাবক—আগুন।

মেনকা—প্রসিদ্ধ অপ্সরী, শকুন্তলার জননী।

অক্রুর—"কৃষ্ণের পিতৃব্য বলে পরিচিত। যদুবংশে শ্বফল্কের ঔরসে কাশীরাজ কন্যা গান্দিনীর গর্ভে এঁর জন্ম হয়।

উগ্রসেনের এক কন্যাকে ইনি বিবাহ করেন ও এঁর দুই পুত্র হয়। অক্রুর এক সময়ে কংসের গৃহে ছিলেন। কৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যা করবার জন্য কংস ধনুযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কংস এই যজ্ঞে কৃষ্ণ ও বলরামকে আনবার জন্য বৃন্দাবনে অক্রুরকে পাঠান; কিন্তু ইনি কৃষ্ণের কাছে গিয়ে কংসের অত্যাচারের কাহিনী বলে তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত দিলেন এবং কংসের অত্যাচার থেকে যাদবদের রক্ষা করবার জন্য কৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন।......পাণ্ডবদের সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্রের যথার্থ মনোভাব জানবার জন্য কৃষ্ণ অক্রুরকে হস্তিনাপুরে দৌত্যকার্যে পাঠিয়ে ছিলেন। যদুবংশ ধ্বংসকালে অক্রুর বিনষ্ট হন।"

তৃতীয় সর্গ

বিম্ব—তেলাকুচা ফল।

হর্ম্য—প্রাসাদ।

নগেন্দ্র—হিমালয়।

পীযূষ—সুধা, অমৃত।

উর্বশী—স্বর্গরাজ্যের অপ্সরাকুলশ্রেষ্ঠ বরাঙ্গনা। এঁর জন্ম সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে। কেউ বলেন, ইনি নারায়ণের উরু থেকে উদ্ভূত হন বলেই উর্বশী নামধেয়া। আবার মতান্তরে সমুদ্রমন্থনকালীন উত্থিত অপ্সরাবিশেষ। শতপথ-ব্রাহ্মণানুযায়ী উর্বশী-পুরূরবার রোমান্টিক প্রেমকাহিনী বিশেষ পরিচিত—যা স্মরণে রেখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

তাঁর 'উর্বশী' কবিতায় লিখেছিলেন, "সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি, হে বিলোল-হিল্লোল উর্বশী, ……অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা, নাচে রক্তধারা।" কিন্তু বেদ-এর কাহিনী সম্পূর্ণ পৃথক। সেখানে দেখতে পাই মিত্রাবরুণ আদিত্য যজ্ঞভূমিতে অবতীর্ণা উর্বশীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলে, এঁদের রেতঃপাত হয়। রেতের যে ভাগ কুণ্ডে পড়ে, তা থেকে জন্ম হয় বশিষ্ঠর। এতে দুই দেবতা ক্রুদ্ধ হয়ে উর্বশীকে মর্ত্যাবতরণের অভিশাপ দেন এবং তার জন্যই পৃথিবীতে পুরূরবার স্ত্রী হিসেবে জন্ম নেন উর্বশী। উর্বশী-অর্জুনকে অবলম্বন করেও একটি মনোগ্রাহী কাহিনী প্রচলিত আছে। দিব্যাস্ত্র ও নানা অস্ত্রশস্ত্র লাভ ও নৃত্যগীত্যাদি বিদ্যা-শিক্ষার জন্য অর্জুন ইন্দ্রলোকে গমন করলে, উর্বশী তাঁকে দেখে আসক্তা হন। কিন্তু উর্বশী পৌরববংশের মাতা (পুরূরবার ঔরসে উর্বশীর গর্ভে আয়ু জন্মগ্রহণ করে। তাঁরই প্রপৌত্র পুরু) বলে গুরুস্থানীয়া। তাই অর্জুন তাকে জননীর মত পূজা করেন। এইভাবে প্রত্যাখ্যাতা হ'য়ে উর্বশী তাকে অভিশাপ দেন যে সম্মানহীন নপুংসক নর্তক হয়ে অর্জুন স্ত্রীদের মধ্যে বিচরণ করবে—বিরাটগৃহে তার বৃহন্নলা নামে পরিচিতি সেই অভিশাপেরই ফল। মহাকবি কালিদাস তাঁর 'বিক্রমোর্বশী' নাটকে তথাকথিত উর্বশী-পুরূরবা কাহিনীকে অন্যরূপে চিত্রিত করেন। সেখানে কৈশী দৈত্যের কবল থেকে পুরূরবা উর্বশীকে উদ্ধার করেন বলেই উভয়ের প্রণয় অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে পড়ে। পদ্মপুরাণে উর্বশীর জন্মরহস্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ডোর—শৃংখল।
জিতেন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয় সকলকে যিনি জয় করেছেন।
বিশ্বম্ভর—বিষ্ণু। জগতের ভরণকর্তা।
বিশদ—শ্বেত।
কলুষনাশিনী—পাপনাশিনী।
কৈবল্য—ব্রহ্মত্ব বা মোক্ষলাভ।
লোকেশ—ব্রহ্মা। খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে, 'Let there be light and there was light.' সেখানেও সৃষ্টির আদিমপ্রভাতে এক মহাতমসাচ্ছন্ন শূন্যের কল্পনা ছিল। পৌরাণিক বিশ্বাস অনুযায়ী ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তাকালে দেখা যায়, মহাপ্রলয়ের শেষে এই জগৎ যখন অন্ধকারময় ছিল, তখন বিরাট মহাপুরুষ পরমব্রহ্ম নিজের তেজে সেই অন্ধকার দূর করে জলের সৃষ্টি করেন। সেই জলে সৃষ্টির বীজ নিক্ষিপ্ত হল। তখন ঐ বীজ সুবর্ণময় অণ্ডে পরিণত হয়। অণ্ডমধ্যে ঐ বিরাট মহাপুরুষ স্বয়ং ব্রহ্মা হয়ে অবস্থান করতে থাকেন। তারপর ব্রহ্মা, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ, নারদ—এই দশজন প্রজাপতিকে মন হতে উৎপন্ন করেন। এই সকল প্রজাপতি হতে সকল প্রাণীর উদ্ভব হয়। ব্রহ্মা নারদকে সমস্ত সৃষ্টির ভার নিতে বলেন, কিন্তু ব্রহ্ম-সাধনায় বিঘ্ন হবে ব'লে নারদ সৃষ্টির ভার নিতে রাজী হন না। এজন্য ব্রহ্মার শাপে তাঁকে গন্ধর্ব ও মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী। দেবসেনা ও দৈত্যসেনা এঁর দুই কন্যা। ব্রহ্মা চতুর্ভুজ, চতুরানন ও রক্তবর্ণ। প্রথমে তাঁর পাঁচটি মস্তক ছিল, কিন্তু একদা শিবের প্রতি

অসম্মানসূচক বাক্য উচ্চারণ করায় শিবের তৃতীয় নয়নের অগ্নিতে ব্রহ্মার একটি মস্তক দগ্ধ হয়। ব্রহ্মার বাহন হংস। বেদে কিম্বা ব্রাহ্মণে ব্রহ্মার নাম পাওয়া যায় না, সেখানে সৃষ্টিকর্তাকে হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি বলা হয়েছে।

মন্দাকিনী—স্বর্গগঙ্গা।

শ্বেতভুজা—সরস্বতী।

নিদাঘার্ত—গ্রীষ্মে ক্লান্ত।

পারক—সমর্থ।

প্রসূন—পুষ্প।

কালিন্দী—যমুনা।

নমুচিসূদন—ইন্দ্র। নমুচি কোন দৈত্যের নাম। বামনপুরাণ মতে ইনি শুম্ভের তৃতীয় ভ্রাতা। কশ্যপের ঔরসে ও দনুর গর্ভে এর জন্ম হয়। এর কথা শতপথ ব্রাহ্মণ, ঋক্‌বেদ এবং মহাভারত-এ পাওয়া যায়। মহাভারত-এর কাহিনী অনুসরণে দেখা যায় যে, বিপ্রচিত্তি নামে এক দানবের পুত্র নমুচি অসুরদের পক্ষ অবলম্বন করে ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। নমুচি প্রথমে ইন্দ্রের বন্ধু ছিলেন, পরে সোমরসের সংগে ইন্দ্রের বল হরণ করেন। অবশ্য ইন্দ্রকে এই সর্তে মুক্তি দিতে রাজী হন যে, ইন্দ্র নমুচিকে দিনে কিম্বা রাত্রে শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তুদ্বারা নিহত করতে পারবেন না। এই সর্তানুযায়ী ইন্দ্র গোধূলিলগ্নে সমুদ্র ফেনবৎ বজ্রাস্ত্র দিয়ে নমুচিকে হত্যা করেন।

উমাকুমার—দেবী উমার পুত্র কার্তিক।

দনুজ—দানব। কশ্যপপত্নী দনুর গর্ভজাত।

রাজীব—পদ্ম।

হলাহল—বিষ।

নীলকণ্ঠ—মহাদেব। সমুদ্রমন্থনের সময় সমুদ্র থেকে এক ভয়ংকর বিষ উত্থিত হয়। দেব ও অসুরগণ এতে ভীত হ'য়ে ব্রহ্মার শরণ নিলে, তিনি অনন্যোপায় হয়ে মহাদেবের স্তব করতে থাকেন এবং তাকে জগতের মঙ্গলার্থে এই বিষ পান করতে অনুরোধ করেন। মহাদেব সম্মত হ'য়ে এই বিষ পান করলে, তার তেজে কণ্ঠ নীল হয়ে যায়; কিন্তু পৃথিবী ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়। এই জন্যই এঁর অন্য নাম নীলকণ্ঠ।

বামা—স্ত্রীলোক।

সানু—অধিত্যকা।

কাদম্বিনী—মেঘশ্রেণী।

মনোজ—মদন, কামদেব। ব্রহ্মার মনোজগতেই মদনের উদ্ভব।

শ্বসন—বায়ুদেব।

খগোল—নভোমণ্ডল।

ইন্দিরা—লক্ষ্মী।

শক্র—ইন্দ্র।

জগদম্বে—অম্বিকে, দুর্গা।

অম্বর-প্রদেশে—আকাশে।

যাচ্ঞা—প্রার্থনা।

অগস্ত্য—বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ঋক্‌বেদ অনুসারে ইনি সূর্য ও বরুণের পুত্র। আদিত্য-যজ্ঞে উর্বশীকে দেখে মিত্র ও বরুণের রেতঃপাত ঘটে এবং তা পড়ে

যজ্ঞকুণ্ডে। তার থেকে জন্ম হয় বশিষ্ঠ ও অগস্ত্য-র। ভাগবতে অগস্ত্যকে পুলস্ত্যের সন্তান বলা হয়। তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল, তিনি বিবাহ করবেন না। কিন্তু পিতৃপুরুষদের সদ্‌গতির জন্য পরে তপোবলে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করে এক পরমাসুন্দরী নারী সৃষ্টি করেন। নাম তার লোপামুদ্রা। একেই তিনি বিবাহ করেছিলেন। ইনি ছিলেন বিন্ধ্যপর্বতের গুরু। বিন্ধ্যপর্বত গর্বিত হয়ে সূর্যপ্রদক্ষিণ করবার মতলব করলে, সূর্য সম্মতিদান করলেন না। তখন বিন্ধ্য ক্রোধে নিজের দেহ বৃদ্ধি করে সূর্যের পথ রোধ করেন। এতে দেবতারা ভীত হয়ে অগস্ত্যের শরণাপন্ন হলে, অগস্ত্য ভক্তশিষ্য বিন্ধ্যের কাছে উপস্থিত হন। বিন্ধ্য তখন অবনত মস্তকে গুরুকে প্রণাম করেন। অগস্ত্য বললেন, আমি যতক্ষণ প্রত্যাবর্তন না করি, ততক্ষণ তুমি এইরূপ অবনত মস্তকে থাক। এইভাবে বিন্ধ্যকে অবনত রেখে অগস্ত্য ১লা ভাদ্র দক্ষিণাপথে চলে গেলেন। আর ফিরলেন না। এইজন্য ১লা ভাদ্র এবং ক্রমে সকল মাসের প্রথম দিন শুভযাত্রার পক্ষে নিষিদ্ধ হয়ে দাঁড়াল।

বীরভদ্র—শিবের অনুচর। দক্ষকন্যা সতী দক্ষযজ্ঞে পতি-নিন্দা শুনে দেহত্যাগ করেন। এই সংবাদ মহাদেবকে উন্মত্ত করে তোলে। তিনি তখন ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে নিজের মুখ থেকে প্রবল পরাক্রান্ত বীরভদ্রের জন্ম দেন। তার চেহারা অতি ভয়ংকর।

ফাল্গুনি—অর্জুন।

হবি—ঘৃত।

খগেন্দ্র—গরুড়।

সহস্রাক্ষ—ইন্দ্র।

সুন্দ-উপসুন্দ—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বংশজাত নিকুম্ভের অন্যতম পুত্র। এঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সুন্দ। ত্রিলোক-বিজয় কামনায় এঁরা দুই ভাই বিন্ধ্যপর্বতে কঠোর তপস্যায় রত হন। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা বর দেন যে, ত্রিলোকের স্থাবর-জঙ্গম হতে এদের কোন ভয় থাকবে না। এদের পরস্পরের হাতে ছাড়া কোথাও এদের মৃত্যু নেই। তখন এঁরা ত্রিভুবন বিজয় করে আশ্রম-বাসী তপস্বীদের উপর নানারূপ অত্যাচার করতে থাকেন। উৎপীড়িতদের ও ঋষিগণের অনুরোধে ব্রহ্মার আদেশ মত বিশ্বকর্মা তিলোত্তমা নামে এক পরমাসুন্দরী নারী সৃষ্টি করলেন। ব্রহ্মার আদেশে এই নারী সুন্দ-উপসুন্দের কাছে গেল। তিলোত্তমার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে লাভ করবার জন্য দু'ভাই পরস্পরের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে উভয়েই নিহত হলেন।

নিকুম্ভ—কুম্ভকর্ণের ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী বজ্রবালার গর্ভে নিকুম্ভ রাক্ষসের জন্ম। এর ভাইয়ের নাম কুম্ভ।

কুঞ্জর—হস্তী। তিলোত্তমাকে কোথাও 'মরালগামিনী' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরঙ্গিনী—স্ত্রী হরিণ। স্ত্রীলিঙ্গে হওয়া উচিত ছিল কুরঙ্গী।

মর্মর—শুকনো পাতার শব্দ।

রামা—সুন্দরী রমণী।

ব্রজাঙ্গনা—ব্রজের নারীবৃন্দ।

কুঞ্জবিহারী—শ্রীকৃষ্ণ অর্থে।

অলকান্ত—অলক+অন্ত। কেশগুচ্ছের শেষভাগ।
বিবর—গহ্বর।
বিবশা—বিহ্বলা।
কুবলয়—পদ্ম।
কামী—কামনাসক্ত নারী।
দিতিস্থত—মরুৎ দৈত্য।
আদিত্য—সূর্য।
বীতিহোত্র—সূর্য, অগ্নি।
মহোরগ—মহা+উরগ (সর্প)।
পারিজাত—সমুদ্রমন্থনের সময় উত্থিত বৃক্ষ। এই গাছের ফুল অত্যন্ত সুন্দর এবং তা অমরাবতীর শোভাবৃদ্ধি করে।
অবতংস—ফাঁদ।
স্বরীশ্বর—ইন্দ্র।
বাগর্থ—বাক্+অর্থ। বাক্য ও অর্থ কাব্যের অন্তরনিহিত ভাববস্তু এবং তার প্রকাশ স্বরূপ শব্দ—পরস্পর নিত্য-সম্বন্ধযুক্ত হয়ে আছে। কালিদাস তাঁর 'কুমারসম্ভব' কাব্যে নিত্যসম্বন্ধযুক্ত বিশ্ব-স্থষ্টির আদি জনক-জননী পার্বতী-পরমেশ্বরকে এই উপমার দ্বারা বিভূষিত করেছেন। সেখানে শ্লোকটি ছিল এইরকম,

বাগার্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ॥

শিলীমুখ—ভ্রমর।
দেবদূতী—তিলোত্তমাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।
সীতাকান্ত—শ্রীরামচন্দ্র।
উর্মিলাবল্লভ—লক্ষ্মণ।

জীমূত—মেঘদল।

অনঙ্গ—কামদেব। হরকোপানলে মদন ভস্মীভূত হবার পর দেহহীন অবস্থায় বর্তমান ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের 'মদনভস্মের পূর্বে' কবিতায় অনঙ্গ শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়,—

একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে,
মরি মরি অনঙ্গ দেবতা।

সুনাসীর—ইন্দ্রকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। ইন্দ্রের সৈন্যাগ্রভাগ (নাসীর) সুন্দর ছিল।

শুচি—অগ্নিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। অগ্নিস্পর্শে দেহ শুচিতাপ্রাপ্ত হয়।

টীকা-টিপ্পনী

॥ এক ॥

মধুসূদন জুলিয়াস সীজারের মত বল্‌তে পারতেন, "আমি এলাম, আমি দেখলাম, আমি জয় করলাম।' বাংলা কাব্যের নবযুগের আসরে মধুসূদনের আবির্ভাব আকস্মিক হলেও, সাধনাবিহীন হয়ে নয়। এই সাধনা অবশ্য বাহ্যাড়ম্বরের মধ্যে প্রতিভার দীপ্তিকে সচকিত করে তোলেনি বাঙ্গালী পাঠকের কাছে। হয়ত নিজের শক্তির কথা মধুসূদনের সচেতন মনের আকাশে কোন ধ্রুবতারারও ইঙ্গিত দেয়নি। কিন্তু

তবুও বলব মধুসূদন-এর খ্যাতি কোন এক কাব্যিক সরণি বেয়েই এসেছে। সে পথ তাঁর নিষ্ঠার পথ। হিন্দু কলেজ থেকে মাদ্রাজপ্রবাস পর্যন্ত এই দীর্ঘকালের প্রেক্ষাপটে যদি মধুসূদনের ভাবজীবনকে অধ্যয়ন করি, তবে দেখতে পাব কি বিরাট প্রস্তুতি নিয়ে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হলেন। যে কবি 'প্রথিবী' লিখেও লজ্জা বোধ করেন নি, তাঁকেও পরবর্তীকালে বলতে শুনেছি বাংলা ভাষার অপূর্ব রূপলাবণ্যের কথা। খ্রীষ্টান হয়েও তাই ভুলতে তিনি পারেননি আমাদের প্রপিতামহদের 'grand mythology'র কথা।

মধুসূদনের কবিপ্রাণে একটি বিদ্রোহী সত্তা বাস করত। সে সব সময় প্রচলিত ধারা ও সংস্কারকে ভেঙে গুড়িয়ে ফেলতে চায়। যে কোন চ্যালেঞ্জকে সে তাই মাথা পেতে নেয়। এতটুকু দ্বিধা নেই, শংকা নেই কোন পরিবেশেই। মধুসূদন যেটা বল্‌তে পারতেন, সেটা জোর গলাতেই বলতেন। হয়ত তাতে ত্রুটি থাকত, ক্ষীণস্বর হয়ত মাঝে মাঝে বিদ্রোহী সত্তার প্রচণ্ড প্রবাহকে রুদ্ধগতি করে দিত। তাতে করে প্রতিভার চমক এতটুকু কমত না। তার কারণ নিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর শুচিশুভ্র আন্তরিকতা সর্বোপরি সুন্দরকে চিনে নেবার অপরিমেয় শক্তির গুণে তার সমস্ত দুর্বলতাই ঢাকা পড়ে যায়। তাই মধুসূদনের কবিত্বের স্ববারির সৌরমণ্ডলে রূপজ চিত্রা আর স্বাতী ভাস্বর হয়ে থাকে।

পূর্বেই বলেছি মধুসূদনের প্রতিভার ছিল নিদারুণ চঞ্চলতা। সে চঞ্চলতা যে আপন সৃষ্টি-ক্ষমতার ধারক, তা মধুসূদন বুঝতে পারতেন না। অনেক সময় তার সোচ্চার

আত্মঘোষণাকে বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে, কিন্তু তা কি একেবারেই নিষ্ফলা? প্রশ্নের এইটুকু রেশ মনের মধ্যে গেঁথে নিয়ে যদি তথ্যানুসন্ধানে আমরা বর্হিগত হই, দেখতে পাব বাংলা নাটকের অপরিপূর্ণতা এবং নাটক নামধারী সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসে মধুসূদনের অবদান। একেবারে অতিশয়োক্তি বাদ দিয়ে বলা যেতে পারে তাঁর 'শর্মিষ্ঠাই' বাংলা সাহিত্যের প্রায় সার্থক। এই নাটক রচনার কোন তাগিদ মধুসূদন নিজের অন্তর থেকে অনুভব করেননি। একটা সাহিত্যের অঙ্গ-দৈন্যকে ঢাকতে গিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে ফেলেছেন তিনি। প্রকাশ যখন সম্পূর্ণ হয়েছে তখন বিস্মিত হয়েছে পাঠক এবং মধুসূদন নিজেও। বলতে বাধা নেই এই প্রচণ্ড একগুয়েমি তাঁর প্রতিভার উত্তরাঞ্চলে বিরাজমান থাকলেও, কোন পৃথক মণ্ডলকে স্বীকার করে নেননি—এ কথা রসিক সমালোচক প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ও মেনে নিয়েছেন,—

"মাইকেলের মধ্যে 'স্ববারি' ও নিষ্ঠা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। না, তাহার চেয়েও বেশী; তাঁহার আন্তরিক নিষ্ঠা এতই প্রবল যে স্ববারিতে যে ভাবের জন্ম, নিষ্ঠার প্রভাবে কবির অজ্ঞাতসারে তাহার প্রকাশ অসামান্যতা লাভ করিয়াছে।"

নাটকের ক্ষেত্রেও যেমন, কাব্যের ক্ষেত্রেও তেমনি মধুসূদনের প্রতিভার এই হঠাৎ আলোর ঝলকানি আমরা লক্ষ্য করেছি। নাটক রচনা করেও তাঁর সৃষ্টির নিত্যনতুন দিগ্বলয় আবিষ্কার প্রতিহত হয়ে থাকেনি। তখন থেকেই তিনি ভাবতে শুরু করেছেন—

"No real improvement in the Bengali

drama could be expected until Blank Verse was introduced it."

এই 'Blank verse' বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ তাঁর মনে তরঙ্গ তুলেছিল। তাকে তিনি ধরে বেঁধে রাখতে চেয়েছেন। তাঁর কবি-আত্মার যে সংগীত এতদিন সুরহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তাকে তিনি আটক করতে চাইলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দের মাধ্যমে। বহিরাবয়বে এই ছন্দের বৈশিষ্ট্যটিই চোখে পড়ে সহজে। কিন্তু অন্তরস্থিত সুরধ্বনিকে পাঠক চিনতে পারেন না। মধুসূদন তাঁর সংগীত জগতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তাঁর কাব্যভঙ্গী ও জীবন ভঙ্গীর সরলীকরণ করতে চাইলেন। বাংলাকাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তন সেই প্রচেষ্টারই ইঙ্গিতবহ।

॥ দুই ॥

আমরা দেখেছি মধুসূদন বাংলা কাব্যের প্রবেশ মুহূর্তে যে শরটি নিক্ষেপ করলেন তাঁর কবি-প্রতিভার তূণীর থেকে তা' 'শর্মিষ্ঠা'রই বটে। কিন্তু সে শর লক্ষ্যভেদ করলেও, পাঠকের সর্বাতিশয়ী উৎকণ্ঠাকে জাগিয়ে রাখতে পারেনি। এবং পারেনি বলেই যে সে-সৃষ্টোন্মাদ সত্তা দুর্বল, তা মনে করবার কোন কারণ দেখিনা। প্রতিভাকে সংযত এবং রূপমণ্ডিত করে তোলবার জন্য কিছু সময়েরও প্রয়োজন ছিল। কবি যাতে করে নিজের মনের দিকে তাকিয়ে কিছু খবর যোগাড় করতে পারেন। তাই দেখেছি 'শর্মিষ্ঠা'

প্রকাশের পর মধুসূদনের সৃষ্টিধারা ক্ষণকালের আত্মলীন ভাবনার ঘূর্ণীতে তলিয়ে গেছে।

এরপর আরো একটি বছর কেটে গেল। নিজেকে জাহির করবার কোন প্রয়াসই দেখতে পাই না মধুসূদনের মধ্যে। বাংলা নাট্যশালাগুলির দিকে তাকিয়ে মধুসূদনকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখেছি। তাঁর মন তখনও পড়ে আছে বাংলা নাটকগুলোর দিকে—নাটুকে রামনারায়ণকে তিনি সহ্য করতে পারছেন না। শুধু অনুবাদের মধ্য দিয়েই যে কোন সাহিত্যশাখা বেঁচে থাকতে পারে এ কথা ভাবতেও তাঁর আশ্চর্য লাগে। সেইজন্যই মৌলিক কাহিনীর দিকে তিনি হাত বাড়িয়ে আছেন। এই সময়েই 'Blank verse' বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাংলা কাব্যের উপযুক্ত বাহন হতে পারে কিনা, এই নিয়ে আলোচনা চালিয়ে দিলেন তৎকালের রসিক বাঙ্গালী জনসমাজ। এবং এ আলোচনার পুরোভাগে ছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইতোপূর্বে বাংলা সাহিত্যে মিলযুক্ত পয়ার কবিতায় ছন্দের বাহন হিসেবে বিশিষ্ট আসন লাভ করেছিল। এ ছাড়াও ছিল কিছু ত্রিপদী ও চৌপদির ব্যবহার। যতীন্দ্রমোহন গতানুগতিক ধারণায় বিশ্বাসী হয়েই পয়ার ব্যতীত অন্য কোন ছন্দের সম্ভাবনাকে স্বীকার করতে পারেননি। কিন্তু মধুসূদনের বিদ্রোহী মন প্রচলিত বিশ্বাসে সায় দিল না। যতীন্দ্রমোহন বহু যুক্তির অবতারণা করে দেখিয়েছিলেন যে ফরাসী সাহিত্যে এবং ইংরাজী সাহিত্যে এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ ভূমিষ্ঠ হয়েও পরিণত বা সুপরিপুষ্ট দেহরূপ ধারণ করতে পারছিল না। শুধু তাই নয়, এই ছন্দের ব্যবহার-রীতিও অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের

ইংরাজী, ফরাসী ও ইতালীয় সাহিত্যের মধ্যমণিদের মধ্যে কোন সাড়া জাগাতে পারেনি। এর কারণ হয়ত এই হতে পারে যে তারা বুঝেছিলেন ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত বাহন হিসেবে এই ছন্দ কোন বিশেষ প্রশংসা দাবী করতে পারে না। যে ইংরেজী সাহিত্যের আকাশ ও ভাবমণ্ডল মধুসূদনের কবিপ্রাণের বর্তিকা হিসেবে প্রজ্বলিত ছিল, তাঁর এই অক্ষমতাকেও মধুসূদন অতিক্রম করে গেলেন। মার্লো যা পেরেছেন। মিল্‌টন যা গড়ে তুলেছেন, এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল ইংরেজ কবিগোষ্ঠী যা পারেননি, সেই না-পারার জগতে মধুসূদনের পদক্ষেপ শোনা গেল। একটা স্পর্ধিত আত্মা, নিজের শক্তিকে বিচার না করে এগিয়ে এসেছে সম্পূর্ণ এক অনাস্বাদিত জগতের দ্বারদেশে। বন্ধু যতীন্দ্রমোহন যখন বাংলাছন্দে Blank verse প্রকরণ-প্রয়োগ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করলেন, মধুসূদন তখনই বলে উঠলেন,

"যদি আমি আপনাকে অতি অল্পকালের মধ্যে আপনার ভ্রম বুঝাইতে না পারি ত আপনি আমাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিবেন, আর যদি আমি আপনাকে দেখাই যে, বাঙ্গালা ভাষা অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যরচনার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তা হলে আপনি"—

মধুসূদনের অনুক্ত অভিপ্রায়কে যতীন্দ্রমোহন রূপ দিয়েছিলেন। কাব্য মুদ্রণের সমস্ত ব্যয়ভার তিনি সানন্দে গ্রহণ করলেন। যতীন্দ্রমোহনের চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি 'within three or four days' তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গের পাণ্ডুলিপি তাঁর হাতে এসে পৌঁছল। 'পদ্মাবতী' নাটকে 'কলি'র মুখে কয়েকছত্র অমিত্রাক্ষরের অপূর্ব

ধ্বনি আমরা পূর্বেই শুনেছিলাম। 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হ'ল কবিপ্রাণের একান্ত বিশ্বাসে। তাই এই কাব্যের প্রতিটি সুরধ্বনির মধ্যে একটা প্রত্যয়ের সুরও বেজে ওঠে। ১৮৫৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে এক নতুন কাব্যধারায় জন্ম নিল,—

ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণ দর্শন ;
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল ;
যেন ঊর্দ্ধবাহু সদা, শুভ্র বেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী—
যোগীকুলধ্যেয় যোগী !

এই ধবলগিরি হিমালয়, কালিদাসের কুমারসম্ভবের 'দেবতাত্মা হিমালয়' নয়। এ আরও গম্ভীর। ভাবের গাম্ভীর্য ছন্দের সুরপ্রবাহকে সাক্ষী রেখে কবিপ্রাণের সূক্ষ্মতন্ত্রীতে গিয়ে আঘাত হান্‌ল। নাভিমূল থেকে যেন বেরিয়ে এল ওঙ্কার নাদ। সমগ্র বাতাসকে সচকিত করে তার বজ্রকণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে শিখর থেকে শিখরে।

যে নেশা, যে জেদ নিয়ে তিনি প্রবেশ করেছিলেন কাব্যজগতে, তাই তাঁর পেশা হয়ে দাঁড়াল। মধুসূদন নিজেই বলেছেন,—

"I began the poem in joke and I see I have actually done something that ought to give our national poetry a good life."

কবি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছেন তাঁর সৃষ্টির রূপ দেখে। কাব্যমুকুরে নিজের মনের প্রতিফলন দেখে কবিও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। একটা নার্সিসাস কমপ্লেক্স তাঁর মধ্যে

প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রতিভার এবং ভাবনির্মাণের অগ্নুদ্‌গার কবির লেখনীকে চালিয়ে নিয়ে গেল। পর পর চারটি সর্গ লিখে মধুসূদন লেখনীকে বিশ্রাম দিলেন। জন্ম নিল 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য। বাংলা কাব্যধারায় নবযুগের সূত্রপাত এইখান থেকেই। শুধু ছন্দনির্মাণে নয়, কাহিনী, গ্রন্থন-নৈপুণ্য এবং প্রকরণশৈলীর দিক থেকেও 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য অভিনব।

মধুসূদন তাঁর কবি-ভাষ্য অর্থাৎ তার চিঠির মধ্যে কোথাও এই কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে কোন স্পষ্টতর ইঙ্গিত দেননি। তাই 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের রচনা কাল নিয়ে বিরোধের অন্ত নেই। কিন্তু তা যে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৯ খ্রীঃ জুলাই-আগষ্ট মাসে তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের খনি বিশেষ শ্রীযুক্তবাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'ই তার প্রমাণ। অবশ্য এই পত্রিকায় 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের প্রথম দুই সর্গ প্রকাশিত হয়েছিল এবং কবি তখনও নিজের নাম প্রকাশ করেননি। তবুও এই কাব্যের বৈশিষ্ট্য বাঙালী পাঠককে আকৃষ্ট করেছিল। এই সময় তরুণ কবিকে সম্বর্ধনা জানিয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর ১৭৮২ শকের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' লিখেছিলেন,

"আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে, বর্তমান কাব্য বঙ্গভাষার প্রধান কাব্য মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই।"

রাজেন্দ্রলালের এই ভবিষ্যৎবাণী যে সফল হয়েছে, তা আজকের দিনের পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন।

॥ তিন ॥

১৮৬০ খৃঃ মে মাসে ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস থেকে ৪টি সর্গ একত্রে ১০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'লে পর একটা হৈ চৈ পড়ে গেল চারদিকে। সে যুগে আখ্যানকাব্য সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা মানুষ গড়ে নিতে পেরেছিল—কারণ যুগটাই ছিল কবিতার আঁচল ধরে খণ্ড কাহিনীর অগ্রগতির যুগ। 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য যখন প্রকাশিত হ'ল, এর নতুনত্ব, গঠনভংগী পাঠককুলকে বিস্মিত করে দিল। হঠাৎ ভালো কিছু হাতে পেলে মানুষ যেমন বিচার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, বস্তুর 'মুখোস' বা 'মুখশ্রী'র ঔজ্জ্বল্যতে তার মন বাধা পড়ে যায়, এই কাব্যের ক্ষেত্রেও ঘটল ঠিক তাই। 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যকেও তাই বিনা দ্বিধায় মহাকাব্যের সম্মান দিতে তাদের কুণ্ঠা হল না। কবি মধুসূদন কিন্তু তাঁর সৃষ্টির মূল্যবান এবং আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। হোমর, বাল্মীকি, ব্যাস, ভার্জিল, দান্তে, মিলটনের কাব্যধারার সঙ্গে পরিচিতি লাভের সুযোগ ছিল তাঁর। মহাকাব্য কি এবং অন্যান্য কাব্যধারার সংগে তার পার্থক্যই বা কোথায় সেটা আমাদের কবির অজানা ছিল না। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য আদর্শানুগ মহাকাব্যের রূপাবয়ব সে যুগের পাঠক-সমালোচকদের খুব বিস্তৃত করে জানা ছিল না। এমনকি কবি-বন্ধু মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যকে 'First Blank Verse Epic' বলতে দ্বিধা করেননি। পূর্বেই বলেছি মধুসূদন এই কাব্যের সংকীর্ণতা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন না। তাই এই কাব্যকে কেন্দ্র করে

যত উচ্ছ্বাসময় উক্তিই প্রচারিত হোক না কেন, মধুসূদন কখনও সেই অযথা আবেগের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেননি। তাঁর নিজের মনে একটা কুণ্ঠা ছিল। তিনি স্পষ্টতঃই বলেছেন,

"You must not, my dear fellow, judge of the work as a regular "Heroic Poem". I never meant as such. It it a story, a tale rather heroically told."

আজকের দিনের পাঠক এই কাব্যকে মহাকাব্য বলে ভুল করার স্পর্ধা কখনই দেখাবে না। বরং মহাকাব্যের বাহ্যিক রূপাবয়বের অন্তরালে আখ্যায়িকা কাব্যের মন্দগতি মন্দাকিনী-ধারাটিই চোখে পড়বে আগে। কাব্য বিচারের পক্ষে সেটাই হ'বে সহজ দৃষ্টি।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অনুরাগী অবশ্যই লক্ষ্য করে থাকবেন যে 'আখ্যানকাব্য' বস্তুটি মধুসূদনের স্বয়ম্ভূ সাধনার পরিণামী ফল নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে শুরু করে, এমনকি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এ পিছিয়ে গেলেও আপত্তি নেই, মঙ্গলকাব্যধারার শেষতম বংশধর ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত, এই সম্পূর্ণ মধ্যযুগের কার্পণ্যহীন বিস্তারের মধ্যে আমরা আখ্যায়িকা কাব্যের জন্ম থেকে যৌবনকাল লক্ষ্য করেছি। কাহিনীর অপ্রতিহত গতি এই কাব্যধারাকে আপনি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এর প্রবাহপথে মাঝে মাঝে বর্ণনার কাঠিন্য হয়ত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। সেও ক্ষণকালের জন্য। প্রবলতর কাহিনী-বন্যা তার দর্পিত মস্তককে ভূমিলুণ্ঠিত করতে ইতস্ততঃ করেনি। উনিশ শতকের মহাসমুদ্রে মিশে এই আখ্যায়িকা,

কাব্য কিন্তু তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারেনি। এই মহাসাগরের প্রতিটি তরঙ্গ বৈশিষ্ট্যতা লাভ করেছে আপন গুণে। এ যুগের মধ্যাহ্নে দাঁড়িয়ে আমরা খণ্ডকাব্য বা গীতিকাব্যের মূরলী ধ্বনিও শুনতে পেয়েছি। কবির আত্মলীন ও বর্ণনাভিসারী মন 'কাহিনী'র বিক্রমকে অতি সহজেই মেনে নিতে সেখানে রাজী হয়নি। অথচ আমরা জানি আখ্যায়িকা কাব্যে কাহিনী ও বর্ণনার উপস্থিতির মধ্যে একটা আনুপাতিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলবার প্রয়োজন হয়। এ যুগের গীতিকাব্যের দেউলে দাঁড়িয়ে তাই আমরা দেখতে পেয়েছি আখ্যায়িকা কাব্যেকে দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তে।

উনিশ শতকের 'প্রডাক্ট' হিসেবে 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যেও আখ্যায়িকা কাব্যের ভীতি-কম্পন লক্ষ্য করা গেছে। কবি মধুসূদন যেন ভাববন্যায় ভেসে গেছেন এই কাব্যের মধ্যে। সৌন্দর্যের অরূপ ধ্যানের মধ্যে দিয়ে কবির তন্ময়তা আমাদের বারবার বিটোফেনের 'নাইনথ সিমফনি'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কাহিনী ও বর্ণনার সংযোজনে কবি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে পারেননি। কাব্যের অঙ্গে এবম্বিধ ত্রুটি সত্ত্বেও 'তিলোত্তমাসম্ভব' সে যুগের পাঠককুলকে এক অনাস্বাদিত কাব্যজগতের স্বাদ গ্রহণ করতে সাহায্য করেছে। এ প্রসঙ্গে প্রবীণ সমালোচক ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্য আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে :—

"কাশীরাম দাসের মহাভারত এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণের পর তিলোত্তমাসম্ভবই বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক মহাকাব্য। এই দিক্ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর

সংগে তিলোত্তমাসম্ভবের তুলনা করা যাইতে পারে। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, ১২৭১ বঙ্গাব্দে যে পথ দিয়া একজন অশ্বারোহী গড় মান্দারণের দিকে অগ্রসর হইতেছিল সেই পথই বাংলা উপন্যাসের রাজপথ। সেইভাবে বলা যাইতে পারে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য বাংলা কাব্যের ছন্দে যে স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছিল তাহাই তাহার ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথরেখাটাও অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল। ইহার পর শুধু যে অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্যই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হইয়াছে তাহা নহে, আধুনিক কাব্যে মিত্রাক্ষর ছন্দে যে স্বাধীনতা ও বিস্তৃতি দেখা দিয়াছে তাহারও সূচনা দেখা যায় তিলোত্তমাসম্ভব অভিযানে।”

॥ চার ॥

এবার কাব্যের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা যাক্। আমরা জানি বিষয়বস্তুর গৌরব কাব্যকে সমৃদ্ধি দান করতে পারে। কাহিনীর রূপান্তরে কবির স্বাধীনতা আছে; কিন্তু ঐতিহ্যধারায় যে আদর্শ বিধৃত হয়ে থাকে, কবি তাকে সজোরে অস্বীকার করলে তা কোনোক্রমেই সম্বর্ধিত হ'তে পারে না। পৌরাণিক বিশ্বাসের একটা মূল্য দিতে হ'বে কবিকে।

'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের কাহিনী সংগ্রহ করা হয়েছে মহাভারত থেকে। মধুসূদনের কাব্যশালায় একবার প্রবেশ করলে আমরা দেখতে পাব যে সেখানে মূল কাহিনীর পরিবেশ অনেক সময় অবিকৃত রয়েছে, কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরিণামে পৌঁছে সে কাহিনী আর মূলকে চিনে উঠ্‌তে পারে

না। সেখানে ব্যক্তি-পরিচয় প্রধান হওয়াতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঘটনাধারা বিস্তৃতি লাভ করে।

একটি সর্বজনবিদিত সত্য এই, মধুসূদন কাব্যধারার মধ্যে তাঁর কবিমন বা কবি-ধারণাকে যতটা ব্যক্ত করতে পেরেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশী স্পষ্ট করতে পেরেছেন তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যে। তাঁর কবিভাবনার স্ববিরোধিতা এই চিঠিপত্রের মধ্যেই স্বপ্রকাশমান। সেখানে তিনি পূর্বসূরিদের কাব্যদ্বারে মাধুকরী বৃত্তি গ্রহণ করেও, নিজের মনকে তৃপ্ত করতে পারেননি—পরিশেষে সেগুলি একেবারেই মৌলিক ধারণায় পর্যবসিত হয়েছে। মহাভারতে দেখতে পেয়েছি, "সুন্দ-উপসুন্দ দানব এবং তিলোত্তমা দৈবী মায়া। মানুষের কাহিনীর সংগে সংযুক্ত হইয়া ইহারা বাস্তবতা লাভ করিয়াছে। আবার ইহাদের অলৌকিকত্ব মানবের কাহিনীকে বিস্তৃতি দান করিয়াছে।" মহাভারতের 'আত্মসংযমশিক্ষার ব্যঞ্জনাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে প্রবল পৌরুষের পতনকে কবি মর্যাদা দান করলেন। সেই সূত্র ধরে কবি চিত্তের সৌন্দর্য-অন্বেষায় জন্ম নিল তিলোত্তমা। মধুসূদন তাঁকে 'means to an end' করে সৃষ্টি করেননি, তা যথার্থই 'end in itself'। এঁকে গড়ে নিতে গিয়ে তাঁর বস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা পূর্বসূরিদের কাব্যনির্মাণ কৌশলকে আত্মসাৎ করে নিয়েছে।

"তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের যে মূল ধর্ম তারই আগ্নেয় প্রক্রিয়ায় সব একাকার হয়ে একটিই মূর্তি রচনা করেছে। সে আগুন যা গলাতে পারেনি, কাব্য হিসেবে প্রধানত সেখানেই পরিহার্য বিচ্যুতি ঘটেছে। তবে একথা সন্দেহাতীতভাবেই বলা চলে যে "সে মূর্তি" নির্মাণের যে চেষ্টা তিলোত্তমায় তাতে কবির কবিজনোচিত সৌন্দর্য-চেতনার উদ্বোধন ঘটলেও কবিমানসের

সামগ্রিক সত্যরূপ বিধৃত হয়নি। সে মূর্তির যদি কোন নাম থাকে তবে তা মেঘনাদবধের রাবণ—তিলোত্তমা নয়। মধুসূদনের সৌন্দর্য-চেতনা জীবন-বিবিক্ত নয়। সুগভীর জীবন-জিজ্ঞাসা, মানব-চরিত্র, মানব-ভাগ্য এবং স্বয়ং কবি-ব্যক্তিত্বের আশা-নৈরাশ্যের কেন্দ্রে তা আবর্তিত। অপর পক্ষে তিলোত্তমায় আছে মানব-বিবিক্ত বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবোধের এক সিদ্ধিহীন সাধনা।”

সেই ‘তিলোত্তমাসম্ভব’ কাব্যের কাহিনী মহাভারত থেকে আহৃত হলেও, তা পুরোপুরি মহাভারতের পটভূমিক মূল্যকে গ্রহণ করতে পারেনি। সামাজিক কল্যাণ মহাভারতীয় জনজীবনকে সামনে রেখে এগিয়ে গিয়েছিল বলেই তার মূল্য জন্মজন্মান্তরে স্বীকৃত। মধুসূদন কিন্তু সামাজিক মঙ্গলকে তত বেশী প্রশ্রয় দেননি, তার সহানুভূতি এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সুন্দ-উপসুন্দ ভ্রাতৃদ্বয় যাদের পৌরুষ বারবার সামাজিক নিয়তির পায়ের তলায় মাথা কুটে মরেছে। জন্মদোষেই তাদের শক্তিমত্তা ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। উনিশ শতকের যুগ-প্রবাহেও ব্যক্তিত্বের অবমাননা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এই জ্বালাই মধুসূদনকে মানবিক জীবনবোধের ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মুখোমুখি করে দিয়েছে :

“জীবনে করণীয় যাহা কিছু সবই পৌরুষসাধ্য বলিয়া তখন মনে হইতেছে এবং যাহারা স্ব-পৌরুষের বদলে দেব বা অদৃষ্ট বা ধর্মকেই আশ্রয় করিয়া, সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে বা মহৎ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাদের প্রতি অবজ্ঞাই তখন পৌরুষাভিমানী মধুসূদনের কাছে সমীচীন বলিয়া মনে হইতেছে। তাই ধর্মাশ্রয়ী, ধাতার কৃপাপ্রার্থী ইন্দ্রের বদলে পৌরুষাশ্রয়ী

সুন্দোপসুন্দ মধুসূদনের কাছে প্রেয়ান ও শ্রেয়ান। তাহারা দৈত্য বলিয়া, এতদিন অপাংক্তেয় থাকিয়া আজ আত্মশক্তির বলে উপরে উঠিতে চাহিতেছে বলিয়া, মধুসূদনের কাছে যেন আরও বেশী করিয়া সহানুভূতি দাবী করিতেছে। আমরা পরে দেখিব রাবণ ও ইন্দ্রজিৎকে লইয়া ঠিক এই কারণেই মধুসূদন কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন। বাহুবলে স্বর্গ জয় করিয়াছে যে দৈত্য সে-ই মহনীয়; যে ইন্দ্র যুগ যুগান্ত ধরিয়া শুধু ধাতার দয়ায় স্বর্গভোগ করিয়া আসিতেছে সে নহে।"

'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের মূলধারায় ও কাঠামোয় মহাভারতীয় কাহিনী স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু পূর্বেই জেনেছি, আদর্শের দিক থেকে সম্পূর্ণ এই কাব্য স্বতন্ত্র। এই আদর্শ বিচারেই আমরা কবি মধুসূদনের আত্মার অমর্ত্যরূপকে ও মনোভংগীর স্বরূপকে প্রকৃতরূপে বুঝতে পারব।

ব্যাসদেবকৃত মহাভারতের আদিপর্বের 'রাজ্যলাভ-পর্বোধ্যায়'তে আমরা দেখতে পেয়েছি দেবর্ষি নারদ এই সুন্দ-উপসুন্দ কাহিনীর অবতারণা করলেন একই রমণীর অর্থাৎ দ্রৌপদীর পঞ্চপাণ্ডবকে বিবাহ করার পরিপ্রেক্ষিতে। সেখানে স্পষ্টতঃই নারদ যুধিষ্ঠিরকে সাবধান করে দিয়েছেন যে একই রমণীর প্রতি যদি একাধিক পুরুষ আসক্ত হ'ন তবে কামবহ্নিতে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। পঞ্চভ্রাতাদের মধ্যেও যেন সেই রকম ট্রাজিডির সম্ভাবনা না দেখা দেয়। এই বলে তিনি সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনী বর্ণনা করলেন:

"পুরাকালে মহাসুর হিরণ্যকশিপুর বংশজাত দৈত্যরাজ নিকুম্ভের সুন্দ-উপসুন্দ নামে দুই পরাক্রান্ত পুত্র জন্মেছিল।

তারা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল এবং একযোগে সকল কার্য করত। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে ত্রিলোক বিজয়ের কামনায় তারা বিন্ধ্যপর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলে দেবতারা ভয় পেয়ে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখিয়ে তাদের তপোভঙ্গ করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সুন্দ-উপসুন্দ বিচলিত হল না। তারপর ব্রহ্মা বর দিতে এলে তারা বললে, আমরা যেন মায়াবিৎ অস্ত্রবিৎ বলবান কামরূপী এবং অমর হই। ব্রহ্মা বললেন, তোমরা ত্রিলোকবিজয়ের জন্য তপস্যা করছ, সে কারণে অমরত্বের বর দিতে পারি না। তখন তারা বললে, তবে এই বর দিন যে ত্রিলোকের স্থাবর জঙ্গম থেকে আমাদের কোনও ভয় থাকবে না, মৃত্যু যদি হয় তা পরস্পরের হাতেই হবে। ব্রহ্মা তাদের প্রার্থিত বর দিলেন। তারা দৈত্যপুরীতে গিয়ে বন্ধুবর্গের সংগে ভোগ-বিলাসে মগ্ন হল এবং বহু বৎসর ধরে নানাপ্রকার উৎসব করতে লাগল। তারপর তারা বিপুল সৈন্যদল নিয়ে দেবলোক জয় করতে গেল। দেবগণ ব্রহ্মার বরের বিষয় জানতেন, সেজন্য স্বর্গ ত্যাগ ক'রে ব্রহ্মলোকে পালিয়ে গেলেন। সুন্দ-উপসুন্দ ইন্দ্রলোক এবং যক্ষ, রক্ষ, খেচর, পাতালবাসী নাগ, সমুদ্রতীরবাসী ম্লেচ্ছ প্রভৃতি সকলকেই জয় করলে এবং আশ্রমবাসী তপস্বীদের উপরেও অত্যাচার করতে লাগল।

দেবগণ ও মহর্ষিগণের প্রার্থনায় ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে আদেশ দিলেন, তুমি এমন এক প্রমদা সৃষ্টি কর যাকে সকলেই কামনা করে। বিশ্বকর্মা ত্রিলোকের স্থাবরজঙ্গম থেকে সর্বপ্রকার মনোহর উপাদান আহরণ করে এক অতুলনীয়া রূপবতী নারী সৃষ্টি করলেন। জগতের উত্তম বস্তু তিল তিল

পরিমাণে মিলিত ক'রে সৃষ্ট এজন্য ব্রহ্মা তার নাম দিলেন তিলোত্তমা। তিনি আদেশ দিলেন, তুমি সুন্দ-উপসুন্দকে প্রলুব্ধ কর। তিলোত্তমা যাবার পূর্বে দেবগণকে প্রদক্ষিণ করলে। ঘুরতে ঘুরতে তিলোত্তমা যে দিকে যায়, তাকে দেখবার জন্য সেই দিকেই ব্রহ্মার একটি মুখ নির্গত হ'ল, এইরূপে তিনি চতুর্মুখ হলেন। ইন্দ্রেরও সহস্র নয়ন হ'ল। শিব স্থির হয়ে ছিলেন সেজন্য তাঁর নাম স্থাণু।

সুন্দ-উপসুন্দ বিন্ধ্যপর্বতের নিকট পুষ্পিত শালবনে সুরাপানে মত্ত হয়ে বিহার করছিল এমন সময় মনোহর রক্তবসন পরে তিলোত্তমা সেখানে গেল। সুন্দ তার ডান হাত এবং উপসুন্দ বাঁ হাত ধরলে।······তারপর তারা গদা নিয়ে যুদ্ধ করে দুজনেই নিহত হল। দেবগণ ও মহর্ষিগণের সংগে ব্রহ্মা সেখানে এসে তিলোত্তমাকে বললেন, সুন্দরী, তুমি আদিত্যলোকে বিচরণ করবে, তোমার তেজের জন্য কেউ তোমাকে ভাল ক'রে দেখতে পারবে না।"

'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে আমরা দেখতে পাব মধুসূদন শুধুই মহাভারতীয় পটভূমিকাকে বাদ দেননি, সুন্দ-উপসুন্দ তথা সমগ্র দৈত্যকুলের রূপ বর্ণনায় তিনি মৌলিকতার স্বাক্ষরও রেখে গেছেন। সুন্দ-উপসুন্দের ধ্বংস তিলোত্তমা আবির্ভাবেই সম্ভব হয়নি একথা আমরা মহাভারতের কাহিনী থেকেই জেনেছি। তিলোত্তমার আবির্ভাবের পূর্বেই তারা তাদের স্ত্রীদের নিয়ে ইন্দ্রিয়সুখে লিপ্ত ছিলেন। তাদের কামুকতা হঠাৎ গজিয়ে ওঠেনি। তাই তিলোত্তমাকে দেখে তাদের প্রতিটি রোমকূপ ইন্দ্রিয়রসে সিক্ত হয়ে উঠেছিল। মধুসূদন কিন্তু এই কাহিনীকে একেবারেই বাদ দিয়েছেন। 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে সুন্দ-উপসুন্দ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ—

তারা নিজেদের পুরুষকারকে সব বিষয়ের ঊর্ধ্বে রেখেছেন। এর জন্য দেবতাদেরও লজ্জার সীমা নেই :—

যখন দুষ্ট ভাই দুইজন
আরম্ভিল তপঃ আমি পাঠানু যতনে
সুকেশিনী উর্বশীরে। কিন্তু দৈববলে
বিফলবিভ্রমা বামা লজ্জায় ফিরিল ;

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে সুন্দ-উপসুন্দ কামুক নয়, তারা প্রকৃত বীর। তাদের বীর্যমত্তায় ত্রিদিব কম্পিত। দেবাসুর যুদ্ধে—

দুর্দান্ত দানবদল, দৈববলে বলী,
পরাভবি সুরদলে ঘোরতর রণে
পূরিয়াছে স্বর্গপুরী মহাকোলাহলে,
বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি।
....
সহস্রেক বৎসর যুঝিয়া দানবারি,
প্রচণ্ড দিতিজভুজ প্রতাপে তাপিত,
ভঙ্গ দিয়া বিমুখ হইলা সবে রণে—
আকুল !......................
অব্যর্থ কুলিশে ব্যর্থ দেখি সে সময়ে,
পালাইলা পরিহরি সংগ্রাম কুলিশী
পুরন্দর ....
জরজর কলেবর দুষ্টাসুর-শরে
পালাইলা শিখি-পৃষ্ঠে শিখিবরাসন
মহারথী ; পালাইলা মহিষ বাহনে
সর্ব অন্তকারী যম দন্ত কড়মড়ি,
সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড—ব্যর্থ এবে রণে।

তাদেরকে পরাজিত করতে ইন্দ্রের চেষ্টার অন্ত নেই। এমনকি ইন্দ্র কৃপা ভিক্ষা করেছে মহাদেবীর কাছে,—

হে মাতঃ—তিমিরে যথা বিনাশেন ঊষা,
কলুষনাশিনী তুমি! এ ভবসাগরে
তুমি না রাখিলে, হায়, ডুবে গো সকলে
অসহায়! হে জননী কৈবল্যদায়িনি
কৃপা কর আমা সবা প্রতি—দাস তব।

দেবতারাও জানেন যে আপন পৌরুষবলে বা শক্তিতে অসুর ভ্রাতৃদ্বয়কে পরাজিত করা অসম্ভব। কৌশল অবলম্বনই একমাত্র পথ। তাই সনাতন ধাতার মুখে শুনতে পেয়েছি—

কি অমর কিবা নর সমরে দুর্বার
দোঁহে ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ নাহি
নিবারিতে এ দানবদ্বয়ে।

এবং সে কৌশল হচ্ছে,—

সৃজ এক প্রমদারে—ভব-প্রমোদিনী
তা হতে হইবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি।

দেখতে পেলাম সুন্দ-উপসুন্দের পতন কাহিনী তা চরিত্রের অনিবার্য পরিণতির সূত্র ধরে সংঘটিত হয়নি, এক নিদারুণ প্রতারণায়, অদৃষ্টের পরিহাসে তিলোত্তমাসম্ভবের মধ্য দিয়ে সুন্দ-উপসুন্দ নিহত হয়েছে। নারীকে কেন্দ্র করে বিরাটরাজ্য বা ব্যক্তির পতন ইতিহাসের ধারায় একাধিকবার দেখতে পেয়েছি। সুন্দরী হেলেনের রূপসাগরে তৃষ্ণা মেটাতে ট্রয়ের ধ্বংস হল, সীতার জন্য ভূমি লুণ্ঠিত হ'ল, রাবণের শক্তিমত্তা আর লঙ্কার ঐশ্বর্য। মধুসূদনও আমাদের পৌরাণিক কাহিনী থেকে ঘটনা আহরণ করে অন্যতর ভংগী অবলম্বনে 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য রচনা করলেন। ভারতীয়

কিংবদন্তীতে গ্রীক ভাবধারায় রূপানুবাদ করার প্রথম প্রয়াস হিসাবে 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

"গ্রীক কিংবদন্তীতে আছে যে দানবরাজ স্যাটার্ণের পতনের অব্যবহিত পরে সূর্যলোকের অধীশ্বর দানব হাই-পেরিয়নেরও পতন হয়। দানবের জায়গায় আসেন দেবতারা —জুপিটার হইলেন স্বর্গের অধিপতি আর অ্যাপলো অধিকার করিলেন সূর্য্যলোক। এই পতন-অভ্যুত্থানের মূলীভূত কারণ কি ?···দেবতারা সবাই রূপবান ; অ্যাপলো তো সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্তি। সুতরাং অ্যাপলো যে হাইপেরিয়নকে পরাস্ত করিবেন তাহা বিশ্বের অমোঘ, অনন্তকালব্যাপী নিয়মানুসারেই।"

দৈত্য বা রাক্ষসরা যেখানে কাব্যের নায়ক সেখানে মধুসূদন তার আকৃতিকে নিয়ে বিদ্রূপ করেননি। তাদের চরিত্রের মূলটিই তাঁর কাছে বিচার্য। তাই তিনি কখনই মনে করতে পারেননি যে দানব মাত্রেই নৃশংস, তারা অসভ্যতার অবিকৃত প্রতিমূর্তি। অবশ্য এও দেখেছি যে মহাভারতে সুন্দ-উপসুন্দ বীর একথা অস্বীকার করা হয়নি। তবে তাদের চরিত্রের ক্রূরকর্মা মূর্তিটিই সেখানে আলোচ্য। তারা সৌন্দর্যকে পিষ্ট করতে চায়। নিরীহ দেবতাদেরই জীবন অতিষ্ঠ করে তুলে তারা তাদের আশীর্বাদের সত্যতাকে প্রমাণ করতে চায়। মধুসূদন কিন্তু দানব চরিত্রেই এই বিশেষ দিকটিকে একেবারেই পরিত্যাগ করে তাদের একেবারে পৌরুষের মুখোমুখি করে দিয়েছেন। দৈবশক্তির অনুগ্রহে দেবতারা তাঁদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করতে উদ্যত। কিন্তু আপন পৌরুষ দিয়ে দানবভ্রাতাদ্বয় সেই দৈবানুগ্রহকে প্রতিহত করতে চেষ্টিত হয়েছে।

অন্যদিকে দেবতাদের দেখতে পেয়েছি তারা দানবভ্রাতা-দ্বয়ের কাছে পরাজিত হয়ে অপমানের জ্বালা ভুলতে পারছেন না। তাই দেবরাজ্যের সামগ্রিক শক্তি নিয়ে তারা অগ্রসর হয়েছে সুন্দ-উপসুন্দকে বধ করতে। সৌন্দর্যের রাজ্য, ঐশ্বর্যের রাজ্য তাদের হাতছাড়া হয়েছে। এ শোক তারা কিছুতেই ভুলতে অক্ষম। বিশেষতঃ স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্র দানবদের কাছে পরাজিত হয়ে যতটা না মর্মাহত হয়েছেন, তার চেয়ে বেশী বেজেছে সমগ্র দেবকূলের কাছে তিনি আস্থা হারিয়েছেন। কেউ আর তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তাই কাতর কণ্ঠে তাঁকে বলতে শুনি,

কেমনে এবে এ দুর্জয় রিপু—
বিধির প্রসাদে দুষ্ট দুর্জয়,—কেমনে
বিনাশিবে, বিবেচনা কর দেবদল ?
যে বিধির বরে বসি দেবরাজ সনে
আমি ইন্দ্র, মোর প্রতি প্রতিকূল তিনি,
না জানি কি দোষে, এবে ! হায় এ কার্মুক
বৃথা আজি ধরি আমি এই বামকরে ;
এ ভীষণ বজ্র আজি নিস্তেজ পাবক।

দেবতারা সবাই এই সুন্দ-উপসুন্দ ভ্রাতৃদ্বয়কে ভয় করেন। তাঁদের পৌরুষ, শক্তিমত্তা এদের সমান নয় ; কিন্তু যেহেতু স্বর্গরাজ্যের তারা অধিবাসী, সেই জন্য তারা নিজেদেরকে ছোট মনে করতে পারে না। এক কথায় তাদের নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে নিজেদের কোন ধারণা নেই আস্ফালনের মধ্যে দিয়ে তারা শক্তির প্রচার করে বেড়িয়েছে। শক্তির উৎস পথে তারা নিজেদের ব্যক্তিত্বকে নির্ভর করতে পারে না—

আমরা সকলে
বিধাতার পদাশ্রিত, অধীন তাঁহারি :
অধীন যে জন, কহ স্বাধীনতা কোথা
সে জনের ?

অন্যদিকে ইন্দ্রের চরিত্রে আমরা এই ত্রুটিটুকু লক্ষ্য করতে পারি না। "তার মধ্যে বীরত্ব, স্বদেশচিন্তা প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে, কিন্তু উপকরণের অসদ্ভাব না থাকলেও ঐক্যবিধায়িনী প্রাণশক্তি এখানে সঞ্চারিত হয়নি।"

ইন্দ্রকে বাদ দিয়ে অন্যান্য যে সব দেবতাদেরকে আমরা 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে দেখতে পেয়েছি, তাঁরা কেউই ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেনি। এদের সবারই লক্ষ্য একপথে মিলেছে, যেখানে ইন্দ্র তাঁর কলঙ্ক—অপমান এবং স্বর্গচ্যুতির অপমান শিরোধার্য করে মাথা হেঁট করে রয়েছেন। শমন, পবন, কার্তিক, কুবের, এঁরা সবাই নিজেদের শক্তির স্ফীতকায় রূপ নিয়ে শক্তি-প্রতিযোগিতার আসরে অবতীর্ণ হয়েছে। সুন্দ-উপসুন্দ অপরাজেয় জেনে তাদের ব্যাকুলতার সীমা নেই। পবন এবং শমন ত পৃথিবী লণ্ডভণ্ড করতে উদ্যত—বিপুলা পৃথিবীর সৌন্দর্যকে দলিত করতে পবনের মধ্যে কুণ্ঠা থাকলেও, বৃহত্তর প্রয়োজনে তিনি তা করতে রাজী আছেন।

'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে একটি নিরাসক্ত চরিত্র দেখতে পেয়েছি তিনি ব্রহ্মা। সুকৃতিকে মেনে নিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন না। তাকে তুষ্ট করাও সহজ। তাই দানবেরা যখন 'অমর' হবার প্রার্থনা জানায় তখনও তিনি সেই আশীর্বাদ করেন, আবার দেবতারা যখন সুন্দ-উপসুন্দের বিনষ্টি কামনা

করেন, তখনও ব্রহ্মা তাদের ইপ্সিত বর প্রদানে সুখী করেন। এই যে শ্রেষ্ঠত্বে বিচার না করা; সবাইকে, সুন্দর অসুন্দর বলে কোন বিভেদ নেই, তিনি সমান চোখে দেখেন। এই এই বিরাট বিশ্ব সংসারে যা কিছু ঘটছে তা তাঁরই কৃপায়— তিনি শুধু নীরব দর্শক মাত্র। এই একটিমাত্র চরিত্র যে 'বিধি'র কালগ্রাসী ক্ষুধায় নিজেকে সমর্পণ করেনি— 'বিধি'র সীমানার উর্ধ্বে নিজেকে স্থাপিত করে নিখিল ভুবনে জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহকে অব্যাহত রাখছেন। এই একটি চরিত্রেই মধুসূদন তাঁর মনোভাবকে প্রবিষ্ট করাতে পারেননি, সসম্ভ্রমে কাব্যে তাঁর স্থান করে দিয়েছেন।

এইসব চরিত্রকল্পনায় মধুসূদন কিন্তু মানবিক আবেদনকে আগ্রহ্য করেননি। তবে যে তা প্রচুর পরিমাণে পরিবেশিত হয়নি কবি-ভাবনার এই ত্রুটিটুকুতে মধুসূদন সচেতন ছিলেন। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠিতেই আমরা তার সন্ধান পাই—

"The want of 'human interest' will no doubt strike you at once, but you must remember that it is story of Gods and Titans, I could not by any means shove in men and women."

'মানবিক আবেদন' বলতে আমরা কি বুঝি, তারও একটু হিসেব নেওয়া যাক্, মানুষ বা মানুষী যদি কাব্যের অঙ্গনে স্থান পায় তবেই কি সেই সাহিত্য মানবিকতার বাণীকে প্রচার করতে পারবে? প্রাচীন রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী ও চরিত্রের প্রতি যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি, সেখানে কিন্তু মানুষের অস্তিত্ব ছিল না। তবুও আদিকাল থেকে মানব-

ভাবার বাণীকে বহন করে নিয়ে এসেছে ঐ মহাকাব্যদ্বয়॥ আসল কথা দোষগুণে মিশে যে মানুষ বা তার কর্মের জগতে উত্থান-পতনের স্বাক্ষরই তাকে মানবিক মহিমা দান করতে পারে। 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে সেই মানুষকেই আমরা দেখতে পেয়েছি যে আপন পৌরুষ, ব্যক্তিত্ব এবং শক্তিমত্তা নিয়ে অটল প্রতিজ্ঞায় ইন্দ্রকে স্বর্গচ্যুত করেছে, আবার প্রবৃত্তির তাড়নায় বীর্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে সুন্দরী রমণীর মদির কটাক্ষে আত্মাহুতি দিয়েছে। এই যে চরিত্রের দ্বৈতরূপ তা কি অলক্ষ্য থেকেছে সুন্দ উপসুন্দের চরিত্রে? তাদের মধ্যে উচ্চাশা আছে, আছে বিশ্ববিজয়ী হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা, উগ্রকামনার দুর্বল মুহূর্তে প্রবৃত্তির মুখে আত্মোৎসর্গ। সাফল্য এবং হতাশার এই মানবিক চিত্রঅংকনে মধুসূদন যোগসিদ্ধ তীর্থঙ্কর। অন্যদিকে দেব চরিত্র অংকনেও আমরা সবকিছু ভালোর একত্র সমাবেশ দেখতে পাই না। দেবতারা স্বার্থের খাতিরে সুন্দ-উপসুন্দের স্বর্গীয় ভ্রাতৃপ্রেমকে বিনষ্ট করেছে, তাও আপন বলে বলীয়ান হয়ে নয়। ধাতার আশীর্বাদে এবং তোষামোদের প্রাচুর্যে তারা নিজেদের অক্ষমতাকে প্রচার করে নিয়তির প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়েছে। অবশ্য কিছু অলৌকিকতা তাদের চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাতে মানবিক রস সিঞ্চনে বাধা হয় নি। এই কাব্যের মানবিকতা পুরোপুরি মাটির পৃথিবী থেকে আহৃত না হলেও, তা মানুষের 'ভালো মন্দের' পৌনঃপুনিক প্রকাশের মধ্যদিয়ে যুগসঞ্চিত ঐতিহ্য এবং সংস্কারকে আঘাত হেনেছে। অর্থাৎ এতদিনের যে মানবতা দেবনির্ভর, তাকে মধুসূদন বিদ্রোহীর ভূমিকা দান করেছেন। "আটশত বৎসর ধরে বাংলা সাহিত্যে

দেবতাদের যে একাধিপত্য চলেছে, তাকে বিধ্বস্ত ক'রে মানবস্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে না পারলে মানবরসের যথার্থ উৎসারণ সম্ভব নয়।...বাইরের কোন আদর্শ—তা ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা নৈতিক যাই হোক না কেন—মানুষের জীবন বা মনের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে না। কবির মানবতা এই মূল ব্যক্তিবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।"

॥ পাঁচ ॥

'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে মধুসূদনের মানবিক বোধ যে কিছুটা সীমিত হয়ে পড়েছে, 'তিলোত্তমা' চরিত্র অনুধ্যানেই তার প্রমাণ মিলবে। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি হিসেবেই মধুসূদন তাঁকে অংকিত করেছেন। মধুসূদনের কবিপ্রাণের সৌন্দর্যতৃষ্ণা আমরা লক্ষ্য করেছি তাঁর প্রত্যেকটি কাব্যেই। তবে পরিণত কবিবুদ্ধিতে সে সৌন্দর্য জীবনরসকে উপেক্ষা করেনি। বরং জীবনের প্রতিটি সুখ-দুঃখের অনুভূতিতে তার সামান্যতম আসক্তি মধুসূদনকে তাঁর কবিকর্মের সাফল্যের শিখরদেশে তুলে ধরেছে। 'তিলোত্তমা'র ক্ষেত্রে আমরা মধুসূদনীয় সেই ভঙ্গীটিকে কিন্তু অনুপস্থিত দেখতে পেয়েছি। সে জীবন-বিবিক্ত সৌন্দর্যবোধের আবরণে মণ্ডিতা হয়েই এই কাব্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যপরিকল্পনায় মধুসূদনের ত্রুটি সেখানেই।

আমরা জানি রেনেসাঁসের সার্থক বাণীবাহ পুরুষ মধুসূদন। চিত্তের মুক্তি ঘটিয়ে ব্যক্তিহৃদয়ের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা

করাই রেনেসাঁস-পরিবাহিত মানব মনের কথা। জীবনকে মধুময় করে তুলতে সেখানে ডাক পড়ল মানুষের এবং যে সৌন্দর্য সাধনা নবজাগরণের আত্মার সাযুজ্য কামনা করেছিল তা মানবিক-সৌন্দর্যেরই বটে। একটি সৌন্দর্য পিপাসাই সে যুগে মূর্ত হয়ে উঠল। কবি সাহিত্যিক সে সৌন্দর্যকে কাব্যে, সাহিত্যে এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। বাংলা সাহিত্যে মানস সুন্দরীর এই অনুসন্ধানে মধুসূদন আমাদের সর্বপ্রথম 'মানসী' কল্পনার দৃঢ় সম্ভাবনা জানিয়ে দিলেন। 'তিলোত্তমা' সেই 'মানসী'রই নামান্তর। পুরাণের পথ ধরে চলতে চলতে আমরা দেখতে পেয়েছি যে জগতের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যকে তিল তিল করে আহরণ করে নির্মাণ করা হয়েছে তিলোত্তমা মূর্তিকে। এই নারী স্থূল কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে নিজের চিত্তকে প্রকাশিত করেছে। মায়ার বন্ধনে তাকে ধরে রাখা যায় না। সে অযোনিসম্ভবা এবং জন্মমুহূর্তেই

> ……যৌবনে গঠিতা,
> পূর্ণ প্রস্ফুটিতা।

এবং,

> যুগযুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী,
> হে অপূর্বশোভনা উর্বশী।

তবুও, তাকে কোনকালেই পাওয়া সম্ভব নয়,—

> 'ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী'।

সে হচ্ছে সেই 'মানসসুন্দরী', সেই 'উর্বশী', সেই লীলা-সঙ্গিনী, যে 'আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিল মন্থিত সাগরে'। কবি মধুসূদন এই সৌন্দর্যময়ী নারীকে তাঁর রোমান্টিক কবিপ্রাণের আকূতি দিয়ে ধরার সীমার মাঝে খুঁজে ফিরেছেন; সেই

'Eternal Fiminine, সেই Impossible She' তাঁর ইপ্সিতা।

মধুসূদনের এই কাব্যে 'তিলোত্তমা' সৌন্দর্যের abstract নির্যাসে রূপায়িত। মধুসূদনের তিলোত্তমা-পরিকল্পনায় বস্তুর রূপের চেয়ে তার স্বরূপকেই বেশী গ্রহণ করা হয়েছে। ভংগীতে, ইংগিতে, উপমায় সেই রূপকর্ম সার্থক। 'তিলোত্তমার' সৌন্দর্য-মূর্তিকে এই অবসরে একবার দু' চোখ ভরে দেখে নিলে আমাদের বক্তব্যের সত্যতা প্রতীয়মান হ'বে।

পদ্মদ্বয় লয়ে
গড়িলেন বিশ্বকর্মা রাঙা পা দুখানি।
বিদ্যুতের রেখা দেব লিখিলা তাহাতে
যেন লাক্ষারস রাগে। বনস্থল-বধূ
রম্ভা ঊরুদেশে আসি করিলা বসতি ;
সুমধ্যম মৃগরাজ দিলা নিজ মাজা ;
খগোল নিতম্ব-বিম্ব ;……
গড়িলেন বাহু-যুগ লইয়া মৃণালে
দাড়িম্বে কদম্বে হৈল বিষম বিবাদ ;
……সে বিবাদ দেখি
দেব-শিল্পী গড়িলেন মেরু-শৃঙ্গাকারে
কুচ যুগ। ……..
জ্বলে যে তারা-রতন ঊষার ললাটে,
তেজঃপুঞ্জ দুইখান করিয়া তাহারে
গড়াইলা চক্ষুদ্বয়, ……..
গড়িলা অধর দেব বিম্বফল দিয়া
মাখিয়া অমৃতরসে ,………

আপনি রতিরঞ্জন নিজ ধনু ধরি
ভুরুছলে বসাইলা নয়ন উপরে ;
তা দেখি বিশ্বকর্মা হাসি কাড়ি নিলা
তূণ তাঁর ; বাছি বাছি সে তূণ হইতে
খরতর ফুল-শর ; নয়নে অর্পিলা
দেব-শিল্পী।.........
হরি ভালে শিল্পিবর রাগিলা সুতনু।

মধুসূদনের 'মানসসুন্দরী' এই তিলোত্তমাকে দেখে রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী' নারীর কথা মনে পড়ে যায়। অলৌকিক সৌন্দর্যের পুঞ্জীভূত রূপকে রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হ'য়ে প্রত্যক্ষ করেছেন। তার জীবন রাজ্যের যৌবনের একচ্ছত্র প্রতাপ, সে তার যৌবনকে ফুলের ডালি হিসাবেই ব্যবহার করেছে। অন্যদিকে জীবনের প্রতি সুতীব্র আসক্তি তার না থাকলেও মমতাহীন উপেক্ষাও নেই। সমস্ত গণনা বাসনার উর্ধ্বে তার সৌন্দর্য আপনাকে রূপদক্ষের সৌন্দর্য-দৃষ্টির মধ্যে নিবেদিত ক'রে ধন্য মনে করেছে। নিজের দৃষ্টি-বিস্ফারিত সৌন্দর্য সম্বন্ধে সে সচেতন। তার রূপ জ্বালা ধরায় না, পক্ষান্তরে তার স্নিগ্ধতা ও মাধুর্য জীবনের প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে আনে। তাই যখন—

জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ কম্পন রাখিয়া,
সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া
সোপানে সোপানে, তীরে, উঠিলা রূপসী—
স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হ'য়ে আছে।

তাকে দেখে—

অরণ্য রহিল স্তব্ধ, বিস্ময়ে মরিয়া ॥
ত্যজিয়া বকুলমূল মৃদুমন্দ হাসি
উঠিল অনঙ্গদেব।

সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়ালো সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকালতরে পরক্ষণে ভূমি'—পরে
জানু পাতি বসি, নির্বাক বিস্ময়ভরে,
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদন-পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন-বয়ানে ॥

রবীন্দ্রনাথ এই সৌন্দর্য সৃষ্টিকে যেখানে 'end' হিসেবে ব্যবহার করেছেন, মধুসূদন সেখানে তাকে ব্যবহার করেছেন 'means to an end' হিসেবে। তাই অনঙ্গদেব 'বিজয়িনী'কে কামনা করেও, তার রূপরাজ্যে আত্মসমর্পণ করেছে। রূপমুগ্ধ রসিকপ্রাণের উপলব্ধিই সেখানে স্বীকার্য। অন্যদিকে তিলোত্তমাকে দেখে কামনাবিষ্ট হ'য়ে ছুটে এসেছে সুন্দ-উপসুন্দ, তার রূপসাগরে ডুব দিয়ে শান্তি পাবে বলে। পরিবর্তে শুধু পেয়েছে জ্বালা, দহন, মৃত্যুর লবণাক্ত স্বাদ। তার সৌন্দর্যের দীপ্তি মাদকতা আনে, কিন্তু হাত বাড়াবার উপায় নেই। "এ সৌন্দর্য ভোগের অতীত, প্রয়োজনের সীমায় বদ্ধ নয়।" সুন্দ-উপসুন্দের কথোপকথনের মধ্যদিয়ে আমাদের এই বোধের সততা সম্বন্ধে প্রতীতি

জন্মাবে। তিলোত্তমাকে দেখে অসুর ভ্রাতৃদ্বয় বিস্মিত হ'য়ে গিয়েছে,—

"কি আশ্চর্য! দেখ ভাই", কহিলা শূরেন্দ্র
সুন্দ; "দেখ চাহি, ওই নিকুঞ্জ মাঝারে।
উজ্জ্বল এ বন বুঝি দাবাগ্নিশিখাতে
আজি; কিম্বা ভগবতী আইল আপনি
গৌরী! চল, যাই ত্বরা, পূজি পদ-যুগ।
দেবীর চরণ-পদ্ম-সদ্মে যে সৌরভ
বিরাজে, তাহাতে পূর্ণ আজি বনরাজী।

এই বিস্মিতভাব কেটে গেলে পর এসেছে উগ্র উন্মত্ততা—তা রতিক্রিয়ার। কে এই অপ্সরাকে ভোগ করবে এই নিয়ে বেধেছে বচসা। উপসুন্দ বল্‌ছে,—

"কি কারণে তুমি স্পর্শ এ বামারে,
ভ্রাতৃবধূ তব বীর?" সুন্দ উত্তরিলা
"বরিনু কন্যায় আমি তোমার সম্মুখে
এখনি। আমার ভার্যা গুরুজন তব,
দেবর বামার তুমি দেহ হাত ছাড়ি।"

মধুসূদনের এই 'তিলোত্তমা' মানুষের সংস্পর্শে 'দাবাগ্নিশিখা', কিন্তু প্রকৃতির পটভূমিকায় দর্পিতা, হয়তো বা বলা যেতে পারে কিছুটা শান্তশীলা। তার চলারপথে কুসুম কোরকগুলি নিজেদের বিছিয়ে দেয়, তার পাদস্পর্শ পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করে, পিকবর, অলিদল নীরব মিনতি জানায়, কিন্তু তিলোত্তমা কি তাকিয়ে দেখে? সে ত উদ্দেশ্যপথে আত্মসমর্পিতা। এই তিলোত্তমা ও তার পরিবেশে মধুকবি আমাদের সৌন্দর্যের অখণ্ড ও খণ্ড মূর্তি তুলে ধরলেন। চেতনাহীন সৌন্দর্যের এক আদর্শ রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম।

তিলোত্তমা ত মানবী নয়, সে কল্পনাময়ী। সুন্দর-অসুন্দর তার কাছে এক পর্যায়ভুক্ত। কারণ, বোধ বা মায়া তার নেই। তার নিজের রূপটিকে আমরা এই ছোট্ট পরিসরের মধ্যে কোথাও চিনে উঠতে পারলাম না। গ্রহণ বা ত্যাগ দুটোই তার কাছে সমান উপেক্ষিত। তার এই আশক্তিহীন সৌন্দর্যই মধুকবির কল্পনাকে খাটো করে দিয়েছে। রোমান্সের বর্ণে ও রূপে সে ভূষিতা, রোমান্টিক আর্তিতে তার চলার পথ অলক্ষ্যে মিশে গেছে।

নিজেকে সে জানে না বলেই ত তার এত বিভ্রম। বস্তুপুঞ্জের তিল তিল আহরণে তার সৌন্দর্য, তার নিজের কাছেই বিস্ময়। তাই যে কোন সৌন্দর্যেই সে বিবশা। খণ্ড সৌন্দর্য যে অখণ্ডের প্রতিভাস মাত্র এ ক্ষুদ্র সত্যটুকুও তার জানা নেই। তাই সরোবরের জলে প্রতিবিম্বিত আপনার মূর্তিটিকে দেখে তার বিস্ময় জাগে। ইচ্ছে হয়,

মরি, কায়-মন দিয়া
কিঙ্করী হইয়া ওঁর সেবি পাদুখানি।

তাই,

……ধনী অমনি উঠিয়া
নোয়াইলা শির—যেন পূজার বিধানে,
প্রতিমূর্তি প্রতি; সেও শির নামাইল!
বিস্ময় মানিলা বামা কৃতাঞ্জলিপুটে
মৃদু স্বরে সুধিলা—"কে তুমি, হে রমণি?"

এই কাব্যের মধ্যে সৌন্দর্যের মূর্তি গড়ে তোলাই মধুসূদনের মুখ্য অভিপ্রায়। তাই আমরা দেখেছি মধুসূদন যেখানে সুন্দরের ছায়া দেখতে পেয়েছেন, সেখানে তার আত্মবোধ প্রগলভ হয়ে উঠেছে। একটি অত্যুগ্র উল্লাসে

তিনি মেতে উঠেছেন। এই কাব্যে মধুসূদনের সৌন্দর্যবোধের ভ্রূণটিকে আমরা দেখতে পেয়েছি। এই অংশে কবি-ভাবনা কিছুতেই কবি-আত্মাকে অতিক্রম করতে পারছে না।

আমরা পূর্বেই বলেছি এই 'তিলোত্তমা' আপনাকে প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে স্থাপন করতে সক্ষম হয়নি। এও দেখা গেছে যে প্রয়োজনের জগতে সুন্দ-উপসুন্দের পৌরুষও স্বীকৃত হয়নি। মৃত্যুর পরে তারা সম্মান পেয়েছে। এর কারণ হিসেবে ইন্দ্রের মুখে আমরা শুনতে পেয়েছি,—

বীরশ্রেষ্ঠ যারা
বীরারি পূজিতে রত সতত জগতে।

তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সুন্দ-উপসুন্দ ধ্বংসের জন্য। সৌন্দর্যের জ্বালাময়ীরূপী ভ্রাতৃবিরোধ ঘটিয়ে এক প্রবল শক্তির অপমৃত্যু ঘটিয়েছে। তিলোত্তমা সেখানে দহন কার্যে সহায়তা করেছে মাত্র। তার পরেই তার সব কীর্তির অবসান ঘটল। দেবরাজ্যে তাকে স্থান করে দিতে দেবতারাও খুব ইচ্ছুক নন; কারণ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে এই ত্রিদিবে। তারাও ত কামজয়ী পুরুষ নন। তাই কৌশলে সুরপতি জিষ্ণু তিলোত্তমার স্থান নির্ধারণ করলেন সূর্যলোকে। বললেন,—

তারিলে দেবতাকুলে অকূল পাথারে
তুমি; দলি দানবেন্দ্র, তোমার কল্যাণে,
হে কল্যাণি, স্বর্গলাভ আবার করিনু।
এ সুখ্যাতি তব, সতি, ঘুষিবে জগতে
চিরদিন। যাও এবে (বিধির এ বিধি)
সূর্যলোকে, সুখে পশি আলোক-সাগরে
কর বাস, যথা দেবী কেশব বাসনা,

ইন্দুবদনা ইন্দিরা—জলধির তলে।

তিলোত্তমার রূপনির্মাণে আমরা কবিআত্মার দ্বন্দ্ব দেখতে পেয়েছি—তিনি প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে, সৌন্দর্যকে স্থাপন করতে পারেন নি; অথচ সৌন্দর্যের মূর্তিপূজায় সেটারই প্রয়োজন ছিল বেশী।

॥ ছয় ॥

অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা করব এমন একটা প্রত্যয় নিয়ে মধুসূদন তিলোত্তমা কাব্য প্রণয়নে হাত দিলেন। কিন্তু তাঁর চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে আমরা একটি জিনিষ লক্ষ্য করতে পারব, যে তিনি যা বলেন তা তার অচেতন মনের বিলাসমাত্র; সচেতন মনে তার কোন রেশ লেগে থাকে না। উদ্দেশ্যের উপর জয়ী হয় কবি-ভাবনা। এ ক্ষেত্রেও সেটির অন্যথা হয়নি। 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ছাড়াও আরো একটি বস্তু বর্তমান, তা হ'ল কবিপ্রাণের সার্থক উপস্থিতি। হয়তো কবিপ্রাণ এখনও পুরোপুরি স্বপ্নলোক থেকে ফিরে আসতে পারেনি, তবে যথার্থ ভবিষ্যৎ কবির পদসঞ্চার এই কাব্যতেই শোনা গেছে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের আদর্শ ভারতীয় নয়। ভারতীয় ছন্দে যা প্রধান, তা হ'ল পয়ার, লাচাড়ি। পয়ারের সুরতরঙ্গে চোদ্দ অক্ষরের সংযম থাকে, কিন্তু ভাবের প্রবাহ সেখানে শ্লথ হয়ে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কিছুকাল পর্যন্ত পরস্পর ক্লান্তিকর ধ্বনিতরংগ প্রবাহিত হয়ে এসেছে। মধুসূদন ছন্দ-সম্ভাবনার এই বন্ধ্যাপ্রহরে বাংলা

কাব্যের আসরে অবতীর্ণ হয়ে এক নতুন সুরে এক আশাবরী বাজিয়ে শোনালেন। সে সুর অমিত্রাক্ষর ছন্দের।

এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনে মধুসূদনের উপাস্য কবি মিলটন। মিলটনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, apt numbers, fit quantity এবং চরণ থেকে চরণান্তরে ভাবের সাবলীল প্রবাহ। এই ছন্দের ব্যবহার যে কাব্য-ধারাকে উন্নীত করে তুলতে পারে এ সম্বন্ধে মধুসূদন নিশ্চিন্ত ছিলেন। প্রাথমিককালে এর প্রয়োগ হয়ত কবির পূর্ণ প্রতিভাকে সংগী করে নিতে পারেনি, তবুও 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে আমরা এর পরিমার্জিত রূপ দেখতে পেয়েছি। এই কাব্যেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ তার যৌবনের স্বাদ গ্রহণ করতে পেরেছে। মধুসূদন জানতেন যেপথের তিনি প্রথম পথিক, সেই পথই শ্রেষ্ঠ পথ হ'তে পারে না। ব্যবহারের মধ্যদিয়েই তার রূপ মার্জিত হয়ে ওঠে। তাই তিনি এই কাব্যের মঙ্গলাচরণে লিখেছেন,—

"যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য; কেননা, এরূপ পরীক্ষা বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবে যখন এদেশে সর্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন।"

'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে কবি ছন্দের খাতিরে অনেক সময় শব্দধ্বনিকে হ্রস্ব-দীর্ঘ করেছেন। অযথা শব্দ প্রয়োগেও ছন্দ-লাবণ্য সে ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। কিন্তু যে ক্ষেত্রে তিনি কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, তা হ'ল বিশেষ্যপদকে

ক্রিয়াপদের মত ব্যবহার। মধুসূদনের নামধাতুর ব্যবহার ইতোপূর্বেকার বাংলা সাহিত্যে অনেকটা অনাস্বাদিত। এ ছাড়াও আছে অনুপ্রাস বা শব্দের ধ্বনিতরঙ্গকে থাদে থাদে প্রবাহিত করে দেওয়া বা চরণে এক বা একাধিক সমাসবদ্ধ পদের অবস্থিতি। মেঘনাদবধ কাব্যে যেমন অমিত্রাক্ষর ছন্দের এপিক ভংগী লক্ষ্য করেছি, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যেও আছে তেমনি লিরিক মূর্চ্ছনা।—

হেরি কামকেতু দূরে, বসুধা সুন্দরী,
আইলা বসন্ত জানি, কুসুম-রতনে
সাজিলা; সুবৃক্ষশাখে সুখে পিকদল
আরম্ভিলা কলস্বরে মদন-কীর্তন।
মুঞ্জরিল কুঞ্জবন, গুঞ্জরিল অলি
চারিদিকে; স্বনস্বনে মন্দ সমীরণ,
ফুলকুল-উপহার সৌরভ লইয়া
আসি সম্ভাষিল সুখে ঋতুবংশ-রাজে।

'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে ছন্দের যে ত্রুটি তা কাব্যশৈলীগত। কবিপ্রাণের সহজ, স্ফূর্তরূপ এখনও ফুটে ওঠেনি। তার জন্য আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হ'বে অনাগত কাব্যসৌধের দিকে—যা একান্তভাবেই মেঘনাদবধ কাব্যের বা বীরাঙ্গনার।

মেঘনাদবধ কাব্য

উৎসর্গ পত্র

বন্দনীয় শ্রীযুক্ত দিগম্বর মিত্র মহাশয়,

বন্দনীয়বরেষু।

আর্য্য,

আপনি শৈশবকালাবধি আমার প্রতি যেরূপ অকৃত্রিম স্নেহভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, এবং স্বদেশীয় সাহিত্যশাস্ত্রের অনুশীলন-বিষয়ে আমাকে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন, বোধ হয়, এ অভিনব কাব্যকুসুম তাহার যথোপযুক্ত উপহার নহে। তবুও আমি আপনার উদারতা ও অমায়িকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সাহসপূর্ব্বক ইহাকে আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করিতেছি। স্নেহের চক্ষে কোন বস্তুই সৌন্দর্য্যবিহীন দেখায় না।

যখন আমি "তিলোত্তমাসম্ভব" নামক কাব্য প্রথম প্রচার করি, তখন আমার এমন প্রত্যাশা ছিল না যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ এ দেশে ত্বরায় আদরণীয় হইয়া উঠিবেক ; কিন্তু এখন সে বিষয়ে আমার আর কোন সংশয়ই নাই। এ বীজ অবসর-কালেই সৎক্ষেত্রে সংরোপিত হইয়াছে ; বীরকেশরী মেঘনাদ, সুরসুন্দরী তিলোত্তমার ন্যায় পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে সমাদৃত হইলে, আমি এ পরিশ্রম সফল বোধ করিব। ইতি—

দাস শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্তঃ।

মেঘনাদবধ কাব্য

প্রথম সর্গ

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
উর্ম্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা ?
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে ১০
ভারতি ! যেমতি, মাতঃ বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি।
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে ?
নরাধম আছিল যে নরকুলে
চৌর্য্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে,
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি !
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর ২০

কাব্যরত্নাকর কবি ! তোমার পরশে,
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে !
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে ?
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক। উর তবে, উর দয়াময়ি
বিশ্বরমে ! গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত ; উরি, দাসে দেহ পদছায়া।
—তুমিও আইস, দেবি, মধুকরী
কল্পনা ! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু ৩০
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।
কনক-আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্রমিত্র আদি
সভাসদ্, নতভাবে বসে চারি দিকে।
ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকে গঠিত ;
তাহে শোভে রত্নরাজি মানস-সরসে
সরস কমলকুল বিকশিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি ৪০
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা ; যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে

রতনসম্ভবা বিভা—ঝলসি নয়নে।
সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী,
ঢুলায়; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা ৫০
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে!—
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মূরতি,
পাণ্ডব-শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি! মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি,
অনন্ত বসন্ত-বায়ু, রঙ্গে রঙ্গে আনি
কাকলী লহরী, মরি! মনোহর যথা
বাঁশরীস্বরলহরী গোকুল বিপিনে!
কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা ৬০
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে?

এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে; ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে। কর যোড় করি,
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূসরিত
ধূলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব্ব কলেবর।

বীরবাহু সহ যত যোধ শত শত
ভাসিল রণসাগরে, তা সবার মাঝে ৭০
একমাত্র বাঁচে বীর; যে কাল তরঙ্গ
গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে—

নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম।
এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন,
হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি
নৈকষেয়! সভাজন দুঃখী রাজ-দুঃখে।
আঁধার জগত, মরি, ঘন আবরিলে
দিননাথে! কত ক্ষণে চেতন পাইয়া,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ ;—
"নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা, ৮০
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?—
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুল-মান এ কাল সমরে! ৯০
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্ব্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর! হব আমি নির্ম্মূল সমূলে
এর শরে! তা না হলে মরিত কি কভু
শূলী শম্ভু সম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত—

রাক্ষস-কুল রক্ষণ ? হায় সূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী, ১০০
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে ? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে ? হায় ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে !
কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী ! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী ; ১১০
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ মুরলী ;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে ?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে ?”
এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস-
কুলপতি রাবণ ; হায় রে মরি, যথা
হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে
শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে
হত যত প্রিয়পুত্র কুরুক্ষেত্র-রণে ।
তবে মন্ত্রী সারণ (সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ)
কৃতাঞ্জলিপুটে উঠি কহিতে লাগিলা ১২০
নতভাবে ;—“হে রাজন্, ভুবনবিখ্যাত,
রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে !
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে
এ জগতে ? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে ;—

অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে। বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ, সুখ যত।
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।"
উত্তর করিলা তবে লঙ্কা-অধিপতি ;— ১৩০
"যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান
সারণ! জানি হে আমি, এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ, সুখ যত
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ। হৃদয়-বৃন্তে-ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।"
এতেক কহিয়া রাজা, দূত পানে চাহি,
আদেশিলা,—"কহ, দূত, কেমনে পড়িল ১৪০
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী?"
প্রণমি রাজেন্দ্রপদে, করযুগ যুড়ি,
আরম্ভিলা ভগ্নদূত ;—"হায়, লঙ্কাপতি,
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব্ব কাহিনী?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা?—
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে!
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জনে ; ১৫০

সিংহনাদে ; জলধির কল্লোলে ; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব ছুটিতে পবন-
পথে ; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কারে !
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ংকর !
পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগনে ; বিদ্যুতঝলা-সম চকমকি ১৬০
উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে !—ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু !
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে ?
এইরূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব হে রাজন্ ! কত ক্ষণ পরে,
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।
কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত,"—এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল
ভগ্নদূত, কাঁদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া ১৭০
পূর্ব্বদুঃখ ! সভাজন কাঁদিলা নীরবে।
অশ্রুময় আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরীমনোহর ;—"কহ, রে সন্দেশ-
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ ?"
"কেমনে, হে মহীপতি," পুনঃ আরম্ভিল

ভগ্নদূত, "কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি,
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি ?
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া ১৮০
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে ! চৌদিকে এবে সমর তরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ
নির্ঘোষে ! ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম
ধূমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর মাঝারে
অযুত ! নাদিল কম্বু অম্বুরাশি-রবে !—
আর কি কহিব, দেব ? পূর্ব্বজন্মদোষে,
একাকী বাঁচিনু আমি ! হায় রে বিধাতঃ,
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে ?
কেন না শুইনু আমি শরশয্যোপরি, ১৯০
হৈমলঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহু সহ
রণভূমে ? কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী।
ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,
রিপু-প্রহরণে ; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।"

এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
কহিলা ; "সাবাসি, দূত ! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে ? ডমরুধ্বনি শুনি কাল ফণী,
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে ? ২০০
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধারী ! চল, সবে,—
চল যাই দেখি, ওহে সভাসদ্ জন,

কেমনে পড়েছে রণে বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু ; চল, দেখি জুড়াই নয়নে।”
উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে,
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী। চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন-
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—মনোহরা পুরী!—
হেমহর্ম্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে ;
কমল-আলয় সরঃ ; উৎস রজঃ-ছটা ; ২১০
তরুরাজী। ফুলকুল—চক্ষু-বিনোদন,
যুবতীযৌবন যথা ; হীরাচূড়াশিরঃ
দেবগৃহ ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
বিবিধ রতন-পূর্ণ ; এ জগৎ যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে,
জগত-বাসনা তুই, সুখের সদন।
দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর—
অটল অচল যথা ; তাহার উপরে,
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রীদল, যথা ২২০
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার
(রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহীহর ; তথা
জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব পদাতিক
অগণ্য। দেখিলা রাজা নগর বাহিরে,
রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা,
নক্ষত্র-মণ্ডল কিম্বা আকাশ-মণ্ডলে।
থানা দিয়া পূর্ব্ব দ্বারে, দুর্ব্বার সংগ্রামে,
বসিয়াছে বীর নীল ; দক্ষিণ দুয়ারে

অংগদ, করভসম নব বলে বলী ;
কিম্বা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক- ২৩০
ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে ঊর্দ্ধ্ব ফণা —
ত্রিশূলসদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে !
উত্তর দুয়ারে রাজা সুগ্রীব আপনি
বীরসিংহ। দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে—
হায় রে বিষণ্ণ এবে জানকী-বিহনে,
কৌমুদী-বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন
শশাংক ! লক্ষ্মণ সংগে, বায়ুপুত্র হনু,
মিত্রবর বিভীষণ। শত প্রসরণে,
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লংকাপুরী,
গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি, ২৪০
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী,—
নয়ন রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা
ভীমাসমা ! অদূরে হেরিলা রক্ষঃপতি
রণক্ষেত্র। শিবাকুল, গৃধিনী শকুনি,
কুক্কুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে।
কেহ উড়ে, কেহ বসে ; কেহ বা বিবাদে ;
পাকশাটা মারি কেহ খেদাইছে দূরে
সমলোভী জীবে ; কেহ, গরজি উল্লাসে,
নাশে ক্ষুধা-অগ্নি ; কেহ শোষে রক্তস্রোতে !
পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি; ২০
ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে !
চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী,
রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি
একত্রে ! শোভিছে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, ধনুঃ,

ভিন্দিপাল, তূণ, শর, মুদ্গর, পরশু,
স্থানে স্থানে ; মণিময় কিরীট শীর্ষক,
আর বীর-আভরণ, মহাতেজস্কর।
পড়িয়াছে যন্ত্রীদল যন্ত্রদল মাঝে।
হৈমধ্বজ দণ্ড হাতে, যম-দণ্ডাঘাতে,
পড়িয়াছে ধ্বজবহ। হায় রে, যেমতি ২৬০
স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষত কৃষিদলবলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে !
পড়িয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি,
চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়
ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী,
এড়িলা একাঘ্নী বাণ রক্ষিতে কৌরবে।
মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ ;—
"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার ২৭০
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা ! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ় ; শত ধিক্ তারে !
তবু, বৎস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে
কোমল সে ফুল-সম। এ বজ্র-আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্য্যামী যিনি ; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী ;—
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি ২৮০

হও সুখী ? পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুঃখী—
তুমি হে জগত-পিতা, এ কি রীতি তব ?
হা পুত্র ! হা বীরবাহু ! বীরেন্দ্র-কেশরী !
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ?”

এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে
সাগর—মকরালয় । মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা
দৃঢ় বাঁধে । দুই পাশে তরঙ্গ-নিচয়,
ফেণাময়, ফণাময় যথা ফণিবর, ২৯০
উথলিছে নিরন্তর গম্ভীর নির্ঘোষে ।
অপূর্ব্ব-বন্ধন সেতু ; রাজপথ-সম
প্রশস্ত ; বহিছে জলস্রোতঃ কলরবে,
স্রোতঃ-পথে জল যথা বরিষার কালে ।

অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধু পানে চাহি ;—
“কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি !
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য অজেয়
তুমি ? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ, ৩০০
রত্নাকর ? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে ?
প্রভঞ্জনবৈরী তুমি ; প্রভঞ্জন সম
ভীম পরাক্রমে ! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে ? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে ;

কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে ? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে, ৩১০
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি ?
উঠ, বলি ; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু ।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি ।”
এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ,
আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক-আসনে
সভাতলে ; শোক মগ্ন বসিলা নীরবে
মহামতি ; পাত্র মিত্র, সভাসদ-আদি ৩২০
বসিলা চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে !
হেন কালে চারিদিকে সহসা ভাসিল
রোদন-নিনাদ মৃদু ; তা সহ মিশিয়া
ভাসিল নূপুরধ্বনি কিঙ্কিণীর বোল
ঘোর রোলে । হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল-সাথে,
প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী ।
আলু থালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন !
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমরতন-হীন বন-সুশোভিনী
লতা ! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির ৩৩০
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন ! বীরবাহু-শোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা,

যবে গ্রাসে কাল ফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবকে। শোকের ঝড় বহিল সভাতে!
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু; অশ্রুবারি-ধারা
আসার; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব;
চমকিলা লংকাপতি কনক-আসনে।
ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে ৩৪০
কিংকরী; কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর;
ক্ষোভে রোষে; দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি
ভীমরূপী; পাত্র মিত্র, সভাসদ্ যত
অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে।
কত ক্ষণে মৃদু স্বরে কহিলা মহিষী
চিত্রাংগদা, চাহি সতী রাবণের পানে;—
"একটী রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময়; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি ৩৫০
পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লংকানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম্ম; তুমি
রাজকুলেশ্বর; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাংগালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে?"
উত্তর করিলা তবে দশানন বলী;—
"এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে।
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি!

হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি ! বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুরী, ৩৬০
দেখ, বীরশূন্য এবে ; নিদাঘে যেমতি
ফুলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী !
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর ! আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে !
এক পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবা নিশি ! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল শিমুলশিম্বী ফুটাইলে বলে, ৩৭০
উড়ি যায় তূলারাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।”

নীরবিলা রক্ষোনাথ ; শোকে অধোমুখে
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্ব্বনন্দিনী,
কাঁদিলা,—বিহ্বলা, আহা, স্মরি পুত্রবরে।
কহিতে লাগিলা পুনঃ দাশরথি-অরি ;—

“এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে ?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব ৩৮০
গেছে চলি স্বর্গপুরে ; বীরমাতা তুমি ;
বীরকর্ম্মে হতপুত্র-হেতু কি উচিত
ক্রন্দন ? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্রপরাক্রমে ; তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দুনিভাননে, তিতি অশ্রুনীরে ?”

উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রা দেবী
চিত্রাঙ্গদা ;—"দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার ; ধন্য বলে মানি
হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লংকা তব ; ৩৯০
কোথা সে অযোধ্যাপুরী ? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে
রাঘব ? এ স্বর্ণ-লংকা দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে ; ইহার চৌদিকে
রজত-প্রাচীর সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈমসিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি ? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে ? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি ? কাকোদর সদা ৪০০
নম্রশিরঃ ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্দ্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লংকাপুরে ? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি !"

এতেক কহিয়া বীরবাহুর জননী,
চিত্রাঙ্গদা, কাঁদি সঙ্গে সঙ্গীদলে লয়ে,
প্রবেশিলা অন্তঃপুরে। শোকে, অভিমানে,
ত্যজি সুকনকাসন, উঠিলা গর্জ্জিয়া
রাঘবারি। "এত দিনে" (কহিলা ভূপতি) ৪১০
"বীরশূন্য লঙ্কা মম। এ কাল সমরে,

আর পাঠাইব কারে ? কে আর রাখিবে
রাক্ষসকুলের মান ? যাইব আপনি।
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ লঙ্কার ভূষণ।
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি।
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি !”
এতেক কহিলা যদি নিকষানন্দন
শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গম্ভীর জীমূতমন্দ্রে। সে ভৈরব রবে,
সাজিল কর্ব্বুরবৃন্দ বীরমদে মাতি, ৪২০
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস। বাহিরিল বেগে
বারী হতে (বারিস্রোতঃ-সম পরাক্রমে
দুর্ব্বার) বারণযূথ, মন্দুরা ত্যজিয়া
বাজীরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে
মুখস্। আইল রড়ে রথ স্বর্ণচূড়,
বিভায় পূরিয়া পুরী। পদাতিক-ব্রজ,
কনক শিরস্ক শিরে, ভাস্কর পিধানে
অসিবর, পৃষ্ঠে চর্ম্ম অভেদ্য সমরে,
হস্তে শূল, শালবৃক্ষ অভ্রভেদী যথা,
আয়সী-আবৃত দেহ, আইল কাতারে। ৪৩০
আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে
বজ্রপাণি ; সাদী যথা অশ্বিনী-কুমার,
ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী
পরশু,—উঠিল আভা আকাশ-মণ্ডলে,
যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল।
রক্ষঃকুলধ্বজ ধরি, ধ্বজধর বলী
মেলিলা কেতনবর, রতনে খচিত,

বিস্তারিয়া পাখা যেন উড়িলা গরুড়
অম্বরে। গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে
রণবাদ্য, হয়ব্যূহ হ্রেষিল উল্লাসে 440
গরজিল গজ, শঙ্খ নাদিল ভৈরবে ;
কোদণ্ড-টঙ্কার সহ অসির ঝন্ ঝনি
রোধিল শ্রবণ-পথ মহা কোলাহলে !
টলিল কনকলঙ্কা বীরপদভরে ;—
গর্জ্জিলা বারীশ রোষে ! যথা জলতলে
কনক-পঙ্কজ বনে প্রবাল-আসনে,
বারুণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতেছিলা, পশিল সে স্থলে
আরাব ; চমকি সতী চাহিলা চৌদিকে।
কহিলেন বিধুমুখী সখীরে সম্ভাষি 450
মধুস্বরে ;—"কি কারণে, কহ, লো স্বজনি,
সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইলা ?
দেখ, থর থর করি কাঁপে মুক্তাময়ী
গৃহচূড়া। পুনঃ বুঝি দুষ্ট বায়ুকুল
যুঝিতে তরঙ্গচয়-সঙ্গে দিলা দেখা।
ধিক্ দেব প্রভঞ্জনে ! কেমনে ভুলিলা
আপন প্রতিজ্ঞা, সখি, এত অল্প দিনে
বায়ুপতি ? দেবেন্দ্রের সভায় তাঁহারে
সাধিনু সে দিন আমি বাঁধিতে শৃঙ্খলে
বায়ু-বৃন্দে ; কারাগারে রোধিতে সবারে। 460
হাসিয়া কহিলা দেব ;—অনুমতি দেহ,
জলেশ্বরি, তরঙ্গিণী বিমলসলিলা
আছে যত ভবতলে কিঙ্করী তোমারি,

তা সবার সহ আমি বিহারি সতত,—
তা হলে পালিব আজ্ঞা ;—তখনি, স্বজনি,
সায় তাহে দিনু আমি। তবে কেন আজি,
আইলা পবন মোরে দিতে এ যাতনা ?"
উত্তর করিলা সখী কল কল রবে ;—
"বৃথা গঞ্জ প্রভঞ্জনে, বারীন্দ্রমহিষি,
তুমি। এ ত ঝড় নহে ; কিন্তু ঝড়াকারে 470
সাজিছে রাবণ রাজা স্বর্ণলঙ্কাধামে,
লাঘবিতে রাঘবের বীরগর্ব্ব রণে।"
কহিলা বারুণী পুনঃ ;—"সত্য, লো স্বজনি,
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ।
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী মম প্রিয়তমা
সখী। যাও শীঘ্র তুমি তাঁহার সদনে,
শুনিতে লালসা মোর রণের বারতা।
এই স্বর্ণকমলটি দিও কমলারে।
কহিও, যেখানে তাঁর রাঙা পা দুখানি
রাখিতেন শশীমুখী বসি পদ্মাসনে, 480
সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি,
আঁধারি জলধি-গৃহ, গিয়াছেন গৃহে।"
উঠিলা মুরলা সখী, বারুণী-আদেশে
জলতল ত্যজি, যথা উঠয়ে চটুলা
সফরী, দেখাতে ধনী রজঃ-কান্তি ছটা-
বিভ্রম বিভাবসুরে। উতরিলা দূতী
যথায় কমলালয়ে, কমল-আসনে
বসেন কমলময়ী কেশব-বাসনা
লঙ্কাপুরে। ক্ষণকাল দাঁড়ায়ে দুয়ারে,

জুড়াইলা আঁখি সখী, দেখিয়া সম্মুখে, ৪৯০
যে রূপমাধুরী মোহে মদনমোহনে।
বহিছে বাসন্তানিল—চির অনুচর—
দেবীর কমলপদপরিমল-আশে
সুস্বনে। কুসুম-রাশি শোভিছে চৌদিকে,
ধনদের হৈমাগারে রত্নরাজী যথা।
শত স্বর্ণ-ধূপদানে পুড়িছে অগুরু,
গন্ধরস, গন্ধামোদে আমোদি দেউলে।
স্বর্ণপাত্রে সারি সারি উপহার নানা,
বিবিধ উপকরণ। স্বর্ণদীপাবলী
দীপিছে, সুরভি তৈলে পূর্ণ—হীনতেজাঃ, ৫০০
খদ্যোতিকাদ্যোতি যথা পূর্ণ-শশী-তেজে!
ফিরায়ে বদন, ইন্দু-বদনা ইন্দিরা
বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি—
বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে—উমা চন্দ্রাননা
করতলে বিন্যাসিয়া কপোল, কমলা
তেজস্বিনী, বসি দেবী কমল আসনে ;—
পশে কি গো শোক হেন কুসুম-হৃদয়ে?
প্রবেশিলা মন্দগতি মন্দিরে সুন্দরী
মুরলা ; প্রবেশি দূতী, রমার চরণে ৫১০
প্রণমিলা, নতভাবে। আশীষি ইন্দিরা—
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী—কহিতে লাগিলা।
"কি কারণে হেথা আজি, কহ লো মুরলে,
গতি তব? কোথা দেবী জলদলেশ্বরী,
প্রিয়তমা সখী মম? সদা আমি ভাবি

তাঁর কথা। ছিনু যবে তাঁহার আলয়ে,
কত যে করিলা কৃপা মোর প্রতি সতী
বারুণী, কভু কি আমি পারি তা ভুলিতে?
রমার আশার বাস হরির উরসে;—
হেন হরি হারা হয়ে বাঁচিল যে রমা, ৫২০
সে কেবল বারুণীর স্নেহৌষধগুণে?
ভাল ত আছেন, কহ, প্রিয়সখী মম
বারীন্দ্রাণী?" উত্তরিলা মুরলা রূপসী;—
"নিরাপদে জলতলে বসেন বারুণী।
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ;
শুনিতে লালসা তাঁর রণের বারতা।
এই যে পদ্মটি, সতি, ফুটেছিল সুখে
যেখানে রাখিতে তুমি রাঙা পা দুখানি;
তেঁই পাশি-প্রণয়িনী প্রেরিয়াছে এরে।"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা কমলা, ৫৩০
বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্না;—"হায় লো স্বজনি,
দিন দিন হীন-বীর্য রাবণ দুর্ম্মতি,
যাদঃ-পতি-রোধঃ যথা চলোর্ম্মি-আঘাতে!
শুনি চমকিবে তুমি। কুম্ভকর্ণ বলী
ভীমাকৃতি, অকম্পন, রণে ধীর, যথা
ভূধর, পড়েছে সহ অতিকায় রথী।
আর যত রক্ষঃ আমি বর্ণিতে অক্ষম।
মরিয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি,
ওই যে ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিছ, মুরলে,
অন্তঃপুরে, চিত্রাঙ্গদা কাঁদে পুত্রশোকে ৫৪০
বিকলা। চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী।

বিদরে হৃদয় মম শুনি দিবা নিশি
প্রমদা-কুল-রোদন ! প্রতি গৃহে কাঁদে
পুত্রহীনা মাতা, দূতি, পতিহীনা সতী !"
সুধিলা মুরলা ;—"কহ, শুনি, মহাদেবী,
কোন্ বীর আজি পুনঃ সাজিছে যুঝিতে
বীরদর্পে ?" উত্তরিলা মাধব রমণী ;—
"না জানি কে সাজে আজি। চল লো মুরলে,
বাহিরিয়া দেখি মোরা কে যায় সমরে।"
এতেক কহিয়া রমা মুরলার সঙ্গ, ৫৫০
রক্ষকুল-বালা-রূপে, বাহিরিলা দোঁহে
দুকূল-বসনা। রুণু রুণু মধুবোলে
বাজিল কিঙ্কিণী ; করে শোভিল কঙ্কণ,
নয়নরঞ্জন কাঞ্চী কৃশ কটিদেশে।
দেউল দুয়ারে দোঁহে দাঁড়ায়ে দেখিলা,
কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজপথে,
সাগরতরঙ্গ যথা পবন-তাড়নে
দ্রুতগামী। ধায় রথ, ঘুরয়ে ঘর্ঘরে
চক্রনেমি। দৌড়ে ঘোড়া ঘোর ঝড়াকারে।
অধীরিয়া বসুধারে পদভরে, চলে ৫৬০
দন্তী, আস্ফালিয়া শুণ্ড, দণ্ডধর যথা
কাল-দণ্ড। বাজে বাদ্য গম্ভীর নিক্কণে।
রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত
তেজস্কর। দুই পাশে, হৈম-নিকেতন-
বাতায়নে দাঁড়াইয়া ভুবনমোহিনী
লঙ্কাবধূ বরিষয়ে কুসুম-আসার
করিয়া মঙ্গলধ্বনি। কহিলা মুরলা,

চাহি ইন্দিরার ইন্দুবদনের পানে ;—
"ত্রিদিব-বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে
আজি ! মনে হয় যেন, বাসব আপনি, ৫৭০
স্বরীশ্বর, সুর-বল-দল সঙ্গে করি,
প্রবেশিলা লঙ্কাপুরে। কহ, কৃপাময়ি,
কৃপা করি কহ, শুনি, কোন্ কোন্ রথী
রণ-হেতু সাজে এবে মত্ত বীরমদে ?"
কহিলা কমলা সতী কমলনয়না ;—
"হায় সখী, বীরশূন্য স্বর্ণ লঙ্কাপুরী !
মহারথীকুল-ইন্দ্র আছিল যাহারা,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, ক্ষয় এ দুর্জয়
রণে ! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরে রঘুমণি !
ওই যে দেখিছ রথী স্বর্ণ-চূড়-রথে, ৫৮০
ভীমমূর্ত্তি, বিরূপাক্ষ রক্ষ-দল-পতি,
প্রক্ষেড়নধারী বীর, দুর্ব্বার সমরে।
গজপৃষ্ঠে দেখ ওই কালনেমি, বলে
রিপুকুল-কাল বলী, ভিন্দিপালপাণি !
অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি
তালজঙ্ঘা, হাতে গদা, গদাধর যথা
মুরারি ! সমর-মদে মত্ত, ওই দেখ
প্রমত্ত ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম
কঠিন ! অন্যান্য যত কত আর কব ?
শত শত হেন যোধ হত এ সমরে ৫৯০
যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে
বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীরুহব্যূহ
পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে।"

সুধিলা মুরলা দূতী ; "কহ, দেবীশ্বরি,
কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী
ইন্দ্রজিতে—রক্ষঃ-কুল-হর্য্যক্ষ বিগ্রহে ?
হত কি সে বলী, সতি, এ কাল সমরে ?"
উত্তর করিলা রমা সুচারু-হাসিনী ;—
"প্রমোদ-উদ্যানে বুঝি ভ্রমিছে আমোদে
যুবরাজ, নাহি জানি হত আজি রণে ৬০০
বীরবাহু ; যাও তুমি বারুণীর পাশে,
মুরলে। কহিও তাঁরে এ কনক-পুরী
ত্যজিয়া, বৈকুণ্ঠ-ধামে ত্বরা যাব আমি।
নিজদোষে মজে রাজা লঙ্কা-অধিপতি।
হায়, বরিষার কালে বিমল-সলিলা
সরসী, সমলা যথা কর্দ্দম-উদ্গমে,
পাপে পূর্ণ স্বর্ণলঙ্কা ! কেমনে এখানে
আর বাস করি আমি ? যাও চলি, সখি,
প্রবাল-আসনে যথা বসেন বারুণী
মুক্তাময় নিকেতনে। যাই আমি যথা ৬১০
ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণলঙ্কা ধামে।
প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।"
প্রণমি দেবীর পদে, বিদায় হইয়া,
উঠিলা পবন-পথে মুরলা রূপসী
দূতী, যথা শিখণ্ডিনী, আখণ্ডল ধনুঃ-
বিবিধ-রতন-কান্তি আভায় রঞ্জিয়া
নয়ন, উড়য়ে ধনী মঞ্জু কুঞ্জবনে !
উতরি জলধিকূলে, পশিলা সুন্দরী
নীল-অম্বু-রাশি। হেথা কেশব-বাসনা

পদ্মাক্ষী, চলিলা রক্ষঃ-কুল-লক্ষ্মী দূরে ৬২০
যথায় বাসব-ত্রাস বসে বীরমণি
মেঘনাদ। শূন্যমার্গে চলিলা ইন্দিরা।
কত ক্ষণে উতরিলা হৃষীকেশ-প্রিয়া
সুকেশিনী, যথা বসে চির-রণজয়ী
ইন্দ্রজিৎ। বৈজয়ন্তধাম-সম পুরী,—
অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তম্ভাবলী
হীরাচূড়; চারি দিকে রম্য বনরাজী
নন্দনকানন যথা। কুহরিছে ডালে
কোকিল; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি;
বিকশিছে ফুলকুল; মর্ম্মরিছে পাতা; ৬৩০
বহিছে বাসন্তানিল; ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর। প্রবেশি দেবী সুবর্ণ-প্রাসাদে,
দেখিলা সুবর্ণ-দ্বারে ফিরিছে নির্ভয়ে
ভীমরূপী বামাবৃন্দ, শরাসন করে।
দুলিছে নিষঙ্গ-সঙ্গে বেণী পৃষ্ঠদেশে!
বিজলীর ঝলা সম, বেণী মাঝারে,
রত্নরাজী তূণে শর মণিময় ফণী!
উচ্চ কুচ যুগোপরি সুবর্ণ কবচ,
রবি-কর-জাল যথা প্রফুল্ল কমলে।
তূণে মহাখর শর; কিন্তু খরতর ৬৪০
আয়ত-লোচনে শর। নবীন যৌবন-
মদে মত্ত, ফেরে সবে মাতঙ্গিনী যথা
মধুকালে। বাজে কাঞ্চী, মধুর শিঞ্জিতে,
বিশাল নিতম্ববিম্বে; নূপুর চরণে।
বাজে বীণা, সপ্তস্বরা, মুরজ, মুরলী;

সঙ্গীত-তরঙ্গ, মিশি সে রবের সহ,
উথলিছে চারি দিকে, চিত্ত বিনোদিয়া।
বিহারিছে বীরবর, সঙ্গে বরাঙ্গনা
প্রমদা, রজনীনাথ বিহারেন যথা
দক্ষ-বালা দলে লয়ে ; কিম্বা, রে যমুনে, ৬৫০
ভানুসুতে, বিহারেন রাখাল যেমতি
নাচিয়া কদম্বমূলে, মুরলী অধরে,
গোপ-বধূ-সঙ্গে রঙ্গে তোর চারু কূলে !
মেঘনাদধাত্রী নামে প্রভাষা রাক্ষসী।
তার রূপ ধরি রমা, মাধব রমণী,
দিলা দেখা, মুষ্টে যষ্টি, বিশদ-বসনা।
কনক-আসন ত্যজি, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিৎ, প্রণমিয়া ধাত্রীর চরণে,
কহিলা,—"কি হেতু, মাতঃ, গতি তব আজি
এ ভবনে ? কহ দাসে লঙ্কার কুশল।" ৬৬০
শিরঃ চুম্বি, ছদ্মবেশী অম্বুরাশি-সুতা
উত্তরিলা ;—হায় ! পুত্র, কি আর কহিব
কনক-লঙ্কার দশা ! ঘোরতর রণে,
হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলী !
তার শোকে মহাশোকী রাক্ষসাধিপতি,
সসৈন্যে সাজেন আজি যুঝিতে আপনি।"
জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া;—
"কি কহিলা, ভগবতি ? কে বধিল কবে
প্রিয়ানুজে ? নিশা-রণে সংহারিনু আমি
রঘুবরে ; খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু ৬৭০
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে ; তবে

এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননি,
কোথায় পাইলে তুমি, শীঘ্র কহ দাসে।”
রত্নাকর-রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী
উত্তরিলা;—“হায়! পুত্র, মায়াবী মানব
সীতাপতি; তব শরে মরিয়া বাঁচিল।
যাও তুমি ত্বরা করি; রক্ষ রক্ষঃকুল-
মান; এ কাল সমরে, রক্ষঃ-চূড়ামণি!”
ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ; ফেলাইলা কনক-বলয় ৬৮০
দূরে; পদ তলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময়! “ধিক্ মোরে” কহিলা গম্ভীরে
কুমার, “হা ধিক্ মোরে! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি রামাদল মাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ; আন রথ ত্বরা করি;
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।”
সাজিল রথীন্দ্রর্ষভ বীর আভরণে,
হৈমবতীসুত যথা নাশিতে তারকে ৬৯০
মহাসুর; কিম্বা যথা বৃহন্নলারূপী
কিরীটি, বিরাটপুত্র সহ, উদ্ধারিতে
গোধন, সাজিলা শূর শমীবৃক্ষমূলে।
মেঘবর্ণ রথ; চক্র বিজলীর ছটা;
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি। রথে চড়ে বীর-চূড়ামণি
বীরদর্পে, হেন কালে প্রমীলা সুন্দরী,

ধরি পতি-কর-যুগ (হায় রে, যেমতি
হেমলতা আলিঙ্গয়ে তরু-কুলেশ্বরে)
কহিলা কাঁদিয়া ধনী ; "কোথা প্রাণসখে, ১০০
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি ?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী ? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া, মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রমে
যূথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি,
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি ?" হাসি উত্তরিলা
মেঘনাদ, "ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে ১১০
সে বাঁধে ? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে
রাঘবে। বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি।"

উঠিল পবন-পথে ঘোরতর রবে,
রথবর, হৈমপাখা বিস্তারিয়া যেন
উড়িল মৈনাক-শৈল অম্বর উজলি !
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে টঙ্কারিলা ধনুঃ
বীরেন্দ্র, পক্ষীন্দ্র যথা নাদে মেঘ মাঝে
ভৈরবে। কাঁপিল লঙ্কা, কাঁপিলা জলধি !

সাজিছে রাবণ রাজা, বীরমদে মাতি ;— ১২০
বাজিছে রণ-বাজনা ; গরজিছে গজ ;
হ্রেষে অশ্ব ; হুঙ্কারিছে পদাতিক, রথী ;
উড়িছে কৌশিক-ধ্বজ ; উঠিছে আকাশে

কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা। হেন কালে তথা
দ্রুতগতি উতরিলা মেঘনাদ রথী।
নাদিলা কর্ব্বুরদল হেরি বীরবরে
মহাগর্ব্বে। নমি পুত্র পিতার চরণে,
করযোড়ে কহিলা ; "হে রক্ষঃ-কুল-পতি,
শুনেছি, মরিয়া না কি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব ? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি ! ১৩০
কিন্তু অনুমতি দেহ ; সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি ! ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে ;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"
আলিঙ্গি কুমারে, চুম্বি শিরঃ মৃদুস্বরে
উত্তর করিলা তবে স্বর্ণ-লঙ্কাপতি ;—
"রাক্ষস কুল-শেখর তুমি বৎস ; তুমি
রাক্ষস-কুল-ভরসা। এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার ! হায়, বিধি বাম মম প্রতি। ১৪০
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে ?"
উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি-রিপু ;—
"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র ? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন ; রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুই বার আমি হারানু রাঘবে ;
আর একবার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে ;

দেখিব এ বার বীর বাঁচে কি ঔষধে !" ১৫০
কহিলা রাক্ষসপতি ; "কুম্ভকর্ণ বলী
ভাই মম,—তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে ; হায়, দেহ তার, দেখ সিন্ধু-তীরে
ভূপতিত গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
বজ্রাঘাতে ! তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস আগে পূজ ইষ্টদেবে,—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি !
সেনাপতি-পদে আমি বরিনু তোমারে ।
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে :
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে ।" ১৬০
এতেক কহিয়া রাজা, যথাবিধি লয়ে
গঙ্গোদক, অভিষেক করিলা কুমারে ।
অমনি বন্দিল বন্দী, করি বীণাধ্বনি
আনন্দে ; "নয়নে তব, হে রাক্ষস পুরি,
অশ্রুবিন্দু, মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি :
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন মুকুট,
আর রাজ আভরণ হে রাজসুন্দরি,
তোমার ! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি ।
রক্ষঃ-কুল রবি ওই উদয়-অচলে ।
প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী ! ১৭০
উঠ রাণি, দেখ, ওই ভীম বাম করে
কোদণ্ড টঙ্কারে যার বৈজয়ন্ত ধামে
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল ! দেখ তূণ, যাহে
পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র পাশুপত-সম !
গুণি-গণ-শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র কেশরী,

কামিনীরঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাদে।
ধন্য রাণী মন্দোদরী! ধন্য রক্ষঃ-পতি
নৈকষেয়! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী তুমি।
আকাশ-দুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি,
কহ সব মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম ৭৮০
ইন্দ্রজিৎ। ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে
রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃকুল-কালি,
দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।"
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল রাক্ষস;—
পূরিল কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে। ৭৮৫

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অভিষেকো নাম
প্রথমঃ সর্গঃ।

দ্বিতীয় সর্গ

অস্তে গেলা দিনমণি; আইলা গোধূলি,—
একটি রতন ভালে ফুটিলা কুমুদী;
মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা
নলিনী; কূজনি পাখী পশিল কুলায়ে;
গোষ্ঠ-গৃহে গাভী-বৃন্দ ধায় হাম্বা রবে।
আইলা সুচারু-তারা শশী সহ হাসি,
শর্ব্বরী; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,

কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।
আইলেন নিদ্রা দেবী ; ক্লান্ত শিশুকুল ১০
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূচর সহ জলচর-আদি
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা।
উতরিলা শশিপ্রিয়া ত্রিদশ-আলয়ে।
বসিলেন দেবপতি দেবসভা মাঝে,
হৈমাসনে ; বামে দেবী পুলোম-নন্দিনী
চারুনেত্রা। রাজ-ছত্র, মণিময় আভা,
শোভিল দেবেন্দ্র-শিরে। রতনে খচিত
চামর যতনে ধরি, ঢুলায় চামরী।
আইলা সুসমীরণ, নন্দন-কানন ২০
গন্ধমধু বহি রঙ্গে। বাজিল চৌদিকে
ত্রিদিব-বাদিত্র। ছয় রাগ, মূর্ত্তিমতী
ছত্রিশ রাগিণী সহ, আসি আরম্ভিলা
সঙ্গীত। উর্ব্বশী, রম্ভা সুচারুহাসিনী,
চিত্রলেখা, সুকেশিনী মিশ্রকেশী, আসি
নাচিলা, শিঞ্জিতে রঞ্জি দেব-কুল-মনঃ!
যোগায় গন্ধর্ব্ব স্বর্ণ-পাত্রে সুধারসে।
কেহ বা দেব-ওদন ; কুঙ্কুম, কস্তুরী,
কেশর বহিছে কেহ ; চন্দন কেহ বা ;
সুগন্ধ-মন্দার-দাম গাঁথি আনে কেহ। ৩০
বৈজয়ন্ত-ধামে সুখে ভাসেন বাসব
ত্রিদিব-নিবাসী সহ ; হেন কালে তথা,
রূপের আভায় আলো করি সুর-পুরী
রক্ষঃ-কুল রাজলক্ষ্মী আসি উতরিলা।

সসম্ভ্রমে প্রণমিলা রমার চরণে
শচীকান্ত। আশীষিয়া হৈমাসনে বসি,
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষ-বক্ষোনিবাসী
কহিলা; "হে সুরপতি, কেন যে আইনু
তোমার সভায় আজি, শুন মনঃ দিয়া।"
উত্তর করিলা ইন্দ্র; "হে বারীন্দ্র-সুতে, ৪০
বিশ্বরমে, এ বিশ্বে ও রাঙা পা দুখানি
বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা মা গো! যার প্রতি তুমি,
কৃপা করি, কৃপা-দৃষ্টি কর! কৃপাময়ী,
সফল জনম তারি; কোন্ পুণ্য ফলে,
লভিল এ সুখ দাস, কহ, মা, দাসেরে?"
কহিলেন পুনঃ রমা, "বহুকালাবধি
আছি আমি সুরনিধি, স্বর্ণ-লঙ্কাধামে।
পূজে মোরে রক্ষোরাজ। হায়, এতদিনে
বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কর্ম্ম-দোষে,
মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে ৫০
না পারি ছাড়িতে, দেব। বন্দী যে, দেবেন্দ্র,
কারাগার-দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু
পারে সে বাহির হতে? যত দিন বাঁচে
রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে।
মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্রবিজয়ী,
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে।
একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কাধামে
এবে; আর বীর যত, হত এ সমরে।
বিক্রম-কেশরী শূর আক্রমিবে কালি
রামচন্দ্র; পুনঃ তারে সেনাপতি-পদে ৬০

বরিয়াছে দশানন। দেব-কুল-প্রিয়
রাঘব ; কেমনে তারে রাখিবে, তা দেখ।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করি, আরম্ভিলে
যুদ্ধ দম্ভী মেঘনাদ, বিষম শঙ্কটে
ঠেকিবে বৈদেহীনাথ, কহিনু তোমারে।
অজেয় জগতে মন্দোদরীর নন্দন,
দেবেন্দ্র ! বিহঙ্গকুলে বৈনতেয় যথা
বল-জ্যেষ্ঠ, রক্ষঃ-কুল-শ্রেষ্ঠ শূরমণি।
এতেক কহিয়া রমা কেশব-বাসনা
নীরবিলা ; আহা মরি, নীরবে যেমতি ৭০
বীণা, চিত্ত বিনোদিয়া সুমধুর নাদে !
ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী আদি যত
শুনি কমলার বাণী, ভুলিলা সকলে
স্বকর্ম্ম ; বসন্তকালে পাখীকুল যথা,
মুঞ্জরিত কুঞ্জে, শুনি পিকবর-ধ্বনি !
কহিলেন স্বরীশ্বর ; "এ ঘোর বিপদে,
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ, কে আর রাখিবে
রাঘবে ? দুর্ব্বার রণে রাবণ নন্দন।
পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি ? এ দম্ভোলি ৮০
বৃত্রাসুর শিরঃ-চূর্ণ যাহে, বিমুখয়ে
অস্ত্র-বলে মহাবলী ; তেঁই এ জগতে
ইন্দ্রজিৎ নাম তার। সর্ব্বশুচি-বরে
সর্ব্বজয়ী বীরবর। দেহ আজ্ঞা দাসে,
যাই আমি শীঘ্রগতি কৈলাস-সদনে।"
কহিলা উপেন্দ্র-প্রিয়া বারীন্দ্রনন্দিনী,—

"যাও তবে সুরনাথ, যাও ত্বরা করি।
চন্দ্র-শেখরের পদে, কৈলাস-শিখরে,
নিবেদন কর, দেব, এ সব বারতা।
কহিও সতত কাঁদে বসুন্ধরা সতী, ৯০
না পারি সহিতে ভার; কহিও অনন্ত
ক্লান্ত এবে। না হইলে নির্ম্মূল সমূলে
রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে!
বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।
কহিও বৈকুণ্ঠপুরী বহুদিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে! কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল, এক বার তিনি,
কি দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে?
কোন্ পিতা দুহিতারে পতি-গৃহ হতে
রাখে দূরে—জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে! ১০০
ত্র্যম্বকে না পাও যদি, অম্বিকার পদে
কহিও এ সব কথা।"—এতেক কহিয়া
বিদায় হইয়া চলি গেলা শশিমুখী
হরিপ্রিয়া। অনম্বর-পথে সুকেশিনী,
কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে।
সোনার প্রতিমা, যথা! বিমল সলিলে
ডুবে তলে জলরাশি উজলি স্বতেজে!

আনিলা মাতলি রথ; চাহি শচী পানে
কহিলেন শচীকান্ত মধুর বচনে
একান্তে; "চলহ দেবি, মোর সঙ্গে তুমি! ১১০
পরিমল সুধা-সহ পবন বহিলে,
দ্বিগুণ আদর তার! মৃণালের রুচি

বিকচ কমল-গন্ধে শুন লো ললনে।”
শুনি প্রণয়ীর বাণী, হাসি নিতম্বিনী,
ধরিয়া পতির কর, আরোহিলা রথে।
স্বর্গ-হৈম-দ্বারে রথ উতরিলা ত্বরা।
আপনি খুলিল দ্বার মধুর নিনাদে
অমনি! বাহিরি বেগে শোভিল আকাশে
দেবযান; সচকিতে জগত জাগিলা,
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয় অচলে ১২০
উদিলা! ডাকিল ফিঙা; আর পাখী যত
পূরিল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সংগীতে!
বাসরে কুসুম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুলবধূ, গৃহকার্য্য উঠিলা সাধিতে!
সানস-সকাশে শোভে কৈলাসশিখরী
আভাময়; তার শিরে ভবের ভবন,
শিখি-পুচ্ছ-চূড়া যেন মাধবের শিরে!
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর! স্বর্ণ ফুল-শ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি পীতধড়া যেন!
নির্ঝর-ঝরিত-বারি-রাশি স্থানে স্থানে— ১৩০
বিশদ চন্দনে যেন চর্চ্চিত সে বপুঃ।
ত্যজি রথ, পদব্রজে, সহ সুরীশ্বরী,
প্রবেশিলা সুরীশ্বর আনন্দ-ভবনে।
রাজরাজেশ্বরী রূপে বসেন ঈশ্বরী
স্বর্ণাসনে; ঢুলাইছে চামর বিজয়া;
ধরে রাজ ছত্র জয়া। হায় রে, কেমনে,
ভবভবনের কবি বর্ণিবে বিভব?
দেখ হে ভাবুক জন, ভাবি মনে মনে!

পূজিলা শক্তির পদ মহাভক্তি ভাবে
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ। আশীষি অম্বিকা ১৪০
জিজ্ঞাসিলা ;—"কহ, দেব, কুশল বারতা,—
কি কারণে হেথা আজি তোমা দুই জনে ?"
কর-যোড়ে আরম্ভিলা দম্ভোলি নিক্ষেপী ;-
"কি না তুমি জান, মাতঃ, অখিল জগতে ?
দেবদ্রোহী লঙ্কাপতি, আকুল বিগ্রহে,
বরিয়াছে পুনঃ পুত্র মেঘনাদ আজি
সেনাপতি-পদে ? কালি প্রভাতে কুমার
পরন্তপ প্রবেশিবে রণে ইষ্টদেবে
পূজি, মনোনীত বর লভি তার কাছে।
অবিদিত নহে মাতঃ, তার পরাক্রম। ১৫০
রক্ষ-কুল-রাজলক্ষ্মী, বৈজয়ন্ত-ধামে,
আসি, এ সংবাদ দাসে দিলা, ভগবতী।
কহিলেন হরিপ্রিয়া, কাঁদে বসুন্ধরা,
এ অসহ ভার সতী না পারি সহিতে ;
ক্লান্ত বিশ্বধর শেষ ; তিনিও আপনি
চঞ্চলা সতত এবে ছাড়িতে কনক-
লঙ্কাপুরী। তব পদে এ সংবাদ দেবী
আদেশিলা নিবেদিতে দাসেরে, অন্নদে !
দেব-কুল প্রিয় বীর রঘু-কুল মণি।
কিন্তু দেবকুলে হেন আছে কোন্ রথী ১৬
যুঝিবে যে রণ-ভূমে রাবণির সাথে ?
বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিস্তেজে সমরে
রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিৎ নামে !
কি উপায়ে, কাত্যায়নি, রক্ষিবে রাঘবে,

দেখ ভাবি। তুমি কৃপা না করিলে, কালি
অরাম করিবে ভব দুরন্ত রাবণি!"
 উত্তরিলা কাত্যায়নী;—"শৈব-কুলোত্তম
নৈকষেয়; মহা স্নেহ করেন ত্রিশূলী
তার প্রতি, তার মন্দ, হে সুরেন্দ্র, কভু
সম্ভবে কি মোর হতে? তপে মগ্ন এবে ১৭০
তাপসেন্দ্র, তেঁই, দেব, লঙ্কার এ গতি।"
 কৃতাঞ্জলি পুটে পুনঃ বাসব কহিলা;—
পরম-অধর্ম্মাচারী নিশাচর-পতি—
দেব-দ্রোহী! আপনি, হে নগেন্দ্র-নন্দিনি
দেখ বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন
হরে যে দুর্ম্মতি, তব কৃপা তার প্রতি
কভু কি উচিত, মাতঃ? সুশীল রাঘব,
পিতৃ-সত্য রক্ষা হেতু, সুখ ভোগ ত্যজি
পশিল ভিখারী-বেশে নিবিড় কাননে।
একটি রতনমাত্র তাহার আছিল ১৮০
অমূল; যতন কত করিত সে তারে,
কি আর কহিবে দাস? সে রতন, পাতি
মায়াজাল, হরে দুষ্ট! হায়, মা স্মরিলে
কোপানলে দহে মনঃ! ত্রিশূলীর বরে
বলী রক্ষঃ, তৃণ-জ্ঞান করে দেব-গণে।
পর-ধন, পর-দার লোভে সদা লোভী
পামর। তবে যে কেন (বুঝিতে না পারি)
হেন মূঢ়ে দয়া তুমি কর, দয়াময়ী?"
নীরবিলা স্বরীশ্বর; কহিতে লাগিলা
বীণাবাণী স্বরীশ্বরী মধুর-সুস্বরে; ১৯০

"বৈদেহীর দুঃখে, দেবি, কার না বিদরে
হৃদয় ? অশোক-বনে বসি দিবা নিশি
(কুঞ্জবন-সখী পাখী পিঞ্জরে যেমতি)
কাঁদেন রূপসী শোকে। কি মনোবেদনা
সহেন বিধুবদনা পতির বিহনে,
ও রাঙা চরণে, মাতঃ অবিদিত নহে।
আপনি না দিলে দণ্ড, কে দণ্ডিবে দেবি,
এ পাষণ্ড রক্ষোনাথে ? নাশি মেঘনাদে,
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে ;
দাসীর কলঙ্ক ভঞ্জ, শশাঙ্কধারিণি ! ২০০
মরি, মা, শরমে আমি, শুনি লোকমুখে,
ত্রিদিব-ঈশ্বরে রক্ষঃ পরাভবে রণে !

হাসিয়া কহিলা উমা ; রাবণের প্রতি
দ্বেষ তব জিষ্ণু ! তুমি হে মঞ্জুনাশিনী
শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে।
দুই জন অনুরোধ করিছ আমারে
নাশিতে কনক-লঙ্কা। মোর সাধ্য নহে
সাধিতে এ কার্য্য। বিরূপাক্ষের রক্ষিত
রক্ষঃ কুল ; তিনি বিনা তব এ বাসনা,
বাসব, কে পারে, কহ, পূর্ণিতে জগতে ? ২১০
যোগে মগ্ন, দেবরাজ, বৃষধ্বজ আজি।
যোগাসন নামে শৃঙ্গ, মহাভয়ঙ্কর,
ঘন ঘনাবৃত, তথা বসেন বিরলে
যোগীন্দ্র। কেমনে যাবে তাঁহার সমীপে ?
পক্ষীন্দ্র গরুড় সেথা উড়িতে অক্ষম।"

কহিলা বিনত-ভাবে অদিতিনন্দন ;—

"তোমা বিনা কার শক্তি, হে মুক্তিদায়িনি
জগদম্বে, যায় যে সে যথা ত্রিপুরারি
ভৈরব ? বিনাশি, দেবি রক্ষঃকুল, রাখ
ত্রিভুবন ; বৃদ্ধি কর ধর্ম্মের মহিমা ; ২২০
হ্রাসো বসুধার ভার ; বসুন্ধরাধর
বাসুকিরে কর স্থির, বাঁচাও রাঘবে।"
এইরূপে দৈত্য-রিপু স্তুতিলা সতীরে।

হেন কালে গন্ধামোদে সহসা পূরিল
পুরী ; শঙ্খঘণ্টাধ্বনি বাজিল চৌদিকে
মঙ্গল নিক্কণ সহ, মৃদু যথা যবে
দূর কুঞ্জবনে গাহে পিককুল মিলি !
টলিল কনকাসন ! বিজয়া সখীরে
সম্ভাষিয়া মধুস্বরে, ভবেশ-ভাবিনী
সুধিলা ; "লো বিধুমুখি, কহ শীঘ্র করি, ২৩০
কে কোথা, কি হেতু মোরে পূজিছে অকালে ?"

মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গণিয়া গণনে,
নিবেদিলা হাসি সখী ; "হে নগনন্দিনি,
দাশরথি রথী তোমা পূজে লঙ্কাপুরে।
বারি-সংঘটিত-ঘটে সুসিন্দূরে আঁকি
ও সুন্দর পদযুগ, পূজে রঘুপতি
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া, দেখিনু গণনে।
অভয়-প্রদান তারে কর গো, অভয়ে।
পরম ভকত তব কৌশল্যা-নন্দন
রঘুশ্রেষ্ঠ ; তার তারে বিপদে, তারিণি !" ২৪০

কাঞ্চন-আসন ত্যজি, রাজরাজেশ্বরী
উঠিয়া, কহিল পুনঃ বিজয়ারে সতী ;—

"দেব-দম্পতীরে তুমি সেব যথাবিধি,
বিজয়ে ! যাইব আমি যথা যোগাসনে
(বিকটশিখর !) এবে বসেন ধূর্জ্জটি ।"
এতেক কহিয়া দুর্গা দ্বিরদ গামিনী
প্রবেশিলা হৈম গেহে । দেবেন্দ্র বাসবে
ত্রিদিব-মহিষী সহ সম্ভাষি আদরে,
স্বর্ণাসনে বসাইলা বিজয়া সুন্দরী ।
পাইলা প্রসাদ দোঁহে পরম আহ্লাদে । ২৫০
শচীর গলায় জয়া হাসি দোলাইলা
তারাকারা ফুলমালা ; কবরী-বন্ধনে
বসাইলা চিররুচি, চির বিকচিত
কুসুম-রতন-রাজি ; বাজিল চৌদিকে
যন্ত্রদল, বামাদল গাইল নাচিয়া ।
মোহিল কৈলাসপুরী ; ত্রিলোক মোহিল ।
স্বপনে শুনিয়া শিশু সে মধুর ধ্বনি,
হাসিল মায়ের কোলে, মুদিত নয়ন ।
নিদ্রাহীন বিরহিণী চমকি উঠিলা,
ভাবি প্রিয়-পদ-শব্দ শুনিলা ললনা ২৬০
দুয়ারে ! কোকিলকুল নীরবিল বনে ।
উঠিলেন যোগীব্রজ, ভাবি ইষ্টদেব,
বর মাগ বলি, আসি দরশন দিলা !
প্রবেশি সুবর্ণ-গেহে, ভবেশ-ভাবিনী
ভাবিলা, "কি ভাবে আজি ভেটিব ভবেশে ?"
ক্ষণ কাল চিন্তি সতী চিন্তিলা রতিরে ।
যথায় মন্মথ-সাথে, মন্মথ-মোহিনী
বরাননা, কুঞ্জবনে বিহারিতেছিলা,

তথায় উমার ইচ্ছা, পরিমলময়-
বায়ু-তরঙ্গিণী-রূপে, বহিলা নিমিষে। ২৭০
নাচিল রতির হিয়া বীণা-তার যথা
অঙ্গুলির পরশনে! গেলা কামবধূ,
দ্রুতগতি বায়ুপথে, কৈলাস শিখরে।
সরসে নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী
নমে ত্বিষাম্পতি-দূতী উষার চরণে,
নমিলা মদন প্রিয়া হরপ্রিয়া-পদে!
আশীষি রতিরে, হাসি কহিলা অম্বিকা;—
"যোগাসনে তপে মগ্ন যোগীন্দ্র; কেমনে,
কোন্ রঙ্গে, ভঙ্গ করি তাহার সমাধি,
কহ মোরে, বিধুমুখি?" উত্তরিলা নমি ২৮০
সুকেশিনী;—"ধর, দেবি, মোহিনী মূরতি।
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বর বপুঃ, আনি
নানা আভরণ; হেরি যে সবে, পিনাকী
ভুলিবেন, ভুলে যথা ঋতুপতি, হেরি
মধুকালে বনস্থলী কুসুম কুন্তলা!"
এতেক কহিয়া রতি, সুবাসিত তেলে
মাজি চুল, বিনানিলা মনোহর বেণী।
যোগাইলা আনি ধনী বিবিধ ভূষণে,
হীরক, মুকুতা, মণি খচিত; আনিলা
চন্দন, কেশর সহ কুঙ্কুম, কস্তুরী; ২৯০
রত্ন সঙ্কলিত-আভা কৌষেয় বসনে।
লাক্ষারসে পা দুখানি চিত্রিলা হরষে
চারুনেত্রা। ধরি মূর্ত্তি ভুবনমোহিনী,
সাজিলা নগেন্দ্র-বালা; রসানে মার্জ্জিত

হেম কান্তি-সম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল !
হেরিলা দর্পণে দেবী ও চন্দ্র-আননে ;
প্রফুল্ল নলিনী যথা বিমল সলিলে
নিজ-বিকচিত-রুচি। হাসিযা কহিলা,
চাহি স্মর-হর-প্রিয়া স্মর-প্রিযা পানে,—
"ডাক তব প্রাণনাথে।" অমনি ডাকিলা ৩০০
(পিককুলেশ্বরী যথা ডাকে ঋতুবরে !)
মদনে মদন-বাঞ্ছা। আইলা ধাইয়া
ফুল-ধনুঃ ; আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী,
স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি শুনি রে উল্লাসে !
কহিলা শৈলেশসুতা ; "চল মোর সাথে,
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগীপতি
যোগে মগ্ন এবে ; বাছা, চল ত্বরা করি।"
অভয়ার পদতলে মায়ার নন্দন,
মদন আনন্দময়, উত্তরিলা ভয়ে ;—
"হেন আজ্ঞা কেন, দেবি, কর এ দাসেরে ? ৩১০
স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, মরি মা, তরাসে !
মূঢ় দক্ষ-দোষে যাবে দেহ ছাড়ি, সতি,
হিমাদ্রির গৃহে জন্ম গ্রহিলা আপনি,
তোমার বিরহ শোকে বিশ্ব-ভার ত্যজি
বিশ্বনাথ, আরম্ভিলা ধ্যান ; দেবপতি
ইন্দ্র আদেশিলা দাসে সে ধ্যান ভাঙিতে।
কুলগ্নে গেনু, মা, যথা মগ্ন বামদেব
তপে ; ধরি ফুল-ধনুঃ, হানিনু কুক্ষণে
ফুল-শর। যথা সিংহ সহসা আক্রমে
গজরাজে, পূরি বন ভীষণ গর্জ্জনে, ৩২০

গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবসু,
বাস যাঁর ভবেশ্বরী, ভবেশ্বর-ভালে।
হায়, মা, কত যে জ্বালা সহিনু, কেমনে
নিবেদি ও রাঙা পায়ে? হাহাকার রবে,
ডাকিনু বাসবে, চন্দ্রে, পবনে তপনে;
কেহ না আইল; ভস্ম হইনু সত্বরে!—
ভয়ে ভগ্নোদ্যম আমি ভাবিয়া ভবেশে;—
ক্ষম দাসে, ক্ষেমঙ্করি! এ মিনতি পদে।"

আশ্বাসি মদনে, হাসি কহিলা শঙ্করী;—
"চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে, ৩৩০
অনঙ্গ! আমার বরে চিরজয়ী তুমি!
যে অগ্নি কুলগ্নে তোমা পাইয়া স্বতেজে
জ্বালাইল, পূজা তব করিবে সে আজি,
ঔষধের গুণ ধরি, প্রাণ-নাশ-কারী
বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিদ্যার কৌশলে!"

প্রণমিয়া কাম তবে উমার চরণে,
কহিলা;—"অভয় দান কর যারে তুমি,
অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে?
কিন্তু নিবেদন করি ও কমল-পদে;—
কেমনে মন্দির হতে, নগেন্দ্র-নন্দিনি, ৩৪০
বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী-বেশে?
মুহূর্ত্তে মাতিবে, মাতঃ, জগত, হেরিলে
ও রূপ-মাধুরী; সত্য কহিনু তোমারে।
হিতে বিপরীত, দেবি সত্বরে ঘটিবে।
সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত

বিবাদিল দেব সহ সুধামধু-হেতু।
মোহিনী মূরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।
ছদ্মবেশী হৃষীকেশে ত্রিভুবন হেরি
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে!   ৩৫০
অধর-অমৃত আশে ভুলিলা অমৃত
দেব-দৈত্য ; নাগদল নম্রশিরঃ লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী ; মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ-যুগে!
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে।
মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন-
কান্তি কত মনোহর!" অমনি অম্বিকা,
সুবর্ণ বরণ ঘন মায়ায় সৃজিয়া,
মায়াময়ী, আবরিলা চারু অবয়বে।   ৩৬০
হায় রে, নলিনী যেন দিবা-অবসানে
ঢাকিল বদনশশী! কিম্বা অগ্নি-শিখা,
ভস্মরাশিমাঝে পশি, হাসি লুকাইলা!
কিম্বা সুধা-ধন-যেন, চক্র-প্রসরণে,
বেড়িলেন দেব শত্রু সুধাংশু-মণ্ডলে!
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত গৃহদ্বার দিয়া
বাহিরিলা সুহাসিনী, মেঘাবৃতা যেন
উষা! সাথে মনমথ, হাতে ফুল-ধনুঃ,
পৃষ্ঠে তূণ, খরতর ফুল-শরে ভরা—
কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী!   ৩৭০
কৈলাস-শিখরি শিরে ভীষণ শিখর
ভৃগুমান্, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত

ভুবনে ; তথায় দেবী ভুবন-মোহিনী
উত্তরিলা গজগতি। অমনি চৌদিকে
গভীর গহ্বরে বদ্ধ, ভৈরব নিনাদী
জলদল নিরবিলা, জল-কান্ত যথা
শান্ত শান্তি সমাগমে ; পলাইল দূরে
মেঘদল, তমঃ যথা ঊষার হসনে !
দেখিলা সম্মুখে দেবী কপর্দ্দী তপসী,
বিভূতি-ভূষিত দেহ মুদিত নয়ন, ৩৮০
তপের সাগরে মগ্ন, বাহ্য-জ্ঞান হত।
কহিলা মদনে হাসি সুচারুহাসিনী ;—
"কি কাজ বিলম্বে আর, হে সম্বর-অরি ?
হান তব ফুল-শর।" দেবীর আদেশে,
হাঁটু পাড়ি মীনধ্বজ, শিঞ্জিনী টঙ্কারি,
সম্মোহন-শরে শূর বিঁধিলা উমেশে !
শিহরিলা শূলপাণি। লড়িল মস্তকে
জটাজূট, তরুরাজি যথা গিরিশিরে
ঘোর মড় মড় রবে লড়ে ভূকম্পনে।
অধীর হইলা প্রভু ! গরজিলা ভালে ৩৯০
চিত্রভানু, ধকধকি উজ্জ্বল জ্বলনে !
ভয়াকুল ফুল-ধনুঃ পশিলা অমনি
ভবানীর বক্ষঃ-স্থলে, পশয়ে যেমতি
কেশরী-কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে,
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে,
বিজলী ঝলসে আঁখি কালানল তেজে !
উন্মীলি নয়ন এবে উঠিলা ধূর্জ্জটি।
মায়া-ঘন-আবরণ ত্যজিলা গিরিজা।

মোহিত মোহিনীরূপে, কহিলা হরষে
পশুপতি ; "কেন হেথা একাকিনী দেখি, ৪০০
এ বিজন স্থলে, তোমা গণেন্দ্রজননি ?
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর, শঙ্করি ?
কোথায় বিজয়া, জয়া ?" হাসি উত্তরিলা
সুচারুহাসিনী উমা, "এ দাসীরে, ভুলি,
হে যোগীন্দ্র, বহু দিন আছ এ বিরলে ;
তেঁই আসিয়াছি, নাথ, দরশন-আশে
পা দুখানি। যে রমণী পতিপরায়ণা,
সহচরী সহ সে কি যায় পতি পাশে ?
একাকী প্রত্যূষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণকান্ত তার !" আদরে ঈশান, ৪১০
ঈষত হাসিয়া দেব, অজিন-আসনে
বসাইলা ঈশানীরে। অমনি চৌদিকে
প্রফুল্লিল ফুলকুল ; মকরন্দ-লোভে
মাতি শিলীমুখবৃন্দ আইল ধাইয়া ;
বহিল মলয়-বায়ু ; গাইল কোকিল ;
নিশার শিশিরে ধৌত কুসুম-আসার
আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে ! উমার উরসে
(কি আর আছে রে বাসা সাজে মনসিজে
ইহা হতে !) কুসুমেষু, বসি কুতূহলে,
হানিলা, কুসুম-ধনুঃ টঙ্কারি কৌতুকে ৪২০
শর জাল ;—প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী !
লজ্জা-বেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে,
হাসি ভস্মে লুকাইল দেব বিভাবসু !
মোহন মুরতি ধরি, মোহি মোহিনীরে

কহিলা হাসিয়া দেব ; "জানি আমি, দেবি,
তোমার মনের কথা,—বাসব কি হেতু
শচী সহ অসিয়াছে কৈলাস-সদনে ;
কেন বা অকালে তোমা পূজে রঘুমণি ?
পরম ভকত মম নিকষানন্দন ;
কিন্তু নিজ কর্ম্ম-ফলে মজে দুষ্টমতি। ৪৩০
বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,
মহেশ্বরি ! হায়, দেবি, দেবে কি মানবে,
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি ?
পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র সমীপে।
সত্বর যাইতে তারে আদেশ, মহেশি,
মায়াদেবী-নিকেতনে। মায়ার প্রসাদে,
বধিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"
চলি গেলা মীনধ্বজ, নীড় ছাড়ি উড়ে
বিহঙ্গম-রাজ যথা, মুহুর্মুহুঃ চাহি
সে সুখ-সদন পানে ! ঘন রাশি রাশি, ৪৪০
স্বর্ণবর্ণ, সুবাসিত বাস শ্বাসি ঘন,
বরষি প্রসূনাসার—কমল, কুমুদী,
মালতী, সেঁউতি, জাতি, পারিজাত-আদি
মন্দ-সমীরণ-প্রিয়া—ঘিরিল চৌদিকে
দেবদেব মহাদেব মহাদেবী সহ।
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত হৈমময় দ্বারে
দাঁড়াইল বিধুমুখী মদন-মোহিনী,
অশ্রুময় আঁখি, আহা ! পতির বিহনে।
হেন কালে মধু সখা উতরিলা তথা
অমনি পসারি বাহু, উল্লাসে মন্মথ ৪৫০

আলিঙ্গন-পাশে বাঁধি তুষিলা ললনে
প্রেমালাপ। শুখাইল অশ্রুবিন্দু যথা
শিশির-নীরের বিন্দু শতদল-দলে,
দরশন দিলে ভানু উদয়-শিখরে।
পাই প্রাণ-ধনে ধনী মুখে মুখ দিয়া,
(সরস বসন্তকালে সারী শুক যথা)
কহিলেন প্রিয় ভাসে,—"বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে হে রতি-রঞ্জন !
কত যে ভাবিতেছিনু, কহিব কাহারে ?
বামদেব নামে, নাথ, সদা কাঁপি আমি, ৪৬০
স্মরি পূর্ব-কথা যত ! দুরন্ত হিংসক
শূলপাণি ! যেয়ো না গো আর তাঁর কাছে,
মোর কিরে প্রাণেশ্বর !" সুমধুর হাসে
উত্তরিলা পঞ্চশর ; "ছায়ার আশ্রমে,
কে কবে ভাস্কর করে ডরায় সুন্দরি।
চল এবে যাই যথা দেবকুল পতি।"
সুবর্ণ-আসনে যথা বসেন বাসব,
উতরি মন্মথ তথা, নিবেদিলা নমি
বারতা। আরোহি রথে দেবরাজ রথী
চলি গেলা দ্রুতগতি মায়ার সদনে ৪৭০
অগ্নিময় তেজঃ বাজী ধাইল অম্বরে,
অকম্প চামর শিরে ; গম্ভীর নির্ঘোষে
ঘোষিল রথের চক্র, চূর্ণি মেঘদলে।
কত ক্ষণে সহস্রাক্ষ উতরিলা বলী
যথা বিরাজেন মায়া। ত্যজি রথ বরে,
সুর-কুল রথীবর পশিলা দেউলে।

কত যে দেখিলা দেব কে পারে বর্ণিতে ?
সৌর-খরতর-কর-জাল-সংকলিত
আভাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী
শক্তীশ্বরী। কর-যোড়ে বাসব প্রণমি ৪৮০
কহিলা ;—"আশীষ দাসে, বিশ্ব-বিমোহিনি !"
আশীষি সুধিলা দেবী ;—"কহ কি কারণে,
গতি হেথা আজি তব, অদিতি-নন্দন ?"
উত্তরিলা দেবপতি—"শিবের আদেশে,
মহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে।
কহ দাসে, কি কৌশলে সৌমিত্রি জিনিবে
দশানন-পুত্রে কালি ? তোমার প্রসাদে
(কহিলেন বিরূপাক্ষ) ঘোরতর রণে
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"
ক্ষণ কাল চিন্তি দেবী কহিলা বাসবে ;— ৪৯০
"দুরন্ত তারকাসুর, সুর-কুল-পতি,
কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিমুখি
সমরে ; কৃত্তিকা-কুল-বল্লভ সেনানী,
পার্ব্বতীর গর্ভে জন্ম লভিলা তৎকালে।
বধিতে দানব-রাজে সাজাইলা বীরে
আপনি বৃষভ-ধ্বজ, সৃজি রুদ্র-তেজে
অস্ত্রে। এই দেখ, দেব, ফলক, মণ্ডিত
সুবর্ণে ; ওই যে অসি, নিবাসে উহাতে
আপন কৃতান্ত ; ওই দেখ, সুনাসীর,
ভয়ঙ্কর তূণীরে, অক্ষয়, পূর্ণ শরে, ৫০০
বিষাকর ফণী-পূর্ণ নাগ-লোক যথা !
ওই দেখ ধনুঃ, দেব !" কহিলা হাসিয়া,

হেরি সে ধনুর কান্তি, শচীকান্ত বলী,
"কি ছার ইহার কাছে দাসের এ ধনুঃ
রত্নময় ! দিবাকর-পরিধি যেমতি,
জ্বলিছে ফলক-বর—ধাঁধিয়া নয়নে !
অগ্নিশিখা-সম অসি মহাতেজস্কর !
হেন তূণ আর, মাতঃ, আছে কি জগতে ?"
"শুন দেব," (কহিলেন পুনঃ মায়াদেবী)
"ওই সব অস্ত্রবলে নাশিলা তারকে ৫১০
ষড়ানন। ওই সব অস্ত্রবলে, বলি,
মেঘনাদ-মৃত্যু, সত্য কহিনু তোমারে।
কিন্তু হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে,
দেব কি মানব, ন্যায়যুদ্ধে যে বধিবে
রাবণিরে। প্রের তুমি অস্ত্র রামানুজে,
আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কাপুরে,
রক্ষিব লক্ষণে, দেব, রাক্ষস-সংগ্রামে।
যাও চলি সুর-দেশে, সুরদল-নিধি।
ফুল-কুল-সখী ঊষা যখন খুলিবে
পূর্ব্বাশার হৈমদ্বারে পদ্মকর দিয়া। ৫২০
কালি, তব চির-ত্রাস, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিত-ত্রাস-হীন করিবে তোমারে—
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে !"

মহানন্দে দেব-ইন্দ্র বন্দিয়া দেবীরে,
অস্ত্র লয়ে গেলা চলি ত্রিদশ-আলয়ে।

বসি দেব-সভাতলে কনক-আসনে
বাসব, কহিলা শূর চিত্ররথ শূরে ;—
"যতনে লইয়া অস্ত্র, যাও মহাবলি,

স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে তুমি। সৌমিত্রি কেশরী
মায়ার প্রসাদে কালি বধিবে সমরে ৫৩০
মেঘনাদে কেমনে, তা দিবেন কহিয়া
মহাদেবী মায়া তারে! কহিও রাঘবে,
হে গন্ধর্ব্ব-কুল-পতি, ত্রিদিব-নিবাসী
মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষী তার; পার্ব্বতী আপনি
হর-প্রিয়া, সুপ্রসন্ন তার প্রতি আজি।
অভয় প্রদান তারে করিও সুমতি!
মরিলে রাবণি রণে, অবশ্য মরিবে
রাবণ; লভিবে পুনঃ বৈদেহী সতীরে।
বৈদেহী-মনোরঞ্জন রঘুকুল-মণি।
মোর রথে, রথীবর, আরোহণ করি ৫৪০
যাও চলি। পাছে তোমা হেরি লঙ্কা-পুরে,
বাধায় বিবাদ রক্ষঃ; মেঘদলে আমি
আদেশিব আবরিতে গগনে; ডাকিয়া
প্রভঞ্জনে, দিব আজ্ঞা ক্ষণ ছাড়ি দিতে
বায়ু-কুলে; বাহিরিয়া নাচিবে চপলা;
দম্ভোলি-গম্ভীর-নাদে পুরিব জগতে।"
প্রণমি দেবেন্দ্র-পদে, সাবধানে লয়ে
অস্ত্রে, চলি গেলা মর্ত্ত্যে চিত্ররথ রথী।
তবে দেব-কুল-নাথ ডাকি প্রভঞ্জনে
কহিলা, "প্রলয়-ঝড় উঠাও সত্বরে ৫৫০
লঙ্কাপুরে, বায়ুপতি; শীঘ্র দেহ ছাড়ি
কারাবদ্ধ বায়ুদলে; লহ মেঘদলে;
দ্বন্দ্ব ক্ষণ-কাল বৈরী বারি-নাথ সনে
নির্ঘোষে!" উল্লাসে দেব চলিলা অমনি,

ভাঙিলে শৃঙ্খল লম্ফী কেশরী যেমতি,
যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত
গিরি-গর্ভে। কত দূরে শুনিলা পবন
ঘোর কোলাহলে ; গিরি (দেখিলা) লড়িছে
অন্তরিত পরাক্রমে. অসমর্থ যেন
রোধিতে প্রবল বায়ু আপনার বলে। ৫৬০
শিলাময় দ্বার দেব খুলিলা পরশে।
হুহুঙ্কারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে
যথা অম্বুরাশি, যবে ভাঙে আচম্বিতে
জাঙাল ! কাঁপিল মহী ; গর্জ্জিল জলধি !
তুঙ্গ-শৃঙ্গধরাকারে তরঙ্গ-আবলী
কল্লোলিল, বায়ু-সঙ্গে রণরঙ্গে মাতি !
ধাইল চৌদিকে মন্দ্রে জীমূত ; হাসিল
ক্ষণপ্রভা ; কড়মড়ে নাদিল দম্ভোলি !
পলাইলা তারানাথ তারাদলে লয়ে।
ছাইল লঙ্কায় মেঘ, পাবক উগরি ৫৭০
রাশি রাশি ; বনে বৃক্ষ পড়িল উপড়ি
মড়মড়ে ; মহাঝড় বহিল আকাশে ;
বর্ষিল আসার যেন সৃষ্টি ডুবাইতে
প্রলয়ে। বৃষ্টিল শিলা তড়তড়তড়ে !
পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার ঘরে।
যথায় শিবির মাঝে বিরাজেন বলী
রাঘবেন্দ্র, আচম্বিতে উতরিলা রথী
চিত্ররথ, দিবাকর যেন অংশুমালী,
রাজ-আভরণ দেহে ! শোভে কটিদেশে
সারসন, রাশি-চক্র-সম তেজোরাশি, ৫৮০

ঝোলে তাহে অসিবর—ঝল ঝল ঝলে !
কেমনে বর্ণিবে কবি দেব-তূণ ধনুঃ,
চর্ম্ম, বর্ম্ম, শূল, সৌর-কিরীটের আভা
স্বর্ণময়ী ? দৈববিভা ধাঁধিল নয়নে
স্বর্গীয় সৌরভে দেশ পূরিল সহসা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিয়া, দেবদূত-পদে
রঘুবর জিজ্ঞাসিলা, "হে ত্রিদিববাসি,
ত্রিদিব ব্যতীত, আহা, কোন্ দেশে সাজে
এ হেন মহিমা, রূপে ? কেন হেথা আজি,
নন্দন-কানন ত্যজি, কহ এ দাসেরে ? ৫৯০
নাহি স্বর্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে ?
তবে যদি কৃপা, প্রভু, থাকে দাস প্রতি,
পাদ্য, অর্ঘ্য লয়ে বসো এই কুশাসনে।
ভিখারী রাঘব হায় !" আশীষিয়া রথী
কুশাসনে বসি তবে কহিলা সুস্বরে ;—
"চিত্ররথ নাম মম, শুন দাশরথি ;
চির-অনুচর আমি সেবি অহরহঃ
দেবেন্দ্রে ! গন্ধর্ব্বকুল আমার অধীনে।
আইনু এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে।
তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেবকুল সহ ৬০০
দেবেশ। এই যে অস্ত্র দেখিছ নৃমণি,
দিয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অনুজে
দেবরাজ। আবির্ভাবি মায়া মহাদেবী
প্রভাতে, দিবেন কহি, কি কৌশলে কালি
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।
দেবকুল-প্রিয় তুমি, রঘুকুল-মণি।

সুপ্রসন্ন তব প্রতি আপনি অভয়া !”
কহিলা রঘুনন্দন ; “আনন্দ-সাগরে
ভাসিনু, গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ শুভ সংবাদে !
অজ্ঞ নর আমি ; হায়, কেমনে দেখাব ৬১০
কৃতজ্ঞতা ? এই কথা জিজ্ঞাসি তোমারে ।”
হাসিয়া কহিলা দূত ; “শুন, রঘুমণি,
দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র-পালন,
ইন্দ্রিয়-দমন, ধর্ম্মপথে সদা গতি ;
নিত্য সত্য-দেবী-সেবা ; চন্দন, কুসুম,
নৈবেদ্য, কৌষিক-বস্ত্র আদি বলি যত ;
অবহেলা করে দেব, দাতা যে যদ্যপি
অসৎ ! এ সার কথা কহিনু তোমারে !”
প্রণমিলা রামচন্দ্র ; আশীষিয়া রথী
চিত্ররথ, দেবরথে গেলা দেবপুরে । ৬২০
থামিল তুমুল ঝড় ; শান্তিলা জলধি ;
হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারাদল সহ,
হাসিয়া কনক-লঙ্কা । তরল সলিলে
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহে
রজোময় ; কুমুদিনী হাসিল কৌতুকে ।
আইল ধাইয়া পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে, শিবা
শবাহারী ; পালে পালে গৃধিনী, শকুনি,
পিশাচ । রাক্ষসদল বাহিরিল পুনঃ
ভীম-প্রহরণ-ধারী—মত্ত বীরমদে । ৬২৯

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অস্ত্রলাভো নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

তৃতীয় সর্গ

প্রমোদ-উদ্যানে কাঁদে দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, পতি-বিরহে কাতরা যুবতী।
অশ্রুআঁখি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে
কভু, ব্রজ-কুঞ্জ-বনে, হায় রে, যেমতি
ব্রজবালা, নাহি হেরি কদম্বের মূলে
পীতধড়া পীতাম্বরে, অধরে মুরলী।
কভু বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুনঃ
বিরহিণী, শূন্য নীড়ে কপোতী যেমতি
বিবশা! কভু বা উঠি উচ্চ-গৃহ-চূড়ে,
এক-দৃষ্টে চাহে বামা দূর লঙ্কা পানে, ১০
অবিরল চক্ষুঃজল পুঁছিয়া আঁচলে!—
নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ, মন্দিরা,
গীত-ধ্বনি। চারি দিকে সখী-দল যত,
বিরস-বদন, মরি, সুন্দরীর শোকে!
কে না জানে ফুলকুল বিরস-বদনা,
মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী?
উতরিলা নিশা-দেবী প্রমোদ উদ্যানে।
শিহরি প্রমীলা সতী, মৃদু কল-স্বরে,
বাসন্তী নামেতে সখী বসন্ত-সৌরভা,
তার গলা ধরি কাঁদি কহিতে লাগিলা;— ২০
"ওই দেখ, আইল লো তিমির যামিনী,
কাল-ভুজঙ্গিনী-রূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি! কোথায়, সখি, রক্ষঃ-কুল-পতি,

অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি-কালে ?
এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী ;
কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না পারি ।
তুমি যদি পার, সই, কহ লো আমারে ।"
কহিলা বাসন্তী সখী, বসন্তে যেমতি
কুহরে বসন্তসখা,—"কেমনে কহিব
কেন প্রাণনাথ তব বিলম্বেন আজি ? ৩০
কিন্তু চিন্তা দূর তুমি কর, সীমন্তিনি !
ত্বরায় আসিবে শূর নাশিয়া রাঘবে ।
কি ভয় তোমার সখি ? সুরাসুর-শরে
অভেদ্য শরীর যাঁর, কে তারে আঁটিবে
বিগ্রহে ? আইস মোরা যাই কুঞ্জ-বনে ।
সরস কুসুম তুলি, চিকণিয়া গাঁথি
ফুলমালা । দোলাইও হাসি প্রিয় গলে
সে দামে, বিজয়ী রথ-চূড়ায় যেমতি
বিজয়-পতাকা লোক উড়ায় কৌতুকে ।"
এতেক কহিয়া দোঁহে পশিলা কাননে, ৪০
যথায় সরসী সহ খেলিছে কৌমুদী,
হাসাইয়া কুমুদেরে ; গাইছে ভ্রমরী ;
কুহরিছে পিকবর ; কুসুম ফুটিছে ;
শোভিছে আনন্দময়ী বনরাজী-ভালে
(মণিময় সিঁথিরূপে) জোনাকের পাঁতি ;
বহিছে মলয়ানিল, মর্ম্মরিছে পাতা ।
আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিলা দুজনে ।
কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আঁখি
মুক্তিল শিশির-নীরে, কে পারে কহিতে ?

কত দূরে হেরি বামা সূর্য্যমুখী দুঃখী, ৫০
মলিন-বদনা, মরি, মিহির-বিরহে,
দাঁড়াইয়া তার কাছে কহিলা সুস্বরে ;—
"তোর লো যে দশা এই ভোর নিশা-কালে,
ভানু-প্রিয়ে, আমিও লো সহি সে যাতনা !
আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে ।
এ পরাণ দহিছে লো বিচ্ছেদ-অনলে !
যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি
অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি !
আর কি পাইব আমি (ঊষার প্রসাদে
পাইবি যেমতি, সতি, তুই) প্রাণেশ্বর ?" ৬০
অবচয়ি ফুল-চয়ে সে নিকুঞ্জ-বনে,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, সখীরে সম্ভাষি
কহিলা প্রমীলা সতী ; "এই ত তুলিনু
ফুল-রাশি ; চিকণিয়া গাঁথিনু, স্বজনি,
ফুলমালা ; কিন্তু কোথা পাব সে চরণে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহে চাহি পূজিবারে !
কে বাঁধিল মৃগরাজে বুঝিতে না পারি ।
চল, সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে ।"
কহিল বাসন্তী সখী ; "কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি ? অলঙ্ঘ্য সাগর- ৭০
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে !
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-অরি ফিরিছে চৌদিকে
অস্ত্রপাণি, দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা !"
রুষিলা দানব-বালা প্রমীলা রূপসী !
"কি কহিলি, বাসন্তি ? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি

বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?
দানবনন্দিনী আমি ; রক্ষঃ কুল-বধূ ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ? ৮০
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে ;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি ?”
এতেক কহিয়া সতী, গজ-পতি-গতি,
রোষাবেশে প্রবেশিলা সুবর্ণ-মন্দিরে।
যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী,
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি, উতরিলা
নারী-দেশে, দেবদত্ত শঙ্খ-নাদে রুষি,
রণ-রঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে ;—
উথলিল চারি দিকে দুন্দুভির ধ্বনি ;
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি, ৯০
উলঙ্গিয়া অসিরাশি, কার্ম্মুক টঙ্কারি,
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে ! ঝক্ ঝক্ ঝকি
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী !
মন্দুরায় হ্রেষে অশ্ব, উর্দ্ধ কর্ণে শুনি
নূপুরের ঝণ্ঝণি, কিঙ্কিণীর বোলী,
ডমরুর রবে যথা নাচে কাল ফণী।
বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি,
গম্ভীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি
দূরে ! রঙ্গে গিরিশৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে,
নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি ;— ১০০
সহসা পূরিল দেশ ঘোর কোলাহলে।

নৃ-মুণ্ড-মালিনী নামে উগ্রচণ্ডা ধনী,
সাজাইয়া শত বাজী বিবিধ সাজনে,
মন্দুরা হইতে আনে অলিন্দের কাছে
আনন্দে। চড়িলা ঘোড়া একশত চেড়ী।
অশ্ব-পার্শ্বে কোষে অসি বাজিল ঝণ্‌ঝণি।
নাচিল শীর্ষক-চূড়া; দুলিল কৌতুকে
পৃষ্ঠে মণিময় বেণী তূণীরের সাথে।
হাতে শূল, কমলে কণ্টকময় যথা
মৃণাল। হ্রেষিল অশ্ব মগন হরষে, ১১০
দানব-দলনী-পদ্ম-পদ-যুগ ধরি
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি!
বাজিল সমর-বাদ্য; চমকিলা দিবে
অমর,পাতালে নাগ, নর নরলোকে!
রোষে লাজভয় ত্যজি সাজে তেজস্বিনী
প্রমীলা। কিরীট-ছটা কবরী-উপরি,
হায় রে, শোভিল যথা কাদম্বিনী-শিরে
ইন্দ্রচাপ! লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা,
ভৈরবীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা
শশিকলা! উচ্চ কুচ আবরি কবচে ১২০
সুলোচনা, কটিদেশে যতনে আঁটিলা
বিবিধ রতনময় স্বর্ণসারসনে।
নিষঙ্গের সঙ্গে পৃষ্ঠে ফলক দুলিল,
রবির পরিধি হেন ধাঁধিয়া নয়নে!
ঝকঝকি উরুদেশে (হায় রে, বর্তুল
যথা রম্ভা বন-আভা!) হৈমময় কোষে
শোভে খরসান অসি; দীর্ঘ শূল করে;

ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নানা আভরণ !
সাজিলা দানব-বালা, হৈমবতী যথা
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে, ১৩০
কিম্বা শুম্ভ, নিশুম্ভ, উন্মাদ বীর-মদে।
ডাকিনী যোগিনী সম বেড়িলা সতীরে
অশ্বারূঢ়া চেড়ীবৃন্দ। চড়িলা সুন্দরী
বড়বা নামেতে বামী—বাড়বাগ্নি-শিখা !
 গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
উচ্চৈঃস্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্ভাষি
সখীবৃন্দে ; "লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দী-সম এবে।
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে ? ১৪০
যাইব তাঁহার পাশে ; পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠ ;—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম ;
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে !
দানব-কুল-সম্ভবা আমরা, দানবি ;—
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষত-শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে !
অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা ; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে ?
চল সবে, রাঘবের হেরি বীরপণা ১৫০
দেখিব যে রূপ দেখি সূর্পণখা পিসী
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটী-বনে ;
দেখিব লক্ষ্মণ শূরে ; নাগ-পাশ দিয়া

বাঁধি লব বিভীষণে—রক্ষঃ-কুলাঙ্গারে !
দলিব বিপক্ষ-দলে, মাতঙ্গিনী যথা
নলবন। তোমরা লো বিদ্যুৎ-আকৃতি,
বিদ্যুতের গতি চল পড়ি অরি-মাঝে !"
নাদিল দানব-বালা হুহুঙ্কার রবে,
মাতঙ্গিনীযূথ যথা—মত্ত মধু-কালে !
যথা বায়ু সখা সহ দাবানল-গতি ১৬০
দুর্ব্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে
টলিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি ;
ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে ;—
কিন্তু নিশা-কালে কবে ধূম-পুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নি-শিখা ? অগ্নিশিখা-তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে।
কত ক্ষণে উতরিলা পশ্চিম দুয়ারে
বিধুমুখী। একবারে শত শঙ্খ ধরি
ধ্বনিলা, টঙ্কারি রোষে শত ভীম ধনুঃ,
স্ত্রীবৃন্দ ! কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে ; কাঁপিল ১৭০
মাতঙ্গে নিষাদী ; রথে রথী ; তুরঙ্গমে
সাদীবর ; সিংহাসনে রাজা ; অবরোধে
কুলবধূ ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে ;
পর্ব্বত-গহ্বরে সিংহ ; বন-হস্তী বনে ;
ডুবিল অতল জলে জলচর যত !
পবন-নন্দন হনূ ভীষণ-দর্শন,
রোষে অগ্রসরি শূর গরজি কহিলা ;—
"কে তোরা এ নিশা-কালে আইলি মরিতে ?
জাগে এ দুয়ারে হনূ, যার নাম শুনি

থরথরি রক্ষোনাথ কাঁপে সিংহাসনে ! ১৮০
আপনি জাগেন প্রভু রঘু-কুল-মণি,
সহ মিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি কেশরী,
শত শত বীর আর—দুর্দ্ধর্ষ সমরে !
কি রঙ্গে অঙ্গনা-বেশ ধরিলি দুর্ম্মতি ?
জানি আমি নিশাচর পরম-মায়াবী।
কিন্তু মায়া-বল আমি টুটি বাহু-বলে ;—
যথা পাই মারি অরি ভীম প্রহরণে।"

নৃ-মুণ্ড-মালিনী সখী (উগ্রচণ্ডা ধনী !)
কোদণ্ড টঙ্কারি রোষে কহিলা হুঙ্কারে ;—
"শীঘ্র ডাকি আন্ হেথা তোর সীতানাথে, ১৯০
বর্ব্বর ! কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী !
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে
ইচ্ছায়। শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে ?
দিনু ছাড়ি ; প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসি !
কি ফল বধিলে তোরে, অবোধ ? যা চলি,
ডাক্ সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণ ঠাকুরে,
রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক ডাক্ বিভীষণে !
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ—প্রমীলা সুন্দরী
পত্নী তাঁর ; বাহু-বলে প্রবেশিবে এবে
লঙ্কাপুরে, পতিপদ পূজিতে যুবতী ! ২০০
কোন্ যোধ সাধ্য, মূঢ়, রোধিতে তাঁহারে ?"

প্রবল পবন-বলে বলীন্দ্র পাবনি
হনু, অগ্রসরি শূর, দেখিলা সভয়ে
বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী।
ক্ষণ-প্রভা-সম বিভা খেলিছে কিরীটে ;

শোভিছে বরাঙ্গে বর্ম্ম, সৌর-অংশু-রাশি,
মণি-আভা সহ মিশি, শোভয়ে যেমনি !
বিস্ময় মানিয়া হনু ভাবে মনে মনে ;—
"অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, উতরিনু যবে
লঙ্কাপুরে, ভয়ঙ্করী হেরিনু ভীমারে, ২১০
প্রচণ্ডা, খর্পর খণ্ডা হাতে, মুণ্ডমালী।
দানব-নন্দিনী যত মন্দোদরী-আদি
রাবণের প্রণয়িনী, দেখিনু তা সবে।
রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে রক্ষঃ-কুল-বধূ,
(শশিকলা-সম রূপে) ঘোর নিশা-কালে,
দেখিনু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে।
দেখিনু অশোক-বনে (হায় শোকাকুলা)
রঘু-কুল-কমলেরে ;—কিন্তু নাহি হেরি
এ হেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে !
ধন্য বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে ২২০
প্রেম-পাশে বাঁধা সদা হেন সৌদামিনী !"
এতেক ভাবিয়া মনে-অঞ্জনা-নন্দন
(প্রভঞ্জন স্বনে যথা) কহিলা গম্ভীরে ;
"বন্দীসম শিলাবন্ধে বাঁধিয়া সিন্ধুরে,
হে সুন্দরি, প্রভু মম, রবি-কুল-রবি,
লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইলা এ পুরে।
রক্ষোরাজ বৈরী তাঁর ; তোমরা অবলা,
কহ, কি লাগিয়া হেথা আইলা অকালে ?
নির্ভয় হৃদয়ে কহ ; হনুমান্ আমি
রঘুদাস ; দয়া-সিন্ধু রঘু-কুল-নিধি। ২৩০
তব সাথে কি বিবাদ তাঁর, সুলোচনে ?

কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ ত্বরা করি ;
কি হেতু আইলা হেথা ? কহ, জানাইব
তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে।"
উত্তর করিলা সতী,—হায় রে, সে বাণী
পশিল হনূর কানে বীণাবাণী যথা
মধুমাখা !—"রঘুবর পতি-বৈরী মম :
কিন্তু তা বলিয়া আমি কভু না বিবাদি
তাঁর সঙ্গে। পতি মম বীরেন্দ্র-কেশরী,
নিজ-ভুজ-বলে তিনি ভুবন-বিজয়ী ; ২৪০
কি কাজ আমার যুঝি তাঁর রিপু সহ ?
অবলা, কুলের বালা, আমরা সকলে ;
কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুৎ-ছটা
রমে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে।
লও সঙ্গে, শূর, তুমি ওই মোর দূতী।
কি যাচ্ঞা করি আমি রামের সমীপে
বিবরিয়া কবে রামা ; যাও ত্বরা করি।"
নৃ-মুণ্ড-মালিনী দূতী, নৃ-মুণ্ড-মালিনী-
আকৃতি, পশিয়া ধনী অরি-দল-মাঝে
নির্ভয়ে, চলিলা যথা গরুৎমতী তরি, ২৫০
তরঙ্গ-নিকরে রঙ্গে করি অবহেলা,
অকূল সাগর-জলে ভাসে একাকিনী
আগে আগে চলে হনূ পথ দেখাইয়া।
চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশা-কালে
হেরি অগ্নি-শিখা ঘরে ! হাসিলা ভামিনী
মনে মনে। একদৃষ্টে চাহে বীর যত

দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে।
বাজিল নূপুর পায়ে, কাঞ্চী কটি-দেশে।
ভীমাকার শূল করে, চলে নিতম্বিনী ২৬০
জরজরি সর্ব্ব জনে কটাক্ষের শরে
তীক্ষ্ণতর। শিরোপরি শীর্ষকের চূড়া,
চন্দ্রক-কলাপময় নাচে কুতূহলে;
ধক্‌ধকে রত্নাবলী কুচ-যুগমাঝে
পীবর! দুলিছে পৃষ্ঠে মণিময় বেণী,
কামের পতাকা যথা উড়ে মধু-কালে!
নব-মাতঙ্গিনী-গতি চলিলা রঙ্গিণী,
আলো করি দশ দিশ, কৌমুদী যেমতি,
কুমুদিনী-সখী, ঝলে বিমল সলিলে,
কিম্বা ঊষা অংশুময়ী গিরিশৃঙ্গ-মাঝে! ২৭০
শিবিরে বসেন প্রভু রঘু-চূড়ামণি;
কর-পুটে শূর-সিংহ লক্ষ্মণ সম্মুখে,
পাশে বিভীষণ সখা, আর বীর যত,
রুদ্র-কুল-সমতেজঃ, ভৈরব মূরতি।
দেব-দত্ত অস্ত্র-পুঞ্জ শোভে পিঠোপরি,
রঞ্জিত রঞ্জনরাগে, কুসুম-অঞ্জলি-
আবৃত; পুড়িছে ধূপ ধূমি ধূপদানে;
সারি সারি চারি দিকে জ্বলিছে দেউটী।
বিস্ময়ে চাহেন সবে দেব-অস্ত্র পানে।
কেহ বাখানেন খড়্গ; চর্ম্মবর কেহ, ২৮০
সুবর্ণ-মণ্ডিত যথা দিবা অবসানে
রবির প্রসাদে মেঘ; তূণীর কেহ বা;
কেহ বর্ম্ম, তেজোরাশি! আপনি সুমতি

ধরি ধনুঃ-বরে করে কহিলা রাঘব ;
"বৈদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঙিনু পিনাকে
বাহু-বলে ; এ ধনুকে নারি গুণ দিতে !
কেমনে, লক্ষ্মণ ভাই নোয়াইবে এরে ?"
সহসা নাদিল ঠাট ; জয় রাম ধ্বনি
উঠিল আকাশ দেশে ঘোর কোলাহলে,
সাগর কল্লোল যথা ! ত্রস্ত রক্ষোরথী, ২৯০
দাশরথি পানে চাহি, কহিলা কেশরী ;—
"চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির বাহিরে।
নিশীথে কি উষা আসি উতরিলা হেথা ?"
বিস্ময়ে চাহিলা সবে শিবির বাহিরে।
"ভৈরবীরূপিণী বামা," কহিলা নৃমণি,
"দেবী কি দানবী, সখে, দেখ নিরখিয়া।
মায়াময় লঙ্কা-ধাম ; পূর্ণ ইন্দ্র-জালে ;
কাম-রূপী তবাগ্রজ। দেখ ভাল করি ;
এ কুহক তব কাছে অবিদিত নহে।
শুভক্ষণে, রক্ষোবর, পাইনু তোমারে ৩০০
আমি ! তোমা বিনা, মিত্র, কে আর রাখিবে
এ দুর্ব্বল বলে, কহ, এ বিপত্তি-কালে ?
রামের চির-রক্ষণ তুমি রক্ষপুরে !"
হেন কালে হনু সহ উতরিলা দূতী
শিবিরে। প্রণমি বামা কৃতাঞ্জলি-পুটে,
(ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি এক তানে !)
কহিলা ; "প্রণমি আমি রাঘবের পদে,
আর যত গুরুজনে ;—নৃ-মুণ্ড-মালিনী
নাম মম ; দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী,

বীরেন্দ্র কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী, ৩১০
তাঁর দাসী।” আশীষিয়া, বীর দাশরথি
সুধিলা, “কি হেতু, দূতি, গতি হেথা তব ?
বিশেষিয়া কহ মোরে, কি কাজে তুষিব
তোমার ভর্ত্রিণী, শুভে ? কহ শীঘ্র করি।”
উত্তরিলা ভীমা-রূপী ; “বীর-শ্রেষ্ঠ তুমি,
রঘুনাথ ! আসি যুদ্ধ কর তাঁর সাথে ;
নতুবা ছাড়হ পথ ! পশিবে রূপসী
স্বর্ণলংকাপুরে আজি পুজিতে পতিরে।
বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজ ভুজ-বলে ;
রক্ষোবধূ মাগে রণ ; দেহ রণ তারে, ৩২০
বীরেন্দ্র। রমণী শত মোরা ; যাহে চাহ,
যুঝিবে সে একাকিনী। ধনুর্ব্বাণ ধর,
ইচ্ছা যদি, নর-বর ; নহে চর্ম্ম অসি,
কিম্বা গদা, মল্ল-যুদ্ধে সদা মোরা রত !
যথারুচি কর, দেব ; বিলম্ব না সহে।
তব অনুরোধে সতী রোধে সখী-দলে,
চিত্রবাঘিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী,
মাতে যবে ভয়ংকরী—হেরি মৃগ-পালে।”
এতেক কহিয়া রামা শিরঃ নোমাইলা,
প্রফুল্ল কুসুম যথা (শিশিরমণ্ডিত) ৩৩০
বন্দে নোমাইয়া শিরঃ মন্দ সমীরণে !
উত্তরিলা রঘুপতি ; “শুন, সুকেশিনি,
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃ-পতি ; তোমরা সকলে
কুলবালা ; কুলবধূ ; কোন্ অপরাধে

বৈরি-ভাব আচরিব তোমাদের সাথে ?
আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক হৃদযে।
জনম রামের, রামা, রঘুরাজ-কুলে
বীরেশ্বর ; বীরপত্নী; হে সুনেত্রা দূতি,
তব ভর্ত্রী, বীরাঙ্গনা সখী তাঁর যত। ৩৪০
কত তাঁরে শত মুখে বাখানি, ললনে,
তাঁর পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা—
বিনা রণে পরিহার মাগি তার কাছে !
ধন্য ইন্দ্রজিৎ ! ধন্য প্রমীলা সুন্দরী !
ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে ;
বন-বাসী, ধন-হীন বিধি-বিড়ম্বনে ;
কি প্রসাদ, সুবদনে, (সাজে যা তোমারে)
দিব আজি ? সুখে থাক, আশীর্ব্বাদ করি !”
এতেক কহিয়া প্রভু কহিলা হনূরে :
“দেহ ছাড়ি পথ, বলি। অতি সাবধানে ৩৫০
শিষ্ট আচরণে তুষ্ট কর বামা-দলে।”
প্রণমিয়া সীতানাথে বাহিরিলা দূতী।
হাসিয়া কহিলা মিত্র বিভীষণ ; “দেখ,
প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া,
রঘুপতি ! দেখ, দেব, অপূর্ব্ব কৌতুক।
না জানি এ বামা-দলে কে আঁটে সমরে,
ভীমারূপী, বীর্য্যবতী চামুণ্ডা যেমতি—
রক্তবীজ-কুল-অরি ?” কহিলা রাঘব ;
“দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,
রক্ষোবর ! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি ! ৩৬০
মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে !

চল, মিত্র, দেখি তব ভ্রাতৃ-পুত্র-বধূ !”
যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,
অগ্নিময় দশ দিশ ; দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নির্ধূম আকাশে,
সুবর্ণি বারিদ-পুঞ্জে ! শুনিলা চমকি
কোদণ্ড-ঘর্ঘর ঘোর, ঘোড়া দড়বড়ি,
হুহুঙ্কার, কোষে বদ্ধ অসির ঝনঝনি ।
সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজনা,
ঝড় সঙ্গে বহে যেন কাকলী-লহরী ! ৩৭০
উড়িছে পতাকা—রত্ন-সঙ্কলিত-আভা ;
মন্দগতি আস্কন্দিতে নাচে বাজী-রাজী ;
বোলিছে ঘুঙ্ঘুরাবলী ঘুনু ঘুনু বোলে ।
গিরিচূড়াকৃতি ঠাট দাঁড়ায় দুপাশে
অটল, চলিছে মধ্যে বামা-কুল-দলে !
উপত্যকা-পথে যথা মাতঙ্গিনী-যূথ,
গরজে পূরিয়া দেশ, ক্ষিতি টলমলি ।
সর্ব্ব অগ্রে উগ্রচণ্ডা নৃ-মুণ্ড-মালিনী,
কৃষ্ণ-হয়ারূঢ়া ধনী ধ্বজ-দণ্ড করে
হৈমময় ; তার পাছে চলে বাদ্যকরী, ৩৮০
বিদ্যাধরী দল যথা, হায় রে ভূতলে
অতুলিত ! বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, মন্দিরা-
আদি যন্ত্র বাজে মিলি মধুর নিক্কণে !
তার পাছে শূল-পাণি বীরাঙ্গনা-মাঝে
প্রমীলা, তাহার দলে শশিকলা যথা !
পরাক্রমে ভীমা বামা । খেলিছে চৌদিকে
রতন-সম্ভবা বিভা ক্ষণ-প্রভা-সম ।

অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি
ধরিয়া কুসুম-ধনুঃ, মুহুর্মুহুঃ হানি
অব্যর্থ কুসুম-শরে ! সিংহ-পৃষ্ঠে যথা ৩৯০
মহিষ মর্দ্দিনী দুর্গা ; ঐরাবতে শচী
ইন্দ্রাণী ; খগেন্দ্র রমা উপেন্দ্র-রমণী,
শোভে বীর্য্যবতী সতী বড়বার পিঠে—
বড়বা, বামী-ঈশ্বরী, মণ্ডিত রতনে ;
ধীরে ধীরে, বৈরীদলে যেন অবহেলি,
চলি গেলা বামাকুল। কেহ টঙ্কারিলা
শিঞ্জিনী ; হুঙ্কারী কেহ উলঙ্গিলা অসি ;
আস্ফালিলা শূলে কেহ ; হাসিলা কেহ বা
অট্টহাসে টিটকারী ; কেহ বা নাদিলা,
গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিণী, ৪০০
বীর-মদে, কাম-মদে উন্মাদ ভৈরবী !

লক্ষ্য করি রক্ষোবরে, কহিলা রাঘব ;
"কি আশ্চর্য্য, নৈকষেয় ? কভু নাহি দেখি,
কভু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে !
নিশার স্বপন আজি দেখিনু কি জাগি ?
সত্য করি কহ মোরে, মিত্র-রত্নোত্তম।
না পারি বুঝিতে কিছু ; চঞ্চল হইনু
এ প্রপঞ্চ দেখি, সখে, বঞ্চো না আমারে।

চিত্ররথ-রথী-মুখে শুনিনু বারতা,
উরিবেন মায়া-দেবী দাসের সহায়ে ; ৪১০
পাতিয়া এ ছল সতী পশিলা কি আসি
লঙ্কাপুরে ? কহ, বুধ, কার এ ছলনা ?"

উত্তরিলা বিভীষণ ; "নিশার স্বপন

নহে এ, বৈদেহী-নাথ, কহিনু তোমারে।
কালনেমি নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে
সুরারি, তনয়া তার প্রমীলা সুন্দরী।
মহাশক্তি-অংশে, দেব, জনম বামার,
মহাশক্তি-সম তেজে! কার সাধ্য আঁটে
বিক্রমে এ দানবীরে? দম্ভোলী-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষে যে হর্য্যক্ষ বিমুখে সংগ্রামে, ৪২০
সে রক্ষেন্দ্রে, রাঘবেন্দ্র রাখে পদতলে
বিমোহিনী, দিগম্বরী যথা দিগম্বরে!
জগতের রক্ষা-হেতু গড়িলা বিধাতা
এ নিগড়ে, যাঁহে বাঁধা মেঘনাদ বলী—
মদ-কল কাল হস্তী! যথা বারি-ধারা
নিবারে কানন-বৈরী ঘোর দাবানলে,
নিবারে সতত সতী প্রেম-আলাপনে
এ কালাগ্নি! যমুনার সুবাসিত জলে
ডুবি থাকে কাল ফণী, দুরন্ত দংশক!
সুখে বসে বিশ্ববাসী, ত্রিদিবে দেবতা, ৪৩০
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে।"

কহিলেন রঘুপতি; "সত্য যা কহিলে,
মিত্রবর, রথীশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ রথী।
না দেখি এ হেন শিক্ষা এ তিন ভুবনে!
দেখিয়াছি ভৃগুরামে, ভৃগুমান্ গিরি-
সদৃশ অটল যুদ্ধে! কিন্তু শুভ ক্ষণে
তব ভ্রাতৃপুত্র, মিত্র, ধনুর্ব্বাণ ধরে!
এবে কি করিব, কহ, রক্ষঃকুল-মণি?
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে;

কে রাখে এ মৃগ-পালে ? দেখ হে চাহিয়া ৪৪০
উথলিছে চারি দিকে ঘোর কোলাহলে
হলাহল সহ সিন্ধু ! নীলকণ্ঠ যথা
(নিস্তারিণী-মনোহর) নিস্তারিলে ভবে,
নিস্তার এ বলে, সখে, তোমারি রক্ষিত !—
ভেবে দেখ মনে শূর, কাল সর্প তেজে
তবাগ্রজ, বিষ-দন্ত তার মহাবলী
ইন্দ্রজিৎ। যদি পারি ভাঙিতে প্রকারে
এ দন্তে, সফল তবে মনোরথ হবে :
নতুবা এসেছি মিছে সাগরে বাঁধিয়া
এ কনক লঙ্কাপুরে, কহিনু তোমারে।" ৪৫০
কহিল সৌমিত্রি শূর শির নোমাইয়া
ভ্রাতৃপদে : "কেন আর ডরিব রাক্ষসে,
রঘুপতি ? সুরনাথ সহায় যাহার,
কি ভয় তাহার, কভু এ ভব-মণ্ডলে ?
অবশ্য হইবে ধ্বংস কালি মোর হাতে
রাবণি। অধর্ম্ম কোথা কবে জয় লাভে
অধর্ম্ম-আচারী এই রক্ষঃ-কুলপতি ;
তার পাপে হত-বল হবে রণ-ভূমে
মেঘনাদ ; মরে পুত্র জনকের পাপে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে ৪৬০
কালি, কহিলেন চিত্ররথ সুর-রথী।
তবে এ ভাবনা, দেব, কর কি কারণে ?"
উত্তরিলা বিভীষণ ; "সত্য যা কহিলে,
হে বীর-কুঞ্জর। যথা ধর্ম্ম জয় তথা।
নিজ পাপে মজে, হায়, রক্ষঃ-কুল-পতি !

মরিবে তোমার শরে স্বরীশ্বর-অরি
মেঘনাদ ; কিন্তু তবু থাক সাবধানে ।
মহাবীর্য্যবতী এই প্রমীলা দানবী ;
নৃ-মুণ্ড-মালিনী, যথা নৃ-মুণ্ডমালিনী,
রণ প্রিয়া ! কাল সিংহী পশে যে বিপিনে, ৪৭০
তার পাশে বাস যার, সতর্ক সতত
উচিত থাকিতে তার । কখন্, কে জানে,
আসি আক্রমিবে ভীমা কোথায কাহারে !
নিশায় পাইলে রক্ষা, মরিবে প্রভাতে !"

কহিলেন রঘুমণি মিত্র বিভীষণে ;
"কৃপা করি, রক্ষোবর লক্ষ্মণেরে লয়ে,
দুযারে দুয়ারে সখে, দেখ সেনাগণে ;
কোথায় কে জাগে আজি ? মহাক্লান্ত সবে
বীরবাহু সহ রণে । দেখ চারি দিকে—
কি করে অঙ্গদ ; নীল মহাবলী ; ৪৮০
কোথা বা সুগ্রীব মিতা ? এ পশ্চিম দ্বারে
আপনি জাগিব আমি ধনুর্ব্বাণ হাতে ।"
"যে আজ্ঞা," বলিযা শূর বাহিরিলা লয়ে
উর্ম্মিলা-বিলাসী শূরে ; সুরপতি-সহ
তারক-সূদন যেন শোভিলা দুজনে,
কিম্বা তিবাম্পতি-সহ ইন্দু সুধানিধি ।—

লঙ্কার কনক-দ্বারে উতরিলা সতী
প্রমীলা । বাজিল শিঙ্গা, বাজিল দুন্দুভি
ঘোর রবে ; গরজিলা ভীষণ রাক্ষস,
প্রলয়ের মেঘ কিম্বা করিযূথ যথা ! ৪৯০
রোষে বিভূপাক্ষ রক্ষঃ প্রক্ষেড়ন করে ;

তালজঙ্ঘা—তাল-সম-দীর্ঘ-গদাধারী,
ভীমমূর্ত্তি প্রমত্ত ! হ্রেষিল অশ্বাবলী।
নাদে গজ ; রথ-চক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে ;
দুরন্ত কৌন্তিক কুল কুন্তে আস্ফালিল ;
উড়িল নারাচ, আচ্ছাদিয়া নিশানাথে !
অগ্নিময় আকাশ পুরিল কোলাহলে,
যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে,
উগরে আগ্নেয়গিরি অগ্নি-স্রোতোরাশি
নিশীথে ! আতঙ্কে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া।— ৫০০

উচ্চৈঃস্বরে কহে চণ্ডা নৃ-মুণ্ড-মালিনী ;
"কাহারে হানিস অস্ত্র, ভীরু, এ আঁধারে ?
নহি রক্ষোরিপু মোরা, রক্ষঃ-কুল-বধূ,
খুলি চক্ষুঃ দেখ চেয়ে।" অমনি দুয়ারী
টানিল হুড়ুকা ধরি হড় হড় হড়ে !
বজ্রশব্দে খুলে দ্বার। পশিলা সুন্দরী
আনন্দে কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।

যথা অগ্নি-শিখা দেখি পতঙ্গ-আবলী
ধায় রঙ্গে, চারিদিকে আইলা ধাইয়া
পৌর জন ; কুলবধূ দিলা হুলাহুলি, ৫১০
বরষি কুসুমাসারে ; যন্ত্র-ধ্বনি করি
আনন্দে বন্দিল বন্দি। চলিলা অঙ্গনা
আগ্নেয় তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে।
বাজাইল বীণা, বাঁশী মুরজ, মন্দিরা
বাদ্যকরী বিদ্যাধরী ; হেরি আস্কন্দিল
হয়-বৃন্দ ; ঝন্‌ঝনিল কৃপাণ পিধানে।
জননীর কোলে শিশু জাগিল চমকি।

খুলিয়া গবাক্ষ কত রাক্ষসী, যুবতী,
নিরীখিয়া দেখি সবে সুখে বাখানিলা
প্রমীলার বীরপণা। কতক্ষণে বামা ৫২০
উতরিলা প্রেমানন্দে পতির মন্দিরে—
মণিহারা ফণী যেন পাইল সে ধনে!
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ কহিলা কৌতুকে ;—
"রক্তবীজে বধি বুঝি এবে, বিধুমুখি,
আইলা কৈলাস-ধামে ? যদি আজ্ঞা কর,
পড়ি পদ-তলে তবে ; চিরদাস আমি
তোমার, চামুণ্ডে!" হাসি, কহিলা ললনা ;
"ও পদ-প্রসাদে, নাথ, ভব-বিজয়িনী
দাসী ; কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে।
অবহেলি শরানলে ; বিরহ-অনলে ৫৩০
(দুরূহ) ডরাই সদা ; তেঁই সে আইনু,
নিত্য নিত্য মন যারে চাহে, তাঁর কাছে!
পশিল সাগরে আসি রঙ্গে তরঙ্গিণী।"
এতেক কহিয়া সতী, প্রবেশি মন্দিরে,
ত্যজিলা বীর ভূষণে ; পরিলা দুকূলে
রতনময় আঁচল, আঁটিয়া কাঁচলি
পীন-স্তনী ; শ্রোণিদেশে ভাতিল মেখলা।
দুলিল হীরার হার, মুকুতা-আবলী
উরসে ; জ্বলিল ভালে তারা-গাঁথা সিঁথি
অলকে মণির আভা কুণ্ডল শ্রবণে। ৫৪০
পরি নানা আভরণ সাজিলা রূপসী।
ভাসিলা আনন্দ-নীরে রক্ষঃ-চূড়া-মণি
মেঘনাদ ; স্বর্ণাসনে বসিলা দম্পতী।

গাইল গায়ক-দল ; নাচিল নর্ত্তকী :
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী ত্রিদশ-আলয়ে
যথা ; ভুলি নিজ দুঃখ, পিঞ্জর-মাঝারে,
গায় পাখী ; উথলিল উৎস কলকলে,
সুধাংশুর-স্পর্শে যথা অম্বু-রাশি ।—
বহিল বাসন্তানিল মধুর সুস্বনে,
যথা যবে ঋতুরাজ, বনস্থলী সহ, ৫৫০
বিরলে করেন কেলি মধু মধুকালে ।
হেথা বিভীষণ সহ সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা উত্তর-দ্বারে ; সুগ্রীব সুমতি
জাগেন আপনি তথা বীর-দল সাথে,
বিন্ধ্য-শৃঙ্গ-বৃন্দ যথা—অটল সংগ্রামে !
পূরব দুয়ারে নীল, ভৈরব মূরতি :
বৃথা নিদ্রা দেবী তথা সাধিছেন তারে ।
দক্ষিণ দুয়ারে ফিরে কুমার অঙ্গদ,
ক্ষুধাতুর হরি যথা আহার-সন্ধানে,
কিম্বা নন্দী শূল-পানি কৈলাস শিখরে । ৫৬০
শত শত অগ্নি-রাশি জ্বলিছে চৌদিকে
ধূম-শূন্য ; মধ্যে লঙ্কা, শশাঙ্ক যেমনি
নক্ষত্র-মণ্ডল মাঝে স্বচ্ছ নভঃস্থলে ।
চারি দ্বারে বীর-ব্যূহ জাগে ; যথা যবে
বারিদ-প্রসাদে পুষ্ট শস্য-কুল বাড়ে
দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গড়ি ক্ষেত্র-পাশে,
তাহার উপরে কৃষী জাগে সাবধানে,
খেদাইয়া মৃগযূথে, ভীষণ মহিষে,
আর তৃণজীবী জীবে । জাগে বীরব্যূহ,

রাক্ষস কুলের ত্রাস, লঙ্কার চৌদিকে। ৫৭০
হৃষ্টমতি দুই জন চলিলা ফিরিয়া
যথায় শিবিরে বীর ধীর দাশরথি।
হাসিয়া কৈলাসে উমা কহিলা সম্ভাষি
বিজয়ারে, "লঙ্কা পানে দেখ লো চাহিয়া,
বিধুমুখি? বীর-বেশে পশিছে নগরে
প্রমীলা, সঙ্গিনী-দল সঙ্গে বরাঙ্গনা।
সুবর্ণ-কঞ্চুক-বিভা উঠিছে আকাশে!
সবিস্ময়ে দেখ ওই দাঁড়ায়ে নৃমণি
রাঘব, সৌমিত্রি, মিত্র বিভীষণ-আদি
বীর যত! হেন রূপ কার নর-লোকে? ৫৮০
সাজিনু এ বেশে আমি নাশিতে দানবে
সত্য-যুগে। ওই শোন ভয়ঙ্কর ধ্বনি!
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে টঙ্কারিছে বামা
হুঙ্কারে। বিকট ঠাট কাঁপিছে চৌদিকে!
দেখ লো নাচিছে চূড়া কবরী-বন্ধনে।
তুরঙ্গম-আস্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে
গৌরাঙ্গী, হায় রে মরি, তরঙ্গ-হিল্লোলে
কনক কমল যেন মানস-সরসে!"
উত্তরে বিজয়া সখী; "সত্য যা কহিলে,
হৈমবতি, হেন রূপ কার নর-লোকে? ৫৯০
জানি আমি বীর্য্যবতী দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, তোমার দাসী; কিন্তু ভাব মনে,
কিরূপে আপন কথা রাখিবে, ভবানি?
একাকী জগত-জয়ী ইন্দ্রজিৎ তেজে;
তা সহ মিলিল আসি প্রমীলা; মিলিল

বায়ু-সখী অগ্নি-শিখা সে বায়ুর সহ !
কেমনে রক্ষিবে রামে কহ, কাত্যায়নি ?
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে ?"
ক্ষণ কাল চিন্তি তবে কহিলা শঙ্করী
মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী, ৬০০
বিজয়ে ; হরিব তেজঃ কালি তার আমি।
রবিচ্ছবি-করস্পর্শে উজ্জ্বল যে মণি
আভা-হীন হয় সে, লো, দিবা-অবসানে :
তেমতি নিস্তেজাঃ কালি করিব বামারে।
অবশ্য লক্ষ্মণ শূর নাশিবে সংগ্রামে
মেঘনাদে ! পতি সহ আসিবে প্রমীলা
এ পুরে ; শিবের সেবা করিবে রাবণি ;
সখী করি প্রমীলারে তুষিব আমরা !"
    এতেক কহিয়া সতী পশিলা মন্দিরে।
মৃদুপদে নিদ্রা দেবী আইলা কৈলাসে ; ৬১০
লভিলা কৈলাস-বাসী কুসুম-শয়নে
বিরাম ; ভবের ভালে দীপি শশি-কলা,
উজলিল সুখ-ধাম রজোময় তেজে। ৬১৩

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ কাব্যে সমাগমো নাম
তৃতীয়ঃ সর্গঃ

চতুর্থ সর্গ

নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি ! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে !
তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি দিবা নিশি,
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ভব-দম দুরন্ত শমনে—
অমর ! শ্রীভর্ত্তৃহরি ; সূরী ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ ; ভারতের খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস—সুমধুর-ভাষী   ১০
মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি,
মনোহর ; কীর্ত্তিবাস, কীর্ত্তিবাস কবি,
এ বঙ্গের অলঙ্কার !—হে পিতঃ, কেমনে,
কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি !
গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল ; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা ; কিন্তু কোথা পাব
(দীন আমি !) রত্নরাজী, তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর ? কৃপা, প্রভু, কর আকিঞ্চনে !—   ২০
ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে,
সুবর্ণ-দীপ-মালিনী, রাজেন্দ্রাণী যথা

পত্রহারা ! ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা ;
নাচিছে নর্ত্তকী-বৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক ; নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী,
খল খল খল হাসি মধুর অধরে !
কেহ বা সুরতে রত, কেহ শীধু-পানে
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফল-ফুলে ;
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ ; বাতায়নে বাতি ;
জনস্রোতঃ রাজ-পথে বহিছে কল্লোলে, ৩০
যথা মহোৎসবে, যবে মাতে পুরবাসী।
রাশি রাশি পুষ্প-বৃষ্টি হইছে চৌদিকে—
সৌরভে পূরিয়া পুরী। জাগে লঙ্কা আজি
নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে,
কেহ নাহি সাধে তাঁরে পশিতে আলয়ে,
বিরাম-বর প্রার্থনে !—“মারিবে বীরেন্দ্র
ইন্দ্রজিৎ কালি রামে ; মারিবে লক্ষ্মণে ;
সিংহনাদে খেদাইবে শৃগাল-সদৃশ
বৈরী-দলে সিন্ধু পারে ; আনিবে বাঁধিয়া
বিভীষণে ; পলাইবে ছাড়িয়া চাঁদেরে ৪০
রাহু ; জগতের আঁখি জুড়াবে দেখিয়া
পুনঃ সে সুধাংশু-ধনে, ;” আশা মায়াবিনী,
পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে,
গাইছে গো এই গীত আজি রক্ষঃপুরে—
কেন না ভাসিবে রক্ষঃ আহ্লাদ-সলিলে ?

একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে ! দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,

ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে—
হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া। বাঘিনী ৫০
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে!
মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্যকান্ত মণি,
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে!
স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা! লড়িছে বিষাদে
মর্ম্মরিয়া পাতালকুল! বসেছে অরবে
শাখে পাখী! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে, যেন তরু, তাপি মনস্তাপে, ৬০
ফেলিয়াছে খুলি সাজ! দূরে প্রবাহিণী,
উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ-কাহিনী!
না পশে সুধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে।
ফোটে কি কমল। কভু সমল সলিলে?
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্ব রূপে!
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন! হেন কালে তথা
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণ-তলে, সরমা সুন্দরী— ৭০
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে!
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
কহিলা মধুর-স্বরে, "দুরন্ত চেড়ীরা,
তোমারে ছাড়িয়া, দেবি, ফিরিছে নগরে,

মহোৎসবে রত সবে আজি নিশা-কালে ;
এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পা দুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দূর ; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে
এ বেশ ? নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি ! ৮০
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি ?"
কৌটা খুলি, রাক্ষসবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে ; সিন্দূর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা ! তারা রত্ন যথা !
দিয়া ফোঁটা, পদ-ধূলি লইলা সরমা।
"ক্ষম, লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু ; কিন্তু চির-দাসী দাসী ও চরণে !"
এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে। আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটী ৯০
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশ দিশ ! মৃদু স্বরে কহিলা মৈথিলী ;—
"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি !
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে,
চিহ্ন-হেতু। সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—
এ কনক-লঙ্কাপুরে—ধীর রঘুনাথে !
মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে এ ধনে ?" ১০০

কহিলা সরমা ; "দেবি, শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ম্বর-কথা তব সুধা-মুখে ;
কেন বা আইলা বনে রঘু-কুল-মণি ।
কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি ? এই ভিক্ষা করি,—
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে !
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল ; এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী ।
কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে
এ চোর ? কি মায়া-বলে রাঘবের ঘরে ১১০
প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে ?"
যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারি-ধারা, কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারে,—"হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি ! পূর্ব্ব-কথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মনঃ দিয়া ।—
"ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে ; ছিনু ঘোর বনে, ১২০
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুর-বন-সম ।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি ।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার ? যোগাতেন আনি
নিত্য ফল মূল বীর সৌমিত্রি ; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু ; কিন্তু জীবনাশে

সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে!
"ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
রঘু-কুল-বধূ আমি; কিন্তু এ কাননে, ১৩০
পাইনু, সরমা সই, পরম পিরীতি!
কুটীরের চারি দিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি!
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিক-রাজ! কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি,
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি? শিখী সহ, শিখিনী-সুখিন
নাচিত দুয়ারে মোর! নর্ত্তক, নর্ত্তকী,
এ দোঁহার সম, রমা, আছে কি জগতে? ১৪০
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে;
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে,
মহাদরে; পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।—
সরসী আরসি মোর! তুলি কুবলয়ে,
(অমূল্য রতন-সম) পরিতাম কেশে; ১৫০
সাজিতাম ফুল-সাজে; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে।

হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে ?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব ; নয়নমণি ? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে ?"
এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে।
কাঁদিলা সরমা সতী তিতি অশ্রু-নীরে !
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি রক্ষোবধূ ১৬০
সরমা কহিলা সতী সীতার চরণে :—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে ; কি কাজ স্মরিয়া ?—
হেরি তব অশ্রু-বারি ইচ্ছি মরিবারে !"
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা (কাদম্বা যেমতি
মধু-স্বরা !) ; "এ অভাগী, হায়, লো সুভগে,
যদি না কাঁদিবে তবে কে আর কাঁদিবে
এ জগতে ? কহি, শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি, ১৭০
বারি-রাশি দুই পাশে ; তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন, লো সরমে।
কে আছে সীতার আর এ অররু-পুরে ?
"পঞ্চবটী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি ? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে ;

সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুর-বালা-কেলি ১৮০
পদ্মবনে ; কভু সাধবী ঋষি-বংশ-বধূ
সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে !
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে !)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরু-মূলে,
সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিণী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি ।
নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু-সহ ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে ১৯০
দম্পতি, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে ! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে !
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে ; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি ! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণ-তলে ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে ; কত যে আদরে ২০০
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে ? কব বা কেমনে ?
শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে,

আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা
পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে ;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা ! এখনও এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী !—
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি, ২১০
সে সঙ্গীত ?"—নীরবিলা আয়ত-লোচনা
বিষাদে। কহিলা তবে সরমা সুন্দরী—
"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজ-ভোগে ! ইচ্ছা করে, ত্যজি
রাজ্য-সুখ, যাই চলি হেন বন-বাসে !
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজ গুণে আলো করে বনে
সে কিরণ ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে ! ২২০
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্ব জন তথা,
জগত-আনন্দ তুমি, ভুবন-মোহিনী !
কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে
রক্ষঃপতি ? শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে !
দেখ চেয়ে, নীলাম্বরে শশী, যাঁর আভা
মলিন তোমার রূপে, পিইছেন হাসি ২৩০

তব বাক্য-সুধা, দেবি, দেব সুধানিধি !
নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত,
শুনিবারে ও কাহিনী, কহিনু তোমারে
এ সবার সাধ, সাধিব, মিটাও কহিয়া।"
কহিলা রাঘব-প্রিয়া ; "এইরূপে, সখি,
কাটাইনু কত কাল পঞ্চবটী-বনে
সুখে। ননদিনী তব, দুষ্টা সূর্পণখা,
বিষম জঞ্জাল আসি ঘটাইল শেষে !
শরমে, সরমা সই, মরি লো স্মরিলে
তার কথা ! ধিক্ তারে ! নারী-কুল-কালি। ২৪০
চাহিল মারিয়া মোরে বরিতে বাঘিনী
রঘুবরে ! ঘোর রোষে সৌমিত্রি কেশরী
খেদাইলা দূরে তারে। আইল ধাইয়া
রাক্ষস, তুমুল রণ বাজিল কাননে।
সভয়ে পশিনু আমি কুটীর মাঝারে।
কোদণ্ড-টঙ্কারে, সখি, কত যে কাঁদিনু,
কব কারে ? মুদি আঁখি, কৃতাঞ্জলি-পুটে
ডাকিনু দেবতা-কুলে রক্ষিতে রাঘবে !
আর্ত্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে।
অজ্ঞান হইয়া আমি পরিনু ভূতলে। ২৫০
"কত ক্ষণ এ দশায় ছিনু যে, সজনি
নাহি জানি ; জাগাইলা পরশি দাসীরে
রঘুশ্রেষ্ঠ। মৃদু স্বরে, (হায় লো, যেমতি
স্বনে মন্দ সমীরণ কুসুম-কাননে
বসন্তে !) কহিল কান্ত ; 'উঠ প্রাণেশ্বরি,
রঘুনন্দনের ধন ! রঘু-রাজ-গৃহ-

আনন্দ। এই কি শয্যা সাজে হে তোমারে,
হেমাঙ্গি ?'—সরমা সখি, আর কি শুনিব
সে মধুর ধ্বনি আমি ?"—সহসা পড়িলা
মূর্চ্ছিত হইয়া সতী ; ধরিল সরমা ! ২৬০

যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ, শুনিয়া
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষ-শাখে, হানে
স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম-আঘাতে
ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমতি
সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে !

কত ক্ষণে চেতন পাইলা সুলোচনা।
কহিলা সরমা কাঁদি; "ক্ষম দোষ মম,
মৈথিলি ! এ ক্লেশ আজি দিনু অকারণে,
হায় জ্ঞানহীন আমি !" উত্তর করিলা
মৃদু স্বরে সুকেশিনী রাঘব-বাসনা ;— ২৭০
"কি দোষ তোমার, সখি ? শুন মনঃ দিয়া,
কহি পুনঃ পূর্ব্ব-কথা। মারীচ কি ছলে
(মরুভূমে মরীচিকা, ছলযে যেমতি !)
ছলিল, শুনেছ তুমি সূর্পণখা-মুখে।
হায় লো, কুলগ্নে, সখি, মগ্ন লোভ-মদে,
মাগিনু কুরঙ্গে আমি ; ধনুর্ব্বাণ ধরি,
বাহিরিলা রঘুপতি, দেবর লক্ষ্মণে
রক্ষা-হেতু রাখি ঘরে। বিদ্যুৎ-আকৃতি
পলাইল মায়া-মৃগ, কানন উজলি,
বারণারি-গতি নাথ ধাইলা পশ্চাতে— ২৮০
হারানু নয়ন-তারা আমি অভাগিনী !

"সহসা শুনিনু, সখি, আর্ত্তনাদ দূরে—

'কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই, এ বিপত্তি-কালে ?
মরি আমি !' চমকিলা সৌমিত্রি কেশরী !
চমকি ধরিয়া হাত, করিনু মিনতি ;—
'যাও বীর ; বায়ু-গতি পশ এ কাননে ;
দেখ, কে ডাকিছে তোমা ? কাঁদিয়া উঠিল
শুনি এ নিনাদ, প্রাণ ! যাও ত্বরা করি—
বুঝি রঘুনাথ তোমা ডাকিছেন, রথি !
কহিলা সৌমিত্রি ; 'দেবি, কেমনে পালিব ২৯০
আজ্ঞা তব ? একাকিনী কেমনে রহিবে
এ বিজন বনে তুমি ? কত যে মায়াবী
রাক্ষস ভ্রমিছে হেথা, কে পারে কহিতে ?
কাহারে ডরাও তুমি ? কে পারে হিংসিতে
রঘুবংশ-অবতংসে এ তিন ভুবনে,
ভৃগুরাম-গুরু বলে ?'—আবার শুনিনু
আর্ত্তনাদ ; 'মরি আমি ! এ বিপত্তি-কালে,
কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই ?—কোথায় জানকি ?'
ধৈরয ধরিতে আব নারিনু স্বজনি ।
ছাড়ি লক্ষ্মণের হাত, কহিনু কুক্ষণে ;—
'সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী ;
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে,
নিষ্ঠুর ? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর ! ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু দুর্ম্মতি !
রে ভীরু, রে বীর-কুল-গ্লানি, যাব আমি,
দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে
দূর বনে ?' ক্রোধ-ভরে, আরক্ত-নয়নে

বীরমণি, ধরি ধনু, বাঁধিলা নিমিষে
পৃষ্ঠে তূণ, মোর পানে চাহিয়া কহিলা ;— ৩১০
'মাতৃ-সম মানি তোমা জনক-নন্দিনি,
মাতৃ-সম ! তেঁই সহি এ বৃথা গঞ্জনা !
যাই আমি ! গৃহমধ্যে থাক সাবধানে।
কে জানে কি ঘটে আজি ? নহে দোষ মম ;
তোমার আদেশে আমি ছাড়িনু তোমারে।'
এতেক কহিয়া শূর পশিলা কাননে।
"কত যে ভাবিনু আমি বসিয়া বিরলে,
প্রিয়সখি, কহিব তা কি আর তোমারে ?
বাড়িতে লাগিল বেলা ; আহ্লাদে নিনাদি,
কুরঙ্গ, বিহঙ্গ-আদি মৃগ-শিশু যত, ৩২০
সদাব্রত-ফলাহারী, করভ করভী
আসি উতরিল সবে। তা সবার মাঝে
চমকি দেখিনু যোগী, বৈশ্বানর-সম
তেজস্বী, বিভূতি অঙ্গে, কমণ্ডলু করে,
শিরে জটা। হায়, সখি, জানিতাম যদি
ফুল-রাশি মাঝে দুষ্ট কাল-সর্প-বেশে,
বিমল সলিলে বিষ, তা হলে কি কভু
ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে ?
"কহিল মায়াবী ; 'ভিক্ষা দেহ, রঘুবধূ,
(অন্নদা এ বনে তুমি !) ক্ষুধার্ত্ত অতিথে।' ৩৩০
"আবরি বদন আমি ঘোমটায়, সখি,
কর-পুটে কহিনু, 'অজিনাসনে বসি,
বিশ্রাম লভুন প্রভু তরু-মূলে ; অতি-
ত্বরায় আসিবে ফিরি রাঘবেন্দ্র যিনি,

সৌমিত্রি ভ্রাতার সহ।' কহিল দুর্ম্মতি—
(প্রতারিত রোষ আমি নারিনু বুঝিতে)
'ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আমি, কহিনু তোমারে
দেহ ভিক্ষা ; নহে কহ, যাই অন্য স্থলে।
অতিথি-সেবায় তুমি বিরত কি আজি,
জানকি ? রঘুবংশে চাহ কি ঢালিতে ৩৪০
এ কলঙ্ক-কালি, তুমি রঘু-বধূ ? কহ,
কি গৌরবে অবহেলা কর ব্রহ্ম-শাপে ?
দেহ ভিক্ষা ; শাপ দিয়া নহে যাই চলি।
দুরন্ত রাক্ষস এবে সীতাকান্ত অরি—
মোর শাপে।'—লজ্জা ত্যজি, হায় লো স্বজনি,
ভিক্ষা-দ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিনু ভয়ে,—
না বুঝে পা দিনু ফাঁদে ; অমনি ধরিল
হাসিয়া ভাসুর তব আমায় তখনি ;

"একদা বিধুবদনে ; রাঘবের সাথে
ভ্রমিতেছিনু কাননে ; দূর গুল্ম-পাশে ৩৫০
চরিতেছিল হরিণী ! সহসা শুনিনু
ঘোর নাদ ; ভয়াকুলা দেখিনু চাহিয়া
ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে !
'রক্ষ, নাথ,' বলি আমি পড়িনু চরণে ;
শরানলে শূর-শ্রেষ্ঠ ভস্মিলা-শার্দ্দূলে
মুহূর্ত্তে ! যতনে তুলি বাঁচাইনু আমি
বন-সুন্দরীরে, সখি। রক্ষঃ-কুল-পতি,
সেই শার্দ্দূলের রূপে, ধরিল আমারে।
কিন্তু কেহ না আইল বাঁচাইতে, ধনি,
এ অভাগা হরিণীরে এ বিপত্তি-কালে। ৩৬০

পূরিনু কানন আমি হাহাকার রবে।
শুনিনু ক্রন্দন-ধ্বনি ; বনদেবী বুঝি
দাসীর দশায়। মাতা কাতরা, কাঁদিলা !
কিন্তু বৃথা সে ক্রন্দন ! হুতাশন-তেজে
গলে লৌহ ; বারি-ধারা দমে কি তাহারে ?
অশ্রু-বিন্দু মানে কি লো কঠিন যে হিয়া ?
"দূরে গেল জটাজূট ; কমণ্ডলু দূরে !
রাজরথী-বেশে মূঢ় আমায় তুলিল
স্বর্ণ-রথে। কহিল যে কত দুষ্টমতি,
কভু রোষে গর্জ্জি, কভু সুমধুর স্বরে. ২৭১
স্মরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে সরমা ?
"চালাইল রথ রথী। কাল-সর্প-মুখে
কাঁদে যথা ভেকী, আমি কাঁদিনু, সুভগে,
বৃথা ! স্বর্ণ-রথ-চক্র ঘর্ঘরি নির্ঘোষে,
পূরিল কানন-রাজী, হায়, ডুবাইয়া
অভাগীর আর্ত্তনাদ ; প্রভঞ্জন-বলে
ত্রস্ত তরুকুল যবে নড়ে মড়মড়ে,
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী ?
ফাঁফর হইয়া সখি, খুলিনু সত্বরে
কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা, ২৮০
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী ; ছড়াইনু পথে ;
তেঁই লো এ পোড়া দেহে নাহি, রক্ষোবধূ,
আভরণ। বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে।"
নীরবিলা শশিমুখী। কহিলা সরমা,—
"এখনও তৃষাতুর এ দাসী, মৈথিলি ;
দেহ সুধা-দান তারে। সফল করিলা

শ্রবণ-কুহর আজি আমার !" সুস্বরে
পুনঃ আরম্ভিলা তবে ইন্দু-নিভাননা ;—
"শুনিতে লালসা যদি, শুন লো ললনে ।
বৈদেহীর দুঃখ-কথা কে আর শুনিবে ?— ৩৯০
"আনন্দে নিষাদ যথা ধরি ফাঁদে পাখী
যায় ঘরে, চালাইল রথ লঙ্কাপতি ;
হায় লো, সে পাখী যথা ফাঁদে ছটফটি
ভাঙিতে শৃঙ্খল তার, কাঁদিনু সুন্দরি !
"হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ,
(আরাধিনু মনে মনে) এ দাসীর দশা
ঘোর রবে কহ যথা রঘু-চূড়া-মণি,
দেবর লক্ষ্মণ মোর, ভুবন বিজয়ী ।
হে সমীর, গন্ধবহ তুমি ; দূত-পদে
বরিনু তোমায় আমি, যাও ত্বরা করি ৪০০
যথায় ভ্রমেন প্রভু ! হে বারিদ, তুমি
ভীমনাদী, ডাক নাথে গম্ভীর নিনাদে !
হে ভ্রমর মধুলোভি, ছাড়ি ফুল-কুলে
গুঞ্জর নিকুঞ্জে, যথা রাঘবেন্দ্র বলী,
সীতার বারতা তুমি ; গাও পঞ্চ স্বরে
সীতার দুঃখের গীত, তুমি মধু-সখা
কোকিল ? শুনিবে প্রভু তুমি হে গাইলে !'
এইরূপে বিলাপিনু, কেহ না শুনিল ।
"চলিল কনক-রথ ; এড়াইতে দ্রুতে
অভ্রভেদী গিরি-চূড়া, বন, নদ, নদী, ৪১০
নানা দেশ । স্বনয়নে দেখেছ, সরমা,
পুষ্পকের গতি তুমি ; কি কাজ বর্ণিয়া ?—

"কত ক্ষণে সিংহনাদ শুনিনু সম্মুখে
ভয়ংকর! থরথরি আতঙ্কে কাঁপিল
বাজী-রাজী, স্বর্ণরথ চলিল অস্থিরে!
দেখিনু, মিলিয়া আঁখি, ভৈরব-মূরতি
গিরি-পৃষ্ঠে বীর, যেন প্রলয়ের কালে
কালমেঘ! 'চিনি তোরে,' কহিলা গম্ভীরে
বীর-বর, 'চোর তুই, লঙ্কার রাবণ;
কোন্ কুলবধূ আজি হরিলি দুর্ম্মতি? ৪২০
কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে
প্রেম-দীপ? এই তোর নিত্য কর্ম্ম, জানি।
অস্ত্রী-দল-অপবাদ ঘুচাইব আজি
বধি তোরে তীক্ষ্ণ শরে! আয় মূঢ়মতি!
ধিক্ তোরে রক্ষোরাজ! নির্লজ্জ পামর
আছে কি রে তোর সম এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে?'
এতেক কহিয়া, সখি গর্জ্জিলা শূরেন্দ্র!
অচেতন হয়ে আমি পড়িনু ক্রন্দনে!
"পাইয়া চেতন পুনঃ দেখিনু রয়েছি
ভূতলে। গগন-মার্গে রথে রক্ষোরথী ৪৩০
যুঝিছে সে বীর-সঙ্গে হুহুঙ্কার-নাদে।
অবলা-রসনা, ধনি, পারে কি বর্ণিতে
সে রণে? সভয়ে আমি মুদিনু নয়ন!
সাধিনু দেবতা-কুলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
সে বীরের পক্ষে হয়ে নাশিতে রাক্ষসে,
অরি মোর; উদ্ধারিতে বিষম সংকটে
দাসীরে! উঠিনু ভাবি পশিব বিপিনে,
পলাইব দূর দেশে। হায় লো, পড়িনু,

আছাড় খাইয়া, যেন ঘোর ভূকম্পনে !
আরাধিনু বসুধারে—‘এ বিজন দেশে, ৪৪০
মা আমার, হয়ে দ্বিধা, তব বক্ষঃস্থলে
লহ অভাগীরে, সাধিব ! কেমনে সহিছ
দুঃখিনী মেয়ের জ্বালা ? এস শীঘ্র করি !
ফিরিয়া আসিবে দুষ্ট ; হায়, মা, যেমতি
তস্কর আইসে ফিরি, ঘোর নিশাকালে,
পুঁতি যথা রত্ন-রাশি রাখে সে গোপনে—
পর-ধন ! আসি মোরে তরাও, জননি !’

“বাজিল তুমুল যুদ্ধ গগনে, সুন্দরি ;
কাঁপিল বসুধা ; দেশ পূরিল আরবে !
অচেতন হৈনু পুনঃ। শুন, লো ললনে, ৪৫০
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূর্ব্ব কাহিনী।—
দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী
মা আমার ! দাসী-পাশে আসি দয়াময়ী
কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী ;—
‘বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে
রক্ষোরাজ ; তোর হেতু সবংশে মজিবে
অধম ! এ ভার আমি সহিতে না পারি,
ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে !
যে কুক্ষণে তোর তনু ছুঁইল দুর্ম্মতি
রাবণ, জানিনু আমি, সুপ্রসন্ন বিধি ৪৬০
এত দিনে মোর প্রতি ; আশীষিনু তোরে।
জননীর জ্বালা দূর করিলি, মৈথিলি !—
ভবিতব্য-দ্বার আমি খুলি, দেখ চেয়ে।’

“দেখিনু সম্মুখে, সখি, অভ্রভেদী গিরি ;

পঞ্চ জন বীর তথা নিমগ্ন সকলে
দুঃখের সলিলে যেন ! হেন কালে আসি
উতরিলা রঘুপতি লক্ষ্মণের সাথে ।
বিরস-বদন নাথে হেরি, লো স্বজনি,
উতলা হইনু কত, কত যে কাঁদিনু
কি আর কহিব তার ? বীর পঞ্চ জনে ৪৭০
পূজিল রাঘব-রাজে, পূজিল অনুজে ।
একত্রে পশিলা সবে সুন্দর নগরে ।
"মারি সে দেশের রাজা তুমুল সংগ্রামে
রঘুবীর, বসাইলা রাজ-সিংহাসনে
শ্রেষ্ঠ যে পুরুষ-বর পঞ্চ জন মাঝে ।
ধাইল চৌদিকে দূত ; আইলা ধাইয়া
লক্ষ লক্ষ বীর-সিংহ ঘোর কোলাহলে ।
কাঁপিল বসুধা, সখি, বীর-পদ-ভরে !
সভয়ে মুদিনু আঁখি ! কহিলা হাসিয়া
মা আমার, 'কারে ভয় করিস্, জানকি ? ৪৮০
সাজিছে সুগ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে,
মিত্রবর । বধিল যে শূরে তোর স্বামী,
বালি নাম ধরে রাজা বিখ্যাত জগতে ।
কিষ্কিন্ধ্যা নগর ওই । ইন্দ্র-তুল্য বলী-
বৃন্দ চেয়ে দেখ্ সাজে ।' দেখিনু চাহিয়া,
চলিছে বীরেন্দ্র-দল জল-স্রোতঃ যথা
বরিষায়, হুহুঙ্কারি ! ঘোর মড়মড়ে
ভাঙিল নিবিড় বন ; শুখাইল নদী ;
ভয়াকুল বন-জীব পলাইল দূরে ;
পূরিল জগত, সখি, গম্ভীর নির্ঘোষে । ৪৯০

"উত্তরিলা সৈন্য-দল সাগরের তীরে।
দেখিনু, সরমা সখি, ভাসিল সলিলে
শিলা ; শৃঙ্গধরে ভরি, ভীম পরাক্রমে
উপাড়ি, ফেলিল জলে বীর শত শত।
বাঁধিল অপূর্ব্ব সেতু শিল্পিকুল মিলি।
আপনি বারীশ পাশী প্রভুর আদেশে,
পরিলা শৃঙ্খল পায়ে! অলঙ্ঘ্য সাগরে
লঙ্ঘি, বীর-মদে পার হইল কটক।
টলিল এ স্বর্ণ-পুরী বৈরী-পদ-চাপে,—
'জয়, রঘুপতি, জয়!' ধ্বনিল সকলে! ৫০০
কাঁদিনু হরষে, সখি! সুবর্ণ-মন্দিরে
দেখিনু সুবর্ণাসনে রক্ষঃ-কুল-পতি।
আছিল সে সভাতলে ধীর ধর্ম্মসম
বীর এক ; কহিল সে 'পূজ রঘুবরে,
বৈদেহীরে দেহ ফিরি ; নতুবা মরিবে
সবংশে!' সংসার-মদে মত্ত রাঘবারি,
পদাঘাত করি তারে কহিল কুবাণী!
অভিমানে গেলা চলি সে বীর-কুঞ্জর
যথা প্রাণনাথ মোর!"—কহিলা সরমা,
"হে দেবি, তোমার দুঃখে কত যে দুঃখিত ৫১০
রক্ষোরাজানুজ বলী, কি আর কহিব?
দুজনে আমরা সতি, কত যে কেঁদেছি
ভাবিয়া তোমার কথা, কে পারে কহিতে?"
"জানি আমি," উত্তরিলা মৈথিলী রূপসী,—
"জানি আমি বিভীষণ উপকারী মম
পরম! সরমা সখি, তুমিও তেমনি!

আছে যে বাঁচিয়া হেথা অভাগিনী সীতা,
সে কেবল, দয়াবতি, তব দয়া-গুণে !
কিন্তু কহি, শুন মোর অপূর্ব্ব স্বপন ;—
"সাজিল রাক্ষসবৃন্দ যুঝিবার আশে ; ৫২০
বাজিল রাক্ষস বাদ্য ; উঠিল গগনে
নিনাদ। কাঁপিনু, সখি, দেখি বীর-দলে,
তেজে হুতাশন-সম, বিক্রমে কেশরী।
কত যে হইল রণ, কহিব কেমনে ?
বহিল শোণিত-নদী ! পর্ব্বত-আকারে
দেখিনু শবের রাশি, মহাভয়ঙ্কর।
আইল কবন্ধ, ভূত, পিশাচ, দানব,
শকুনি, গৃধিনী আদি যত মাংসাহারী
বিহঙ্গম ; পালে পালে শৃগাল ; আইল
অসংখ্য কুক্কুর। লঙ্কা পূরিল ভৈরবে। ৫৩০
"দেখিনু কর্ব্বুর-নাথে পুনঃ সভাতলে,
মলিন বদন এবে, অশ্রুময় আঁখি,
শোকাকুল ! ঘোর রণে রাঘব-বিক্রমে
লাঘব-গরব, সই ! কহিল বিষাদে
রক্ষোরাজ, 'হায় বিধি, এই কি রে ছিল
তোর মনে ? যাও সবে, জাগাও যতনে
শূলী-শম্ভু-সম ভাই কুম্ভকর্ণে মম।
কে রক্ষিবে রক্ষঃ-কুলে সে যদি না পারে ?
ধাইল রাক্ষস-দল ; বাজিল বাজনা
ঘোর রোলে ; নারী-দল দিল হুলাহুলি। ৫৪০
বিরাট-মূরতি-ধর পশিল কটকে
রক্ষোরথী। প্রভু মোর তীক্ষ্ণতর শরে,

(হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার লো জগতে ?)
কাটিল তাহার শিরঃ ! মরিল অকালে
জাগি সে দুরন্ত শূর । জয় রাম ধ্বনি
শুনিনু হরষে, সই ! কাঁদিল রাবণ !
কাঁদিল কনক-লঙ্কা হাহাকার রবে !
"চঞ্চল হইনু, সখি, শুনিয়া চৌদিকে
ক্রন্দন ! কহিনু মায়ে, ধরি পা দুখানি,
'রক্ষ-কুল- দুঃখে বুক ফাটে, মা আমার ! ৫৫০
পরেরে কাতর দেখি সতত কাতরা
এ দাসী ; ক্ষম, মা, মোরে !' হাসিয়া কহিলা
বসুধা, 'লো রঘুবধূ, সত্য যা দেখিলি !
লণ্ডভণ্ড করি লঙ্কা দণ্ডিবে রাবণে
পতি তোর । দেখ পুনঃ নয়ন মেলিয়া ।'
"দেখিনু, সরমা সখি, সুর-বালা-দলে,
নানা আভরণ হাতে, মন্দারের মালা,
পট্টবস্ত্র । হাসি তারা বেড়িল আমারে ।
কেহ কহে, 'উঠ, সতি, হত এত দিনে
দুরন্ত রাবণ রণে !' কেহ কহে, 'উঠ, ৫৬০
রঘুনন্দনের ধন, উঠ, ত্বরা করি,
অবগাহ দেহ, দেবি, সুবাসিত জলে,
পর নানা আভরণ । দেবেন্দ্রাণী শচী
দিবেন সীতায় দান আজি সীতানাথে !'
"কহিনু, সরমা সখি, করপুটে আমি ;
'কি কাজ, হে সুরবালা, এ বেশ ভূষণে
দাসীর ? যাইব আমি যথা কান্ত মম,
এ দশায়, দেহ আজ্ঞা ; কাঙ্গালিনী সীতা,

কাঙগালিনী-বেশে তারে দেখুন নৃমণি !'
"উত্তরিলা সুরবালা ; 'শুন লো মৈথিলি ! ৫৭০
সমল খনির গর্ভে মণি ; কিন্তু তারে
পরিষ্কারি রাজ-হস্তে দান করে দাতা !'
"কাঁদিয়া, হাসিয়া, সই, সাজিনু সত্বরে ।
হেরিনু অদূরে নাথে, হায় লো, যেমতি
কনক-উদয়াচলে দেব অংশুমালী !
পাগলিনী প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে
পদযুগ, সুবদনে !—জাগিনু অমনি !—
সহসা, স্বজনি, যথা নিবিলে দেউটি,
ঘোর অন্ধকার ঘর ; ঘটিল সে দশা
আমার,—আঁধার বিশ্ব দেখিনু চৌদিকে ! ৫৮০
হে বিধি, কেন না আমি মরিনু তখনি ?
কি সাধে এ পোড়া প্রাণ রহিল এ দেহে ?
নীরবিলা বিধুমুখী, নীরবে যেমতি
বীণা, ছিঁড়ে তার যদি ! কাঁদিয়া সরমা
(রক্ষঃ-কুল রাজ-লক্ষ্মী রক্ষোবধূ-রূপে)
কহিলা ; "পাইবে নাথে, জনক-নন্দিনি !
সত্য এ স্বপন তব, কহিনু তোমারে !
ভাসিছে সলিলে শিলা, পড়েছে সংগ্রামে
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস কুম্ভকর্ণ বলী ;
সেবিছেন বিভীষণ জিষ্ণু রঘুনাথে ৫৯০
লক্ষ লক্ষ বীর সহ । মরিবে পৌলস্ত্য
যথোচিত শাস্তি পাই ; মজিবে দুর্ম্মতি
সবংশে ! এখন কহ কি ঘটিল পরে ।
অসীম লালসা মোর শুনিতে কাহিনী ।"

আরম্ভিলা পুনঃ সতী সুমধুর স্বরে ;—
"মিলি আঁখি, শশিমুখি, দেখিনু সম্মুখে
রাবণে ; ভূতলে, হায়, সে বীর-কেশরী,
তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে !
কহিল রাঘব-রিপু ; 'ইন্দীবর আঁখি
উন্মীলি, দেখ লো চেয়ে ইন্দু-নিভাননে, ৬০০
রাবণের পরাক্রম ! জগত-বিখ্যাত
জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভুজ-বলে !
নিজ দোষে মরে মূঢ় গরুড়-নন্দন !
কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্ব্বরে ?'
'ধর্ম্ম-কর্ম্ম সাধিবারে মরিনু সংগ্রামে,
রাবণ' ;—কহিলা শূর অতি মৃদু স্বরে—
'সম্মুখ সমরে পড়ি যাই দেবালয়ে।
কি দশা ঘটিবে তোর, দেখ রে ভাবিয়া ?
শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলি সিংহীরে !
কে তোরে রক্ষিবে, রক্ষঃ ? পড়িলি সঙ্কটে, ৬১০
লঙ্কানাথ, করি চুরি এ নারী-রতনে !'
"এতেক কহিয়া বীর নীরব হইলা !
তুলিল আমায় পুনঃ রথে লঙ্কাপতি।
কৃতাঞ্জলি- পুটে কাঁদি কহিনু স্বজনি,
বীরবরে ; 'সীতা নাম, জনক-দুহিতা,
রঘুবধূ দাসী, দেব ! শূন্য ঘরে পেয়ে
আমায় হরিছে পাপী ; কহিও এ কথা
দেখা যদি হয়, প্রভু, রাঘবের সাথে !'
"উঠিল গগনে রথ গম্ভীর নির্ঘোষে।
শুনিনু ভৈরব রব ; দেখিনু সম্মুখে ৬২০

সাগর নীলোম্মির্ময ! বহিছে কল্লোলে
অতল, অকূল জল, অবিরাম-গতি ।
ঝাঁপ দিয়া জলে, সখি, চাহিনু ডুবিতে ;
নিবারিল দুষ্ট মোরে ! ডাকিনু বারীশে,
জলচরে মনে মনে, কেহ না শুনিল,
অবহেলি অভাগীরে ! অনম্বর-পথে
চলিল কনক-রথ মনোরথ-গতি ।

"অবিলম্বে লংকাপুরী শোভিল সম্মুখে ।
সাগরের ভালে, সখি, এ কনক-পুরী
রঞ্জনের রেখা ! কিন্তু কারাগার যদি ৬৩০
সুবর্ণ গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে
কমনীয় কভু কি লো শোভে তার আভা ?
সুবর্ণ-পিঞ্জর বলি হয় কি লো সুখী
সে পিঞ্জরে বদ্ধ পাখী ? দুঃখিনী সতত
যে পিঞ্জরে রাখ তুমি কুঞ্জ-বিহারিণী !
কুক্ষণে জনম মম, সরমা সুন্দরি !
কে কবে শুনেছে, সখি, কহ, হেন কথা ?
রাজার নন্দিনী আমি, রাজ-কুল-বধূ,
তবু বদ্ধ কারাগারে !"—কাঁদিলা রূপসী,
সরমার গলা ধরি ; কাঁদিলা সরমা । ৬৪০

কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
সরমা কহিলা ; "দেবি, কে পারে খণ্ডিতে
বিধির নির্ব্বন্ধ ? কিন্তু সত্য যা কহিলা
বসুধা । বিধির ইচ্ছা, তেঁই লঙ্কাপতি
আনিয়াছে হরি তোমা ! সবংশে মরিবে
দুষ্টমতি ! বীর আর কে আছে এ পুরে

বীরযোনি ? কোথা, সতি, ত্রিভুবন-জয়ী
যোধ যত ? দেখ চেয়ে, সাগরের কূলে,
শবাহারী জন্তু-পুঞ্জ ভুঞ্জিছে উল্লাসে
শব-রাশি ! কান দিয়া শুন, ঘরে ঘরে ৬৫০
কাঁদিছে বিধবা বধূ ! আশু পোহাইবে
এ দুঃখ-শর্ব্বরী তব ! ফলিবে, কহিনু,
স্বপ্ন ! বিদ্যাধরী-দল মন্দারের দামে
ও বরাঙ্গ রঙ্গে আসি আশু সাজাইবে !
ভেটিবে রাঘবে তুমি, বসুধা কামিনী
সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে !
ভুলো না দাসীরে, সাধ্বি ! যত দিন বাঁচি,
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পূজিব
ও প্রতিমা নিত্য যথা, আইলে রজনী,
সরসী হরষে পূজে কৌমুদিনী-ধনে। ৬৬০
বহু ক্লেশ, সুকেশিনি, পাইলে এ দেশে।
কিন্তু নহে দোষী দাসী !" কহিলা সুস্বরে
মৈথিলী ; "সরমা সখি, মম হিতৈষিণী
তোমা সম আর কি লো আছে এ জগতে ?
মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ ! সুশীতল ছায়া-রূপ ধরি,
তপন-তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে !
মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দ্দয় দেশে !
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম ! ভুজঙ্গিণী-রূপী
এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি ! ৬৭০
আর কি কহিব, সখি ? কাঙ্গালিনী সীতা,
তুমি লো মহার্হ রত্ন ! দরিদ্র, পাইলে

রতন, কভু কি তারে অযতনে, ধনি ?"
নমিয়া সতীর পদে, কহিলা সরমা ;
"বিদায় দাসীরে এবে দেহ, দয়াময়ি !
না চাহে পরাণ মম ছাড়িতে তোমারে,
রঘু-কুল-কমলিনি ! কিন্তু প্রাণপতি
আমার, রাঘব-দাস ; তোমার চরণে
আসি কথা কই আমি, এ কথা শুনিলে
বুঝিবে লঙ্কার নাথ, পড়িব সংকটে !" ৬৮০
কহিলা মৈথিলী ; "সখি, যাও ত্বরা করি,
নিজালয়ে ; শুনি আমি দূরে পদ-ধ্বনি ;
ফিরি বুঝি চেড়ীদল আসিছে এ বনে ।"
আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেলা দ্রুতগামী
সরমা ; রহিলা দেবী সে বিজন বনে,
একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি । ৬৮৬

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অশোকবনং নাম
চতুর্থঃ সর্গঃ ।

পঞ্চম সর্গ

হাসে নিশি তারাময়ী ত্রিদশ-আলয়ে ।
কিন্তু চিন্তাকুল এবে বৈজয়ন্ত-ধামে
মহেন্দ্র ; কুসুম-শয্যা ত্যজি, মৌন-ভাবে
বসেন ত্রিদিব-পতি রত্ন-সিংহাসনে ;—
সুবর্ণ-মন্দিরে সুপ্ত আর দেব যত ।

অভিমানে স্বরীশ্বরী কহিলা সুস্বরে ;
"কি দোষে, সুরেশ, দাসী দোষী তব পদে ?
শয়ন-আগারে তব কেন না করিছ
পদার্পণ ? চেয়ে দেখ, ক্ষণেক মুদিছে,
উন্মীলিছে পুনঃ আঁখি, চমকি তরাসে ১০
মেনকা, উর্ব্বশী, দেখ, স্পন্দ-হীন যেন !
চিত্র-পুত্তলিকা-সম চারু চিত্রলেখা !
তব ডরে ডরি দেবী বিরাম-দায়িনী
নিদ্রা নাহি যান, নাথ, তোমার সমীপে,
আর কারে ভয় তাঁর ? এ ঘোর নিশীথে,
কে কোথা জাগিছে, বল ? দৈত্য-দল আসি
বসিছে কি থানা দিয়া স্বর্গের দুয়ারে ?"
উত্তরিলা অসুরারি ; "ভাবিতেছি, দেবি,
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে ?
অজেয় জগতে, সতি, বীরেন্দ্র রাবণি !" ২০
"পাইয়াছ অস্ত্র কান্ত" ; কহিলা পৌলোমী
অনন্ত-যৌবনা, "যাহে বধিলা তারকে
মহাশূর তারকারি ; তব ভাগ্য-বলে,
তব পক্ষ বিরূপাক্ষ ; আপনি পার্ব্বতী,
দাসীর সাধনে সাধবী কহিলা, সুসিদ্ধ
হবে মনোরথ কালি ; মায়া দেবীশ্বরী
বধের বিধান কহি দিবেন আপনি ;—
তবে এ ভাবনা, নাথ, কহ কি কারণে ?"
উত্তরিলা দৈত্য-রিপু ; "সত্য যা কহিলে,
দেবেন্দ্রাণি ; প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে ; ৩০
কিন্তু কি কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষণে

রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারি বুঝিতে।
জানি আমি মহাবলী সুমিত্রা-নন্দন ;
কিন্তু দন্তী কবে, দেবি, আঁটে মৃগরাজে ?
দম্ভোলি- নির্ঘোষ আমি শুনি, সুবদনে ;
মেঘের ঘর্ঘর ঘোর ; দেখি ইরম্মদে ;
বিমানে আমার সদা ঝলে সৌদামিনী ;
তবু থরথরি হিয়া কাঁপে, দেবি, যবে
নাদে রুষি মেঘনাদ, ছাড়ে হুহুঙ্কারে
অগ্নিময় শর-জাল বসাইয়া চাপে ৪০
মহেষ্বাস ; ঐরাবত অস্থির আপনি
তার ভীম প্রহরণে !" বিষাদে নিশ্বাসি
নীরবিলা সুরনাথ ; নিশ্বাসি বিষাদে
(পতি-খেদে সতী-প্রাণ কাঁদে রে সতত !)
বসিলা ত্রিদিব-দেবী দেবেন্দ্রের পাশে।
উর্ব্বশী মেনকা, রম্ভা, চারু চিত্রলেখা
দাঁড়াইলা চারি দিকে ; সরসে যেমতি
সুধাকর-কর-রাশি বেড়ে নিশাকালে
নীরবে মুদিত পদ্মে। কিম্বা দীপাবলী
অম্বিকার পীঠতলে শারদ-পার্ব্বণে, ৫০
হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে
চির-বাঞ্ছা ! মৌনভাবে বসিলা দম্পতী ;
হেন কালে মায়া-দেবী উতরিলা তথা।
রতন-সম্ভবা বিভা দ্বিগুণ বাড়িল
দেবালয়ে ; বাড়ে যথা রবি-কর-জালে
মন্দার-কাঞ্চন-কান্তি নন্দন-কাননে !
সসম্ভ্রমে প্রণমিলা দেব দেবী দোঁহে

পাদপদ্মে। স্বর্ণাসনে বসিলা আশীষি
মায়া। কৃতাঞ্জলি-পুটে-সুর-কুল-নিধি
সুধিলা, "কি ইচ্ছা, মাতঃ, কহ এ দাসেরে?" ৬০
উত্তরিলা মায়াময়ী; "যাই, আদিতেয়,
লংকাপুরে; মনোরথ তোমার পূরিব;
রক্ষঃকুল-চূড়ামণি চূর্ণিব কৌশলে
আজি। চাহি দেখ ওই পোহাইছে নিশি।
অবিলম্বে পুরন্দর, ভবানন্দময়ী
উষা দেখা দিবে হাসি উদয়-শিখরে;
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে!
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লইব লক্ষ্মণে,
অসুরারি। মায়া-জালে বেড়িব রাক্ষসে।
নিরস্ত্র, দুর্ব্বল বলী দৈব-অস্ত্রাঘাতে, ৭০
অসহায় (সিংহ যেন আনায় মাঝারে)
মরিবে,—বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে?
মরিবে রাবণি রণে; কিন্তু এ বারতা
পাবে যবে রক্ষঃ-পতি, কেমনে রক্ষিবে
তুমি রামানুজে, রামে, ধীর বিভীষণে
রঘু-মিত্র? পুত্র-শোকে বিকল, দেবেন্দ্র,
পশিবে সমরে শূর কৃতান্ত-সদৃশ
ভীমবাহু! কার সাধ্য বিমুখিবে তারে?-
ভাবি দেখ, সুরনাথ, কহিনু যে কথা।"
উত্তরিলা শচীকান্ত নমুচিসূদন;— ৮০
"পড়ে যদি মেঘনাদ সৌমিত্রির শরে
মহামায়া, সুর-সৈন্য সহ কালি আমি
রক্ষিব লক্ষ্মণে পশি রাক্ষস-সংগ্রামে।

না ডরি রাবণে, দেবি, তোমার প্রসাদে !
মার তুমি আগে, মাতঃ, মায়া-জাল পাতি,
কর্ব্বুর-কুলের গর্ব্ব, দুর্ম্মদ সংগ্রামে,
রাবণি ! রাঘবচন্দ্র দেব-কুল-প্রিয় ;
সমরিবে প্রাণপণে অমর জননি,
তার জন্যে। যাব আমি আপনি ভূতলে
কালি, দ্রুত ইরম্মদে দগ্ধিব কর্ব্বুরে।" ৯০
"উচিত এ কর্ম্ম তব, অদিতি-নন্দন
বজ্রি !" কহিলেন মায়া, "পাইনু পিরীতি
তব বাক্যে, সুরশ্রেষ্ঠ ! অনুমতি দেহ,
যাই আমি লঙ্কাধামে !" এতেক কহিয়া,
চলি গেলা শক্তীশ্বরী আশীষি দোঁহারে।—
দেবেন্দ্রের পদে নিদ্রা প্রণমিলা আসি।
ইন্দ্রাণীর কর-পদ্ম ধরিয়া কৌতুকে,
প্রবেশিলা মহা-ইন্দ্র শয়ন-মন্দিরে—
সুখালয় ! চিত্রলেখা, উর্ব্বশী, মেনকা,
রম্ভা, নিজ গৃহে সবে পশিলা সত্বরে। ১০০
খুলিলা নূপুর, কাঞ্চী, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী
আর যত আভরণ ; খুলিলা কাঁচলি ;
শুইলা ফুল-শয়নে সৌর-কর-রাশি-
রূপিণী সুর-সুন্দরী। সুস্বনে বহিল
পরিমলময় বায়ু, কভু বা অলকে,
কভু উচ্চ কুচে, কভু ইন্দু-নিভাননে
করি কেলি, মত্ত যথা মধুকর, যবে
প্রফুল্লিত ফুলে অলি পায় বন-স্থলে !
স্বর্গের কনক-দ্বারে উতরিলা মায়া

মহাদেবী ; সুনিনাদে আপনি খুলিল ১১০
হৈম দ্বার। বাহিরিয়া বিমোহিনী,
স্বপন-দেবীরে স্মরি, কহিলা সুস্বরে ;—
"যাও তুমি লঙ্কাধামে, যথায় বিরাজে
শিবিরে সৌমিত্রি শূর। সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তার, কহিও, রঙ্গিণি,
এই কথা ; 'উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময় : স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে ১২০
দানব-দমনী মাযে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।'
অবিলম্বে, স্বপ্ন-দেবি, যাও লঙ্কাপুরে ;
দেখ, পোহাইছে রাতি, বিলম্ব না সহে।"
চলি গেলা স্বপ্ন-দেবী ; নীল নভঃ-স্থল
উজলি, খসিয়া যেন পড়িল ভূতলে
তারা ? ত্বরা উরি যথা শিবির মাঝারে
বিরাজেন রামানুজ, সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তাঁর, কহিলা সুস্বরে ১৩০
কুহকিনী ; "উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময় ; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে

দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে, অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।”
চমকি উঠিয়া বলী চাহিল চৌদিকে!
হায় রে, নয়ন-জলে ভিজিল অমনি ১৪০
বক্ষঃস্থল! “হে জননি,” কহিলা বিষাদে
বীরেন্দ্র, “দাসের প্রতি কেন বাম এত
তুমি? দেহ দেখা পুনঃ, পূজি পা দুখানি;
পূরাই মনের সাধ লয়ে পদ-ধূলি,
মা আমার! যবে আমি বিদায় হইনু,
কত যে কাঁদিলে তুমি, স্মরিলে বিদরে
হৃদয়! আর কি, দেবি, এ বৃথা জনমে
হেরিব চরণ-যুগ?” মুছি অশ্রু-ধারা,
চলিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জর-গমনে
যথা বিরাজেন প্রভু রঘু-কুল-রাজা। ১৫০
কহিলা অনুজ, নমি অগ্রজের পদে;—
“দেখিনু অদ্ভুত স্বপ্ন, রঘু-কুল-পতি।
শিরোদেশে বসি মোর সুমিত্রা জননী
কহিলেন; ‘উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময়; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে ১৬০
যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।’

এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা।
কাঁদিয়া ডাকিনু আমি, কিন্তু না পাইনু
উত্তর। কি আজ্ঞা তব, কহ, রঘুমণি?"
জিজ্ঞাসিলা বিভীষণে-বৈদেহী-বিলাসী;-
"কি কহ, হে মিত্রবর, তুমি? রক্ষঃপুরে
রাঘব-রক্ষণ তুমি বিদিত জগতে।"
উত্তরিলা রক্ষঃশ্রেষ্ঠ; "আছে সে কাননে
চণ্ডীর দেউল, দেব, সরোবর-কূলে।
আপনি রাক্ষস-নাথ পূজেন সতীরে
সে উদ্যানে; আর কেহ নাহি যায় কভু
ভয়ে, ভয়ঙ্কর স্থল! শুনেছি দুয়ারে
আপনি ভ্রমেন শম্ভু—ভীম-শূল-পাণি!
যে পূজে মায়েরে সেথা জয়ী সে জগতে!
আর কি কহিব আমি? সাহসে যদ্যপি
প্রবেশ করিতে বনে পারেন সৌমিত্রি,
সফল, হে মহারথি, মনোরথ তব!"
"রাঘবের আজ্ঞাবর্ত্তী, রক্ষঃ-কুলোত্তম,
এ দাস"; কহিলা বলী লক্ষ্মণ, "যদ্যপি
পাই আজ্ঞা, অনায়াসে পশিব কাননে!
কে রোধিবে গতি মোর?" সুমধুর স্বরে
কহিলা রাঘবেশ্বর, "কত যে সয়েছ
মোর হেতু তুমি, বৎস, সে কথা স্মরিলে
না চাহে পরাণ মোর আর আয়াসিতে
তোমায়! কিন্তু কি করি? কেমনে লঙ্ঘিব
দৈবের নির্ব্বন্ধ, ভাই? যাও সাবধানে,—
ধর্ম্ম-বলে মহাবলী! আয়সী-সদৃশ

দেবকুল-আনুকূল্য রক্ষুক তোমারে !”
প্রণমি রাঘব-পদে, বন্দি, বিভীষণে
সৌমিত্রি, কৃপাণ করে, যাত্রা করি বলী ১৯০
নির্ভয়ে উত্তর দ্বারে চলিলা সত্বরে।
জাগিছে সুগ্রীব মিত্র বীতিহোত্র-রূপী
বীর-বল-দলে তথা। শুনি পদধ্বনি.
গম্ভীরে কহিলা শূর ; “কে তুমি ? কি হেতু
ঘোর নিশাকালে হেথা ? কহ শীঘ্র করি,
বাঁচিতে বাসনা যদি ! নতুবা মারিব
শিলাঘাতে চূর্ণি শিরঃ !” উত্তরিলা হাসি
রামানুজ, “রক্ষোবংশে ধ্বংস, বীরমণি !
রাঘবের দাস আমি।” আশু অগ্রসরি
সুগ্রীব বন্দিলা সখা বীরেন্দ্র লক্ষ্মণে। ২০০
মধুর সম্ভাষে তুষি কিষ্কিন্ধ্যা-পতিরে,
চলিলা উত্তর মুখে উর্ম্মিলা-বিলাসী।
কত ক্ষণে উতরিয়া উদ্যান-দুয়ারে
ভীম-বাহু, সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন-মূর্ত্তি ! দীপিছে ললাটে
শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমতি
মণি ! জটাজূট শিরে, তাহার মাঝারে
জাহ্নবীর ফেন-লেখা, শারদ নিশাতে
কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন !
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ ; শাল-বৃক্ষ-সম ২১০
ত্রিশূল দক্ষিণ করে ! চিনিলা সৌমিত্রি
ভূতনাথে। নিষ্কোষিয়া তেজস্কর অসি,
কহিলা বীর-কেশরী ; “দশরথ রথী,

রঘুজ-অজ-অঙ্গজ, বিখ্যাত ভুবনে,
তাঁহার তনয় দাস নমে তব পদে,
চন্দ্রচূড় ! ছাড় পথ ; পূজিব চণ্ডীরে
প্রবেশি কাননে ; নহে দেহ রণ দাসে !
সতত অধর্ম্ম কর্ম্মে রত লঙ্কাপতি ;
তবে যদি ইচ্ছ রণ, তার পক্ষ হয়ে,
বিরূপাক্ষ, দেহ রণ, বিলম্ব না সহে ! ২২০
ধর্ম্মে সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে :
সত্য যদি ধর্ম্ম, তবে অবশ্য জিনিব !"
যথা শুনি বজ্র-নাদ, উত্তরে হুঙ্কারি
গিরিরাজ, বৃষধ্বজ কহিলা গম্ভীরে !
"বাখানি সাহস তোর, শূর-চূড়া-মণি
লক্ষ্মণ ! কেমনে আমি যুঝি তোর সাথে ?
প্রসন্ন প্রসন্নময়ী আজি তোর প্রতি,
ভাগ্যধর !" ছাড়ি দিলা দুয়ার দুয়ারী
কপর্দ্দী ; কানন মাঝে পশিলা সৌমিত্রি ।
ঘোর সিংহনাদ বীর শুনিলা চমকি ! ২৩০
কাঁপিল নিবিড় বন মড় মড় রবে
চৌদিকে ! আইল ধাই রক্ত-বর্ণ আঁখি
হর্য্যক্ষ, আস্ফালি পুচ্ছ, দন্ত কড়মড়ি ।
জয় রাম নাদে রথী উলঙ্গিলা অসি ।
পলাইল মায়া-সিংহ, হুতাশন-তেজে
তমঃ যথা । ধীরে ধীরে চলিলা নির্ভয়ে
ধীমান্ । সহসা মেঘ আবরিল চাঁদে
নির্ঘোষে ! বহিল বায়ু হুহুঙ্কার স্বনে ।
চকমকি ক্ষণপ্রভা শোভিল আকাশে,

দ্বিগুণ আঁধারি দেশ ক্ষণ-প্রভা-দানে ! ২৪০
কড় কড় কড়ে বজ্র পড়িল ভূতলে
মুহুর্ম্মুহুঃ ! বাহু-বলে উপাড়িলা তরু
প্রভঞ্জন ! দাবানল পশিল কাননে !
কাঁপিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি
দূরে, লক্ষ লক্ষ শঙ্খ রণক্ষেত্রে যথা
কোদণ্ড-টঙ্কার সহ মিশিয়া ঘর্ঘরে ।
অটল অচল যথা দাঁড়াইলা বলী
সে রৌরবে ; আচম্বিতে নিবিল দাবাগ্নি,
থামিল তুমুল ঝড় দেখা দিলা পুনঃ
তারাকান্ত ; তারাদল শোভিল গগনে ! ২৫০
কুসুম-কুন্তলা মহী হাসিলা কৌতুকে ।
ছুটিল সৌরভ ; মন্দ্র সমীর স্বনিলা ।
সবিস্ময়ে ধীরে ধীরে চলিলা সুমতি ।
সহসা পূরিল বন মধুর নিক্কণে !
বাজিল বাঁশরী, বীণা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা,
সপ্তস্বরা ! উথলিল সে রবের সহ
স্ত্রী-কণ্ঠ সম্ভব রব, চিত্ত বিমোহিয়া !
দেখিলা সম্মুখে বলী, কুসুম-কাননে,
বামাদল, তারাদল ভূপতিত যেন !
কেহ অবগাহে দেহ স্বচ্ছ সরোবরে, ২৬০
কৌমুদী নিশীথে যথা ! দুকূল, কাঁচলি
শোভে কূলে, অবয়ব বিমল সলিলে,
মানস-সরসে, মরি স্বর্ণপদ্ম যথা !
কেহ তুলে পুষ্পরাশি ; অলঙ্কারে কেহ
অলক, কাম-নিগড় ! কেহ ধরে করে

দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, মুকতা-খচিত
কোলম্বক ; ঝকঝকে হৈম তার তাহে,
সঙ্গীত-রসের ধাম ! কেহ বা নাচিছে
সুখময়ী ; কুচযুগ পীবর মাঝারে
দুলিছে রতন-মালা, চরণে বাজিছে ২৭০
নূপুর, নিতম্ব-বিম্বে কণিছে রশনা !
মরে নর কাল-ফণী-নশ্বর-দংশনে :—
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে দুলিছে যে ফণী
মণিময়, হেরি তারে কাম-বিষে জ্বলে
পরাণ ! হেরিলে ফণী পলায় তরাসে
যার দৃষ্টি-পথে পড়ে কৃতান্তের দূত ;
হায় রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে
বাঁধিতে গলায়, শিরে উমাকান্ত যথা,
ভুজঙ্গ-ভূষণ শূলী ? গাইছে জাগিয়া
তরুশাখে মধুসখা ; খেলিছে অদূরে ২৮০
জলযন্ত্র ; সমীরণ বহিছে কৌতুকে,
পরিমল-ধন লুটি কুসুম-আগারে !

অবিলম্বে বামাদল, ঘিরি অরিন্দমে,
গাইল ; "স্বাগত, ওহে রঘু-চূড়া-মণি !
নহি নিশাচরী মোরা, ত্রিদিব-নিবাসী !
নন্দন-কাননে, শূর, সুবর্ণ-মন্দিরে
করি বাস ; করি পান অমৃত উল্লাসে ;
অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে ;
উরজ কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত ;
না শুখায় সুধারস অধর-সরসে ; ২৯০
অমরী আমরা, দেব ! বরিনু তোমারে

আমা সবে ; চল, নাথ, আমাদের সাথে।
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে
লভিতে যে সুখ-ভোগ, দিব তা তোমারে,
গুণমণি ! রোগ, শোক-আদি কীট যত
কাটে জীবনের ফুল এ ভব-মণ্ডলে,
না পশে যে দেশে মোরা আনন্দে নিবাসি
চিরদিন !" করপুটে কহিলা সৌমিত্রি,
"হে সুর-সুন্দরী-বৃন্দ, ক্ষম এ দাসেরে !
অগ্রজ আমার রথী বিখ্যাত জগতে ৩০০
রামচন্দ্র, ভার্য্যা তাঁর মৈথিলী ; কাননে
একাকিনী পাই তাঁরে আনিয়াছে হরি
রক্ষোনাথ। উদ্ধারিব, ঘোর-যুদ্ধে নাশি
রাক্ষসে, জানকী সতী ; এ প্রতিজ্ঞা মম
সফল হউক, বর দেহ, সুরাঙ্গনে !
নর-কুলে জন্ম মোর ; মাতৃ হেন মানি
তোমা সবে।" মহাবাহু এতেক কহিয়া
দেখিলা তুলিয়া আঁখি, বিজন সে বন !
চলি গেছে বামাদল স্বপনে যেমতি,
কিম্বা জলবিম্ব যথা সদা সদ্যোজীবী !— ৩১০
কে বুঝে মাযার মাযা এ মায়া-সংসারে ?—
ধীরে ধীরে পুনঃ বলী চলিলা বিস্ময়ে।

কতক্ষণে শূরবর হেরিলা অদূরে
সরোবর, কূলে তার চণ্ডীর দেউল,
সুবর্ণ-সোপান শত মণ্ডিত রতনে।
দেখিলা দেউলে বলী দীপিছে প্রদীপ ;
পীঠতলে ফুলরাশি ; বাজিছে ঝাঁঝরী,

শঙ্খ, ঘণ্টা ; ঘটে বারি ; ধূপ ধূপদানে
পুড়ি, আমোদিছে দেশ, মিশিয়া সুরভি
কুসুম-বাসের সহ। পশিয়া সলিলে ৩২০
শূরেন্দ্র, করিয়া স্নান ; তুলিলা যতনে
নীলোৎপল ; দশ দিশ পূরিল সৌরভে।
প্রবেশি মন্দিরে তবে বীরেন্দ্র কেশরী
সৌমিত্রি, পূজিলা বলী সিংহবাহিনীরে
যথাবিধি। "হে বরদে" কহিলা সাষ্টাঙ্গে
প্রণমিয়া রামানুজ, "দেহ বর দাসে!
নাশি রক্ষঃ-শূরে, মাতঃ, এই ভিক্ষা মাগি।
মানব-মনের কথা, হে অন্তর্যামিনি,
তুমি যত জান, হায়, মানব-রসনা
পারে কি কহিতে তত ? যত সাধ মনে, ৩৩০
পূরাও সে সবে, সাধিব !" গরজিল দূরে
মেঘ ; বজ্রনাদে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া
সহসা ! দুলিল যেন ঘোর ভূকম্পনে,
কানন, দেউল, সরঃ—থর থর থরে !
সম্মুখে লক্ষ্মণ বলী দেখিলা কাঞ্চন-
সিংহাসনে মহামায়ে। তেজঃ রাশি রাশি
ধাঁধিল নয়ন ক্ষণ বীজলী-ঝলকে !
আঁধার দেউল বলী হেরিলা সভয়ে
চৌদিক ! হাসিলা সতী ; পলাইল তমঃ
দূরে ; দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলা সুমতি ! ৩৪০
মধুর স্বর-তরঙ্গ বহিল আকাশে।
কহিলেন মহামায়া ; "সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতী-সুমিত্রা-সুত ; দেব দেবী যত

তোর প্রতি ! দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব ; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে ।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর-মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে ।
সহসা শার্দ্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে, ৩৫০
নাশ তারে ! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য ; নিকষে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে । নির্ভর হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি !" প্রণমি শূরমণি
মায়ার চরণ-তলে, চলিলা সত্বরে
যথায় রাঘব-শ্রেষ্ঠ । কূজনিল জাগি
পাখী-কুল ফুল-বনে, যন্ত্রীদল যথা
মহোৎসবে পূরে দেশ মঙ্গল নিক্কণে !
বৃষ্টিলা কুসুম-রাশি শূরবর-শিরে
তরুরাজী ; সমীরণ বহিলা সুস্বনে । ৩৬০

"শুভ ক্ষণে গর্ভে তোরে লক্ষ্মণ, ধরিল
সুমিত্রা জননী তোর !"—কহিলা আকাশে
আকাশ-সম্ভবা বাণী,—"তোর কীর্ত্তি-গানে
পূরিবে ত্রিলোক আজি, কহিনু রে তোরে !
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলি, সৌমিত্রি,
তুই ! দেবকুল-তুল্য অমর হইলি !"
নীরবিলা সরস্বতী ; কূজনিল পাখী
সমধুরতর স্বরে সে নিকুঞ্জ-বনে ।

কুসুম-শয়নে যথা সুবর্ণ মন্দিরে

বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
পশিল কূজন-ধ্বনি সে সুখ-সদনে।
জাগিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জবন-গীতে। ৩৭০
প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) "ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখী-কুল! মেল, প্রিয়ে, কমল-লোচন!
উঠ, চিরানন্দ মোর! সূর্য্যকান্তমণি- ৩৮০
সম এ পরাণ, কান্তা ; তুমি রবিচ্ছবি :—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার। নয়ন-তারা! মহার্ঘ রতন।
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম!" চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,—
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে!

আবরিলা অবয়ব সুচারু-হাসিনী
শরমে। কহিলা পুনঃ কুমার আদরে ;— ৩৯০
"পোহাইল এতক্ষণে তিমির শর্ব্বরী ;
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি, কমলিনি,
জুড়াতে এ চক্ষুদ্বয়? চল, প্রিয়ে, এবে
বিদায় হইব নমি জননীর পদে!
পরে যথাবিধি পূজি দেব বৈশ্বানরে,

ভীষণ-অশনি-সম শর-বরিষণে
রামের সংগ্রাম-সাধ মিটাব সংগ্রামে।”
সাজিলা রাবণ-বধূ, রাবণ-নন্দন,
অতুল জগতে দোঁহে ; বামাকুলোত্তমা
প্রমীলা, পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলী ! ৪০০
শয়ন-মন্দির হতে বাহিরিলা দোঁহে—
প্রভাতের তারা যথা অরুণের সাথে !
লজ্জায় মলিনমুখী পলাইলা দূরে
(শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে)
খদ্যোত ; ধাইল অলি পরিমল-আশে ;
গাইল কোকিল ডালে মধু পঞ্চস্বরে ;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য ; নমিল রক্ষক ;
জয় মেঘনাদ নাদ উঠিল গগনে !
রতন শিবিকাসনে বসিলা হরষে
দম্পতী। বহিল যান যান-বাহ-দলে ৪১০
মন্দোদরী মহিষী সুবর্ণ-মন্দিরে।
মহাপ্রভাধর গৃহ ; মরকত, হীরা,
দ্বিরদ-রদ-মণ্ডিত, অতুল জগতে।
নয়ন-মনোরঞ্জন যা কিছু সৃজিলা
বিধাতা, শোভে সে গৃহে ! ভ্রমিছে দুয়ারে
প্রহরিণী, প্রহরণ কাল-দণ্ড-সম
করে ; অশ্বারূঢ়া কেহ ; কেহ বা ভূতলে।
তারাকারা দীপাবলী দীপিছে চৌদিকে
বহিছে বাসন্তানিল, অযুত-কুসুম-
কানন-সৌরভ-বহ। উথলিছে মৃদু ৪২০
বীণা ধ্বনি, মনোহর স্বপনে যেমতি !

প্রবেশিলা অরিন্দম, ইন্দু নিভাননা
প্রমীলা সুন্দরী সহ, সে স্বর্ণ-মন্দিরে।
ত্রিজটা নামে রাক্ষসী আইল ধাইয়া।
কহিলা বীর-কেশরী; "শুন লো ত্রিজটে,
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি আমি আজি
যুঝিব রামের সঙ্গে পিতার আদেশে,
নাশিব রাক্ষস-রিপু; তেঁই ইচ্ছা করি
পূজিতে জননী-পদ। যাও বার্ত্তা লয়ে;
কহ, পুত্র পুত্রবধূ দাঁড়ায়ে দুয়ারে ৪৩০
তোমার, হে লঙ্কেশ্বরি!" সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
কহিল শূরে ত্রিজটা, (বিকটা রাক্ষসী)
"শিবের মন্দিরে এবে রাণী মন্দোদরী,
যুবরাজ! তোমার মঙ্গল-হেতু তিনি
অনিদ্রায়, অনাহারে পূজেন উমেশে!
তব সম পুত্র, শূর, কার এ জগতে?
কার বা এ হেন মাতা?" এতেক কহিয়া
সৌদামিনী-গতি দূতী ধাইল সত্বরে।
গাইল গায়িকা-দল সুযন্ত্র-মিলনে;—
"হে কৃত্তিকে হৈমবতী, শক্তিধর তব ৪৪০
কার্ত্তিকেয় আসি দেখ তোমার দুয়ারে,
সঙ্গে সেনা সুলোচনা! দেখ আসি সুখে
রোহিণী-গঞ্জিনী বধূ; পুত্র, যাঁর রূপে
শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে! ভাগ্যবতী তুমি!
ভুবন-বিজয়ী শূর ইন্দ্রজিৎ বলী—
ভুবন-মোহিনী সতী প্রমীলা সুন্দরী!"
বাহিরিলা লঙ্কেশ্বরী শিবালয় হতে।

প্রণমে দম্পতী পদে। হরযে দুজনে
কোলে করি, শিরঃ চুম্বি, কাঁদিলা মহিষী!
হায় রে, মায়ের প্রাণ, প্রেমাগার ভবে ৪৫০
তুই, ফুলকুল যথা সৌরভ-আগার,
শুক্তি মুকুতার ধাম, মণিময় খনি।
　　শরদিন্দু পুত্র: বধূ শারদ-কৌমুদী
তারা-কিরীটিনী নিশিসদৃশী আপনি
রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী! অশ্রু-বারি-ধারা
শিশির, কপোল-পর্ণে পড়িয়া শোভিল!
　　কহিলা বীরেন্দ্র; "দেবি, আশীষ দাসেরে।
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি যথাবিধি,
পশিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে!
শিশু ভাই বীরবাহু; বধিয়াছে তারে ৪৬০
পামর। দেখিব মোরে নিবারে কি বলে?
দেহ পদ-ধূলি, মাতঃ! তোমার প্রসাদে
নির্ব্বিঘ্ন করিব আজি তীক্ষ্ণ শর-জালে
লঙ্কা। বাঁধি দিব আনি তাত বিভীষণে
রাজদ্রোহী! খেদাইব সুগ্রীব, অঙ্গদে
সাগর অতল জলে।" উত্তরিলা রাণী,
মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে;—
　　"কেমনে বিদায় তোরে করি রে বাছনি!
আঁধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণ শশী
আমার। দুরন্ত রণে সীতাকান্ত বলী; ৪৭০
দুরন্ত লক্ষ্মণ শূর; কাল-সর্পসম
দয়া-শূন্য বিভীষণ! মত্ত লোভ-মদে,
স্ববন্ধু-বান্ধবে মূঢ় নাশে অনায়াসে,

ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্র গ্রাসয়ে যেমতি
স্বশিশু ! কুক্ষণে, বাছা, নিকষা শাশুড়ী
ধরেছিলা গর্ভে দুষ্ট, কহিনু রে তোরে !
এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে দুর্ম্মতি !
হাসিয়া মায়ের পদে উত্তরিলা রথী :—
"কেন, মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে,
রক্ষোবৈরী ? দুই বার পিতার আদেশে ৪৮০
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিনু দোঁহে
অগ্নিময় শর-জালে ! ও পদ-প্রসাদে
চির-জয়ী দেব-দৈত্য-নরের সমরে
এ দাস ! জানেন তাত বিভীষণ, দেবি,
তব পুত্র-পরাক্রম ; দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ সহ যত দেব-কুল রথী :
পাতালে নাগেন্দ্র, মর্ত্তে নরেন্দ্র ! কি হেতু
সভয় হইলা আজি, কহ, মা, আমারে ?
কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি ?"
মহাদরে শিরঃ চুম্বি কহিলা মহিষী ;— ৪৯০
"মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহী-পতি,
নতুবা সহায় তার দেবকুল যত !
নাগ পাশে যবে তুই বাঁধিলি দুজনে,
কে খুলিল সে বন্ধন ? কে বা বাঁচাইল,
নিশা-রণে যবে তুই বধিলি রাঘবে
সসৈন্যে ? এ সব আমি না পারি বুঝিতে !
শুনেছি মৈথিলী-নাথ আদেশিলে, জলে
ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি ; আসার বরষে !
মায়াবী মানব রাম ! কেমনে, বাছনি,

বিদাইব তোরে আমি আবার যুঝিতে ৫০০
তার সঙ্গে ! হায়, বিধি, কেন না মরিল
কুলক্ষণা সূর্পণখা মায়ের উদরে ।”
এতেক কহিয়া রাণী কাঁদিলা নীরবে ।
কহিলা বীর-কুঞ্জর ; “পূর্ব্ব-কথা স্মরি,
এ বৃথা বিলাপ, মাতঃ, কর অকারণে !
নগর-তোরণে অরি ; কি সুখ ভুঞ্জিব,
যত দিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে !
আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায ঘরে ?
বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর-
ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি ! হেন কুলে কালি ৫১০
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি মা, রাবণি
ইন্দ্রজিত ? কি কহিবে, শুনিলে এ কথা,
মাতামহ দনুজেন্দ্র ময় ? রথী যত
মাতুল ? হাসিবে বিশ্ব ! আদেশ দাসেরে,
যাইব সমরে, মাতঃ, নাশিব রাঘবে !
ওই শুন, কূজনিছে বিহঙ্গম বনে ।
পোহাইল বিভাবরী ! পূজি ইষ্টদেবে,
দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-দলে পশিব সমরে ।
আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরে এবে ।
ত্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে ৫২০
ও পদ-রাজীব-যুগ, সমর-বিজয়ী !
পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি ।—
কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে ?”
মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে,
উত্তরিলা লঙ্কেশ্বরী ; “যাইবি রে যদি ;—

রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে
রক্ষুন এ কাল-রণে ! এই ভিক্ষা করি
তাঁর পদযুগে আমি। কি আর কহিব ?
নয়নের তারাহারা করি রে থুইলি
আমায় এ ঘরে তুই !" কাঁদিয়া মহিষী ৫৩০
কহিলা চাহিয়া তবে প্রমীলার পানে ;
"থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি ; জুড়াইব,
ও বিধুবদন হেরি, এ পোড়া পরাণ !
বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী।"
বন্দি জননীর পদ বিদায় লইলা
ভীমবাহু। কাঁদি রাণী, পুত্র-বধূ সহ,
প্রবেশিলা পুনঃ গৃহে। শিবিকা ত্যজিয়া,
পদ-ব্রজে যুবরাজ চলিলা কাননে—
ধীরে ধীরে রথীবর চলিলা একাকী,
কুসুম-বিবৃত পথে, যজ্ঞ-শালা মুখে। ৫৪০
সহসা নূপুর-ধ্বনি ধ্বনিল পশ্চাতে।
চির-পরিচিত, মরি প্রণয়ীর কানে
প্রণয়িনী-পদ-শব্দ ! হাসিলা বীরেন্দ্র,
সুখে বাহু-পাশে বাঁধি ইন্দীবরাননা
প্রমীলারে। "হায়, নাথ," কহিলা সুন্দরী,
"ভেবেছিনু, যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে ;
সাজাইব বীর-সাজে তোমায়। কি করি ?
বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী।
রহিতে নারিনু তবু পুনঃ নাহি হেরি
পদযুগ ! শুনিয়াছি, শশিকলা না কি ৫৫০
রবি-তেজে সমুজ্জ্বলা ; দাসীও তেমতি,

হে রাক্ষস-কুল-রবি ! তোমার বিহনে,
আঁধার জগত, নাথ, কহিনু তোমারে।"
মুকুতামণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল
উজ্জ্বলতর মুকুতা ! শতদল-দলে
কি ছার শিশির-বিন্দু ইহার তুলনে ?
উত্তরিলা বীরোত্তম, "এখনি আসিব,
বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কা-সুশোভিনি ।
যাও তুমি ফিরি, প্রিয়ে, যথা লঙ্কেশ্বরী ।
শশাঙ্কের অগ্রে, সতি, উদে লো রোহিণী ! ৫৬০
সৃজিলা কি বিধি, সাধিব, ও কমল-আঁখি
কাঁদিতে ? আলোকাগারে কেন লো উদিছে
পযোবহ ? অনুমতি দেহ, রূপবতি,—
ভ্রান্তিমদে মত্ত নিশি, তোমারে ভাবিয়া
উষা, পলাইছে, দেখ, সত্বর গমনে,—
দেহ অনুমতি, সতি, যাই যজ্ঞাগারে ।"
যথা যবে কুসুমেষু, ইন্দ্রের আদেশে,
রতিরে ছাড়িয়া শূর, চলিলা কুক্ষণে
ভাঙিতে শিবের ধ্যান ; হায় রে, তেমতি
চলিলা কন্দর্প-রূপী ইন্দ্রজিৎ বলী, ৫৭০
ছাড়িয়া রতি-প্রতিমা প্রমীলা সতীরে !
কুলগ্নে করিলা যাত্রা মদন ; কুলগ্নে
করি যাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী—
রাক্ষস-কুল-ভরসা, অজেয় জগতে !
প্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য রোধে ?
বিলাপিলা যথা রতি প্রমীলা যুবতী ।
কত ক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি রক্ষোবধূ,

হেরিয়া পতিরে দূরে কহিলা সুস্বরে ;
"জানি আমি কেন তুই গহন কাননে
ভ্রমিস্ রে গজরাজ ! দেখিয়া ও গতি, ৫৮০
কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি,
অভিমানি ? সরু মাঝ তোর রে কে বলে,
রাক্ষস-কুল-হর্য্যক্ষে হেরে যার আঁখি,
কেশরি ? তুইও তেঁই সদা বনবাসী ।
নাশিস্ রাবণে তুই ; এ বীর-কেশরী
ভীম-প্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে,
দৈত্য-কুল-নিত্য-অরি, দেবকুল-পতি ।"
এতেক কহিয়া সতী, কৃতাঞ্জলি-পুটে,
আকাশের পানে চাহি আরাধিলা কাঁদি ;
"প্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্র নন্দিনি, ৫৯০
সাধে তোমা, কৃপা-দৃষ্টি কর লঙ্কাপানে,
কৃপাময়ি ! রক্ষঃশ্রেষ্ঠ রাখ এ বিগ্রহে ।
অভেদ্য কবচ-রূপে আবর শূরেরে !
যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারি আশ্রিত,
জীবন তাহার জীবে ওই তরুরাজে !
দেখো, মা, কুঠার যেন না পর্শে উহারে !
আর কি কহিবে দাসী ? অন্তর্য্যামী তুমি !
তোমা বিনা, জগদম্বে, কে আর রাখিবে ?"
বহে যথা সমীরণ পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা ৬০০
প্রমীলার আরাধনা কৈলাস-সদনে ।
কাঁপিল সভয়ে ইন্দ্র । তা দেখি, সহসা
বায়ু-বেগে বায়ুপতি দূরে উড়াইলা

তাহায় ! মুছিয়া আঁখি, গেলা চলি সতী,
যমুনা-পুলিনে যথা; বিদায়ি মাধবে,
বিরহ-বিধুরা গোপী যায় শূন্য-মনে
শূন্যালয়ে, কাঁদি বামা পশিলা মন্দিরে। ৬০৭

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ কাব্যে উদ্যোগো নাম
পঞ্চম সর্গঃ।

ষষ্ঠ সর্গ

ত্যজি সে উদ্যান, বলী সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা, শিবিরে যথা বিরাজেন প্রভু
রঘু-রাজ ; অতি দ্রুত চলিলা সুমতি,
হেরি মৃগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা
অস্ত্রালয়ে,—বাছি বাছি লইতে সত্বরে
তীক্ষ্ণতর প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে।
কতক্ষণে মহাযশাঃ উতরিল যথা
রঘুরথী। পদযুগে নমি, নমস্কারি
মিত্রবর বিভীষণে, কহিলা সুমতি,—
"কৃতকার্য্য আজি, দেব, তব আশীর্ব্বাদে ১০
চিরদাস ! স্মরি পদ, প্রবেশি কাননে,
পূজিনু চামুণ্ডে, প্রভু, সুবর্ণ-দেউলে !
ছলিতে দাসেরে সতী কত যে পাতিলা
মায়াজাল, কেমনে তা নিবেদি চরণে,

মূঢ় আমি ? চন্দ্রচূড়ে দেখিনু দুয়ারে
রক্ষক ; ছাড়িলা পথ বিনা রণে তিনি
তব পুণ্যবলে, দেব ; মহোরগ যথা
যায় চলি হতবল মহৌষধগুণে !
পশিল কাননে দাস ; আইলা গর্জ্জিয়া
সিংহ ; বিমুখিনু তাহে ; ভৈরব হুঙ্কারে ২০
বহিল তুমুল ঝড় ; কালাগ্নি সদৃশ
দাবাগ্নি বেড়িল দেশ ; পুড়িল চৌদিকে
বনরাজী ; কত ক্ষণে নিবিলা আপনি
বায়ুসখা, বায়ুদেব গেলা চলি দূরে !
সুরবালাদলে এবে দেখিনু সম্মুখে
কুঞ্জবনবিহারিণী ; কৃতাঞ্জলি-পুটে,
পূজি, বর মাগি দেব, বিদাইনু সবে ।
অদূরে শোভিল বনে দেউল, উজলি
সুদেশ । সরসে পশি, অবগাহি দেহ,
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া পূজিনু মায়েরে ৩০
ভক্তিভাবে । আবির্ভাবি বর দিলা মায়া ।
কহিলেন দয়াময়ী,—'সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতীসুমিত্রাসুত, দেব দেবী যত
তোর প্রতি । দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব ; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে ।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে
সহসা, শার্দ্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে, ৪০

নাশ তারে ! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য ; পিধানে যথা অসি আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি।'—কি ইচ্ছা তব, কহ,
নৃমণি ? পোহায় রাতি ; বিলম্ব না সহে।
মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে !"

উত্তরিলা রঘুনাথ, "হায় রে, কেমনে—
যে কৃতান্তদূতে দূরে হেরি, ঊর্দ্ধশ্বাসে
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে ; দেব নর ভস্ম যার বিষে— ৫০
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে,
প্রাণাধিক ? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে ;
অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম বধিনু সংগ্রামে ;
আনিনু রাজেন্দ্রদলে এ কনকপুরে
সসৈন্যে ; শোণিতস্রোতঃ, হায়, অকারণে,
বরিষার জলসম, আর্দ্রিল মহীরে !
রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, স্ববন্ধুবান্ধবে—
হারাইনু ভাগ্যদোষে ; কেবল আছিল
অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী ; তাহারে ৬০
(হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব পদে ?)
নিবাইল দুরদৃষ্ট ! কে আর আছে রে
আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি
রাখি এ পরাণ আমি ? থাকি এ সংসারে ?
চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,
লক্ষ্মণ ! কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে

এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আইনু আমরা।”
উত্তরিলা বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী ;—
“কি কারণে, রঘুনাথ, সভয় আপনি
এত ? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে ৭০
ডরে সে ত্রিভুবনে ? দেব-কুলপতি
সহস্রাক্ষ পক্ষ তব ; কৈলাস-নিবাসী
বিরূপাক্ষ ; শৈলবালা ধর্ম্ম-সহায়িনী !
দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে ; কাল মেঘ সম
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
চারি দিকে ! দেবহাস্য উজলিছে, দেখ,
এ তব শিবির, প্রভু ! আদেশ দাসেরে
ধরি দেব-অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে ;
অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদপ্রসাদে।
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ ! কেন অবহেল ৮০
দেব-আজ্ঞা ? ধর্ম্মপথে সদা গতি তব,
এ অধর্ম্ম কার্য্য আর্য্য, কেন কর আজি ?
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে ?”
কহিলা মধুরভাষে বিভীষণ বলী
মিত্র;—“যা কহিলা সত্য রাঘবেন্দ্র রথী।
দুরন্ত কৃতান্ত-দূত সম পরাক্রমে
রাবণি, বাসবত্রাস, অজেয় জগতে।
কিন্তু বৃথা ভয় আজি করি মোরা তারে।
স্বপনে দেখিনু আমি, রঘুকুলমণি,
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী ; শিরোদেশে বসি, ৯০
উজলি শিবির, দেব, বিমল কিরণে,
কহিলা অধীনে সাধ্বী ;—‘হায় ! মত্ত মদে

ভাই তোর, বিভীষণ ! ও পাপ-সংসারে
কি সাধে করি রে বাস, কলুষদ্বেষিণী
আমি ? কমলিনী কভু ফোটে কি সলিলে
পঙ্কিল ? জীমূতাবৃত গগনে কে কবে
হেরে তারা ? কিন্তু তোর পূর্ব্ব কর্ম্মফলে
সুপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর ; পাইবি
শূন্য রাজ-সিংহাসন, ছত্রদণ্ড সহ,
তুই ! রক্ষঃকুলনাথ-পদে আমি তোরে ১০০
করি অভিষেক আজি বিধির বিধানে,
যশস্বি ! মারিবে কালি সৌমিত্রি কেশরী
ভ্রাতৃপুত্র মেঘনাদে ; সহায় হইবি
তুই তার ! দেব-আজ্ঞা পালিস যতনে,
রে ভাবী কর্ব্বুররাজ !—' উঠিনু জাগিয়া ;—
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ শিবির দেখিনু ;
স্বর্গীয় বাদিত্র, দূরে শুনিনু গগনে
মৃদু ! শিবিরের দ্বারে হেরিনু বিস্ময়ে
মদনমোহনে মোহে যে রূপমাধুরী !
গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদম্বিনীরূপী ১১০
কবরী ; ভাতিছে কেশে রত্নরাশি ;--মরি !
কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা
মেঘমালে ! আচম্বিতে অদৃশ্য হইলা
জগদম্বা। বহুক্ষণ রহিনু চাহিয়া
সতৃষ্ণ নয়নে আমি, কিন্তু না ফলিল
মনোরথ ; আর মাতা নাহি দিলা দেখা ।
শুন দাশরথি রথি, এ সকল কথা
মন দিয়া। দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আমি,

যথা যজ্ঞাগারে পূজে দেব বৈশ্বানরে
রাবণি। হে নরপাল, পাল যতনে ১২০
দেবাদেশ! ইষ্টসিদ্ধি অবশ্য হইবে
তোমার, রাঘব-শ্রেষ্ঠ, কহিনু তোমারে!"
উত্তরিলা সীতানাথ সজল-নয়নে;—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, রক্ষঃকুলোত্তম,
আকুল পরাণ কাঁদে! কেমনে ফেলিব
এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল জলে?
হায়, সখে, মন্থরার কুপন্থায় যবে
চলিলা কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগ্যদোষে
নির্দ্দয়; ত্যজিনু যবে রাজ্যভোগ আমি
পিতৃসত্যরক্ষা হেতু; স্বেচ্ছায় ত্যজিল ১৩০
রাজ্যভোগ প্রিয়তম ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে!
কাঁদিলা সুমিত্রা মাতা! উচ্চে অবরোধে
কাঁদিলা উর্ম্মিলা বধূ; পৌরজন যত—
কত যে সাধিল সবে, কি আর কহিব?
না মানিল অনুরোধ; আমার পশ্চাতে
(ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হরষে,
জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে।
কহিলা সুমিত্রা মাতা;—'নয়নের মণি
আমার, হরিলি তুই, রাঘব! কে জানে,
কি কুহকবলে তুই ভুলালি বাছারে? ১৪০
সঁপিনু এ ধন তোরে। রাখিস্ যতনে
এ মোর রতনে তুই, এই ভিক্ষা মাগি।'
"নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি।
ফিরি যাই বনবাসে! দুর্ব্বার সমরে,

দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি !
সুগ্রীব বাহুবলেন্দ্র ; বিশারদ রণে
অঙ্গদ, সুযুবরাজ ; বায়ুপুত্র হনু,
ভীমপরাক্রম পিতা প্রভঞ্জন যথা ;
ধূম্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম
অগ্নিরাশি ; নল, নীল ; কেশরী—কেশরী ১৫০
বিপক্ষের পক্ষে শূর ; আর যোধ যত,
দেবাকৃতি, দেববীর্য্য ; তুমি মহারথী ;—
এ সবার সহকারে নারি নিবারিতে
যে রক্ষে, কেমনে, কহ, লক্ষ্মণ একাকী
যুঝিছে তাহার সঙ্গে ? হায়, মায়াবিনী
আশা, তেঁই, কহি, সখে, এ রাক্ষস-পুরে,
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, আইনু আমরা।”
সহসা আকাশ-দেশে, আকাশ-সম্ভবা
সরস্বতী নিনাদিলা মধুর নিনাদে ;
“উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি ১৬০
সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলপ্রিয়
তুমি ? দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল ?
দেখ চেয়ে শূন্য পানে।” দেখিলা বিস্ময়ে
রঘুরাজ, অহি সহ যুঝিছে অম্বরে
শিখী। কেকারব মিশি ফণীর স্বননে,
ভৈরব আরবে দেশে পূরিছে চৌদিকে !
পক্ষচ্ছায়া আবরিছে, ঘনদল যেন,
গগন ; জ্বলিছে মাঝে, কালানল-তেজে,
হলাহল ! ঘোর রণে রণিছে উভয়ে।
মুহুর্মুহুঃ ভয়ে মহী কাঁপিলা ; ঘোষিল ১৭০

উথলিয়া জলদল। কতক্ষণ পরে,
গতপ্রাণ শিখীবর পড়িলা ভূতলে;
গরজিলা অজাগর—বিজয়ী সংগ্রামে।
কহিলা রাবণানুজ,—"স্বচক্ষে দেখিলা
অদ্ভুত ব্যাপার আজি; নিরর্থ এ নহে,
কহিনু বৈদেহীনাথ, বুঝ ভাবি মনে!
নহে ছায়াবাজী ইহা: আশু যা ঘটিবে,
এ প্রপঞ্চরূপে দেব দেখালে তোমারে;—
নির্বীরিবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী!"
প্রবেশি শিবিরে তবে রঘুকুলমণি ১৮০
সাজাইলা প্রিয়ানুজে দেব-অস্ত্রে। আহা,
শোভিলা সুন্দর বীর স্কন্দ তারকারি-
সদৃশ। পরিলা বক্ষে কবচ সুমতি
তারাময়; সারসনে ঝল ঝল ঝলে
ঝলিল ভাস্বর অসি মণ্ডিত রতনে।
রবির পরিধি সম দীপে পৃষ্ঠদেশে
ফলক; দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত; কাঞ্চনে
জড়িত, তাহার সংগে নিষঙ্গ দুলিল
শরপূর্ণ। বাম হস্তে ধরিলা সাপটি
দেবধনুঃ ধনুর্দ্ধর; ভাতিল মস্তকে ১৯০
(সৌরকরে গড়া যেন) মুকুট, উজলি
চৌদিক; মুকুটোপরি লড়িল সঘনে
সুচূড়া, কেশরীপৃষ্ঠে লড়য়ে যেমতি
কেশর! রাঘবানুজ সাজিলা হরষে,
তেজস্বী—মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী!
শিবির হইতে বলী বাহিরিলা বেগে

ব্যগ্র, তুরঙ্গম যথা শৃঙ্গকুলনাদে,
সমরতরঙ্গ যবে উথলে নির্ঘোষে !
বাহিরিলা বীরবর ; বাহিরিলা সাথে
বীরবেশে বিভীষণ, বিভীষণ রণে ! ২০০
বরষিলা পুষ্প দেব ; বাজিল আকাশে
মঙ্গলবাজনা ; শূন্যে নাচিল অপ্সরা,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল পূরিল জয়রবে !
  আকাশের পানে চাহি কৃতাঞ্জলিপুটে,
আরাধিল রঘুবর ; "তব পদাম্বুজে,
চায় গো আশ্রয় আজি রাঘব ভিখারী,
অম্বিকে ! ভুল না, দেবি, এ তব কিঙ্করে !
ধর্ম্মরক্ষা হেতু, মাতঃ, কত যে পাইনু
আয়াস, ও রাঙা পদে অবিদিত নহে ।
ভুঞ্জাও ধর্ম্মের ফল, মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে, ২১০
অভাজনে ; রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃসমরে,
প্রাণাধিক ভাই কিশোর লক্ষ্মণে !
দুর্দ্দান্ত দানবে দলি, নিস্তারিলা তুমি,
দেববলে, নিস্তারিণি ! নিস্তার অধীনে,
মহিষমর্দ্দিনি, মর্দ্দি দুর্ম্মদ রাক্ষসে !
  এইরূপে রক্ষোরিপু স্তুতিলা সতীরে
যথা সমীরণ বহে পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা
রাঘবের আরাধনা কৈলাস-সদনে ।
হাসিলা দিবিন্দ্র দিবে ; পবন অমনি ২২০
চালাইলা আশুতরে সে শব্দবাহকে ।
শুনি সে সু-আরাধনা, নগেন্দ্রনন্দিনী,

আনন্দে, তথাস্তু, বলি আশীষিলা মাতা।
হাসি দেখা দিলা উষা উদয়-অচলে,
আশা যথা, আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে,
দুঃখতমোবিনাশিনী! কূজনিল পাখী
নিকুঞ্জে, গুঞ্জরি অলি, ধাইল চৌদিকে
মধুজীবী; মৃদুগতি চলিলা শর্ব্বরী,
তারাদলে লয়ে সঙ্গে; উষার ললাটে
শোভিল একটি তারা, শত-তারা-তেজে! ২৩০
ফুটিল কুন্তলে ফুল, নব তারাবলী!
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে রাঘব কহিলা;
"সাবধানে যাও, মিত্র। অমূল্য রতনে
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে,
রথীবর! নাহি কাজ বৃথা বাক্যব্যয়ে
জীবণ, মরণ মম আজি তব হাতে!"
আশ্বাসিলা মহেষ্বাসে বিভীষণ বলী।
"দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি;
কাহারে ডরাও, প্রভু? অবশ্য নাশিবে
সমরে সৌমিত্রি শূর মেঘনাদ শূরে।" ২৪০
বন্দি রাঘবেন্দ্রপদ, চলিলা সৌমিত্রি
সহ মিত্র বিভীষণ। ঘন ঘনাবলী
বেড়িল দোঁহারে, যথা বেড়ে হিমানীতে
কুজ্‌ঝটিকা গিরিশৃঙ্গে, পোহাইলে রাতি।
চলিলা অদৃশ্যভাবে লঙ্কামুখে, দোহে।
যথায় কমলাসনে বসেন কমলা—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী—রক্ষোবধূ-বেশে,
প্রবেশিলা মায়াদেবী সে স্বর্ণ-দেউলে।

হাসিয়া সুধিলা রমা, কেশববাসনা ;—
"কি কারণে, মহাদেবী, গতি, এবে তব ২৫০
এ পুরে ? কহ, কি ইচ্ছা তোমার, রঙ্গিণি ?"
উত্তরিলা মৃদু হাসি মায়া শক্তীশ্বরী ,—
"সম্বর, নীলাম্বুসুতে, তেজঃ তব আজি ;
পশিবে এ স্বর্ণপুরে দেবাকৃতি রথী
সৌমিত্রি ; নাশিবে শূর, শিবের আদেশে,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে দম্ভী মেঘনাদে ।—
কালানল সম তেজঃ তব, তেজস্বিনি ;
কার সাধ্য বৈরিভাবে পশে এ নগরে ?
সুপ্রসন্ন হও, দেবি, করি এ মিনতি,
রাঘবের প্রতি তুমি ! তার, বরদানে, ২৬০
ধর্ম্মপথ-গামী রামে মাধবরমণি !"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা ইন্দিরা ;—
"কার সাধ্য, বিশ্বধ্যেয়া, অবহেলে তব
আজ্ঞা ? কিন্তু প্রাণ মম কাঁদে গো স্মরিলে
এ সকল কথা ! হায়, কত যে আদরে
পূজে মোরে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, রাণী মন্দোদরী,
কি আর কহিব তার ? কিন্তু নিজদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি । সম্বরিব, দেবি,
তেজঃ ;—প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে ?
কহ সৌমিত্রিরে তুমি পশিতে নগরে ২৭০
নির্ভয়ে । সন্তুষ্ট হয়ে বর দিনু আমি,
সংহারিবে এ সংগ্রামে সুমিত্রা নন্দন
বলী—অরিন্দম মন্দোদরীর নন্দনে !"
চলিলা পশ্চিম দ্বারে কেশববাসনা—

সুরমা, প্রফুল্ল ফুল প্রত্যূষে যেমতি
শিশির-আসারে ধৌত! চলিলা রঙ্গিণী
সঙ্গে মায়া। শুখাইল রম্ভাতরুরাজি ;
ভাঙ্গিল মঙ্গলঘট ; শুষিলা মেদিনী
বারি। রাঙা পায়ে আসি মিশিল সত্বরে
তেজোরাশি, যথা পশে, নিশা-অবসানে, ২৮০
সুধাকর-কর-জাল রবি-কর-জালে!
শ্রীভ্রষ্টা হইল লঙ্কা ; হারাইলে, মরি!
কুন্তলশোভন মণি ফণিনী যেমনি!
গম্ভীর নির্ঘোষে দূরে ঘোষিলা সহসা
ঘনদল ; বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা ;
কল্লোলিলা জলপতি ; কাঁপিলা বসুধা,
আক্ষেপে, রে রক্ষঃপুরি, তোর এ বিপদে,
জগতের অলঙ্কার তুই, স্বর্ণময়ি!
প্রাচীরে উঠিয়া দোঁহে হেরিলা অদূরে
দেবাকৃতি সৌমিত্রিরে, কুজ্ঝটিকাবৃত ২৯০
যেন দেব ত্বিষাম্পতি, কিম্বা বিভাবসু
ধূমপুঞ্জে। সাথে সাথে বিভীষণ রথী—
বায়ুসখা সহ বায়ু—দুর্ব্বার সমরে।
কে আজি রক্ষিবে, হায়, রাক্ষসভরসা
রাবণিরে! ঘন বনে, হেরি দূরে যথা
মৃগবরে, চলে ব্যাঘ্র গুল্ম-আবরণে,
সুযোগপ্রয়াসী ; কিম্বা নদীগর্ভে যথা
অবগাহকেরে দূরে নিরখিয়া, বেগে
যমচক্ররূপী নক্র ধায় তার পানে
অদৃশ্যে, লক্ষ্মণ শূর, বধিতে রাক্ষসে, ৩০০

সহ মিত্র বিভীষণ, চলিলা সত্বরে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, বিদায়ি মায়ারে,
স্বমন্দিরে গেলা চলি ইন্দিরা সুন্দরী !
কাঁদিলা মাধবপ্রিয়া ! উল্লাসে শুষিলা
অশ্রুবিন্দু বসুন্ধরা—শুষে শুক্তি যথা
যতনে, হে কাদম্বিনি, নয়নাম্বু তব,
অমূল্য মুকুতাফল ফলে যার গুণে
ভাতে যবে স্বাতী সতী গগনমণ্ডলে।
প্রবল মায়ার বলে পশিলা নগরে
বীরদ্বয়। সৌমিত্রির পরশে খুলিল ৩১০
দুয়ার অশনি-নাদে ; কিন্তু কার কানে
পশিল আরাব ? হায় ! রক্ষোরথী যত
মায়ার ছলনে অন্ধ, কেহ না দেখিলা
দুরন্ত কৃতান্তদূতসম রিপুদ্বয়ে,
কুসুম-রাশিতে অহি পশিল কৌশলে !
সবিস্ময়ে রামানুজ দেখিলা চৌদিকে
চতুরঙ্গ বল দ্বারে ;—মাতঙ্গ নিষাদী,
তুরঙ্গমে সাদীবৃন্দ, মহারথী রথে,
ভূতলে শমনদূত পদাতিক যত—
ভীমাকৃতি ভীমবীর্য্য ; অজেয় সংগ্রামে। ৩২০
কালানল-সম বিভা উঠিছে আকাশে !
হেরিলা সভয়ে বলী সর্ব্বভুকরূপী
বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষ্বেড়নধারী,
সুবর্ণ স্যন্দনারূঢ় ; তালবৃক্ষাকৃতি
দীর্ঘ তালজঙ্ঘা শূর—গদাধর যথা
মুর-অরি ; গজপৃষ্ঠে কালনেমি, বলে

রিপুকুলকাল বলী ; বিশারদ রণে,
রণপ্রিয়, বীরমদে প্রমত্ত সতত
প্রমত্ত ; চিক্ষুর রক্ষঃ যক্ষপতি সম ;—
আর আর মহাবলী, দেবদৈত্যনর- ৩৩০
চিরত্রাস ! ধীরে ধীরে, চলিলা দুজনে ;
নীরবে উভয় পার্শ্বে হেরিলা সৌমিত্রি
শত শত হেম-হর্ম্ম্য, দেউল, বিপণি,
উদ্যান, সরসী, উৎস ; অশ্ব অশ্বালয়ে,
গজালয়ে গজবৃন্দ ; স্যন্দন অগণ্য
অগ্নিবর্ণ ; অস্ত্রশালা, চারু নাট্যশালা,
মণ্ডিত রতনে, মরি ! যথা সুরপুরে !—
লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে—
দেবলোভ, দৈত্যকুল-মাৎসর্য ? কে পারে
গণিতে সাগরে রত্ন, নক্ষত্র আকাশে ? ৩৪০

নগর মাঝারে শূর হেরিলা কৌতুকে
রক্ষোরাজরাজগৃহ। ভাতে সারি সারি
কাঞ্চনহীরকস্তম্ভ ; গগন পরশে
গৃহচূড়, হেমকূটশৃঙ্গাবলী যথা
বিভাময়ী। হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ
শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষুঃ বিনোদিয়া,
তুষাররাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি
সৌরকর ! সবিস্ময়ে চাহি মহাযশাঃ
সৌমিত্রি, শূরেন্দ্র মিত্র বিভীষণ পানে,
কহিলা,—"অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে, ৩৫০
রক্ষোবর, মহিমার অর্ণব জগতে।
এ হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে ?"

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি উত্তরিলা বলী
বিভীষণ,—"যা কহিলে সত্য, শূরমণি !
এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে ?
কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে।
এক যায় আর আসে, জগতের রীতি,—
সাগরতরঙ্গ যথা ! চল ত্বরা করি,
রথীবর, সাধ কাজ বধি মেঘনাদে ;
অমরতা লভ, দেব, যশঃসুধা-পানে !" ৩৬০
সত্বরে চলিলা দোঁহে, মায়ার প্রসাদে
অদৃশ্য ! রাক্ষসবধূ, মৃগাক্ষীগঞ্জিনী,
দেখিলা লক্ষণ বলী সরোবরকূলে,
সুবর্ণ-কলসি কাঁখে, মধুর অধরে
সুহাসি ! কমল ফুল ফোটে জলাশয়ে
প্রভাতে ! কোথাও রথী বাহিরিছে বেগে
ভীমকায় ; পদাতিক, আয়সী-আবৃত,
ত্যজি ফুলশয্যা ; কেহ শৃঙ্গ নিনাদিছে
ভৈরবে নিবারি নিদ্রা ; সাজাইছে বাজী
বাজীপাল ; গর্জ্জি গজ সাপটে প্রমদে ৩৭০
মুদ্গর ; শোভিছে পট্ট-আবরণ পিঠে,
ঝালরে মুকুতাপাতি ; তুলিছে যতনে
সারথি বিবিধ অস্ত্র স্বর্ণধ্বজ রথে।
বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা
হায় রে, সুমনোহর, বঙ্গগৃহে যথা
দেবদোলোৎসব বাদ্য, দেবদল যবে,
আবির্ভাবি ভবতলে, পূজেন রমেশে !
অবচয়ি ফুলচয়, চলিছে মালিনী

কোথাও আমোদি পথ ফুল-পরিমলে
উজলি চৌদিক রূপে, ফুলকুলসখী ৩৮০
ঊষা যথা ! কোথাও বা দধি দুগ্ধ ভারে
লইয়া ধাইছে ভারী ;—ক্রমশঃ বাড়িছে
কল্লোল, জাগিছে পুরে পুরবাসি যত ।
কেহ কহে,—"চল, ওহে উঠিগে প্রাচীরে
না পাইব স্থান যদি না যাই সকালে
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ । জুড়াইব আঁখি
দেখি আজি যুবরাজে সমর-সাজনে,
আর বীরশ্রেষ্ঠ সবে ।" কেহ উত্তরিছে
প্রগল্‌ভে,—"কি কাজ, কহ, প্রাচীর উপরে ?
মুহূর্ত্তে নাশিবে রামে অনুজ লক্ষ্মণে ৩৯০
যুবরাজ, তাঁর শরে কে স্থির জগতে ?
দহিবে বিপক্ষদলে, শুষ্ক তৃণে যথা
দহে বহ্নি, রিপুদমী ! প্রচণ্ড আঘাতে
দণ্ডি তাত বিভীষণে, বাঁধিবে অধমে ।
রাজপ্রসাদের হেতু অবশ্য আসিবে
রণজয়ী সভাতলে ; চল সভাতলে ।"
কত যে শুনিলা বলী, কত যে দেখিলা,
কি আর কহিবে কবি ? হাসি মনে মনে,
দেবাকৃতি, দেববীর্য, দেব অস্ত্রধারী
চলিলা যশস্বী, সঙ্গে বিভীষণ রথী ;— ৪০০
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার শোভিল অদূরে ।
কুশাসনে ইন্দ্রজিৎ পূজে ইষ্টদেবে
নিভৃতে ; কৌষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরী,
চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে ।

পুড়ে ধূপদানে ধূপ ; জ্বলিছে চৌদিকে
পূত ঘৃতরসে দীপ ; পুষ্প রাশি রাশি,
গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষা কোষী, ভরা
হে জাহ্নবি, তব জলে, কলুষনাশিনী
তুমি ! পাশে হেম-ঘণ্টা, উপহার নানা,
হেম-পাত্রে ; রুদ্ধ দ্বার ;—বসেছে একাকী ৪১০
রথীন্দ্র ; নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন—
যোগীন্দ্র—কৈলাস গিরি, তব উচ্চ চূড়ে ।

যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠগৃহে
যমদূত, ভীমবাহু লক্ষ্মণ পশিলা
মায়াবলে দেবালয়ে । ঝনঝনিল অসি
পিধানে, ধ্বনিল বাজি তূণীর-ফলকে,
কাঁপিল মন্দির ঘন বীরপদভরে ।

চমকি মুদিত আঁখি মেলিলা রাবণি ।
দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রথী—
তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী ! ৪২০

সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর, কৃতাঞ্জলিপুটে,
কহিলা, "হে বিভাবসু, শুভ ক্ষণে আজি
পূজিল তোমারে দাস, তেঁই, প্রভু, তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ অর্পণে !
কিন্তু কি কারণে, কহ, তেজস্বি, আইলা
রক্ষঃকুলরিপু নর লক্ষ্মণের রূপে
প্রসাদিতে এ অধীনে ? এ কি লীলা তব,
প্রভাময় ?" পুনঃ বলী নমিলা ভূতলে ।

উত্তরিলা বীরদর্পে রৌদ্র দাশরথি ;—
"নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া, ৪৩০

রাবণি ! লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে !
সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে
আগমন হেথা মম, দেহ রণ মোরে
অবিলম্বে।" যথা পথে সহসা হেরিলে
ঊর্দ্ধফণা ফণীশ্বরে, ত্রাসে হীনগতি
পথিক, চাহিলা বলী লক্ষ্মণের পানে।
সভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া !
প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড, হায় রে, গলিল !
গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি
তেজঃপুঞ্জ ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল ! ৪৪০
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে !

বিস্ময়ে কহিলা শূর, "সত্য যদি তুমি
রামানুজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিলা
রক্ষোরাজপুরে আজি ? রক্ষঃ শত শত,
যক্ষপতিত্রাস বলে, ভীম অস্ত্রপাণি,
রক্ষিছে নগর-দ্বার ; শৃঙ্গধরসম
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ ; প্রাচীর উপরে
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলীরূপে ;—
কোন্ মায়াবলে, বলি, ভুলালে এ সবে ?
মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোদ্ভব ৪৫০
কে আছে রথী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে
একাকী এ রক্ষোবৃন্দে ? এ প্রপঞ্চে তবে
কেন্ বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে,
সর্ব্বভুক্ ? কি কৌতুক এ তব, কৌতুকি ?
নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি ; কেমনে
এ মন্দিরে পশিবে সে ? এখনও দেখ

রুদ্ধ দ্বার! বর, প্রভু, দেহ এ কিংকরে
নিঃশংকা করিব লংকা বধিয়া রাঘবে
আজি, খেদাইব দূরে কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপে,
বাঁধি আনি রাজপদে দিব বিভীষণে ৪৬০
রাজদ্রোহী! ওই শুন, নাচিছে চৌদিকে
শৃংগ শৃংগনাদিগ্রাম! বিলম্বিলে আমি,
ভগ্নোদ্যম রক্ষঃ-চমূ, বিদাও আমারে!"
উত্তরিলা দেবাকৃতি সৌমিত্রি কেশরী,
"কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবণি!
মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে!
মদে মত্ত সদা তুই; দেব-বলে বলী,
তবু অবহেলা মূঢ়, করিস্ সতত
দেবকুলে! এত দিনে মজিলি দুর্ম্মতি:
দেবাদেশে রণে আমি আহবানি রে তোরে!" ৪৭০
এতেক কহিয়া বলী উলংগিলা অসি
ভৈরবে! ঝলসি আঁখি কালানল-তেজে,
ভাতিল কৃপাণবর, শত্রুকরে যথা
ইরম্মদময় বজ্র! কহিলা রাবণি,—
"সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ; সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু
রণরংগে ইন্দ্রজিৎ? আতিথেয় সেবা,
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে—
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে। ৪৮০
সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথীকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে।

এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে ;—কি আর কহিব ?”
জলদ-প্রতিম স্বনে কহিলা সৌমিত্রি,—
“আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে ? বধিব এখনি,
অবোধ, তেমতি তোরে ! জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর ক্ষত্রধর্ম্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে ? মারি অরি, পারি যে কৌশলে !” ৪৯০
কহিলা বাসবজেতা, (অভিমন্যু যথা
হেরি সপ্ত শূরে শূর তপ্তলৌহাকৃতি
রোষে !) “ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্ তোরে,
লক্ষ্মণ ! নির্লজ্জ তুই। ক্ষত্রিয় সমাজে
রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়, শুনিলে
নাম তোর রথীবৃন্দ ! তস্কর যেমতি,
পশিলি এ গৃহে তুই ; তস্কর-সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি !
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে, ৫০০
পামর ! কে তোরে হেথা আনিল দুর্ম্মতি ?”
চক্ষের নিমিষে কোষা তুলি ভীমবাহু
নিক্ষেপিলা ঘোর নাদে লক্ষ্মণের শিরে।
পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে,
পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জনবলে
মড়মড়ে ! দেব-অস্ত্র বাজিল ঝন্‌ঝনি,
কাঁপিল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে।
বহিল রুধির-ধারা ; ধরিলা সত্বরে

দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ,—নারিলা তুলিতে
তাহায় ! কার্ম্মুক ধরি কর্ষিলা ; রহিল ৫১০
সৌমিত্রির হাতে ধনুঃ ! সাপটিলা কোপে
ফলক ; বিফল বল সে কাজ সাধনে।
যথা শুণ্ডধর টানে শুণ্ডে জড়াইয়া
শৃঙ্গধরশৃঙ্গে বৃথা, টানিলা তূণীরে
শূরেন্দ্র ! মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে !
চাহিলা দুয়ার পানে অভিমানে মানী।
সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে
ভীমতম শূল হস্তে, ধূমকেতুসম
খুল্লতাত বিভীষণে—বিভীষণ রণে !
"এত ক্ষণে"—অরিন্দম কহিলা বিষাদে— ৫২০
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে ! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ? শূলীশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী ?
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে ?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে ?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরু জন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে, ৫৩০
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"
উত্তরিলা বিভীষণ ; "বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্ ! রাঘবদাস আমি ; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে

অনুরোধ ?” উত্তরিলা কাতরে রাবণি ;—
“হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে !
রাঘবের দাস তুমি ? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে !
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে ;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি ৫৪০
ধূলায় ? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি ? জনম তব কোন্ মহাকুলে ?
কে বা সে অধম রাম ? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে ;
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবালদলের ধাম ? মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে ? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে ।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ ; নহিলে ৫৫০
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে ?
কহ, মহারথি, এ কি মহারথিপ্রথা ?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা ! ছাড়হ পথ ; আসিব ফিরিয়া
এখনি ! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি !
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের ! কি দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্ব্বল মানবে ?
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগলভে পশিল ৫৬০

দম্ভী ; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে ।
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী ! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য ? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস ? কহ তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি,—ভ্রাতৃ-পুত্র তব ?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে ?"
মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে ৫৭০
"নহি দোষী আমি, বৎস ; বৃথা ভৎর্স মোরে
তুমি ! নিজ কর্ম্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি !
বিরত সতত পাপে দেবকুল ; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী ; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কাল সলিলে !
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি । পরদোষে কে চাহে মজিতে ?"
রুষিলা বাসবত্রাস ! গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি, ৫৮০
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,—ধর্ম্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি ;—কোন্ ধর্ম্ম মতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি

নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা !
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা ! হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে ? ৫৯০
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্ম্মতি ।”
হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে
সৌমিত্রি, হুঙ্কারে ধনুঃ টঙ্কারিলা বলী ।
সন্ধানি বিন্ধিলা শূর খরতর শরে
অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা
মহেষ্বাস শরজালে বিঁধেন তারকে !
হায় রে, রুধির-ধারা (ভূধর-শরীরে
বহে বরিষার কালে জলস্রোতঃ যথা,)
বহিল, তিতিয়া বস্ত্র, তিতিয়া মেদিনী !
অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে ৬০০
শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহারপাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে ;
যথা অভিমন্যু রথী, নিরস্ত্র সমরে
সপ্ত রথী অস্ত্রবলে, কভু বা হানিলা
রথচূড়, রথচক্র ; কভু ভগ্ন অসি,
ছিন্ন চর্ম্ম, ভিন্ন বর্ম্ম, যা পাইলা হাতে !
কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসরণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
করপদ্ম-সঞ্চালনে ! সরোষে রাবণি, ৬১০
ধাইলা লক্ষ্মণ পানে গর্জ্জি ভীম নাদে,
প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী !

মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে
ভীষণ মহিষারূঢ় ভীম দণ্ডধরে ;
শূল হস্তে শূলপাণি; শঙ্খ, চক্র, গদা
চতুর্ভুজে চতুর্ভুজ ; হেরিলা সভয়ে
দেবকুলরথীবৃন্দে সুদিব্য বিমানে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী
নিষ্কল, হায় রে মরি, কলাধর যথা
রাহুগ্রাসে ; কিম্বা সিংহ আনায় মাঝারে ! ৬২০
ত্যজি ধনুঃ নিষ্কোষিলা অসি মহাতেজাঃ
রামানুজ ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে
নয়ন ! হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী
ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে
শোণিতার্দ্র ! থরথরি কাঁপিলা বসুধা ;
গর্জ্জিলা উথলি সিন্ধু ! ভৈরব আরবে
সহসা পূরিল বিশ্ব ! ত্রিদিবে, পাতালে,
মর্ত্ত্যে মরামর জীব প্রমাদ গণিলা
আতঙ্কে ! যথায় বসি হৈম সিংহাসনে
সভায় কর্ব্বুরপতি, সহসা পড়িল ৬৩০
কনক-মুকুট খসি, রথচূড় যথা
রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে।
সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে।
প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল !
আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী
মুছিলা সিন্দুরবিন্দু সুন্দর ললাটে !
মূর্চ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী
আচম্বিতে ! মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল

শিশুকুল আর্তনাদে, কাঁদিল যেমতি
ব্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি, ৬৪০
আঁধারি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে !

অন্যায় সমরে পড়ি, অসুরারি-রিপু
রাক্ষসকুল-ভরসা, পরুষ বচনে
কহিলা লক্ষ্মণ শূরে,—"বীরকুলগ্লানি,
সুমিত্রানন্দন, তুই ! শত ধিক্ তোরে !
রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে !
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে !
দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে ? কি পাপে বিধাতা ৬৫০
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে ?
আর কি কহিব তোরে ? এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে,
নরাধম ? জলধির অতল সলিলে
ডুবিস যদিও তুই, পশিবে সে দেশে
রাজরোষ—বাড়বাগ্নিরাশিসম তেজে !
দাবাগ্নিসদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে
সে রোষ, কাননে যদি পশিস্ কুমতি !
নারিবে রজনী, মূঢ়, আবরিতে তোরে !
দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন
ত্রাণিবে, সৌমিত্রি, তোরে, রাবণ রুষিলে ?
কে বা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে,
কলঙ্কি ?" এতেক কহি, বিষাদে সুমতি
মাতৃপিতৃপদপদ্ম স্মরিলা অন্তিমে ।

অধীর হইলা ধীর ভাবি প্রমীলারে
চিরানন্দ ? লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা,
অনর্গল বহি, হায়,—আর্দ্রিল মহীরে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে।
নির্ব্বাণ পাবক যথা, কিম্বা তিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে। ৬৭০

কহিলা রাবণানুজ সজল নয়নে ;—
"সুপট্ট-শয়নশায়ী তুমি, ভীমবাহু,
সদা, কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে ?
কি কহিবে রক্ষোরাজ হেরিলে তোমারে
এ শয্যায ? মন্দোদরী, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণী ?
শরদিন্দুনিভাননা প্রমীলা সুন্দরী ?
সুরবালা-গ্লানিরূপে দিতিসুতা যত
কিঙ্করী ? নিকষা সতী—বৃদ্ধা পিতামহী ?
কি কহিবে রক্ষঃকুল, চূড়ামণি তুমি
সে কুলে ? উঠ, বৎস ! খুল্লতাত আমি ৬৮০
ডাকি তোমা—বিভীষণ ; কেন না শুনিছ,
প্রাণাধিক ? উঠ, বৎস, খুলিব এখনি
তব অনুরোধে দ্বার। যাও অস্ত্রালযে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ঘুচাও আহবে।
হে কর্ব্বুরকুলগর্ব্ব, মধ্যাহ্নে কি কভু
যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী,
জগতনয়নানন্দ ? তবে কেন তুমি
এ বেশে, যশস্বি, আজি পড়ি হে ভূতলে ?
নাদে শৃঙ্গনাদী, শুন, আহবানি তোমারে :
গর্জ্জে গজরাজ, অশ্ব হ্রেষিছে ভৈরবে ; ৬৯০

সাজে রক্ষঃঅনীকিনী, উগ্রচণ্ডা রণে।
নগর-দুয়ারে অরি, উঠ, অরিন্দম!
এ বিপুল কুলমান রাখ এ সমরে!"
এইরূপে বিলাপিলা বিভীষণ বলী
শোকে। মিত্রশোকে শোকী সৌমিত্রি কেশরী
কহিলা,—"সম্বর খেদ, রক্ষঃচূড়ামণি।
কি ফল এ বৃথা খেদে? বিধির বিধানে।
বধিনু এ যোধে আমি, অপরাধ নহে
তোমার। যাইব চল যথায় শিবিরে
চিন্তাকুল চিন্তামণি দাসের বিহনে। ৭০০
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য শুন কান দিয়া
ত্রিদশ-আলয়ে, শূর।" শুনিলা সুরথী
ত্রিদিব-বাদিত্র-ধ্বনি—স্বপনে যেমনি
মনোহর! বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে,
শার্দ্দূলী অবর্ত্তমানে, নাশি শিশু যথা
নিষাদ, পবনবেগে ধায় ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে
প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আক্রমে সহসা,
হেরি গতজীব শিশু, বিবশা বিষাদে!
কিম্বা যথা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রথী,
মারি সুপ্ত পঞ্চ শিশু পাণ্ডবশিবিরে ৭১০
নিশীথে, বাহিরি, গেলা মনোরথগতি,
হরষে তরাসে ব্যগ্র, দুর্য্যোধন যথা
ভগ্ন-ঊরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্ররণে।
মায়ার প্রসাদে দোঁহে অদৃশ্য, চলিলা
যথায় শিবিরে শূর মৈথিলীবিলাসী।
প্রণমি চরণাম্বুজে,—সৌমিত্রি কেশরী

নিবেদিলা করপুটে,—"ও পদ-প্রসাদে,
রঘুবংশ-অবতংস, জয়ী রক্ষোরণে
এ কিঙ্কর ! গতজীব মেঘনাদ বলী
শত্রুজিৎ ! চুম্বি শিরঃ, আলিঙ্গি আদরে ৭২০
অনুজে, কহিলা প্রভু সজল নয়নে,—
"লভিনু সীতায় আজি বাহুবলে,
হে বাহুবলেন্দ্র ! ধন্য বীরকুলে তুমি !
সুমিত্রা জননী ধন্য ! রঘুকুলনিধি
ধন্য পিতা দশরথ, জন্মদাতা তব !
ধন্য আমি তবাগ্রজ ! ধন্য জন্মভূমি
অযোধ্যা ! এ যশঃ তব ঘোষিবে জগতে
চিরকাল ! পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে,
প্রিয়তম ! নিজবলে দুর্ব্বল সতত
মানব ; সু-ফল ফলে দেবের প্রসাদে।" ৭৩০

মহামিত্র বিভীষণে সম্ভাষি সুস্বরে
কহিলা বৈদেহীনাথ,—"শুভক্ষণে, সখে,
পাইনু তোমায় আমি এ রাক্ষসপুরে।
রাঘবকুলমঙ্গল তুমি রক্ষোবশে !
কিনিলে রাঘবকুলে আজি নিজগুণে,
গুণমণি ! গ্রহরাজ দিননাথ যথা,
মিত্রকুলরাজ তুমি, কহিনু তোমারে !
চল সবে, পূজি তাঁরে, শুভঙ্করী যিনি
শঙ্করী ! কুসুমাসার বৃষ্টিলা আকাশে
মহানন্দে দেববৃন্দ ; উল্লাসে নাদিল, ৭৪০

"জয় সীতাপতি জয় !" কটক চৌদিকে,—
আতঙ্কে কনক-লঙ্কা জাগিল সে রবে। ৭৪২

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে বধো নাম
ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

সপ্তম সর্গ

উদিলা আদিত্য এবে উদয়-অচলে,
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন,
উন্মীলি নয়নপদ্ম সুপ্রসন্ন ভাবে,
চাহিলা মহীর পানে! উল্লাসে হাসিলা
কুসুমকুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে
উৎসবে মঙ্গলবাদ্য উথলে যেমতি
দেবালয়ে, উথলিল সুস্বরলহরী
নিকুঞ্জে। বিমল জলে শোভিল নলিনী;
স্থলে সমপ্রেমাকাঙ্ক্ষী হেম সূর্য্যমুখী।
নিশার শিশিরে যথা অবগাহে দেহ ১০
কুসুম, প্রমীলা সতী, সুবাসিত জলে
স্নানি পীনপয়োধরা, বিনানিলা বেণী।
শোভিল মুকুতাপাঁতি সে চিকণ কেশে,
চন্দ্রমার রেখা যথা ঘনাবলী মাঝে
শরদে! রতনময় কঙ্কণ লইয়া
ভূষিতে মৃণালভুজ সুমৃণালভুজা;—

বেদনিল বাহু, আহা, দৃঢ় বাঁধে যেন,
কঙ্কণ ! কোমল কণ্ঠে স্বর্ণকণ্ঠমালা
ব্যথিল কোমল কণ্ঠ ! সম্ভাষি বিস্ময়ে
বসন্তসৌরভা সখী বাসন্তীরে সতী ২০
কহিলা,—"কেন লো, সই, না পারি পরিতে
অলংকার ? লংকাপুরে কেন বা শুনিছি
রোদন-নিনাদ দূরে, হাহাকার ধ্বনি ?
বামেতর আঁখি মোর নাচিছে সতত ;
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ ! না জানি, স্বজনি,
হায় লো, না জানি আজি পড়ি কি বিপদে ?
যজ্ঞাগারে প্রাণনাথ, যাও তাঁর কাছে,
বাসন্তি ! নিবার যেন না যান সমরে
এ কুদিনে বীরমণি। কহিও জীবেশে,
অনুরোধে দাসী তাঁর ধরি পা দুখানি।" ৩০

নীরবিলা বীণাবাণী, উত্তরিলা সখী
বাসন্তী, "বাড়িছে ক্রমে, শুন কান দিয়া,
আর্ত্তনাদ, সুবদনে ! কেমনে কহিব
কেন কাঁদে পুরবাসী ? চল আশুগতি
দেবের মন্দিরে যথা দেবী মন্দোদরী
পূজিছেন আশুতোষে। মত্ত রণমদে,
রথ, রথী, গজ, অশ্ব চলে রাজপথে ;
কেমনে যাইব আমি যজ্ঞাগারে, যথা
সাজিছেন রণবেশে সদা রণজয়ী
কান্ত তব সীমন্তিনি ?" চলিলা দুজনে
চন্দ্রচূড়ালয়ে, যথা রক্ষঃকুলেশ্বরী
আরাধেন চন্দ্রচূড়ে রক্ষিতে নন্দনে—

বৃথা ! ব্যগ্রচিত্ত দোঁহে চলিলা সত্বরে ।
বিরসবদন এবে কৈলাস-সদনে
গিরিশ । বিষাদে ঘন নিশ্বাসি ধূর্জ্জটি,
হৈমবতী পানে চাহি, কহিলা, "হে দেবি,
পূর্ণ মনোরথ তব ; হত রথীপতি
ইন্দ্রজিৎ কাল রণে ! যজ্ঞাগারে বলী
সৌমিত্রি নাশিল তারে মায়ার কৌশলে !
পরম ভকত মম রক্ষঃকুলনিধি, ৫০
বিধুমুখি ! তার দুঃখে সদা দুঃখী আমি
এই যে ত্রিশূল, সতি, হেরিছ এ করে,
ইহার আঘাত হতে গুরুতর বাজে
পুত্রশোক ! চিরস্থায়ী, হায়, সে বেদনা,—
সর্ব্বহর কাল তাহে না পারে হরিতে !
কি করে রাবণ, সতি, শুনি হত রণে
পুত্রবর ? অকস্মাৎ মরিবে, যদ্যপি
নাহি রক্ষি রক্ষে আমি রুদ্রতেজোদানে ।
তুষিনু বাসবে, সাধ্বি, তব অনুরোধে ;
দেহ অনুমতি এবে তুষি দশাননে ।" ৬০
উত্তরিলা কাত্যায়নী, "যাহা ইচ্ছা কর,
ত্রিপুরারি ! বাসবের পূরিবে বাসনা,
ছিল ভিক্ষা তব পদে, সফল তা এবে ।
দাসীর ভকত, প্রভু, দাশরথি রথী ;
এ কথাটি, বিশ্বনাথ, থাকে যেন মনে !
আর কি কহিবে দাসী ও পদরাজীবে ?"
হাসিয়া স্মরিলা শূলী বীরভদ্র শূরে !
ভীষণ-মূরতি রথী প্রণমিলে পদে

সাষ্টাঙ্গে, কহিলা হর,—"গতজীব রণে
আজি ইন্দ্রজিৎ, বৎস। পশি যজ্ঞাগারে, ৭০
নাশিল সৌমিত্রি তারে উমার প্রসাদে।
ভয়াকুল দূতকুল এ বারতা দিতে
রক্ষোনাথে। বিশেষতঃ, কি কৌশলে বলী
সৌমিত্রি নাশিলা রণে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
নাহি জানে রক্ষোদূত। দেব ভিন্ন, রথি,
কার সাধ্য দেবমায়া বুঝে এ জগতে?
কনক-লঙ্কায় শীঘ্র যাও, ভীমবাহু,
রক্ষোদূতবেশে তুমি; ভর, রুদ্রতেজে,
নিকষানন্দনে আজি আমার আদেশে।"
চলিলা আকাশপথে বীরভদ্র বলী ৮০
ভীমাকৃতি; ব্যোমচর নমিলা চৌদিকে
সভয়ে; সৌন্দর্য্যতেজে হীনতেজাঃ রবি,
সুধাংশু নিরংশু যথা সে রবির তেজে।
ভয়ঙ্করী শূলছায়া পড়িল ভূতলে।
গম্ভীর নিনাদে নাদি অম্বুরাশিপতি
পূজিলা ভৈরবদূতে! উতরিলা রথী
রক্ষঃপুরে; পদচাপে থর থর থরি
কাঁপিল কনক-লঙ্কা, বৃক্ষশাখা যথা
পক্ষীন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে।
পশি যজ্ঞাগারে শূর দেখিলা ভূতলে ৯০
বীরেন্দ্র! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমতি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে।
সজল নয়নে বলী হেরিলা কুমারে।
ব্যথিত অমর-হিয়া মর-দুঃখ হেরি।

কনক-আসনে যথা দশানন রথী,
রক্ষঃকুলচূড়ামণি, উতরিলা তথা
দূতবেশে বীরভদ্র, ভস্মরাশি মাঝে
গুপ্ত বিভাবসু সম তেজোহীন এবে।
প্রণামের ছলে বলী আশীর্ষি রাক্ষসে,
দাঁড়াইলা করপুটে, অশ্রুময় আঁখি, ১০০
সম্মুখে। বিস্ময়ে রাজা সুধিলা, "কি হেতু,
হে দূত, রসনা তব বিরত সাধিতে
স্বকর্ম্ম? মানব রাম, নও ভৃত্য তুমি
রাঘবের, তবে কেন, হে সন্দেশ-বহ,
মলিন বদন তব? দেবদৈত্যজয়ী
লঙ্কার পঙ্কজরবি সাজিছে সমরে
আজি, অমঙ্গল বার্ত্তা কি মোরে কহিবে?
মরিল রাঘব যদি ভীষণ অশনি-
সম প্রহরণে রণে, কহ সে বারতা,
প্রসাদি তোমারে আমি।" ধীরে উত্তরিলা ১১০
ছদ্মবেশী: "হায়, দেব, কেমনে নিবেদি
অমঙ্গল বার্ত্তা পদে, ক্ষুদ্র প্রাণী আমি?
অভয় প্রদান অগ্রে, হে কর্ব্বুরপতি,
কর দাসে!" ব্যগ্রচিত্তে উত্তরিলা বলী,
"কি ভয় তোমার, দূত? কহ ত্বরা করি—
শুভাশুভ ঘটে ভবে বিধির বিধানে।—
দানিনু অভয়, ত্বরা কহ বার্ত্তা মোরে!"
বিরূপাক্ষচর বলী রক্ষোদূতবেশী
কহিলা, "হে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, হত রণে আজি
কর্ব্বুর-কুলের গর্ব্ব মেঘনাদ রথী!" ১২০

যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ বিঁধিলে
মৃগেন্দ্রে নশ্বর শরে, গর্জ্জি ভীম নাদে
পড়ে মহীতলে হরি, পড়িলা ভূপতি
সভায় ! সচিববৃন্দ, হাহাকার রবে,
বেড়িল চৌদিকে শূরে ; কেহ বা আনিল
সুশীতল বারি পাত্রে, বিউনিল কেহ ।
রুদ্রতেজে বীরভদ্র আশু চেতনিলা
রক্ষোবরে । অগ্নিকণা পরশে যেমতি
বারুদ, উঠিয়া বলী, আদেশিলা দূতে—
"কহ, দূত, কে বধিল চিররণজয়ী ১৩০
ইন্দ্রজিতে আজি রণে ? কহ শীঘ্র করি ।"
উত্তরিলা ছদ্মবেশী ; "ছদ্মবেশে পশি
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে সৌমিত্রি কেশরী,
রাজেন্দ্র, অন্যায় যুদ্ধে বধিল কুমতি
বীরেন্দ্রে ! প্রফুল্ল, হায় কিংশুক যেমনি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে,
মন্দিরে দেখিনু শূরে । বীরশ্রেষ্ঠ তুমি,
রক্ষোনাথ, বীরকর্ম্মে ভুল শোক আজি ।
রক্ষঃকুলাঙ্গনা, দেব, আর্দ্রিবে মহীরে
চক্ষুঃজলে । পুত্রহানী শত্রু যে দুর্ম্মতি, ১৪০
ভীম প্রহরণে তারে সংহারি সংগ্রামে,
তোষ তুমি, মহেষ্বাস, পৌর জনগণে !"
আচম্বিতে দেবদূত অদৃশ্য হইলা,
স্বর্গীয় সৌরভে সভা পূরিল চৌদিকে ।
দেখিলা রাক্ষসনাথ দীর্ঘজটাবলী,
ভীষণ ত্রিশূল-ছায়া । কৃতাঞ্জলিপুটে

প্রণমি, কহিলা শৈব ; "এত দিনে প্রভু,
ভাগ্যহীন ভৃত্যে এবে পড়িল কি মনে
তোমার ? এ মায়া, হায়, কেমনে বুঝিব
মূঢ় আমি, মায়াময় ? কিন্তু অগ্রে পালি ১৫০
আজ্ঞা তব, হে সর্ব্বজ্ঞ ; পরে নিবেদিব
যা কিছু আছে এ মনে ও রাজীবপদে ।
সরোষে—তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে—
কহিলা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, "এ কনক-পুরে,
ধনুর্দ্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি
চতুরঙ্গে ! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা—
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে !"
উথলিল সভাতলে দুন্দুভির ধ্বনি,
শৃঙ্গনিনাদক যেন, প্রলয়ের কালে
বাজাইলা শৃঙ্গবরে গম্ভীর নিনাদে ! ১৬০
যথা সে ভৈরব রবে কৈলাস-শিখরে
সাজে আশু ভূতকুল, সাজিল চৌদিকে
রাক্ষস ; টলিল লঙ্কা বীরপদভরে !
বাহিরিল অগ্নিবর্ণ রথগ্রাম বেগে
স্বর্ণধ্বজ ; ধূম্রবর্ণ বারণ, আস্ফালি
ভীষণ মুদ্গর শুণ্ডে ; বাহিরিল হ্রেষে
তুরঙ্গম, চতুরঙ্গে আইলা গর্জ্জিয়া
চামর, অমর-ত্রাস ; রথীবৃন্দ সহ
উদগ্র, সমরে উগ্র ; গজবৃন্দ মাঝে
বাস্কল, জীমূতবৃন্দ মাঝারে যেমতি ১৭০
জীমূতবাহন বজ্রী ভীম বজ্র করে !
বাহিরিল হুহুঙ্কারি অসিলোমাবলী,

অশ্বপতি : বিড়ালাক্ষ পদাতিকদলে,
মহাভয়ঙ্কর রক্ষঃ, দুর্ম্মদ সমরে !
আইল পতাকীদল, উড়িল পতাকা,
ধূমকেতুরাশি যেন উদিল সহসা
আকাশে ! রাক্ষসবাদ্য বাজিল চৌদিকে।
যথা দেবতেজে জন্মি দানবনাশিনী
চণ্ডী, দেব-অস্ত্রে সতী সাজিলা উল্লাসে
অট্টহাসি, লঙ্কাধামে সাজিলা ভৈরবী ১৮০
রক্ষঃকুল-অনীকিনী—উগ্রচণ্ডা রণে।
গজরাজতেজঃ ভুজে ; অশ্বগতি পদে ;
স্বর্ণরথ শিরঃচূড়া ; অঞ্চল পতাকা
রত্নময় ; ভেরী, তূরী, দুন্দুভি, দামামা
আদি বাদ্য সিংহনাদ ! শেল, শক্তি, জাটি,
তোমর, ভোমর, শূল, মুষল, মুদ্গর,
পট্টিশ, নারাচ ; কৌন্ত—শোভে দন্তরূপে !
জনমিল নয়নাগ্নি সাঁজোয়ার তেজে
থর থর থরে মহী কাঁপিলা সঘনে ;
কল্লোলিয়া উথলিয়া সভয়ে জলধি ১৯০
অধীর ভূধরব্রজ,—ভীমার গর্জ্জনে,—
পুনঃ যেন জন্মি চণ্ডী নিনাদিলা রোষে !
চমকি শিবিরে শূর রবিকুলরবি
কহিলা সম্ভাষি মিত্র বিভীষণে, “দেখ,
হে সখে, কাঁপিছে লঙ্কা মুহুর্ম্মুহুঃ এবে
ঘোর ভূকম্পনে যেন ! ধূমপুঞ্জ উড়ি
আবরিছে দিননাথে ঘন ঘন রূপে ;
উজলিছে নভস্তল ভয়ঙ্করী বিভা,

কালাগ্নিসম্ভবা যেন ! শুন, কান দিয়া,
কল্লোল, জলধি যেন উথলিছে দূরে ২০০
লয়িতে প্রলয়ে বিশ্ব !" কহিলা—সত্রাসে
পাণ্ডুগণ্ডদেশ—রক্ষঃ, মিত্রচূড়ামণি,
"কি আর কহিব, দেব ? কাঁপিছে এ পুরী
রক্ষোবীরপদভরে, নহে ভূকম্পনে !
কালাগ্নিসম্ভবা বিভা নহে যা দেখিছ
গগনে, বৈদেহীনাথ ; স্বর্ণবর্ম্ম-আভা
অস্ত্রাদির তেজঃ সহ মিশি উজলিছে
দশ দিশ ! রোধিছে যে কোলাহল, বলি,
শ্রবণকুহর এবে, নহে সিন্ধুধ্বনি ;
গরজে রাক্ষসচমূ, মাতি বীরমদে । ২১০
আকুল পুত্রেন্দ্রশোকে সাজিছে সুরথী
লঙ্কেশ ! কেমনে, কহ রক্ষিবে লক্ষ্মণে,
আর যত বীরে, বীর, এ ঘোর সংকটে ?"

সুস্বরে কহিলা প্রভু, "যাও ত্বরা করি
মিত্রবর, আন হেথা আহ্বানি সত্বরে
সৈন্যাধ্যক্ষদলে তুমি । দেবাশ্রিত সদা,
এ দাস ; দেবতাকুল রক্ষিবে দাসেরে !

শৃঙ্গ ধরি রক্ষোবর নাদিলা ভৈরবে ।
আইলা কিষ্কিন্ধ্যানাথ গজপতিগতি :
রণবিশারদ শূর অঙ্গদ ; আইলা ২২০
নল, নীল দেবাকৃতি ; প্রভঞ্জনসম
ভীমপরাক্রম হনূ ; জাম্বুবান বলী ;
বীরকুলর্ষভ বীর শরভ ; গবাক্ষ
রক্তাক্ষ ; রাক্ষসত্রাস ; আর নেতা যত ।

সম্ভাষি বীরেন্দ্রদলে যথাবিধি বলী
রাঘব, কহিলা প্রভু ; "পুত্রশোকে আজি
বিকল রাক্ষসপতি সাজিছে সত্বরে
সহ রক্ষঃ-অনীকিনী ; সঘনে টলিছে
বীরপদভরে লঙ্কা ! তোমরা সকলে
ত্রিভুবনজয়ী রণে, সাজ ত্বরা করি ; ২৩০
রাখ গো রাঘবে আজি এ ঘোর বিপদে।
স্ববন্ধুবান্ধবহীন বনবাসী আমি
ভাগ্যদোষে ; তোমরা হে রামের ভরসা,
বিক্রম, প্রতাপ রণে ! একমাত্র রথী
জীবে লঙ্কাপুরে এবে : বধ আজি তারে,
বীরবৃন্দ ! তোমাদেরি প্রসাদে বাঁধিনু
সিন্ধু ; শূলীশম্ভুনিভ কুম্ভকর্ণ শূরে
বধিনু তুমুল যুদ্ধে, নাশিল সৌমিত্রি
দেবদৈত্যনরত্রাস ভীম মেঘনাদে !
কুল, মান, প্রাণ মোর রাখ হে উদ্ধারি, ২৪০
রঘুবন্ধু, রঘুবধূ, বদ্ধা কারাগারে
রক্ষঃ-ছলে ! স্নেহপণে কিনিয়াছ রামে
তোমরা ; বাঁধ হে আজি কৃতজ্ঞতা-পাশে
রঘুবংশে, দাক্ষিণাত্য, দাক্ষিণ্য প্রকাশি !"

নীরবিলা রঘুনাথ সজল নয়নে !
বারিদপ্রতিম স্বনে স্বনি উত্তরিলা
সুগ্রীব ; "মরিব, নহে মারিব রাবণে,
এ প্রতিজ্ঞা, শূরশ্রেষ্ঠ, তব পদতলে !
ভুঞ্জি রাজ্যসুখ, নাথ, তোমার প্রসাদে ;—
ধনমানদাতা তুমি, কৃতজ্ঞতা-পাশে ২৫০

চির বাঁধা, এ অধীন, ও পদপঙ্কজে !
আর কি কহিব, শূর ? মম সঙ্গীদলে
নাহি বীর, তব কর্ম্ম সাধিতে যে ডরে
কৃতান্তে ! সাজুক রক্ষঃ, যুঝিব আমরা
অভয়ে !" গর্জিলা রোষে সৈন্যাধ্যক্ষ যত,
গর্জ্জিল বিকট ঠাট জয় রাম নাদে !
সে ভৈরব রবে রুষি, রক্ষঃ-অনীকিনী
নিনাদিলা বীরমদে, নিনাদেন যথা
দানবদলনী দুর্গা দানবনিনাদে !—
পূরিল কনক-লঙ্কা গভীর নির্ঘোষে ! ২৬০
কমল-আসনে যথা বসেন কমলা,
রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী, পশিল সে স্থলে
আরাব ; চমকি সতী উঠিলা সত্বরে ।
দেখিলা পদ্মাক্ষী, রক্ষঃ সাজিছে চৌদিকে
ক্রোধান্ধ ; রাক্ষসধ্বজ উড়িছে আকাশে,
জীবকুল-কুলক্ষণ ! বাজিছে গম্ভীরে
রক্ষোবাদ্য । শূন্যপথে চলিলা ইন্দিরা—
শরদিন্দুনিভাননা—বৈজয়ন্ত ধামে ।
বাজিছে বিবিধ বাদ্য ত্রিদশ-আলয়ে ;
নাচিছে অপ্সরাবৃন্দ ; গাইছে সুতানে ২৭০
কিন্নর ; সুবর্ণাসনে দেবদেবীদলে
দেবরাজ, বামে শচী সুচারুহাসিনী ;
অনন্ত বাসন্তানিল বহিছে সুস্বনে ;
বর্ষিছে মন্দারপুঞ্জ গন্ধর্ব্ব চৌদিকে ।
পশিলা কেশব-প্রিয়া দেবসভাতলে !
প্রণমি কহিলা ইন্দ্র, "দেহ পদধূলি,

জননি ; নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে—
গতজীব রণে আজি দুরন্ত রাবণি !
ভুঞ্জিব স্বর্গের সুখ নিরাপদে এবে ।
কৃপাদৃষ্টি যার প্রতি কর, কৃপাময়ি, ২৮০
তুমি, কি অভাব তার ?" হাসি উত্তরিলা
রত্নাকররত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী,—
"ভূতলে পতিত এবে, দৈত্যকুলরিপু,
রিপু তব ; কিন্তু সাজে রক্ষোবলদলে
লঙ্কেশ, আকুল রাজা প্রতিবিধানিতে
পুত্রবধ ! লক্ষ রক্ষঃ সাজে তার সনে ।
দিতে এ বারতা, দেব, আইনু এ দেশে ।
সাধিল তোমার কর্ম্ম সৌমিত্রি সুমতি ;
রক্ষ তারে, আদিতেয় ! উপকারী জনে,
মহৎ যে প্রাণ-পণে উদ্ধারে বিপদে ! ২৯০
আর কি কহিব, শত্রু ? অবিদিত নহে
রক্ষঃকুলপরাক্রম ! দেখ চিন্তা করি,
কি উপায়ে, শচীকান্ত, রাখিবে রাঘবে !"
উত্তরিলা দেবপতি,—"স্বর্গের উত্তরে,
দেখ চেয়ে জগদম্বে, অম্বর প্রদেশে ;—
সুসজ্জ অমরদল । বাহিরায় যদি
রণ-আশে মহেষ্বাস রক্ষঃকুলপতি,
সমরিব তার সঙ্গে রঙ্গে, দয়াময়ি ।—
না ডরি রাবণে, মাতঃ, রাবণি বিহনে !"
বাসবীয় চমূ রমা দেখিলা চমকি ৩০০
স্বর্গের উত্তর ভাগে । যত দূর চলে
দেবদৃষ্টি, দৃষ্টি দানে হেরিলা সুন্দরী

রথ, গজ, অশ্ব, সাদী, নিষাদী, সুরথী,
পদাতিক যমজয়ী, বিজয়ী সমরে।
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, কালাগ্নি-সদৃশ
তেজে ; শিখিধ্বজরথে স্কন্দ তারকারি
সেনানী, বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী।
জ্বলিছে অম্বর যথা বন দাবানলে ;
ধূমপুঞ্জ সম তাহে শোভে গজরাজী ;
শিখারূপে শূলগ্রাম ভাতিছে ঝলসি ৩১০
নয়ন ! চপল যেন অচলা, শোভিছে
পতাকা ; রবিপরিধি জিনি তেজোগুণে,
ঝকঝকে চর্ম্ম ; বর্ম্ম ঝলে ঝলঝলে !

সুধিলা মাধবপ্রিয়া ;—"কহ দেবনিধি
আদিতেয়, কোথা এবে প্রভঞ্জন-আদি
দিক্‌পাল ? ত্রিদিবসৈন্য শূন্য কেন হেরি
এ বিরহে ?" উত্তরিলা শচীকান্ত বলী ;
"নিজ নিজ রাজ্য আজি রক্ষিতে দিক্‌পালে
আদেশিনু, জগদম্বে। দেবরক্ষোরণে,
(দুর্জ্জয় উভয় কুল) কে জানে কি ঘটে ?– ৩২০
হয়ত মজিবে মহী, প্রলয়ে যেমতি,
আজি ; এ বিপুল-সৃষ্টি যাবে রসাতলে !"

আশীষিয়া সুকেশিনী কেশববাসনা
দেবেশ, লঙ্কায় মাতা সত্বরে ফিরিলা
সুবর্ণ ঘনবাহনে ; পশি স্বমন্দিরে,
বিষাদে কমলাসনে বসিলা কমলা,—
আলো করি দশ দিশ রূপের কিরণে,
বিরসবদন, মরি, রক্ষঃকুলদুঃখে !

রণমদে মত্ত, সাজে রক্ষঃকুলপতি ;—
হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে ৩৩০
চৌদিকে রথীন্দ্রদল ! বাজিছে অদূরে
রণবাদ্য ; রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে,
অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কারে।
হেন কালে সভাতলে উতরিলা রাণী
মন্দোদরী, শিশুশূন্য নীড় হেরি যথা
আকুল কপোতী, হায় ! ধাইছে পশ্চাতে
সখীদল। রাজপদে পড়িলা মহিষী।

যতনে সতীরে তুলি, কহিলা বিষাদে
রক্ষোরাজ, "বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি ! তবে যে বাঁচিছি ৩৪০
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার ! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি ;
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে ?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব !
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহঃ। যাও ফিরি ; কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণি মন্দোদরি ?
বনসুশোভন শাল ভূপতিত আজি ;
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবর শিরে ; ৩৫০
গগনরতন শশী চিররাহুগ্রাসে !"

ধরাধরি করি সখী লইলা দেবীরে
অবরোধে ! ক্রোধভরে বাহিরি, ভৈরবে
কহিলা রাক্ষসনাথ, সম্বোধি রাক্ষসে ;—

"দেব-দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে
জয়ী রক্ষঃ-অনীকিনী ; যার শরজালে
কাতর দেবেন্দ্র সহ দেবকুল-রথী ;
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে ;—
হত সে বীরেশ আজি অন্যায় সমরে,
বীরবৃন্দ ! চোরবেশে পশি দেবালয়ে, ৩৬০
সৌমিত্রি বধিল পুত্রে, নিরস্ত্র সে যবে
নিভৃতে ! প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে
প্রবাসী আসন্নকালে না হেরি সম্মুখে
স্নেহপাত্র তার যত—পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
দয়িতা—মরিল আজি স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে,
স্বর্ণলঙ্কা-অলঙ্কার ! বহুকালাবধি
পালিয়াছি পুত্রসম তোমা সবে আমি ;—
জিজ্ঞাসহ ভূমণ্ডলে কোন্ বংশখ্যাতি
রক্ষোবংশখ্যাতিসম ? কিন্তু দেব নরে
পরাভবি, কীর্ত্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে ৩৭০
বৃথা ! নিদারুণ বিধি, এত দিন এবে
বামতম মম প্রতি ; তেঁই শুখাইল
জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে !
কিন্তু না বিলাপি আমি । কি ফল বিলাপে ?
আর না পাইব তারে ? অশ্রুবারিধারা,
হায় রে, দ্রবে কি কভু কৃতান্তের হিয়া
কঠিন ? সমরে এবে পশি বিনাশিব
অধর্ম্মী সৌমিত্রি মূঢ়ে, কপট-সমরী ;—
বৃথা যদি যত্ন আজি, আর না ফিরিব—
পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে ৩৮০

এ জন্মে ! প্রতিজ্ঞা মম এই, রক্ষোরথি !
দেবদৈত্যনরত্রাস তোমরা সমরে ;
বিশ্বজয়ী ; স্মরি তারে চল রণস্থলে ;—
মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি,
কে চাহে বাঁচিতে আজি এ কর্ব্বুরকুলে,
কর্ব্বুরকুলের গর্ব্ব মেঘনাদ বলী !”
নীরবিলা মহেষ্বাস নিশ্বাসি বিষাদে ।
ক্ষোভে রোষে রক্ষঃসৈন্য নাদিলা নির্ঘোষে,
তিতিয়া মহীরে, মরি, নয়ন-আসারে !
শুনি সে ভীষণ স্বন নাদিলা গম্ভীরে ৩৯০
রঘুসৈন্য । ত্রিদিবেন্দ্র নাদিলা ত্রিদিবে !
রুষিলা বৈদেহীনাথ, সৌমিত্রি কেশরী,
সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনু, নেতৃনিধি যত,
রক্ষোযম ; নল, নীল, শরভ সুমতি,—
গর্জ্জিল বিকট ঠাট জয় রাম নাদে !
মন্দ্রিলা জীমূতবৃন্দ আবরি অম্বরে :
ইরম্মদে ধাঁধি বিশ্ব, গর্জ্জিল অশনি ;
চামুণ্ডার হাসিরাশিসদৃশ হাসিল
সৌদামিনী, যবে দেবী হাসি বিনাশিলা
দুর্ম্মদ দানবদলে, মত্ত রণমদে । ৪০০
ডুবিলা তিমিরপুঞ্জে তিমির-বিনাশী
দিনমণি ; বায়ুদল বহিলা চৌদিকে
বৈশ্বানরশ্বাসরূপে ; জ্বলিল কাননে
দাবাগ্নি ; প্লাবন নাদি গ্রাসিল সহসা
পুরী, পল্লী ; ভূকম্পনে পড়িল ভূতলে
অট্টালিকা, তরুরাজী ; জীবন ত্যজিল

উচ্চ কাঁদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি !—
মহাভয়ে ভীতা মহী কাঁদিয়া চলিল
বৈকুণ্ঠে। কনকাসনে বিরাজেন যথা
মাধব, প্রণমী সাধ্বী আরাধিলা দেবে ;— ৪১০
"বারে বারে অধীনীরে, দয়াসিন্ধু তুমি,
হে রমেশ, তরাইলা বহু মূর্ত্তি ধরি ;—
কূর্ম্মপৃষ্ঠে তিষ্ঠাইলা দাসীরে প্রলয়ে
কূর্ম্মরূপে ; বিরাজিনু দশনশিখরে
আমি, (শশাঙ্কের দেহে কলঙ্কের রেখা-
সদৃশী) বরাহমূর্ত্তি ধরিলা যে কালে,
দীনবন্ধু ! নরসিংহবেশে বিনাশিয়া
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে, জুড়ালে দাসীরে !
খর্ব্বিলা বলির গর্ব্ব খর্ব্বাকারছলে,
বামন ! বাঁচিনু, প্রভু, তোমার প্রসাদে ৪২০
আর কি কহিব, নাথ ! পদাশ্রিতা দাসী
তেঁই পাদপদ্মতলে এ বিপত্তিকালে।"
হাসি সুমধুরস্বরে সুধিলা মুরারি,
"কি হেতু কাতরা আজি, কহ জগন্মাতঃ
বসুধে ? আয়াসে আজি কে, বৎসে, তোমারে ?"
উত্তরিলা কাঁদি মহী ; "কি না তুমি জান,
সর্ব্বজ্ঞ ? লঙ্কার পানে দেখ, প্রভু, চাহি !
রণে মত্ত রক্ষোরাজ ; রণে মত্ত বলী
রাঘবেন্দ্র ; রণে মত্ত ত্রিদিবেন্দ্র রথী !
মদকল করিত্রয় আয়াসে দাসীরে ! ৪৩০
দেবাকৃতি রথীপতি সৌমিত্রি কেশরী
বধিলা সংগ্রামে আজি ভীম মেঘনাদে ;

আকুল বিষম শোকে রক্ষঃকুলনিধি
করিল প্রতিজ্ঞা, রণে মারিবে লক্ষ্মণে ;
করিলা প্রতিজ্ঞা, ইন্দ্র রক্ষিতে তাহারে
বীরদর্পে ;—অবিলম্বে, হায় আরম্ভিবে
কাল রণ, পীতাম্বর, স্বর্ণলঙ্কাপুরে
দেব, রক্ষঃ, নর রোষে। কেমনে সহিব
এ ঘোর যাতনা নাথ, কহ তা আমারে ?”
চাহিলা রমেশ হাসি স্বর্ণলঙ্কা পানে। ৪৪০
দেখিলা রাক্ষসদল বাহিরিছে দলে
অসংখ্য প্রতিঘ-অন্ধ, চতুঃস্কন্ধরূপী।
চলিছে প্রতাপ আগে জগত কাঁপায়ে :
পশ্চাতে শবদ চলে শ্রবণ বধিরি !
চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টিপথ রোধি
ঘন ঘনাকাররূপে ! টলিছে সঘনে
স্বর্ণলঙ্কা। বহির্ভাগে দেখিলা শ্রীপতি
রঘুসৈন্য ; উর্ম্মিকুল সিন্ধুমুখে যথা
চির-অরি প্রভঞ্জন দেখা দিলে দূরে।
দেখিলা পুণ্ডরীকাক্ষ, দেবদল বেগে ৪৫০
ধাইছে লঙ্কার পানে, পক্ষিরাজ যথা
গরুড়, হেরিয়া দূরে সদা-ভক্ষ্য ফণী,
হুঙ্কারে ! পূরিছে বিশ্ব গম্ভীর নির্ঘোষে !
পলাইছে যোগীকুল যোগ যাগ ছাড়ি ;
কোলে করি শিশুকুলে কাঁদিছে জননী
ভয়াকুলা ; জীবব্রজ ধাইছে চৌদিকে
ছন্নমতি। ক্ষণকাল চিন্তি চিন্তামণি
(যোগীন্দ্র-মানস-হংস) কহিলা মহীরে ;—

"বিষম বিপদ, সতি, উপস্থিত দেখি
তব পক্ষে! বিরূপাক্ষ, রুদ্রতেজোদানে, ৪৬০
তেজস্বী করিলা আজি রক্ষঃকুলরাজে।
না হেরি উপায় কিছু; যাহ তাঁর কাছে,
মেদিনি। পদারবিন্দে কাঁদি উত্তরিলা
বসুন্ধরা; "হায় প্রভু, দুরন্ত সংহারী
ত্রিশূলী; সতত রত নিধনসাধনে!
নিরন্তর তমোগুণে পূর্ণ ত্রিপুরারি।
কাল-সর্প-সাধ, সৌরি, সদা দগ্ধাইতে,
উগরি বিষাগ্নি, জীবে! দয়াসিন্ধু তুমি,
বিশ্বম্ভর; বিশ্বভার তুমি না বহিলে,
কে আর বহিবে, কহ? বাঁচাও দাসীরে, ৪৭০
হে শ্রীপতি, এ মিনতি ও রাঙা চরণে।"
উত্তরিলা হাসি বিভু, "যাও নিজ স্থলে,
বসুধে; সাধিব কার্য্য তোমার, সম্বরি
দেববীর্য্য। না পারিবে রক্ষিতে লক্ষ্মণে
দেবেন্দ্র, রাক্ষসদুঃখে দুঃখী উমাপতি।"
মহানন্দে বসুন্ধরা গেলা নিজ স্থলে।
কহিলা গরুড়ে প্রভু, "উড়ি নভোদেশে,
গরুত্মান্ দেবতেজঃ হর আজি রণে,
হরে অম্বুরাশি যথা তিমিরারি রবি;
কিম্বা তুমি, বৈনতেয়, হরিলা যেমতি ৪৮০
অমৃত। নিস্তেজ দেবে আমার আদেশে।"
বিস্তারি বিশাল পক্ষ, উড়িলা আকাশে
পক্ষিরাজ, মহাছায়া পড়িল ভূতলে,
আঁধারি অযুত বন, গিরি, নদ, নদী।

যথা গৃহমাঝে বহ্নি জ্বলিলে উত্তেজে,
গবাক্ষ-দুয়ার-পথে বাহিরায় বেগে
শিখাপুঞ্জ, বাহিরিল চারি দ্বার দিয়া
রাক্ষস, নিনাদি রোষে ; গর্জ্জিল চৌদিকে
রঘুসৈন্য ; দেববৃন্দ পশিলা সমরে ।
আইলা মাতঙ্গবর ঐরাবত, মাতি ৪৯০
রণরঙ্গে ; পৃষ্ঠদেশে দম্ভোলিনিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ, দীপ্যমান মেরুশৃঙ্গ যথা
রবিকরে, কিম্বা ভানু মধ্যাহ্নে ; আইলা
শিখিধ্বজ রথে রথী স্কন্দ তারকারি
সেনানী, বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী ;
কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিবিধ বাহনে !
আতঙ্কে শুনিলা লঙ্কা স্বর্গীয় বাজনা ;
কাঁপিল চমকি দেশ অমর-নিনাদে !
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি ইন্দ্রে কহিলা নৃমণি,—
"দেবকুলদাস দাস, দেবকুলপতি ! ৫০০
কত যে করিনু পুণ্য পূর্ব্বজন্মে আমি,
কি আর কহিব তার ? তেঁই সে লভিনু
পদাশ্রয় আজি তব এ বিপত্তি-কালে,
বজ্রপাণি । তেঁই আজি চরণ-পরশে
পবিত্রিলা ভূমণ্ডল ত্রিদিবনিবাসী ?"
উত্তরিলা সুরীশ্বর সম্ভাষি রাঘবে,—
"দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি !
উঠি দেবরথে, রথি, নাশ বাহুবলে
রাক্ষস অধর্ম্মাচারী । নিজ কর্ম্মদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি ; কে রক্ষিবে তারে ? ৫১০

লভিনু অমৃত যথা মথি জলদলে,
লণ্ডভণ্ড লঙ্কা আজি, দণ্ডি নিশাচরে,
সাধ্বী মৈথিলীরে, শূর অর্পিবে তোমারে
দেবকুল ! কত কাল অতল সলিলে
বসিবেন আর রমা, আঁধারি জগতে ?”
বাজিল তুমুল রণ দেবরক্ষোনরে ।
অম্বুরাশি সম কম্বু ঘোষিল চৌদিকে
অযুত ; টঙ্কারি ধনুঃ ধনুর্দ্ধর বলী
রোধিলা শ্রবণপথ ! গগন ছাইয়া
উড়িল কলম্বকুল, ইরম্মদতেজে ৫২০
ভেদি বর্ম্ম, চর্ম্ম, দেহ বহিল প্লাবনে
শোণিত ! পড়িল রক্ষোনরকুলরথী ;
পড়িল কুঞ্জরপুঞ্জ, নিকুঞ্জে যেমতি
পত্র প্রভঞ্জনবলে ; পড়িল নিনাদি
বাজীরাজী ; রণভূমি পূরিল ভৈরবে !
আক্রমিলা সুরবৃন্দে চতুরঙ্গ বলে
চামর—অমরত্রাস । চিত্ররথ রথী
সৌরতেজঃ রথে শূর পশিলা সংগ্রামে,
বারণারি সিংহ যথা হেরি সে রাবণে ।
আহ্বানিল ভীম রবে সুগ্রীবে উদগ্র ৫৩০
রথীশ্বর ; রথচক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে
শতজলস্রোতোনাদে । চালাইলা বেগে
বাস্কল মাতঙ্গযূথে, যূথনাথ যথা
দুর্ব্বার, হেরিয়া দূরে অঙ্গদে ; রুষিলা
যুবরাজ, রোষে যথা সিংহশিশু হেরি
মৃগদলে ! অসিলোমা, তীক্ষ্ণ অসি করে,

বাজীরাজী সহ ক্রোধে বেড়িল শরভে
বীরর্ষভ। বিড়ালাক্ষ (বিরূপাক্ষ যথা
সর্ব্বনাশী) হনূ সহ আরম্ভিলা কোপে
সংগ্রাম। পশিলা রণে দিব্য রথে রথী ৫৪০
রাঘব, দ্বিতীয়, আহা, স্বরীশ্বর যথা
বজ্রধর! শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি,
সুন্দর লক্ষ্মণ শূরে দেখিলা বিস্ময়ে
নিজপ্রতিমূর্ত্তি মর্ত্ত্যে। উড়িল চৌদিকে
ঘনরূপে রেণুরাশি; টলটল টলে
টলিলা কনক লঙ্কা; গর্জ্জিলা জলধি।
সৃজিলা অপূর্ব্ব ব্যূহ শচীকান্ত বলী।
বাহিরিলা রক্ষোরাজ পুষ্পক-আরোহী:
ঘর্ঘরিল রথচক্র নির্ঘোষে উগরি
বিস্ফুলিঙ্গ; তুরঙ্গম হ্রেষিল উল্লাসে ৫৫০
রতনসম্ভবা বিভা, নয়ন ধাঁধিলা,
ধায় অগ্রে ঊষা যথা, একচক্র রথে
উদেন আদিত্য যবে উদয়-অচলে!
নাদিল গম্ভীরে রক্ষঃ হেরি রক্ষোনাথে।
সম্ভাষি সারথিবরে, কহিলা সুরথী,—
"নাহি যুঝে নর আজি, হে সূত, একাকী
দেখ চেয়ে! ধূমপুঞ্জে অগ্নিরাশি যথা,
শোভে অসুরারিদল রঘুসৈন্য মাঝে।
আইলা লঙ্কায় ইন্দ্র শুনি হত রণে
ইন্দ্রজিত!" স্মরি পুত্রে রক্ষঃকুলনিধি ৫৬০
সরোষে গর্জ্জিয়া রাজা কহিলা গভীরে;
"চালাও, হে সূত, রথ যথা বজ্রপাণি

বাসব।" চলিল রথ মনোরথগতি !
পালাইল রঘুসৈন্য, পালায় যেমনি
মদকল করিরাজে হেরি, উর্দ্ধশ্বাসে
বনবাসী ! কিম্বা যথা ভীমাকৃতি ঘন,
বজ্র-অগ্নিপূর্ণ, যবে উড়ে বায়ুপথে
ঘোর নাদে, পশুপক্ষী পালায় চৌদিকে
আতঙ্কে ! টঙ্কারি ধনুঃ, তীক্ষ্ণতর শরে
মুহূর্ত্তে ভেদিলা ব্যূহ বীরেন্দ্র-কেশরী, ৫৭০
সহজে প্লাবন যথা ভাঙে ভীমাঘাতে
বালিবন্ধ ! কিম্বা যথা ব্যাঘ্র নিশাকালে
গোষ্ঠবৃতি ! অগ্রসরি শিখিধ্বজ রথে,
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে তারকারি বলী
রোধিলা সে রথগতি। কৃতাঞ্জলিপুটে
নমি শূরে লঙ্কেশ্বর কহিলা গম্ভীরে,—
"শঙ্করী শঙ্করে, দেব, পূজে দিবানিশি
কিঙ্কর ! লঙ্কায় তবে বৈরীদল মাঝে
কেন আজি হেরি তোমা ? নরাধম রামে
হেন আনুকূল্য দান কর কি কারণে ৫৮০
কুমার ? রথীন্দ্র তুমি ; অন্যায় সমরে
মারিল নন্দনে মোর লক্ষ্মণ ; মারিব
কপটসমরী মূঢ়ে ; দেহ পথ ছাড়ি !"
কহিলা পার্ব্বতিপুত্র, "রক্ষিব লক্ষ্মণে,
রক্ষোরাজ, আজি আমি দেবরাজাদেশে।
বাহুবলে, বাহুবল, বিমুখ আমারে,
নতুবা এ মনোরথ নারিবে পূর্ণিতে !"
সরোষে, তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে

হুংকারি হানিল অস্ত্র রক্ষঃকুলনিধি
অগ্নিসম, শরজালে কাতরিয়া রণে ৫৯০
শক্তিধরে! বিজয়ারে সম্ভাষি অভয়া
কহিলা, "দেখ্ লো, সখি, চাহি লংকা পানে,
তীক্ষ্ণ শরে রক্ষেশ্বর বিঁধিছে কুমারে
নির্দ্দয়! আকাশে দেখ্, পক্ষীন্দ্র হরিছে—
দেবতেজঃ;—যা লো তুই সৌদামিনীগতি,
নিবার্ কুমারে, সই! বিদরিছে হিয়া
আমার, লো সহচরি, হেরি রক্তধারা
বাছার কোমল দেহে। ভকত-বৎসল
সদানন্দ; পুত্রাধিক স্নেহেন ভকতে;
তেঁই সে রাবণ এবে দুর্ব্বার সমরে, ৬০০
স্বজনি!" চলিলা আশু সৌরকররূপে
নীলাম্বরপথে দূতী। সম্বোধী কুমারে
বিধুমুখী, কর্ণমূলে কহিলা—"সম্বর
অস্ত্র তব, শক্তিধর, শক্তির আদেশে।
মহারুদ্রতেজে আজি পূর্ণ লংকাপতি!"
ফিরাইলা রথ হাসি স্কন্দ তারকারি
মহাসুর। সিংহনাদে কটক কাটিয়া
অসংখ্য, রাক্ষসনাথ ধাইলা সত্বরে
ঐরাবত-পৃষ্ঠে যথা দেব বজ্রপাণি।
    বেড়িল গন্ধর্ব্ব নর শত প্রসরণে ৬১০
রক্ষেন্দ্রে; হুংকারি শূর নিরস্তিলা সবে
নিমিষে, কালাগ্নি যথা ভস্মে বনরাজী।
পালাইলা বীরদল জলাঞ্জলি দিয়া
লজ্জায়! আইলা রোষে দৈত্যকুল-অরি,

হেরি পার্থে কর্ণ যথা কুরুক্ষেত্ররণে।
ভীষণ তোমর রক্ষঃ হানিলা হুঙ্কারি
ঐরাবতশিরঃ লক্ষি। অর্দ্ধপথে তাহে
শর বৃষ্টি স্বরীশ্বর কাটিলা সত্বরে।
কহিলা কর্ব্বুরপতি গর্ব্বে সুরনাথে ;—
"যার ভয়ে বৈজয়ন্তে, শচীকান্ত বলি, ৬২০
চির কম্পবান্ তুমি, হত সে রাবণি,
তোমার কৌশলে, আজি কপট সংগ্রামে !
তেঁই বুঝি আসিয়াছ লঙ্কাপুরে তুমি,
নির্লজ্জ। অবধ্য তুমি, অবর ; নহিলে
দমনে শমন যথা, দমিতাম তোমা
মুহূর্ত্তে ! নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষ্মণে,
এ মম প্রতিজ্ঞা, দেব !" ভীম গদা ধরি,
লম্ফ দিয়া রথীশ্বর পড়িলা ভূতলে,
সঘনে কাঁপিলা মহী পদযুগভরে,
উরুদেশে কোষে অসি বাজিল ঝন্‌ঝনি ! ৬৩০
হুঙ্কারি কুলিশী রোষে ধরিলা কুলিশে !
অমনি হরিল তেজঃ গরুড় ; নারিলা
নাড়িতে দম্ভোলি দেব দম্ভোলিনিক্ষেপী !
প্রহারিলা ভীম গদা গজরাজশিরে
রক্ষোরাজ, প্রভঞ্জন যেমতি, উপাড়ি
অভ্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে
ঝড়ে ! ভীমাঘাতে হস্তী নিরস্ত, পড়িলা
হাঁটু গাড়ি। হাসি রক্ষঃ উঠিলা স্বরথে।
যোগাইলা মুহূর্ত্তেকে মাতলি সারথি
সুরথ ; ছাড়িলা পথ দিতিসুতরিপু ৬৪০

অভিমানে! হাতে ধনুঃ, ঘোর সিংহনাদে
দিব্য রথে দাশরথি পশিলা সংগ্রামে।
কহিলা রাক্ষসপতি ; "না চাহি তোমারে
আজি, হে বৈদেহীনাথ। এ ভবমণ্ডলে
আর এক দিন তুমি জীব নিরাপদে।
কোথা সে অনুজ তব কপটসমরী
পামর ? মারিব তারে ; যাও ফিরি তুমি
শিবিরে রাঘবশ্রেষ্ঠ!" নাদিলা ভৈরবে
মহেষ্বাস, দূরে শূর হেরি রামানুজে।
বৃষপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে ৬৫০
শূরেন্দ্র ; কভু বা রথে, কভু বা ভূতলে।
চলিল পুষ্পক বেগে ঘর্ঘরি নির্ঘোষে ;
অগ্নিচক্র-সম চক্র বর্ষিল চৌদিকে
অগ্নিরাশি ; ধূমকেতু-সদৃশ শোভিল
রথচূড়ে রাজকেতু! যথা হেরি দূরে
কপোত, বিস্তারি পাখা, ধায় বাজপতি
অম্বরে ; চলিলা রক্ষঃ, হেরি রণভূমে
পুত্রহা সৌমিত্রি শূরে ; ধাইলা চৌদিকে
হুহুঙ্কারে দেব নর রক্ষিতে শূরেশে।
ধাইলা রাক্ষসবৃন্দ হেরি রক্ষোনাথে। ৬৬০
বিড়ালাক্ষ রক্ষঃশূরে বিমুখি সংগ্রামে,
আইলা অঞ্জনাপুত্র,—প্রভঞ্জনসম
ভীমপরাক্রম হনু, গর্জ্জি ভীম নাদে।
যথা প্রভঞ্জনবলে উড়ে তূলারাশি
চৌদিকে ; রাক্ষসবৃন্দ পালাইলা রড়ে
হেরি যমাকৃতি বীরে। রুষি লঙ্কাপতি

চোক্ চোক্ শরে শূর অস্থিরিলা শূরে।
অধীর হইলা হনূ, ভূধর যেমতি
ভূকম্পনে! পিতৃপদ স্মরিলা বিপদে
বীরেন্দ্র, আনন্দে বায়ু নিজ বল দিলা ৬৭০
নন্দনে, মিহির যথা নিজ করদানে
ভূষেন কুমুদবাঞ্ছা সুধাংশুনিধিরে।
কিন্তু মহারুদ্রতেজে তেজস্বী সুরথী
নৈকষেয়, নিবারিলা পবনতনয়;—
ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পালাইলা হনূ।

আইলা কিষ্কিন্ধ্যাপতি, বিনাশি সংগ্রামে
উদগ্রে বিগ্রহপ্রিয়। হাসিয়া কহিলা
লঙ্কানাথ,—রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে,
বর্ব্বর, আইলি তুই এ কনকপুরে?
ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারাকারা রূপে; ৬৮০
তারে ছাড়ি কেন হেথা রথীকুল মাঝে
তুই, রে কিষ্কিন্ধ্যানাথ? ছাড়িনু, যা চলি
স্বদেশে! বিধবাদশা কেন ঘটাইবি
আবার তাহার, মূঢ়? দেবর কে আছে
আর তার?" ভীম রবে উত্তরিলা বলী
সুগ্রীব,—অধর্ম্মাচারী কে আছে জগতে
তোর সম, রক্ষোরাজ? পরদারালোভে
সবংশে মজিলি, দুষ্ট? রক্ষঃকুলকালি
তুই, রক্ষঃ! মৃত্যু তোর আজি মোর হাতে।
উদ্ধারিব মিত্রবধূ বধি আজি তোরে!" ৬৯০

এতেক কহিয়া বলী গর্জ্জি নিক্ষেপিলা
গিরিশৃঙ্গ। অনম্বর আঁধারি ধাইল

শিখর ;—সুতীক্ষ্ণ শরে কাটিলা সুরথী
রক্ষোরাজ, খান খান করি সে শিখরে।
টঙ্কারি কোদণ্ড পুনঃ রক্ষঃ-চূড়ামণি
তীক্ষ্ণতম শরে শূর বিঁধিলা সুগ্রীবে
হুঙ্কারে! বিষমাঘাতে ব্যথিত সুমতি,
পালাইলা, পালাইলা সত্রাসে চৌদিকে
রঘুসৈন্য, (জল যথা জাঙাল ভাঙিলে
কোলাহলে); দেবদল, তেজোহীন এবে, ৭০৫
পালাইলা নর সহ, ধূম সহ যথা
যায় উড়ি অগ্নিকণা বহিলে প্রবলে
পবন। সম্মুখে রক্ষঃ হেরিলা লক্ষ্মণে
দেবাকৃতি! বীরমদে দুর্ম্মদ সমরে
রাবণ, নাদিলা বলী হুহুঙ্কার রবে ;—
নাদিলা সৌমিত্রি শূর নির্ভয় হৃদয়ে,
নাদে যথা মত্ত করী মত্তকরিনাদে!
দেবদত্তধনুঃ ধন্বী টঙ্কারিলা রোষে।
"এত ক্ষণে, রে লক্ষ্মণ,"—কহিলা সরোষে
রাবণ, "এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে, ৭১০
নরাধম? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি?
শিখিধ্বজ শক্তিধর? রঘুকুলপতি,
ভ্রাতা তোর? কোথা রাজা সুগ্রীব? কে তোরে
রক্ষিবে পামর, আজি? এ আসন্ন কালে
সুমিত্রা জননী তোর, কলত্র উর্ম্মিলা,
ভাব্ দোঁহে! মাংস তোর মাংসাহারী জীবে
দিব এবে; রক্তস্রোতঃ শুষিবে ধরণী!
কুক্ষণে সাগর পার হইলি, দুর্ম্মতি,

পশিলি রাক্ষসালয়ে চোরবেশ ধরি,
হরিলি রাক্ষসরত্ন—অমূল জগতে।" ১২০
গর্জ্জিলা ভৈরবে রাজা বসাইয়া চাপে
অগ্নিশিখাসম শর ; ভীম সিংহনাদে
উত্তরিলা ভীমনাদী সৌমিত্রী কেশরী,—
"ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, রক্ষঃকুলপতি,
নাহি ডরি যমে আমি ; কেন ডরাইব
তোমায় ? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,
যথা সাধ্য কর, রথি ; আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা !"
বাজিল তুমুল রণ ; চাহিলা বিস্ময়ে
দেব নর দোঁহা পানে ; কাটিলা সৌমিত্রি ১৩০
শরজাল মুহুর্মুহুঃ হুহুঙ্কার রবে !
সবিস্ময়ে রক্ষোরাজ কহিলা, "বাখানি
বীরপণা তোর আমি, সৌমিত্রি কেশরী !
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্ সুরথি,
তুই ; কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে !"
স্মরি পুত্রবরে শূর, হানিলা সরোষে
মহাশক্তি ! বজ্রনাদে উঠিল গর্জ্জিয়া,
উজ্জ্বলি অম্বরদেশ সৌদামিনীরূপে,
ভীষণরিপুনাশিনী ! কাঁপিলা সভয়ে
দেব, নর ! ভীমাঘাতে পড়িল ভূতলে ১৪০
লক্ষ্মণ, নক্ষত্র যথা ; বাজিল ঝন্‌ঝনি
দেব-অস্ত্র, রক্তস্রোতে আভাহীন এবে।
সপন্নগ গিরিসম পড়িলা সুমতি।
গহন কাননে যথা বিঁধি মৃগবরে

কিরাত অব্যর্থ শরে, ধায় দ্রুতগতি
তার পানে ; রথ ত্যজি রক্ষোরাজ বলী
ধাইল ধরিতে শবে ! উঠিল চৌদিকে
আর্ত্তনাদ ! হাহাকারে দেবনররথী
বেড়িল সৌমিত্রি শূরে । কৈলাসসদনে
শংকরের পদতলে কহিলা শংকরী,— ১৫০
"মারিল লক্ষ্মণে, প্রভু, রক্ষঃকুলপতি
সংগ্রামে ! ধূলায় পড়ি যায় গড়াগড়ি
সুমিত্রানন্দন এবে ! তুষিলা রাক্ষসে,
ভকত-বৎসল তুমি ; লাঘবিলা রণে
বাসবের বীরগর্ব্ব : কিন্তু ভিক্ষা করি,
বিরূপাক্ষ, রক্ষ, নাথ, লক্ষণের দেহে !"
হাসিয়া কহিলা শূলী বীরভদ্র শূরে—
"নিবার লংকেশে, বীর !" মনোরথ গতি,
রাবণের কর্ণমূলে কহিলা গম্ভীরে
বীরভদ্র ; "যাও ফিরি স্বর্ণলংকাধামে, ১৬০
রক্ষোরাজ ! হত রিপু, কি কাজ সমরে ?"
স্বপ্নসম দেবদূত অদৃশ্য হইলা ।
সিংহনাদে শূরসিংহ আরোহিলা রথে :
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল গম্ভীরে
রাক্ষস ; পশিলা পুরে রক্ষঃ-অনীকিনী—
রণবিজয়িনী ভীমা, চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজে নাশি দেবী ; তাণ্ডবি উল্লাসে,
অট্টহাসি রক্তাধরে, ফিরিলা নিনাদি,
রক্তস্রোতে আর্দ্রদেহ ! দেবদল মিলি
স্তুতিলা সতীরে যথা, আনন্দে বন্দিলা ১৭০

বন্দীবৃন্দ রক্ষঃসেনা বিজয়সঙ্গীতে !
হেথা পরাভূত যুদ্ধে, মহা-অভিমানে
সুরদলে সুরপতি গেলা সুরপুরে। ৭৭৩

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে শক্তিনির্ভেদো নাম
সপ্তমঃ সর্গঃ

অষ্টম সর্গ

রাজকাজ সাধি যথা, বিরাম-মন্দিরে,
প্রবেশি, রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে
কিরীট ; রাখিলা খুলি অস্তাচলচূড়ে
দিনান্তে শিরের রত্ন তমোঘ্ন মিহিরে
দিনদেব ; তারাদলে আইলা রজনী ;
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি।
শত শত অগ্নিরাশি জ্বলিল চৌদিকে
রণক্ষেত্রে। ভূপতিত যথায় সুরথী
সৌমিত্রি, বৈদেহীনাথ ভূপতিত তথা
নীরবে। নয়নজল, অবিরল বহি,
ভ্রাতৃলোহ সহ মিশি, তিতিছে মহীরে,
গিরিদেহে বহি যথা, মিশ্রিত গৈরিকে,
পড়ে তলে প্রস্রবণ! শূন্যমনাঃ খেদে
রঘুসৈন্য ;—বিভীষণ বিভীষণ রণে
কুমুদ, অঙ্গদ, হনু, নল, নীল বলী,

শরভ, সুমালী, বীরকেশরী সুবাহু,
সুগ্রীব, বিষণ্ণ সবে প্রভুর বিষাদে !
চেতন পাইয়া নাথ কহিলা কাতরে ;—
"রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে, আইলে যামিনী, ২০
ধনুঃ করে হে সুধন্বি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি ; আজি রক্ষঃপুরে—
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি,
বিপদ্-সলিলে মগ্ন ; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম ? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে ?
উঠ, বলি ! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা ? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চিরভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে,
প্রাণাধিক, কহ, শুনি, কোন্ অপরাধে ৩০
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী ?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃকারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি ! কেমনে ভুলিলে—
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে !
হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ,
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয় ? না শাস্তি সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে উচিত কি তব
এ শয়ন—বীরবীর্যে সর্ব্বভুক্ সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি ? উঠ, ভীমবাহু, ৪০
রঘুকুলজয়কেতু ! অসহায় আমি

তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে !
তোমার শয়নে হনূ বলহীন, বলি,
গুণহীন ধনুঃ যথা ; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ ; বিষণ্ণ মিতা সুগ্রীব সুমতি,
অধীর কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী,
ব্যাকুল এ বলীদল ! উঠ, ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি !
"কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে ৫০
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,—
অভাগিনী ! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর ? কি কহিব, সুধিবেন যবে
মাতা, 'কোথা রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর ?' কি বলে বুঝাব
উর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে ?
উঠ, বৎস ! আজি কেন বিমুখ হে তুমি ৬০
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে,
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে।
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন ; মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা ; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে,
প্রাণাধিক ? হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু

(সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে !)
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি
আমার ! আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি, ৭০
পূজিনু দেবতাকুলে,—দিলা কি দেবতা
এই ফল ? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি ;
শিশির-আসারে নিত্য সরস কুসুমে,
নিদাঘার্ত্ত ; প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে !
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু ; বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে !”

এইরূপে বিলাপিলা রক্ষঃকুলরিপু
রণক্ষেত্রে, কোলে করি প্রিয়তমানুজে :
উচ্ছ্বাসিলা বীরবৃন্দ বিষাদে চৌদিকে, ৮০
মহীরুহব্যূহ যথা উচ্ছ্বাসে নিশীথে,
বহে যবে সমীরণ গহন বিপিনে ।

নিরানন্দ শৈলসুতা কৈলাস-আলয়ে
রঘুনন্দনের দুঃখ ; উৎসঙ্গ-প্রদেশে,
ধূর্জ্জটির পাদপদ্মে পড়িছে সঘনে
অশ্রুবারি, শতদলে শিশির যেমতি
প্রত্যুষে ! সুধিলা প্রভু, “কি হেতু, সুন্দরি,
কাতরা তুমি হে আজি, কহ তা আমারে ?”
“কি না তুমি জান, দেব ?” উত্তরিলা দেবী
গৌরী ! “লক্ষ্মণের শোকে, স্বর্ণলঙ্কাপুরে, ৯০
আক্ষেপিছে রামচন্দ্র, শুন, সকরুণে ।
অধীর হৃদয় মম রামের বিলাপে !
কে আর, হে বিশ্বনাথ, পূজিবে দাসীরে

এ বিশ্বে ? বিষম লজ্জা দিলে, নাথ, আজি
আমায় ; ডুবালে নাম কলঙ্কসলিলে ।
তপোভঙ্গ দোষে দাসী দোষী তব পদে,
তাপসেন্দ্র ; তেঁই বুঝি, দণ্ডিলা এরূপে ?
কুক্ষণে আইল ইন্দ্র আমার নিকটে !
কুক্ষণে মৈথিলীপতি পূজিল আমারে ।”
নীরবিলা মহাদেবী কাঁদি অভিমানে । ১০০
হাসি উত্তরিলা শম্ভু, “এ অল্প বিষয়ে,
কেন নিরানন্দ তুমি, নগেন্দ্রনন্দিনি ?
প্রের রাঘবেন্দ্র শূরে কৃতান্ত নগরে
মায়া সহ ; সশরীরে, আমার প্রসাদে,
প্রবেশিবে প্রেতদেশে দাশরথি রথী ।
পিতা রাজা দশরথ দিবে তারে কয়ে
ক উপায়ে ভাই তার জীবন লভিবে
আবার : এ নিরানন্দ ত্যজ চন্দ্রাননে !
দেহ এ ত্রিশূল মম মায়ায়, সুন্দরি ।
তমোময় যমদেশে অগ্নিস্তম্ভ সম ১১০
জ্বলি উজ্জ্বলিবে দেশ ; পূজিবে ইহারে
প্রেতকুল ; রাজদণ্ডে প্রজাকুল যথা ।”
কৈলাস-সদনে দুর্গা স্মরিলা মায়ারে ।
অবিলম্বে কুহকিনী আসি প্রণমিলা
অম্বিকায় ; মৃদুস্বরে কহিলা পার্ব্বতী ;—
“যাও তুমি লঙ্কাধামে, বিশ্ববিমোহিনি ।
কাঁদিছে মৈথিলীপতি সৌমিত্রির শোকে
আকুল ; সম্বোধি তারে সুমধুর ভাষে,
লহ সঙ্গে প্রেতপুরে ; দশরথ পিতা

আদেশিবে কি উপায়ে লভিবে সুমতি ১:
সৌমিত্রি জীবন পুনঃ, আর যোধ যত,
হত এ নশ্বর রণে! ধর পদ্মকরে
ত্রিশূলীর শূল, সতি। অগ্নিস্তম্ভ সম
তমোময় যমদেশে জ্বলি উজ্জ্বলিবে
অস্ত্রবর।" প্রণমিয়া উমায় চলিলা
মায়া। ছায়াপথে ছায়া পালাইলা দূরে
রূপের ছটায় যেন মলিন! হাসিল
তারাবলী—মণিকুল সৌরকরে যথা।
পশ্চাতে সম্মুখে রাখি আলোকের রেখা,
সিন্ধুনীরে তরী যথা চলিলা রূপসী ১৩০
লঙ্কা পানে। কতক্ষণে উতরিলা দেবী
যথায় সসৈন্যে ক্ষুণ্ণ রঘুকুলমণি।
পূরিল কনক-লঙ্কা স্বর্গীয় সৌরভে।
রাঘবের কর্ণমূলে কহিলা জননী,—
"মুছ অশ্রুবারিধারা, দাশরথি রথি,
বাঁচিবে প্রাণের ভাই; সিন্ধুতীর্থ-জলে
করি স্নান, শীঘ্র তুমি চল মোর সাথে
যমালয়ে; সশরীরে পশিবে, সুমতি,
তুমি প্রেতপুরে আজি শিবের প্রসাদে।
পিতা দশরথ তব দিবেন কহিয়া ১৪০
কি উপায়ে সুলক্ষণ লক্ষ্মণ লভিবে
জীবন। হে ভীমবাহু, চল শীঘ্র করি।
সৃজিব সুড়ঙ্গপথ; নির্ভয়ে, সুরথি,
পশ তাহে; যাব আমি পথ দেখাইয়া
তবাগ্রে। সুগ্রীব-আদি নেতৃপতি যত,

কত সবে, রক্ষা তারা করুক লক্ষ্মণে।"
সবিস্ময়ে রাঘবেন্দ্র সাবধানি যত
সেনানাথে, সিন্ধুতীরে চলিলা সুমতি—
মহাতীর্থ। অবগাহি পূত স্রোতে দেহ
মহাভাগ, তুষি দেব পিতৃলোক-আদি ১৫০
তর্পণে, শিবির-দ্বারে উতরিলা ত্বরা
একাকী। উজ্জ্বল এবে দেখিলা নৃমণি
দেবতেজঃপুঞ্জে গৃহ। কৃতাঞ্জলিপুটে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া রথী পূজিলা দেবীরে।
ভূষিয়া ভীষণ তনু সুবীর ভূষণে
বীরেশ, সুড়ঙ্গপথে পশিলা সাহসে—
কি ভয় তাহারে, দেব সুপ্রসন্ন যারে?
চলিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ, তিমির কানন-
পথে পথী চলে যথা, যবে নিশাভাগে
সুধাংশুর অংশু পশি হাসে সে কাননে। ১৬০
আগে আগে মায়াদেবী চলিলা নীরবে।
কত ক্ষণে রঘুবর শুনিলা চমকি
কল্লোল, সহস্র শত সাগর উথলি
রোষে কল্লোলিছে যেন! দেখিলা সভয়ে
অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত!
বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী
বজ্রনাদে: রহি রহি উথলিছে বেগে
তরঙ্গ, উথলে যথা তপ্ত পাত্রে পয়ঃ
উচ্ছ্বাসিয়া ধূমপুঞ্জ, ত্রস্ত অগ্নিতেজে!
নাহি শোভে দিনমণি সে আকাশদেশে; ১৭০
কিম্বা চন্দ্র, কিম্বা তারা! ঘন ঘনাবলী,

উগরি পাবকরাশি, ভ্রমে শূন্যপথে
বাতগর্ভ, গর্জ্জি উচ্চে, প্রলয়ে যেমতি
পিনাকী, পিনাকে ইষু বসাইয়া রোষে !
    সবিস্ময়ে রঘুনাথ নদীর উপরে
হেরিলা অদ্ভুত সেতু, অগ্নিময় কভু,
কভু ঘন ধূমাবৃত, সুন্দর কভু বা
সুবর্ণে নির্ম্মিত যেন ! ধাইছে সতত
সে সেতুর পানে প্রাণী লক্ষ লক্ষ কোটি—
হাহাকার নাদে কেহ ; কেহ বা উল্লাসে ! ১৮০
    সুধিলা বৈদেহীনাথ,—"কহ, কৃপাময়ি,
কেন নানা বেশ সেতু ধরিছে সতত ?
কেন বা অগণ্য প্রাণী (অগ্নিশিখা হেরি
পতঙ্গের কুল যথা) ধায় সেতু পানে ?"
    উত্তরিলা মায়াদেবী,—"কামরূপী সেতু,
সীতানাথ ; পাপী-পক্ষে অগ্নিময় তেজে,
ধূমাবৃত ; কিন্তু যবে আসে পুণ্য-প্রাণী,
প্রশস্ত, সুন্দর, স্বর্গে স্বর্ণপথ যথা !
ওই যে অগণ্য আত্মা দেখিছ, নৃমণি,
ত্যজি দেহ ভবধামে, আসিছে সকলে ১৯০
প্রেতপুরে, কর্ম্মফল ভুঞ্জিতে এ দেশে ।
ধর্ম্মপথগামী যারা যায় সেতুপথে
উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্বদ্বারে ; পাপী যারা
সাঁতারিয়া নদী পার হয় দিবানিশি
মহাক্লেশে ; যমদূত পীড়য়ে পুলিনে,
জলে জ্বলে পাপ-প্রাণ তপ্ত তৈলে যেন !
চল মোর সাথে তুমি ; হেরিবে সত্বরে

নরচক্ষুঃ কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা।"
 ধীরে ধীরে রঘুবর চলিলা পশ্চাতে,
সুবর্ণ-দেউটী সম অগ্রে কুহকিনী ২০০
উজ্জ্বলি বিকট দেশ। সেতুর নিকটে
সভয়ে হেরিলা রাম বিরাট-মূরতি
যমদূত দণ্ডপাণি। গর্জ্জি বজ্রনাদে
সুধিল কৃতান্তচর, "কে তুমি? কি বলে,
সশরীরে, হে সাহসি, পশিলা এ দেশে
আত্মময়? কহ ত্বরা, নতুবা নাশিব
দণ্ডাঘাতে মুহূর্ত্তেকে!" হাসি মায়াদেবী
শিবের ত্রিশূল মাতা দেখাইলা দূতে।
 নতভাবে নমি দূত কহিল সতীরে;—
"কি সাধ্য আমার, সাধ্বি, রোধি আমি গতি ২১০
তোমার? আপনি সেতু স্বর্ণময় দেখ
উল্লাসে, আকাশ যথা উষার মিলনে।"
 বৈতরণী নদী পার হইলা উভয়ে।
লৌহময় পুরী দ্বার দেখিলা সম্মুখে
রঘুপতি; চক্রাকৃতি অগ্নি রাশি রাশি
ঘোরে অবিরাম-গতি চৌদিক উজ্জ্বলি!
আগ্নেয় অক্ষরে লেখা দেখিলা নৃমণি
ভীষণ তোরণ-মুখে,—"এই পথ দিয়া
যায় পাপী দুঃখদেশে চির দুঃখ-ভোগে;—
হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে!" ২২০
 অস্থিচর্ম্মসার দ্বারে দেখিলা সুরথী
জ্বর-রোগ। কভু শীতে কাঁপে ক্ষীণ তনু
থর থরি; ঘোর দাহে কভু বা দহিছে,

বাড়বাগ্নিতেজে যথা জলদলপতি।
পিত্ত, শ্লেষ্মা, বায়ু, বলে কভু আক্রমিছে
অপহরি জ্ঞান তার! সে রোগের পাশে
বিশাল-উদর বসে উদরপরতা;—
অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য উগরি দুর্ম্মতি
পুনঃ পুনঃ, দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে
সুখাদ্য! তাহার পাশে প্রমত্তত্ব হাসে ২৩০
ঢুলু ঢুলু ঢুলু আঁখি! নাচিছে, গাইছে
কভু, বিবাদিছে কভু, কাঁদিছে কভু বা
সদা জ্ঞানশূন্য মূঢ়, জ্ঞানহর সদা!
তার পাশে দুষ্ট কাম, বিগলিত-দেহ
শব যথা, তবু পাপী রত গো সুরতে—
দহে হিয়া অহরহঃ কামানলতাপে!
তার পাশে বসি যক্ষ্মা শোণিত উগরে,
কাসি কাসি দিবানিশি: হাঁপায় হাঁপানি—
মহাপীড়া! বিসূচিকা, গতজ্যোতিঃ আঁখি:
মুখ-মল-দ্বারে বহে লোহের লহরী ২৪০
শুভ্রজলরয়রূপে! ত্বস্যারূপে রিপু
আক্রমিছে মুহুর্ম্মুহুঃ: অঙ্গগ্রহ নামে
ভয়ঙ্কর যমচর গ্রহিছে প্রবলে
ক্ষীণ-অঙ্গ, যথা ব্যাঘ্র, নাশি জীব বনে,
রহিয়া রহিয়া পড়ি কামড়ায় তারে
কৌতুকে! অদূরে বসে সে রোগের পাশে
উন্মত্ততা,—উগ্র কভু, আহুতি পাইলে
উগ্র অগ্নিশিখা যথা। কভু হীনবলা।
বিবিধ ভূষণে কভু ভূষিত; কভু বা

উলঙ্গ, সমর-রঙ্গে হরপ্রিয়া যথা ২৫০
কালী! কভু গায় গীত করতালি দিয়া
উন্মদা, কভু বা কাঁদে; কভু হাসিরাশি
বিকট অধরে; কভু কাটে নিজ গলা
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে; গিলে বিষ; ডুবে জলাশয়ে,
গলে দড়ি! কভু, ধিক! হাব ভাব-আদি
বিভ্রমবিলাসে বামা আহ্বানে কামীরে
কামাতুরা! মল, মূত্র, না বিচারি কিছু,
অন্ন সহ মাখি, হায়, খায় অনায়াসে!
কভু বা শৃঙ্খলাবদ্ধা, কভু স্থিরা যথা
স্রোতোহীন প্রবাহিণী—পবন বিহনে! ২৬০
আর আর রোগ যত কে পারে বর্ণিতে?
দেখিলা রাঘব রথী অগ্নিবর্ণ রথে
(বসন শোণিতে আর্দ্র খর অসি করে,)
রণে। রথমুখে বসে ক্রোধ সূত বেশে!
নরমুণ্ডমালা গলে, নরদেহরাশি
সম্মুখে! দেখিলা হত্যা, ভীম খড়্গপাণি;
ঊর্দ্ধবাহু সদা, হায়, নিধনসাধনে।
বৃক্ষশাখে গলে রজ্জু, দুলিছে নীরবে
আত্মহত্যা লোলজিহ্ব, উন্মীলিত আঁখি
ভয়ংকর! রাঘবেন্দ্রে সম্ভাষি সুভাষে ২৭০
কহিলেন মায়াদেবী—"এই যে দেখিছ
বিকট যমদূত যত, রঘুরথি,
নানা বেশে এ সকলে ভ্রমে ভূমণ্ডলে
অবিশ্রাম, ঘোর বনে কিরাত যেমতি
মৃগয়ার্থে! পশ তুমি কৃতান্তনগরে,

সীতাকান্ত ; দেখাইব আজি হে তোমারে
কি দশায় আত্মকুল জীবে আত্মদেশে !
দক্ষিণ দুয়ার এই ; চৌরাশি নরক-
কুণ্ড আছে এই দেশে। চল ত্বরা করি।”
পশিলা কৃতান্তপুরে সীতাকান্ত বলী, ২৮০
দাবদগ্ধ বনে, মরি, ঋতুরাজ যেন
বসন্ত ; অমৃত কিম্বা জীবশূন্য দেহে !
অন্ধকারময় পুরী, উঠিছে চৌদিকে
আর্ত্তনাদ ; ভূকম্পনে কাঁপিছে সঘনে
জল, স্থল ; মেঘাবলী উগরিছে রোষে
কালাগ্নি ; দুর্গন্ধময় সমীর বহিছে,
লক্ষ লক্ষ শব যেন পুড়িছে শ্মশানে।
কত ক্ষণে রঘুশ্রেষ্ঠ দেখিলা সম্মুখে
মহাহ্রদ ; জলরূপে বহিছে কল্লোলে
কালাগ্নি ! ভাসিছে তাহে কোটি কোটি প্রাণী ২৯
ছটফটি হাহাকারে ! “হায় রে, বিধাতঃ
নির্দ্দয়, সৃজিলি কি রে আমা সবাকারে
এই হেতু ? হা দারুণ, কেন না মরিনু
জঠর-অনলে মোরা মায়ের উদরে ?
কোথা তুমি, দিনমণি ? তুমি, নিশাপতি
সুধাংশু ? আর কি কভু জুড়াইব আঁখি
হেরি তোমা দোঁহে, দেব ? কোথা সুত, দারা,
আত্মবর্গ ? কোথা, হায়, অর্থ যার হেতু
বিবিধ কুপথে রত ছিনু রে সতত—
করিনু কুকর্ম্ম ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি ” ৩০
এইরূপে পাপী-প্রাণ বিলাপে সে হ্রদে

মুহুর্মুহুঃ। শূন্যদেশে অমনি উত্তরে
শূন্যদেশভরা বাণী ভৈরব নিনাদে,—
"বৃথা কেন, মূঢ়মতি, নিন্দিস্ বিধিরে
তোরা? স্বকরম-ফল ভুঞ্জিস্ এ দেশে!
পাপের ছলনে ধর্ম্মে ভুলিলি কি হেতু?
সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে!"
নীরবিলে দৈববাণী, ভীষণ-মূরতি
যমদূত হানে দণ্ড মস্তক-প্রদেশে;
কাটে কৃমি; বজ্রনখা, মাংসাহারী পাখী ৩১০
উড়ি পড়ি ছায়াদেহে ছিঁড়ে নাড়ী-ভুঁড়ি
হুহুঙ্কারে! আর্ত্তনাদে পূরে দেশ পাপী!
কহিলা বিষাদে মায়া রাঘবে সম্ভাষি,-
"রৌরব এ হ্রদ নাম, শুন, রঘুমণি,
অগ্নিময়! পরধন হরে যে দুর্ম্মতি,
তার চিরবাস হেথা; বিচারী যদ্যপি
অবিচারে রত, সেও পড়ে এই হ্রদে;
আর আর প্রাণী যত, মহাপাপে পাপী।
না নিবে পাবক হেথা, সদা কীট কাটে!
নহে সাধারণ অগ্নি কহিনু তোমারে, ৩২০
জ্বলে যাহে প্রেতকুল এ ঘোর নরকে,
রঘুবর; অগ্নিরূপে বিধিরোষ হেথা
জ্বলে নিত্য! চল, রথি, চল, দেখাইব
কুম্ভীপাকে; তপ্ত তৈলে যমদূত ভাজে
পাপীবৃন্দে যে নরকে! ওই শুন, বলি,
অদূরে ক্রন্দনধ্বনি! মায়াবলে আমি
রোধিয়াছি নাসাপথ তোমার, নহিলে

নারিতে তিষ্ঠিতে হেথা, রঘুশ্রেষ্ঠ রথি !
কিম্বা চল যাই, যথা অন্ধতম কূপে
কাঁদিছে আত্মহা পাপী হাহাকার রবে ৩৩০
চিরবন্দী !" করপুটে কহিলা নৃপতি,
"ক্ষম, ক্ষেমঙ্করি, দাসে ! মরিব এখনি
পরদুঃখে, আর যদি দেখি দুঃখ আমি
এইরূপ ! হায়, মাতঃ, এ ভবমণ্ডলে
স্বেচ্ছায় কে গ্রহে জন্ম, এই দশা যদি
পরে ? অসহায় নর ; কলুষকুহকে
পারে কি গো নিবারিতে ?" উত্তরিলা মায়া—
"নাহি বিষ, মহেষ্বাস, এ বিপুল ভবে,
না দমে ঔষধ যারে ! তবে যদি কেহ
অবহেলে সে ঔষধে, কে বাঁচায় তারে ? ৩৪০
কর্ম্মক্ষেত্রে পাপ সহ রণে যে সুমতি,
দেবকুল অনুকূল তার প্রতি সদা :—
অভেদ্য কবচে ধর্ম্ম আবরেন তারে ।
এ সকল দণ্ডস্থল দেখিতে যদ্যপি,
হে রথি, বিরত তুমি, চল এই পথে !"
কত দূরে সীতাকান্ত পশিলা কান্তারে—
নীরব, অসীম, দীর্ঘ ; নাহি ডাকে পাখী,
নাহি বহে সমীরণ সে ভীষণ বনে,
না ফোটে কুসুমাবলী—বনশুশোভিনী ।
স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জে ছেদি প্রবেশিছে ৩৫০
রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু, রোগীহাস্য যথা ।
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী সহসা বেড়িল
সবিস্ময়ে রঘুনাথে, মধুভাণ্ডে যথা

রক্ষক। সুধিল কেহ সকরুণ স্বরে,
"কে তুমি, শরীরি? কহ, কি গুণে আইলা
এ স্থলে? দেব কি নর, কহ শীঘ্র করি?
কহ কথা; আমা সবে তোষ, গুণনিধি,
বাক্য-সুধা-বরিষণে! যে দিন হরিল
পাপপ্রাণ যমদূত, সে দিন অবধি
রসনাজনিত ধ্বনি বঞ্চিত আমরা।
জুড়াল নয়ন হেরি অঙ্গ তব, রথি,
বরাঙ্গ, এ কর্ণদ্বয়ে জুড়াও বচনে!"
উত্তরিলা রক্ষোরিপু, "রঘুকুলোদ্ভব
এ দাস, হে প্রেতকুল; দশরথ রথী
পিতা, পাটেশ্বরী দেবী কৌশল্যা জননী;
রাম নাম ধরে দাস; হায়, বনবাসী,
ভাগ্য-দোষে! ত্রিশূলীর আদেশে ভেটিব
পিতায়, তেঁই গো আজি এ কৃতান্তপুরে।"
উত্তরিল প্রেত এক, "জানি আমি তোমা
শূরেন্দ্র; তোমার শরে শরীর ত্যজিনু ১৭০
পঞ্চবটীবনে আমি!" দেখিলা নৃমণি
চমকি মারীচ রক্ষে—দেহহীন এবে।
জিজ্ঞাসিলা রামচন্দ্র, "কি পাপে আইলা
এ ভীষণ বনে, রক্ষঃ, কহ তা আমারে?"
"এ শাস্তির হেতু হায়, পৌলস্ত্য দুর্ম্মতি,
রঘুরাজ।" উত্তরিলা শূন্যদেহ প্রাণী,
"সাধিতে তাহার কার্য্য বঞ্চিনু তোমারে,
তেঁই এ দুর্গতি মম!" আইল দূষণ
সহ খর, (খর যথা তীক্ষ্ণতর অসি

সমরে, সঞ্জীব যবে,) হেরি রঘুনাথে, ৩৮০
রোষে, অভিমানে দোঁহে চলি গেলা দূরে,
বিষদন্তহীন অহি হেরিলে নকুলে
বিষাদে লুকায় যথা ! সহসা পূরিল
ভৈরব আরবে বন, পলাইল রড়ে
ভূতকুল, শুষ্ক পত্র উড়ি যায় যথা
বহিলে প্রবল ঝড় ! কহিলা শূরেশে
মায়া, "এই প্রেতকুল, শুন রঘুমণি,
নানা কুণ্ডে করে বাস ; কভু কভু আসি
ভ্রমে এ বিলাপবনে, বিলাপি নীরবে।
ওই দেখ যমদূত খেদাইছে রোষে ৩৯০
নিজ নিজ স্থানে সবে !" দেখিলা বৈদেহী-
হৃদয়কমলরবি, ভূত পালে পালে,
পশ্চাতে ভীষণ-মূর্ত্তি যমদূত ; বেগে
ধাইছে নিনাদি ভূত, মৃগপাল যথা
ধায় বেগে ক্ষুধাতুর সিংহের তাড়নে
উদ্ধর্শ্বাস ! মায়া সহ চলিলা বিষাদে
দয়াসিন্ধু রামচন্দ্র সজল নয়নে।

কত ক্ষণে আর্ত্তনাদ শুনিলা সুরথী
শিহরি ! দেখিলা দূরে লক্ষ লক্ষ নারী,
আভাহীন, দিবাভাগে শশিকলা যথা ৪০০
আকাশে ! কেহ বা ছিঁড়ি দীর্ঘ কেশাবলী,
কহিছে, "চিকণি তোরে বাঁধিতাম সদা,
বাঁধিতে কামীর মনঃ, ধর্ম্ম কর্ম্ম ভুলি,
উন্মদা যৌবনমদে !" কেহ বিদরিছে
নখে বক্ষঃ, কহি, "হায়, হীরামুক্তা ফলে

বিফলে কাটানু দিন সাজাইয়া তোরে :
কি ফল ফলিল পরে !" কোন নারী খেদে
কুড়িছে নয়নদ্বয়, (নিদ্দ'য় শকুনি
মৃতজীব-আঁখি যথা) কহিলা, "অঞ্জনে
রঞ্জি তোরে, পাপচক্ষুঃ, হানিতাম হাসি 410
চৌদিকে কটাক্ষশর ; সুদর্পণে হেরি
বিভা তোর, ঘৃণিতাম কুরঙ্গনয়নে ।
গরিমার পুরস্কার এই কি রে শেষে ?"
চলি গেলা বামাদল কাঁদিয়া কাঁদিয়া ।—
পশ্চাতে কৃতান্তদূতী, কুন্তল-প্রদেশে
স্বনিছে ভীষণ সর্প ; নখ অসি-সম ;
রক্তাক্ত অধর ওষ্ঠ ; দুলিছে সঘনে
কদাকার স্তনযুগ ঝুলি নাভিতলে ;
নাসাপথে অগ্নিশিখা জ্বলি বাহিরিছে
ধক্‌ধকি ; নয়নাগ্নি মিশিছে তা সহ । 420
সম্ভাষি রাঘবে মায়া কহিলা, "এই যে
নারীকুল, রঘুমণি, দেখিছ সম্মুখে,
বেশভূষাসক্তা সবে ছিল মহীতলে ।
সাজিত সতত দুষ্টা, বসন্তে যেমতি
বনস্থলী, কামী-মনঃ মজাতে বিভ্রমে
কামাতুরা ! এবে কোথা সে রূপমাধুরী,
সে যৌবনধন, হায় ?" অমনি বাজিল
প্রতিধ্বনি, "এবে কোথা সে রূপমাধুরী,
সে যৌবনধন, হায় !" কাঁদি ঘোর রোলে
চলি গেলা বামাকুল যে যার নরকে । 430
আবার কহিলা মায়া ;—"পুনঃ দেখ চেয়ে

সম্মুখে, হে রক্ষোরিপু," দেখিলা নৃমণি
আর এক বামাদল সম্মোহন রূপে!
পরিমলময় ফুলে মণ্ডিত কবরী,
কামাগ্নির তেজোরাশি কুরঙ্গ-নয়নে,
দেবরাজ-কম্বু-সম মণ্ডিত রতনে
গ্রীবাদেশ ; সূক্ষ্ম স্বর্ণ-সুতার কাঁচলি
আচ্ছাদন-ছলে ঢাকে কেবল দেখাতে
কুচ-রুচি, কাম-ক্ষুধা বাড়াযে হৃদয়ে 440
কামীর! সুক্ষীণ কটি ; নীল পট্টবাসে,
(সূক্ষ্ম অতি) গুরু উরু যেন ঘৃণা করি
আবরণ, রম্ভা-কান্তি দেখায় কৌতুকে,
উলঙ্গ বরাঙ্গ যথা মানসের জলে
অপ্সরীর, জল-কেলি করে তারা যবে।
বাজিছে নূপুর পায়ে, নিতম্বে মেখলা ;
মৃদঙ্গের রঙ্গে, বীণা, রবাব, মন্দিরা,
আনন্দে সুরঙ্গ সবে মন্দ মিলাইছে।
সঙ্গীত-তরঙ্গে রঙ্গে ভাসিছে অঙ্গনা।
রূপস পুরুষদল আর এক পাশে 450
বাহিরিল মৃদু হাসি ; সুন্দর যেমতি
কৃত্তিকা-বল্লভ দেব কাত্তিকেয় বলী,
কিম্বা, রতি, মনমথ, মনোরথ তব!
হেরি সে পুরুষ দলে কামমদে মাতি
কপটে কটাক্ষ-শর হানিলা রমণী,—
কঙ্কণ বাজিল হাতে শিঞ্জিনীর বোলে।
তপ্ত শ্বাসে উড়ি রজঃ কুসুমের দামে
ধূলারূপে জ্ঞান-রবি আশু আবরিল।

হারিল পুরুষ রণে ; হেন রণে কোথা
জিনিতে পুরুষদলে আছে হে শকতি ? ৪৬০
বিহঙ্গ বিহঙ্গী যথা প্রেমরঙ্গে মজি
করে কেলি যথা তথা—রসিক নাগরে,
ধরি পশে বন-মাঝে রসিকা নাগরী—
কি মানসে, নরন তা কহিল নয়নে !
সহসা পূরিল বন হাহাকার রবে !
বিস্ময়ে দেখিলা রাম করি জড়াজড়ি
গড়াইছে ভূমিতলে নাগর নাগরী
কামড়ি আঁচড়ি মারি হস্ত, পদাঘাতে।
ছিঁড়ি চুল, কুড়ি আঁখি, নাক মুখ চিরি
বজ্রনখে। রক্তস্রোতে তিতিলা ধরণী। ৪৭০
যুঝিল উভয়ে ঘোরে, যুঝিল যেমতি
কীচকের সহ ভীম নারী বেশ ধরি
বিরাটে। উতরি তথা যমদূত যত
লোহের মুদগর মারি আশু তাড়াইলা
দুই দলে। মৃদুভাবে কহিলা সুন্দরী
মায়া রঘুকুলানন্দ রাঘবনন্দনে ;—
"জীবনে কামের দাস, শুন, বাছা, ছিল
পুরুষ ; কামের দাসী, রমণী-মণ্ডলী।
কাম-ক্ষুধা পূরাইল দোঁহে অবিরামে
বিসর্জ্জি ধর্ম্মেরে, হায়, অধর্ম্মের জলে, ৪৮০
বর্জ্জি লজ্জা ;—দণ্ড এবে এই যমপুরে।
ছলে যথা মরীচিকা তৃষাতুর জনে,
মরু-ভূমে, স্বর্ণকান্তি মাকাল যেমতি
মোহে ক্ষুধাতুর প্রাণে ; সেই দশা ঘটে

এ সংগমে ; মনোরথ বৃথা দুই দলে।
আর কি কহিব, বাছা, বুঝি দেখ তুমি।
এ দুর্ভোগ, হে সুভগ, ভোগে বহু পাপী
মর-ভূমে নরকাগ্রে : বিধির এ বিধি—
যৌবনে অন্যায় ব্যয় বয়েসে কাঙালী।
অনির্ব্বেয় কামানল পোড়ায় হৃদয়ে : ৪৯০
অনির্ব্বেয় বিধি-রোষ কামানল-রূপে
দহে দেহ, মহাবাহু, কহিনু তোমারে—
এ পাপী-দলের এই পুরস্কার শেষে!”—

মায়ার চরণে নমি কহিলা নৃমণি,
“কত যে অদ্ভুত কাণ্ড দেখিনু এ পুরে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, কে পারে বর্ণিতে
কিন্তু কোথা রাজ-ঋষি ? লইব মাগিয়া
কিশোর লক্ষ্মণে ভিক্ষা তাঁহার চরণে—
লহ দাসে সে সুধামে, এ মম মিনতি।”

হাসিয়া কহিলা মায়া, “অসীম এ পুরী ৫০০
রাঘব, কিঞ্চিৎ মাত্র দেখানু তোমারে।
দ্বাদশ বৎসর যদি নিরন্তর ভ্রমি
কৃতান্ত-নগরে, শূর, আমা দোঁহে, তবু
না হেরিব সর্ব্বভাগ! পূর্ব্বদ্বারে সুখে
পতি সহ করে বাস পতিপরায়ণা
সাধ্বীকুল ; স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, অতুল এ পুরী
সে ভাগে ; সুরম্য হর্ম্ম্য সুকানন মাঝে,
সুসরসী সুকমলে পরিপূর্ণ সদা,
বাসন্ত সমীর চির বহিছে সুস্বনে,
গাইছে সুপিকপুঞ্জ সদা পঞ্চস্বরে। ৫১০

আপনি বাজিছে বীণা, আপনি বাজিছে
মুরজ, মন্দিরা, বাঁশী, মধু সপ্তস্বরা।
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, উৎসে উথলিছে সদা
চৌদিকে অমৃতফল ফলিছে কাননে ;
প্রদানেন পরমান্ন আপনি অন্নদা।
চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, যা কিছু যে চাহে,
অমনি পায় সে তারে, কামধেনুকে যথা
কামলতা, মহেষ্বাস, সদ্য ফলবতী।
নাহি কাজ যাই তথা ; উত্তর দুয়ারে
চল, বলি, ক্ষণকাল ভ্রম সে সুদেশে। ৫১০
অবিলম্বে পিতৃ-পদ হেরিবে, নৃমণি!"
উত্তরাভিমুখে দোঁহে চলিলা সত্বরে।
দেখিলা বৈদেহীনাথ গিরি শত শত
বন্ধ্য, দগ্ধ, আহা, যেন দেবরোষানলে!
তুঙ্গশৃঙ্গশিরে কেহ ধরে রাশি রাশি
তুষার ; কেহ বা গর্জ্জি উগরিছে মুহুঃ
অগ্নি, দ্রবি শিলাকুলে অগ্নিময় স্রোতে,
আবরি গগন ভস্মে, পূরি কোলাহলে
চৌদিক্। দেখিলা প্রভু মরুক্ষেত্র শত
অসীম, উত্তপ্ত বায়ু বহি নিরবধি ৫২০
তাড়াইছে বালিবৃন্দে ঊর্ম্মিদলে যেন!
দেখিলা তড়াগ বলী, সাগর-সদৃশ
অকূল ; কোথায় ঝড়ে হুহুঙ্কারি উথলে
তরঙ্গ পর্ব্বতাকৃতি ; কোথায় পচিছে
গতিহীন জলরাশি ; করে কেলি তাহে
ভীষণ-মুরতি ভেক, চীৎকারি গম্ভীরে!

ভাসে মহোরগবৃন্দ, অশেষশরীরী
শেষ যথা ; হলাহল জ্বলে কোন স্থলে :
সাগর-মন্থনকালে সাগরে যেমতি।
এ সকল দেশে পাপী ভ্রমে, হাহারবে ৫৪০
বিলাপি ! দংশিছে সর্প, বৃশ্চিক কামড়ে.
ভীষণদশন কীট ; আগুন ভূতলে,
শূন্যদেশে ঘোর শীত ! হায় রে, কে কবে
লভয়ে বিরাম ক্ষণ এ উত্তর দ্বারে !
দ্রুতগতি মায়া সহ চলিলা সুরথী।
  নিকটয়ে তট যবে, যতনে কাণ্ডারী
দিয়া পাড়ী জলারণ্যে, আশু ভেটে তারে
কুসুমবনজনিত পরিমলসখা
সমীর : জুড়ায় কান শুনি বহুদিনে
পিককুল-কলরব, জনরব সহ :— ৫৫০
ভাসে সে কাণ্ডারী এবে আনন্দ-সলিলে।
সেইরূপে রঘুবর শুনিলা অদূরে
বাদ্যধ্বনি ! চারি দিকে হেরিলা সুমতি
সবিস্ময়ে স্বর্ণসৌধ, সুকাননরাজী
কনক প্রসূন-পূর্ণ :—সুদীর্ঘ সরসী,
নবকুবলয়ধাম ! কহিলা সুস্বরে
মায়া, "এই দ্বারে, বীর, সম্মুখসংগ্রামে
পড়ি, চিরসুখ ভুঞ্জে মহারথী যত।
অশেষ, হে মহাভাগ, সম্ভোগ এ ভাগে
সুখের ! কানন-পথে চল ভীমবাহু, ৫৬০
দেখিবে যশস্বী জনে, সঞ্জীবনী পুরী
যঃ সবার যশে পূর্ণ, নিকুঞ্জ যেমতি

সৌরভে। এ পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি
চন্দ্র-সূর্য্য-তারারূপে দীপে, অহরহঃ
উজ্জলে।" কৌতুকে রথী চলিলা সত্বরে,
অগ্রে শূলহস্তে মায়া! কত ক্ষণে বলী
দেখিলা সম্মুখে ক্ষেত্র—রঙ্গভূমিরূপে।
কোন স্থলে শূলকুল শালবন যথা
বিশাল; কোথায় হ্রেষে তুরঙ্গমরাজী
মণ্ডিত রণভূষণে, কোথায় গরজে
গজেন্দ্র! খেলিছে চর্ম্মী অসি চর্ম্ম ধরি; 570
কোথায় যুঝিছে মল্ল ক্ষিতি টলমলি;
উড়িছে পতাকাচয় রণানন্দে যেন।
কুসুম-আসনে বসি, স্বর্ণবীণা করে,
কোথায় গাইছে কবি, মোহি শ্রোতাকুলে,
বীরকুলসংকীর্ত্তনে। মাতি সে সঙ্গীতে,
হুঙ্কারিছে বীরদল; বর্ষিছে চৌদিকে,
না জানি কে, পারিজাত ফুল রাশি রাশি,
সুসৌরভে পূরি দেশ। নাচিছে অপ্সরা;
গাইছে কিন্নরকুল, ত্রিদিবে যেমতি! 580
কহিলা রাঘবে মায়া, "সত্যযুগ-রণে
সম্মুখসমরে হত রথীশ্বর যত,
দেখ এই ক্ষেত্রে আজি, ক্ষত্রচূড়ামণি!
কাঞ্চনশরীর যথা হেমকূট, দেখ
নিশুম্ভে: কিরীট-আভা উঠিছে গগনে—
মহাবীর্য্যবান্ রথী। দেবতেজোদ্ভবা
চণ্ডী ঘোরতর রণে নাশিলা শূরেশে।
দেখ শুম্ভে, শূলীশম্ভুনিভ পরাক্রমে

ভীষণ মহিষাসুরে, ভুবনমর্দন ;
ত্রিপুরারি-অরি শূর সুরথী ত্রিপুরে ; ৫৯০
বৃত্র-আদি দৈত্য যত, বিখ্যাত জগতে।
সুন্দ-উপসুন্দ দেখ আনন্দে ভাসিছে
ভ্রাতৃ-প্রেমনীরে পুনঃ।”—সুধিলা সুমতি
রাঘব, “কেন না হেরি, কহ দয়াময়ি,
কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, নরান্তক (রণে
নরান্তক), ইন্দ্রজিৎ আদি রক্ষঃ-শূরে ?”

উত্তরিলা কুহকিনী, “অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত,
নাহি গতি এ নগরে, হে বৈদেহীপতি !
নগর বাহিরে দেশ, ভ্রমে তথা প্রাণী,
যত দিন প্রেতক্রিয়া না সাধে বান্ধবে ৬০০
যতনে ;—বিধির বিধি কহিনু তোমারে।
চেয়ে দেখ, বীরবর, আসিছে এদিকে
সুবীর ; অদৃশ্যভাবে থাকিব, নৃমণি,
তব সঙ্গে ; মিষ্টালাপ কর রঙ্গে, তুমি।”
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্যা হইলা।

সবিস্ময়ে রঘুবর দেখিলা বীরেশে
তেজস্বী ; কিরীটচূড়ে খেলে সৌদামিনী,
ঝল ঝলে মহাকায়ে, নয়ন ঝলসি,
আভরণ ! করে শূল, গজপতিগতি।

অগ্রসরি শূরেশ্বর সম্ভাষি রামেরে, ৬১০
সুধিলা,—“কি হেতু হেথা সশরীরে আজি
রঘুকুলচূড়ামণি ? অন্যায় সমরে
সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে সুগ্রীবে ;
কিন্তু দূর কর ভয় ; এ কৃতান্তপুরে

নাহি জানি ক্রোধ মোরা, জিতেন্দ্রিয় সবে।
মানবজীবনস্রোতঃ পৃথিবী-মণ্ডলে,
পঙ্কিল, বিমল রয়ে বহে সে এ দেশে।
আমি বালি।" সলজ্জায় চিনিলা নৃমণি
রথীন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যানাথে। কহিলা হাসিয়া
বালি, "চল মোর সাথে, দাশরথি রথি। ৬২০
ওই যে উদ্যান, দেব, দেখিছ অদূরে
সুবর্ণ-কুসুমময়, বিহারেন সদা
ও বনে জটায়ু রথী, পিতৃসখা তব।
পরম পীরিতি রথী পাইবেন হেরি
তোমায়। জীবনদান দিলা মহামতি
ধর্ম্মকর্ম্মে—সতী নারী রাখিতে বিপদে;
অসীম গৌরব তেঁই। চল ত্বরা করি।"
জিজ্ঞাসিলা রক্ষোরিপু, "কহ কৃপা করি,
হে সুরথি, সমসুখী এদেশে কি তোমা
সকলে?" "খনির গর্ভে" উত্তরিলা বালি, ৬৩০
"জনমে সহস্র মণি, রাঘব; কিরণে
নহে সমতুল সবে, কহিনু তোমারে;—
তবু আভাহীন কেবা, কহ, রঘুমণি?"
এইরূপে মিষ্টালাপে চলিলা দুজনে!
রম্য বনে, বহে যথা পীযূষসলিলা
নদী সদা কলকলে, দেখিলা নৃমণি,
জটায়ু গরুড়পুত্রে, দেবাকৃতি রথী;
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, বিবিধ-রতনে
খচিত আসনাসীন! উথলে চৌদিকে
বীণাধ্বনি। পদ্মপর্ণবর্ণ বিভারাশি ৬৪০

উজ্জ্বলে সে বনরাজী, চন্দ্রাতপে ভেদি
সৌরকরপুঞ্জ যথা উৎসব-আলয়ে।
চিরপরিমলময় সমীর বহিছে
বাসন্ত। আদরে বীর কহিলা রাঘবে,—
"জুড়ালে নয়ন আজি, নরকুলমণি
মিত্রপুত্র। ধন্য তুমি। ধরিলা তোমারে
শুভ ক্ষণে গর্ভে, শুভ, তোমার জননী।
ধন্য দশরথ সখা, জন্মদাতা তব।
দেবকুলপ্রিয় তুমি, তেঁই সে আইলে
সশরীরে এ নগরে। কহ, বৎস, শুনি,
রণ-বার্ত্তা! পড়েছে কি সমরে দুর্ম্মতি
রাবণ?" প্রণমি প্রভু কহিলা সুস্বরে—
"ও পদ-প্রসাদে, তাত, তুমুল সংগ্রামে,
বিনাশিনু বহু রক্ষে; রক্ষঃকুলপতি
রাবণ একাকী বীর এবে রক্ষঃপুরে।
তার শরে হতজীব লক্ষ্মণ সুমতি,
অনুজ; আইল দাস এ দুর্গম দেশে,
শিবের আদেশে আজি! কহ, কৃপা করি,
কহ দাসে, কোথা পিতা, সখা তব, রথি?"
কহিলা জটায়ু বলী, "পশ্চিম দুয়ারে ৬৬০
বিরাজেন রাজ-ঋষি রাজ-ঋষিদলে।
নাহি মানা মোর প্রতি ভ্রমিতে সে দেশে:
যাইব তোমার সঙ্গে, চল, রিপুদমি!"
বহুবিধ রম্য দেশ দেখিলা সুমতি,
বহু স্বর্ণ-অট্টালিকা; দেবাকৃতি বহু
রথী: সরোবরকূলে, কুসুমকাননে,

কেলিছে হরষে প্রাণী, মধুকালে যথা
গুঞ্জরে ভ্রমরকুল সুনিকুঞ্জবনে ;
কিম্বা নিশাভাগে যথা খদ্যোত, উজ্বলি
দশ দিশ ! দ্রুতগতি চলিলা দুজনে । ৬৭০
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী বেড়িল রাঘবে ।
কহিলা জটায়ু বলী, "রঘুকুলোদ্ভব
এ সুরথী ! সশরীরে শিবের আদেশে.
আইলা এ প্রেতপুরে, দরশন-হেতু
পিতৃপদ ; আশীর্ব্বাদি যাও সবে চলি
নিজস্থানে, প্রাণীদল ।" গেলা চলি সবে
আশীর্ব্বাদি । মহানন্দে চলিলা দুজনে ।
কোথায় হেমাঙ্গগিরি উঠিছে আকাশে
বৃক্ষচূড়, জটাচূড় যথা জটাধারী
কপর্দ্দী ! বহিছে কলে প্রবাহিণী ঝরি । ৬৮০
হীরা, মণি, মুক্তাফল ফলে স্বচ্ছ জলে ।
কোথায় বা নীচদেশে শোভিছে কুসুমে
শ্যামভূমি ; তাহে সরঃ, খচিত কমলে ।
নিরন্তর পিকবর কুহরিছে বনে ।

বিনতানন্দনাত্মজ কহিলা সম্ভাষি
রাঘবে, "পশ্চিম দ্বার দেখ, রঘুমণি !
হিরণ্ময় ; এ সুদেশে হীরক-নির্ম্মিত
গৃহাবলী । দেখ চেয়ে, স্বর্ণবৃক্ষমূলে.
মরকতপত্রছত্র দীর্ঘশিরোপরি,
কনক-আসনে বসি দিলীপ নৃমণি, ৬৯০
সঙ্গে সুদক্ষিণা সাধ্বী ! পূজ ভক্তিভাবে
বংশের নিদান তব । বাসেন এ দেশে

অগণ্য রাজর্ষিগণ,—ইক্ষ্বাকু, মান্ধাতা,
নহুষ প্রভৃতি সবে বিখ্যাত জগতে
অগ্রসরি পিতামহে পূজ, মহাবাহু !"
অগ্রসরি রথীশ্বর সাষ্টাঙ্গে নমিলা
দম্পতীর পদতলে : সুধিলা আশীষি
দিলীপ, "কে তুমি ? কহ, কেমনে আইলা
সশরীরে প্রেতদেশে, দেবাকৃতি রথি ?
তব চন্দ্রানন হেরি আনন্দসলিলে
ভাসিল হৃদয় মম !" কহিলা সুস্বরে
সুদক্ষিণা, "হে সুভগ, কহ ত্বরা করি
কে তুমি ? বিদেশে যথা স্বদেশীয় জনে
হেরিলে জুড়ায় আঁখি, তেমনি জুড়াল
আঁখি মম, হেরি তোমা ! কোন্ সাধ্বী নারী
শুভ ক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিল, সুমতি !
দেবকুলোদ্ভব যদি, দেবাকৃতি, তুমি,
কেন বন্দ আমা দোঁহে ? দেব যদি নহ,
কোন্ কুল উজ্জ্বলিলা নরদেবরূপে ?"
উত্তরিলা দাশরথি কৃতাঞ্জলিপুটে,— ৭১০
"ভুবনবিখ্যাত পুত্র রঘু নামে তব,
রাজর্ষি, ভুবন জিনি জিনিলা স্ববলে
দিগ্‌বিজয়ী, অজ নামে তাঁর জনমিলা
তনয়—বসুধাপাল ; বরিলা অজেরে
ইন্দুমতী ; তাঁর গর্ভে জনম লভিলা
দশরথ মহামতি ; তাঁর পাটেশ্বরী
কৌশল্যা ; দাসের জন্ম তাঁহার উদরে।
সুমিত্রা-জননী-পুত্র, লক্ষ্মণ-কেশরী,

শত্রুঘ্ন—শত্রুঘ্ন রণে ! কৈকেয়ী জননী
ভরত ভ্রাতারে, প্রভু, ধরিলা গরভে।" ১২০
উত্তরিলা রাজ-ঋষি, "রামচন্দ্র তুমি,
ইক্ষ্বাকু-কুলশেখর, আশীষি তোমারে।
নিত্য নিত্য কীর্ত্তি তব ঘোষিবে জগতে,
যত দিন চন্দ্র সূর্য্য উদয়ে আকাশে,
কীর্ত্তিমান্ ! বংশ মম উজ্জ্বল ভূতলে
তব গুণে, গুণিশ্রেষ্ঠ। ওই যে দেখিছ
স্বর্ণগিরি, তার কাছে বিখ্যাত এ পুরে,
অক্ষয় নামেতে বট বৈতরণীতটে।
বৃক্ষমূলে পিতা তব পূজেন সতত
ধর্ম্মরাজে তব হেতু : যাও, মহাবাহু, ১৩০
রঘুকুল-অলঙ্কার, তাঁহার সমীপে।
কাতর তোমার দুঃখে দশরথ-রথী।"
বন্দি চরণারবিন্দ আনন্দে নৃমণি,
বিদায়ি জটায়ু শূরে, চলিলা একাকী
(অন্তরীক্ষে সঙ্গে মায়া) স্বর্ণগিরি দেশে
সুরম্য, অক্ষয় বৃক্ষে হেরিলা সুরথী
বৈতরণী নদীতীরে, পীযূষসলিলা
এ ভূমে : সুবর্ণ-শাখা, মরকত পাতা,
ফল, হায়, ফলছটা কে পারে বর্ণিতে ?
দেবারাধ্য তরুরাজ, মুক্তিপ্রদায়ী। ১৪০
হেরি দূরে পুত্রবরে রাজর্ষি, প্রসরি
বাহুযুগ, (বক্ষঃস্থল আর্দ্র অশ্রুজলে)
কহিলা, "আইলি কি রে এ দুর্গম দেশে
এত দিনে, প্রাণাধিক, দেবের প্রসাদে,

জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয় ? পাইনু কি আজি
তোরে, হারাধন মোর ! হায় রে, কত যে
সহিনু বিহনে তোর, কহিব কেমনে,
রামভদ্র ? লোহ যথা গলে অগ্নিতেজে,
তোর শোকে দেহত্যাগ করিনু অকালে ।
মুদিনু নয়ন, হায়, হৃদয়জ্বলনে ! ১৫০
নিদারুণ বিধি, বৎস, মম কর্ম্মদোষে
লিখিলা আয়াস, মরি, তোর ও কপালে,
ধর্ম্মপথগামী তুই ! তেঁই সে ঘটিল
এ ঘটনা ; তেঁই, হায়, দলিল কৈকেয়ী
জীবনকাননশোভা আশালতা মম
মত্ত মাতঙ্গিনীরূপে ।" বিলাপিলা বলী
দশরথ ; দাশরথী কাঁদিলা নীরবে

কহিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ, "অকূল সাগরে
ভাসে দাস, তাত, এবে ! কে তারে রক্ষিবে
এ বিপদে ? এ নগরে বিদিত যদ্যপি ১৬০
ঘটে যা ভবমণ্ডলে, তবে ও চরণে
অবিদিত নহে, কেন আইল এ দেশে
কিংকর ! অকালে, হায়, ঘোরতর রণে,
হত প্রিয়ানুজ আজি । না পাইলে তারে,
আর না ফিরিব যথা শোভে দিনমণি,
চন্দ্র, তারা ! আজ্ঞা দেহ, এখনি মরিব,
হে তাত, চরণতলে ! না পারি ধরিতে
তাহার বিরহে প্রাণ ।" কাঁদিলা নৃমণি
পিতৃপদে ; পুত্রদুঃখে কাতর, কহিলা
দশরথ,—"জানি আমি, কি কারণে তুমি ১৭০

যাইলে এ পুরে, পুত্র। সদা আমি পুজি
ধর্ম্মরাজে, জলাঞ্জলি দিয়া সুখভোগে,
তোমারে মঙ্গল হেতু। পাইবে লক্ষ্মণে,
সুলক্ষণ! প্রাণ তার এখনও দেহে
বদ্ধ, ভগ্ন কারাগারে বদ্ধ বন্দী যথা।
গন্ধমাদন গিরি, তার শৃঙ্গদেশে
ফলে মহৌষধ, বৎস, বিশল্যকরণী,
হেমলতা; আনি তাহা বাঁচাও অনুজে।
আপনি প্রসন্নভাবে যমরাজ আজি
বলা এ উপায় কহি। অনুচর তব
আশুগতি পুত্র হনু, আশুগতিগতি;
প্রের তারে: মুহূর্ত্তেকে আনিবে ঔষধে,
ভীমপরাক্রম বলী প্রভঞ্জনসম। ১৮০
নাশিবে সময়ে তুমি বিষম সংগ্রামে
রাবণে: সবংশে নষ্ট হবে দুষ্টমতি
তব শরে; রঘুকুললক্ষ্মী পুত্রবধূ
বধূগৃহে পুনঃ মাতা ফিরি উজ্জ্বলিবে:—
কিন্তু সুখ ভোগ ভাগ্যে নাহি, বৎস, তব।
পুড়ি ধূপদানে, হায়, গন্ধরস যথা
সুগন্ধে আমোদে দেশ, বহু ক্লেশ সহি,
পূরিবে ভারতভূমি, যশস্বি, সুযশে। ১৯০
মম পাপ হেতু বিধি দণ্ডিলা তোমারে;—
মম পাপে মরিনু আমি তোমার বিচ্ছেদে।
"অর্দ্ধগত নিশামাত্র এবে ভবমণ্ডলে।
দেববলে বলী তুমি যাও শীঘ্র ফিরি
লঙ্কাধামে: প্রের ত্বরা বীর হনুমানে

আনি মহৌষধ, বৎস, বাঁচাও অনুজে :—
রজনী থাকিতে যেন আনে সে ঔষধে।"
আশীষিলা দশরথ দাশরথি শূরে।
পিতৃ-পদধূলি পুত্র লইবার আশে, ৮০
অর্পিলা চরণপদ্মে করপদ্ম ;—বৃথা !
নারিলা স্পর্শিতে পদ ! কহিলা সুস্বরে
রঘুজ-অজ-অঙ্গজ দশরথাঙ্গজে ;—
"নহে ভূতপূর্ব্ব দেহ এবে যা দেখিছ
প্রাণাধিক ! ছায়া মাত্র ! কেমনে ছুঁইবে
এ ছায়া, শরীরী তুমি ? দর্পণে যেমতি
প্রতিবিম্ব, কিম্বা জলে, এ শরীর মম।—
অবিলম্বে, প্রিয়তম, যাও লঙ্কাধামে।"
প্রণমি বিস্ময়ে পদে চলিলা সুমতি,
সঙ্গে মায়া। কত ক্ষণে উত্তরিলা বলী ৮১০
যথায় পতিত ক্ষেত্রে লক্ষ্মণ সুরথী :
চারি দিকে বীরবৃন্দ নিদ্রাহীন শোকে। ৮১২

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে প্রেতপুরী নাম

অষ্টমঃ সর্গঃ।

নবম সর্গ

প্রভাতিল বিভাবরী; জয় রাম নাদে
নাদিল বিকট ঠাট লঙ্কার চৌদিকে।
কনক-আসন ত্যজি, বিষাদে ভূতলে
বসেন যথায়, হায়, রক্ষোদলপতি
রাবণ; ভীষণ স্বন পশিল সে স্থলে
সাগরকল্লোলসম! বিস্ময়ে সুরথী
সুধিলা সারণে লক্ষি,—"কহ ত্বরা করি,
হে সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ, কি হেতু নিনাদে
বৈরিবৃন্দ, নিশাভাগে নিরানন্দ শোকে?
কহ শীঘ্র! প্রাণদান পাইল কি পুনঃ ১০
কপট-সমরী মূঢ় সৌমিত্রি? কে জানে—
অনুকূল দেবকুল তাই বা করিল!
অবিরামগতি স্রোতে বাঁধিল কৌশলে
যে রাম; ভাসিল শিলা যার মায়াতেজে
জলমুখে; বাঁচিল যে দুই বার মরি
সমরে, অসাধ্য তার কি আছে জগতে?
কহ শুনি, মন্ত্রিবর, কি ঘটিল এবে?"
কর পুটি মন্ত্রিবর উত্তরিলা খেদে!—
"কে বুঝে দেবের মায়া এ মায়াসংসারে,
রাজেন্দ্র? গন্ধমাদন, শৈলকুলপতি, ২০
দেবাত্মা, আপনি আসি গত নিশাকালে,
মহৌষধ-দানে, প্রভু, বাঁচাইলা পুনঃ

লক্ষ্মণে ; তেঁই সে সৈন্য নাদিছে উল্লাসে ।
হিমান্তে দ্বিগুণতেজঃ ভুজঙ্গ যেমতি,
গরজে সৌমিত্রি শূর—মত্ত বীরমদে :
গরজে সুগ্রীব সহ দাক্ষিণাত্য যত,
যথা করিযূথ, নাথ, শুনি যূথনাথে !”
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা সুরথী
লঙ্কেশ,—“বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে ?
বিমুখি অমর মরে, সম্মুখ-সমরে ৩০
বধিনু যে রিপু আমি, বাঁচিল সে পুনঃ
দৈববলে ? হে সারণ, মম ভাগ্যদোষে,
ভুলিলা স্বধর্ম্ম আজি কৃতান্ত আপনি !
গ্রাসিলে কুরঙ্গে সিংহ ছাড়ে কি হে কভু
তাহায় ? কি কাজ কিন্তু এ বৃথা বিলাপে ?
বুঝিনু নিশ্চয় আমি, ডুবিল তিমিরে
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি ! মরিল সংগ্রামে
শূলীশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
কুমার বাসবজয়ী, দ্বিতীয় জগতে
শক্তিধর ! প্রাণ আমি ধরি কোন্ সাধে ? ৪০
আর কি এ দোঁহে ফিরি পাব ভবতলে ?—
যাও তুমি, হে সারণ, যথায় সুরথী
রাঘব ;—কহিও শূরে,—‘রক্ষঃকুলনিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে,—তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি !
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি । বীরধর্ম্ম পাল রঘুপতি !—

বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে ৫০
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা! ধন্য বীরকুলে
তুমি! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নূমণি।
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি:
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে:
পরমনোরথ আজি পূরাও, সুরথি।”
যাও শীঘ্র, মন্ত্রিবর রামের শিবিরে”
বন্দি রক্ষঃকুল-ইন্দ্রে, সঙ্গীদল সহ,
চলিলা সচিবশ্রেষ্ঠ। অমনি খুলিল
ভীষণ নিনাদে দ্বার দ্বারপাল যত।
ধীরে ধীরে রক্ষোমন্ত্রী চলিলা বিষাদে ৬৮
চির-কোলাহলময় পয়োনিধি তীরে।
শিবিরে বসেন প্রভু রঘুকুলমণি,
আনন্দসাগরে মগ্ন: সম্মুখে সৌমিত্রি
রথীশ্বর, যথা তরু হিমানীবিগমে
নবরস: পূর্ণশশী সুহাস আকাশে
পূর্ণিমায়; কিম্বা পদ্ম, নিশা-অবসানে,
প্রফুল্ল! দক্ষিণে রক্ষঃ বিভীষণ-বলী
মিত্র, আর নেতৃ যত—দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রামে,—
দেবেন্দ্র বেড়িয়া যেন দেবকুল-রথী।
কহিল সংক্ষেপে বার্ত্তা বার্ত্তাবহ ত্বরা ৭০
“রক্ষঃকুলমন্ত্রী, দেব, বিখ্যাত জগতে,
সারণ, শিবিরদ্বারে সঙ্গীদল সহ;—
কি আজ্ঞা তোমার, দাসে কহ নরমণি।”
আদেশিলা রঘুবর, “আন ত্বরা করি,

বার্ত্তাবহ, মন্ত্রিবরে সাদরে এ স্থলে।
কে না জানে, দূতকুল অবধ্য সমরে?"
প্রবেশি শিবিরে তবে সারণ কহিলা—
(বন্দি রাজপদযুগ) "রক্ষঃকুলনিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে,—তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে ৮০
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে।—
যথাবিধি। বীরধর্ম্ম পাল, রঘুপতি।—
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে
বীরযোনী স্বর্ণলঙ্কা। ধন্য বীরকুলে
তুমি! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি;
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি;
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে :—
পরমনোরথ আজি পূরাও সুরথি।" ৯০
উত্তরিলা রঘুনাথ,—"পরমারি মম,
হে সারণ, প্রভু তব; তবু, তাঁর দুঃখে
পরম দুঃখিত আমি, কহিনু তোমারে।
রাহুগ্রাসে হেরি সূর্য্যে কার না বিদরে
হৃদয়? যে তরুরাজ জ্বলে তাঁর তেজে
অরণ্যে, মলিনমুখ সেও হে সে কালে!
বিপদে অপর পর সম মম কাছে,
মন্ত্রিবর! যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে
তুমি, না ধরিব অস্ত্র সপ্ত দিন আমি
সসৈন্যে। কহিও, বুধ, রক্ষঃকুলনাথে, ১০০

ধর্ম্মকর্ম্মে রত জনে কভু না প্রহারে
ধার্ম্মিক !” এতেক কহি নীরবিলা বলী ।
নতভাবে রক্ষোমন্ত্রী কহিলা উত্তরি,—
“নরকুলোত্তম তুমি, রঘুকুলমণি ;
বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে ।
উচিত এ কর্ম্ম তব, শুন, মহামতি !
অনুচিত কর্ম্ম কভু করে কি সুজনে ?
যথা রক্ষোদলপতি নৈকষেয় বলী ।
নরদলপতি তুমি রাঘব ! কুক্ষণে—
ক্ষম এ আক্ষেপ, রথি, মিনতি ও পদে !— ১১০
কুক্ষণে ভেটিলে দোঁহা দোঁহে রিপুভাবে !
বিধির নির্ব্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে ?
যে বিধি, হে মহাবাহু, সৃজিলা পবনে
সিন্ধু-অরি ; মৃগ-ইন্দ্রে গজ-ইন্দ্র রিপু ;
খগেন্দ্রে নাগেন্দ্রবৈরী ; তাঁর মায়াছলে
রাঘব রাবণ-অরি—দোষিব কাহারে ?”
প্রসাদ পাইয়া দূত চলিলা সত্বরে
যথায় রাক্ষসনাথ বসেন নীরবে,
তিতিয়া বসন, মরি নয়ন-আসারে,
শোকার্ত্ত ! হেথায় আজ্ঞা দিলা নরপতি ১২০
নেতাবৃন্দে ; রণসজ্জা ত্যজি কুতূহলে,
বিরাম লভিলা সবে যে যার শিবিরে ।
যথায় অশোকবনে বসেন বৈদেহী,—
অতল জলধিতলে, হায় রে, যেমতি
বিরহে কমলা সতী, আইলা সরমা—
রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূবেশে ।

বন্দি চরণারবিন্দ বসিলা ললনা
পদতলে। মধুস্বরে সুধিলা মৈথিলি,—
"কহ মোরে, বিধুমুখি, কেন হাহাকারে
এ দুদিন পুরবাসী? শুনিনু সভয়ে ১৩০
রণনাদ সারাদিন কালি রণভূমে:
কাঁপিল সঘনে বন, ভূকম্পনে যেন,
দূর বীরপদভরে; দেখিনু আকাশে,
অগ্নিশিখাসম শর; দিবা-অবসানে,
জয় নাদে রক্ষঃসৈন্য পশিল নগরে,
বাজিল রাক্ষসবাদ্য গম্ভীর নিক্কণে!
কে জিনিল? কে হারিল? কহ ত্বরা করি,
সরমে! আকুল মনঃ, হায় লো, না মানে
প্রবোধ! না জানি কেবা জিজ্ঞাসি কাহারে?
না পাই উত্তর যদি সুধি চেড়ীদলে। ১৪০
বিকটা ত্রিজটা, সখি, লোহিতলোচনা,
করে খরসান অসি, চামুণ্ডারূপিণী,
আইল কাটিতে মোরে গত নিশাকালে,
ক্রোধে অন্ধা। আর চেড়ী রোধিল তাহারে:
বাঁচিল এ পোড়া প্রাণ তেঁই, সুকেশিনি।
এখনও কাঁপে হিয়া স্মরিলে দুষ্টারে!"
কহিলা সরমা সতী সুমধুর ভাষে:—
"তব ভাগ্যে, ভাগ্যবতি, হতজীব রণে
ইন্দ্রজিত! তেঁই লঙ্কা বিলাপে এরূপে
দিবানিশি। এত দিনে গতবল, দেবি, ১৫০
কর্বুর-ঈশ্বর বলী! কাঁদে মন্দোদরী;
রক্ষঃকুলনারীকুল আকুল বিষাদে;

নিরানন্দ রক্ষোরথী। তব পুণ্যবলে,
পদ্মাক্ষি, দেবর তব লক্ষ্মণ সুরথী
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলা সংগ্রামে,—
বধিলা বাসবজিতে—অজেয় জগতে!"
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা,—"সুবচনী তুমি
মম পক্ষে, রক্ষোবধূ, সদা লো এ পুরে!
ধন্য বীর-ইন্দ্র-কুলে সৌমিত্রি কেশরী।
শুভ ক্ষণে হেন পুত্রে সুমিত্রা শাশুড়ী ১৬০
ধরিলা সুগর্ভে, সই! এত দিনে বুঝি
কারাগারদ্বার মম খুলিলা বিধাতা
কৃপায়! একাকী এবে রাবণ দুর্ম্মতি
মহারথী লঙ্কাধামে। দেখিব কি ঘটে,—
দেখিব আর কি দুঃখ আছে এ কপালে?
কিন্তু শুন কান দিয়া! ক্রমশঃ বাড়িছে
হাহাকার ধ্বনি, সখি।"—কহিলা সরমা
সুবচনী,—"কর্ব্বুরেন্দ্র রাঘবেন্দ্র সহ
করি সন্ধি সিন্ধুতীরে লইছে তনয়ে
প্রেতক্রিয়াহেতু, সতি! সপ্ত দিবানিশি ১৭০
না ধরিবে অস্ত্র কেহ এ রাক্ষসদেশে
বৈরিভাবে—এ প্রতিজ্ঞা করিলা নৃমণি
রাবণের অনুরোধে:—দয়াসিন্ধু, দেবি,
রাঘবেন্দ্র! দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী—
বিদরে হৃদয়, সাধ্বি, স্মরিলে সে কথা!—
প্রমীলা সুন্দরী ত্যজি দেহ দাহস্থলে,
পতির উদ্দেশে সতী, পতিপরায়ণা,
যাবে স্বর্গপুরে আজি! হর-কোপানলে,

হে দেবি, কন্দর্প যবে মরিলা পুড়িয়া,
মরিলা কি রতি সতী প্রাণনাথে লয়ে ?" ১৮০

কাঁদিলা রাক্ষসবধূ তিতি অশ্রুনীরে
শোকাকুলা। ভবতলে মূর্ত্তিমতী দয়া
সীতারূপে, পরদুঃখে কাতর সতত,
কহিলা—সজল আঁখি, সম্ভাষি সখীরে ;—
"কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি !
সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলারূপী
আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা !
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী !
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি ১৯০
লক্ষ্মণ ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
শ্বশুর ! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
শূন্য রাজসিংহাসন ! মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষপক্ষে ভীমভুজবলে,
রক্ষিতে দাসীর মান ! হ্যাদে দেখ হেথা—
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে ?
মরিবে দানববালা অতুল এ ভবে
সৌন্দর্য্যে ! বসন্তারম্ভে, হায় লো, শুখাল
হেন ফুল !"—"দোষ তব",—সুধিলা সরমা, ২০০
মুছিয়া নয়নজল—"কহ কি, রূপসি ?
কে ছিঁড়ি আনিল হেথা এ স্বর্ণব্রততী,
বঞ্চিয়া রসালরাজে ? কে আনিল তুলি
রাঘবমানসপদ্ম এ রাক্ষসদেশে ?

"নিজ কর্ম্মদোষে মজে লংকা-অধিপতি!
আর কি কহিবে দাসী?" কাঁদিলা সরমা
শোকে! রক্ষঃকুলশোকে সে অশোক-বনে
কাঁদিলা রাঘববাঞ্ছা—দুঃখী পর-দুঃখে।

খুলিল পশ্চিম দ্বার অশনি-নিনাদে।
বাহিরিল বক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণদণ্ড করে, ২১০
কৌষিক পতাকা তাহে উড়িছে আকাশে।
রাজপথ-পার্শ্বদ্বয়ে চলে সারি সারি
নীরবে পতাকিকুল। সর্ব্বাগ্রে দুন্দুভি
করিপৃষ্ঠে পূরে দেশ গম্ভীর আরবে।
পদব্রজে পদাতিক কাতারে কাতারে;
বাজীরাজী সহ গজ; রথীবৃন্দ রথে
মন্দগতি, বাজে বাদ্য সকরুণ কণে।
যত দূর চলে দৃষ্টি, চলে সিন্ধুমুখে
নিরানন্দে রক্ষোদল! ঝক ঝক ঝকে
স্বর্ণ-বর্ম্ম ধাঁধি আঁখি! রবিকরতেজে ২২০
শোভে হৈমধ্বজদণ্ড শিরোমণি শিরে;
কংসকোষ সারসনে; দীর্ঘ শূল হাতে,
বিগলিত অশ্রুধারা, হায় রে, নয়নে!

বাহিরিল বীরাঙ্গনা (প্রমীলার দাসী)
পরাক্রমে ভীমা-সমা, রূপে বিদ্যাধরী,
রণবেশে,—কৃষ্ণ হয়ে নৃমুণ্ডমালিনী,—
মলিন বদন, মরি, শশিকলাভাবে
নিশা যথা! অবিরল ঝরে অশ্রুধারা,
তিতি বস্ত্র, তিতি অশ্ব, তিতি বসুধারে।
উচ্ছ্বাসিছে কোন বামা; কেহ বা কাঁদিছে ২৩০

নীরবে : চাহিছে কেহ রঘুসৈন্য পানে
অগ্নিময় আঁখি রোষে, বাঘিনী যেমনি
(জালাবৃত) ব্যাধবর্গে হেরিয়া অদূরে !
হায় রে, কোথা সে হাসি—সৌদামিনী-ছটা !
কোথা সে কটাক্ষশর, কামের সমরে
সর্ব্বভেদী ? চেড়ীবৃন্দ মাঝারে বড়বা,
শূন্যপৃষ্ঠ, শোভাশূন্য, কুসুম বিহনে
বৃন্ত যথা ! ঢুলাইছে চামর চৌদিকে
কিঙ্করী ; চলিছে সঙ্গে বামাব্রজ কাঁদি
পদব্রজে, কোলাহল উঠিছে গগনে ! ২৪৫
প্রমীলার বীরবেশ শোভে ঝলঝলে
বড়বার পৃষ্ঠে,—অসি, চর্ম্ম, তূণ, ধনুঃ,
কিরীট মণ্ডিত, মরি, অমূল্য রতনে !
সারসন মণিময় ; কবচ খচিত
সুবর্ণে,—মলিন দোঁহে । সারসন স্মরি,
হায় রে, সে সরু কটি ! কবচ ভাবিয়া
সে সু-উচ্চ কুচযুগে—গিরিশৃঙ্গসম !
ছড়াইছে খই, কড়ী, স্বর্ণমুদ্রা আদি
অর্থ, দাসী ; সকরুণে গাইছে গায়কী ;
পেশল- উরস হানি কাঁদিছে রাক্ষসী ! ২৫০

বাহিরিল মৃদুগতি রথবৃন্দ মাঝে
রথবর, ঘনবর্ণ, বিজলীর ছটা
চক্রে ; ইন্দ্রচাপরূপী ধ্বজ চূড়দেশে ;—
কিন্তু কান্তিশূন্য আজি, শূন্যকান্তি যথা
প্রতিমাপঞ্জর, মরি, প্রতিমা বিহনে
বিসর্জ্জন-অন্তে !—কাঁদে ঘোর কোলাহলে

রক্ষোরথী, ক্ষণ বক্ষঃ হানি মহাক্ষেপে
হতজ্ঞান! রথমধ্যে শোভে ভীম ধনুঃ,
তূণীর, ফলক, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র গদা-
আদি অস্ত্র; সুকবচ; সৌরকর-রাশি- ২৬০
সদৃশ কিরীট; আর বীরভূষা যত।
সকরুণ গীতে গীতি গাইছে কাঁদিয়া
রক্ষোদুঃখ! স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইছে কেহ,
ছড়ায় কুসুম যথা লড়ি ঘোর ঝড়ে
তরু! সুবাসিত জল ঢালে জলবহ,
দমি উচ্চগামী রেণু, বিরত সহিতে
পদভর। চলে রথ সিন্ধুতীর মুখে।

সুবর্ণ-শিবিকাসনে, আবৃত কুসুমে,
বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী,—
মর্ত্ত্যে রতি মৃত কাম সহ সহগামী! ২৭০
ললাটে সিন্দূর-বিন্দু, গলে ফুলমালা,
কঙ্কণ মৃণালভুজে বিবিধ ভূষণে
ভূষিতা রাক্ষসবধূ। দুলাইছে কাঁদি
চামরিণী সুচামর; কাঁদি ছড়াইছে
ফুলরাশি বামাবৃন্দ। আকুল বিষাদে,
রক্ষঃকুল-নারীকুল কাঁদে হাহারবে!
হায় রে, কোথা সে জ্যোতিঃ ভাতিত যে সদা
মুখচন্দ্রে? কোথা, মরি, সে সুচারু হাসি,
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথা
দিনকর-কররাশি তোর বিম্বাধরে ২৮০
পঙ্কজিনি? মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী—
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি

গেছে যেন যথা পতি বিরাজেন এবে !
শুখাইলে তরুরাজ, শুখায় রে লতা,
স্বয়ম্বরা বধূ ধনী। কাতারে কাতারে,
চলে রক্ষোরথী সাথে, কোষশূন্য অসি
করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝলঝলে,
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা নয়ন ঝলসে !
উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে ;
বহে হবিব্বহ হোত্রী মহামন্ত্র জপি : ২৯০
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম, পুষ্প বহে রক্ষোবধূ
স্বর্ণপাত্রে ; স্বর্ণকুম্ভে পূত অম্ভোরাশি
গাঙ্গেয়। সুবর্ণদীপ দীপে চারি দিকে
বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে :
বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ, ডুম্বকী :
বাজিছে ঝাঁঝরী, শঙ্খ : দেয় হুলাহুলি।
সধবা রাক্ষসনারী আর্দ্র অশ্রুনীরে—
হায় রে, মঙ্গলধ্বনি অমঙ্গল দিনে।
বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজা ৩০০
রাবণ ;—বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরি,
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে ;—
চারি দিকে মন্ত্রিদল দূরে নতভাবে।
নীরব কর্ব্বুরপতি, অশ্রুপূর্ণ আঁখি
নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ। বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
রক্ষোপুরবাসী রক্ষঃ—আবাল, বণিতা,
বৃদ্ধ ; শূন্য করি পুরী, আঁধার রে এবে

গোকুলভবন যথা শ্যামের বিহনে।
ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে, তিতি অশ্রুনীরে, ৯১০
চলে সবে, পূরি দেশ বিষাদ-নিনাদে।
কহিলা অঙ্গদে প্রভু সুমধুর স্বরে—
"দশ শত রথী সঙ্গে যাও, মহাবলি
যুবরাজ, রক্ষঃ সহ মিত্রভাবে তুমি,
সিন্ধুতীরে। সাবধানে যাও হে সুরথি!
আকুল পরাণ মম রক্ষঃকুলশোকে।
এ বিপদে পরাপর নাহি ভাবি মনে,
কুমার লক্ষ্মণ-শূরে হেরি পাছে রোষে,
পূর্ব্বকথা স্মরি মনে কর্ব্বুরাধিপতি,
যাও তুমি, যুবরাজ। রাজচূড়ামণি, ৯২০
পিতা তব বিমুখিলা সমরে রাক্ষস,
শিষ্টাচারে, শিষ্টাচারে, তোষ তুমি তারে।"
দশ শত রথী সাথে চলিলা সুরথী
অঙ্গদ সাগরমুখে। আইলা আকাশে
দেবকুল:—ঐরাবতে দেবকুলপতি,
সঙ্গে বরাঙ্গনা শচী অনন্তযৌবনা,
শিখিধ্বজে শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি
সেনানী; চিত্রিত রথে চিত্ররথ রথী,
মৃগে বায়ুকুলরাজ; ভীষণ মহিষে
কৃতান্ত; পুষ্পকে যক্ষ, অলকার পতি:— ৯৩০
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি,
মলিন তপনতেজে; আইলা সুহাসী
অশ্বিনীকুমারযুগ, আর দেব যত।
আইলা সুরসুন্দরী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা,

কিন্নর, কিন্নরী। রঙ্গে বাজিল অম্বরে
দিব্য বাদ্য। দেব-ঋষি আইলা কৌতুকে,
আর আর প্রাণী যত ত্রিদিবনিবাসী।
উতরি সাগরতীরে, রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ ; বহিল বাহকে
সুগন্ধ চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে। ৩৪০
মন্দাকিনী-পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে, সুকৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল
দাহস্থানে রক্ষোদল ; পড়িলা গম্ভীরে
মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত। অবগাহি দেহ
মহাতীর্থে সাধবী সতী প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন-আভরণ, বিতরিলা সবে!
প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী,
সম্ভাষি মধুরভাষে দৈত্যবালাদলে,
কহিলা, "লো সহচরি, এত দিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে ৩৫০
আমার। ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে।
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি! মায়েরে মোর"—হায় রে বহিল
সহসা নয়নজল! নীরবিলা সতী :—
কাঁদিল দানববালা হাহাকার রবে!
মুহূর্ত্তে সম্বরি শোক, কহিলা সুন্দরী,
"কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এত দিনে! যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতা মাতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে :— ৩৬০

পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে ?
আর কি কহিব সখি ? ভুল না লো তারে-
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে !"
চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন !)
বসিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে :
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী-প্রদেশে ।
বাজিল রাক্ষসবাদ্য : উচ্চে উচ্চারিল
বেদ বেদী : রক্ষোনারী দিল হুলাহুলি
সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে
হাহারব । পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে । ৩৭০
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর কুঙ্কুম-আদি দিল রক্ষোবালা
যথাবিধি [illegible] আনি তীক্ষ্ণ শরে
ঘৃতাক্ত করিয়া রক্ষঃ [illegible] পূরাইল
চারি দিকে, যথা মহানবমীর দিনে,
শাক্ত ভক্ত-দ্বারে, [illegible], তব পীঠতলে !
অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে :
"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে ;—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায় করিব ৩৮০
মহাযাত্রা ! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা ? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে
ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজ-সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ ! বৃথা আশা ! পূর্বজন্মফলে !

হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে।
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে।
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল ? কেমনে ফিরিব,— ৩৯০
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর ? কি সান্ত্বনাছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে ?
'কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার ?' সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী,—'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি ?'—
কি কয়ে বুঝাব তারে ? হায় রে, কি কয়ে ?
হা পুত্র ! হা বীরশ্রেষ্ঠ ! চিরজয়ী রণে।
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি ! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?" ৪০০

অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে।
নড়িল মস্তকে জটা : ভীষণ গর্জ্জনে
গর্জ্জিল ভুজঙ্গবৃন্দ : ধক ধক ধকে
জ্বলিল অনল ভালে : ভৈরব কল্লোলে
কল্লোলিলা ত্রিপথগা, বরিষায় যথা
বেগবতী স্রোতস্বতী পর্ব্বতকন্দরে।
কাঁপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে।
কাঁপিল আতঙ্কে বিশ্ব ; সভয়ে অভয়া
কৃতাঞ্জলিপুটে সাধ্বী কহিলা মহেশে :—

"কি হেতু সরোষ, প্রভু কহ তা দাসীরে ? ৪১০
মরিল সমরে রক্ষঃ বিধির বিধানে :
নহে দোষী রঘুরথী ! তবে যদি নাশ

অবিচারে তারে, নাথ, কর ভস্ম আগে
আমায়।" চরণযুগে ধরিলা জননী।
সাদরে সতীরে তুলি কহিলা ধূর্জ্জটি ;—
"বিদরে হৃদয় মম, নগরাজবালে,
রক্ষোদুঃখে। জান তুমি কত ভালবাসি
নৈকষেয় শূরে আমি। তব অনুরোধে,
ক্ষমিনু, হে ক্ষেমঙ্করি, শ্রীরাম লক্ষ্মণে।"
আদেশিলা অগ্নিদেবে বিষাদে ত্রিশূলী ;— ৪২০
"পবিত্রি, হে সর্ব্বশুচি, তোমার পরশে,
আন শীঘ্র এ সুধামে রাক্ষসদম্পতী।"
ইরম্মদরূপে অগ্নি পশিলা ভূতলে !
সহসা জ্বলিল চিতা। সচকিতে সবে
দেখিলা আগ্নেয় রথ ; সুবর্ণ-আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী
দিব্যমূর্ত্তি ! বাম ভাগে প্রমীলা রূপসী,
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে ;
চিরসুখহাসিরাশি মধুর অধরে।
উঠিল গগনপথে রথবর বেগে : ৪৩০
বরষিলা পুষ্পাসার দেবকুল মিলি ;
পূরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে !
দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে
রাক্ষস। পরম যত্নে কুড়াইয়া সবে
ভস্ম, অম্বুরাশি-তলে বিসর্জ্জিলা তাহে !
ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে
লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আশু নির্ম্মিল মিলিয়া
স্বর্ণ-পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে ;—

ভেদি অভ্র, মঠচূড়া উঠিল আকাশে।
  করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে 440
ফিরিলা লংকার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে!
সপ্ত দিবানিশি লংকা কাঁদিলা বিষাদে। 441

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে সংস্ক্রিয়া নাম
নবমঃ সর্গঃ।

গ্রন্থ সমাপ্ত।